যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ

এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

১ম খণ্ড

মূল ঃ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ

এবং

উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

প্রথম খণ্ড

হাদীছ ১-৫০০

মূলঃ

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদঃ

আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউয্‌যামান

লীসান্স–মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

এম, এ–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
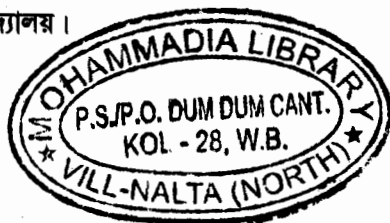
সম্পাদনাঃ

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লীসান্স–মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

এম, এ–দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শাইখ আমানুল্লাহ বিন ইসমা'ঈল

লীসান্স–মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ
এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব (প্রথম খণ্ড)

প্রকাশনায় ঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৪ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ঈসায়ী

মূল্য ঃ একশত দুইশত বিশ টাকা মাত্র।

ISBN # 978-984-8766-16-4

মুদ্রণে ঃ তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬

২। মাওলানা বাদীউয্যামান
মুহাদ্দিছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী

৩। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
কাযীবাড়ী, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন ঃ ০১৭২৮৫৫১২৪, ০১৯৩২১৭২৬

৪। প্রিন্স মেডিকেল ষ্টোর, চাড়ারগোপ, কালীর বাজার, নারায়নগঞ্জ
ফোন ঃ ৭৬১৩৩৮৩

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও শাশ্বত জীবন বিধান। এতে মানব কল্যাণের যাবতীয় দিক বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী জীবনাদর্শের মূল উৎস হ'ল আল্লাহ্র 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আল্লাহ তা'আলা নিজেই যিক্র তথা অহি-কে হেফাযত করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ 'নিশ্চয় আমরা যিক্র নাযিল করেছি এবং আমরাই তার হেফাযত করব' (হিজর ৯)। এই ঘোষণা পূর্বেকার কোন এলাহী কিতাব সম্পর্কে তিনি দেননি। ফলে সেগুলির কোন অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নেই। অনেকের ধারণা 'যিক্র' বলে আল্লাহ কেবল কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন, হাদীছের নেননি। একথা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, ﴿وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ 'আমরা আপনার নিকটে 'যিক্র' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' (নাহল-৪৪)। আর কুরআনের ব্যাখ্যাই হ'ল 'হাদীছ'। যা রাসূল নিজ ইচ্ছা মোতাবেক বলতেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকটে 'অহি' নাযিল হ'ত। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ 'রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকটে 'অহি' নাযিল হ'ত' (নাজম ৩-৪)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 'জেনে রেখ! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু' (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩)। সে বস্তুটি নিঃসন্দেহে 'হাদীছ', যার অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুমিন হ'তে পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ 'তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনোই মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়সমূহে তোমাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ করবে না এবং অবনত চিত্তে তা গ্রহণ করবে' (নিসা ৬৫)।
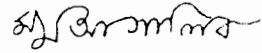
অনেকের ধারণা কেবল লেখনীর মাধ্যমেই হেফাযত হয়, স্মৃতির মাধ্যমে নয়। তাদের একথা ঠিক নয়। কেননা প্রাচীন পৃথিবীতে যখন কাগজ ছিল না, তখন শিলালিপি ইত্যাদি ছাড়াও প্রধান মাধ্যম ছিল মানুষের 'স্মৃতি'। জাহেলী যুগে আরবদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ছিল কিংবদন্তীর মত। যা আজকালকের মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। শেষনবীকে আরবে প্রেরণের পিছনে সেটাও অন্যতম কারণ হতে পারে। এরপরেও রাসূলের প্রত্যক্ষ নির্দেশে ও ব্যবস্থাপনায় 'কুরআন' লিপিবদ্ধ ও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীছ লিখনের কাজও তাঁর নির্দেশে শুরু করা হয়। যদিও ব্যাপকহারে সবাইকে তিনি এ নির্দেশ দেননি। কেননা তাতে কুরআনের সঙ্গে হাদীছ মিলে যাবার সম্ভাবনা থেকে যেত। রাসূলের মৃত্যুর পরে উক্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হবার পর ছাহাবীগণ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে মনোনিবেশ করেন। খুলাফায়ে রাশেদীন হাদীছ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১হিঃ) সর্বপ্রথম ব্যাপকহারে হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচার-প্রসারের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেন ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন (বুখারী ১/২০)।

কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে খারেজী-শী'আ, ক্বাদারিয়া-মুরজিয়া ইত্যাদি বিদ'আতী ও ভ্রান্ত ফের্কা সমূহের উদ্ভব ঘটলে তাদের মধ্যে নিজেদের দলীয় স্বার্থে হাদীছকে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দেয়। ৩৭ হিজরীর পরের যুগে তখনই প্রথম হাদীছ বর্ণনাকারীর দলীয় পরিচয় ও স্বভাব-চরিত্র যাচাইয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীণ (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন, এসময় যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী ব্যক্তি 'আহলেসুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। আর যদি দেখা যেত বিদ'আতী দলভুক্ত, তাহ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না (মুক্বাদ্দামা মুসলিম পৃঃ ১৫)। বলা বাহুল্য, মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ সমূহের অধিকাংশেরই মূল উৎস হ'ল জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ।

আল্লাহ পাক মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত স্বীয় 'যিক্র' তথা সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সমূহকে হেফাযত করার জন্য যুগে যুগে অনন্য প্রতিভাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। ছাহাবী ও তাবেঈগণের যুগ শেষে বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ কুতুবে সিত্তাহ্র মুহাদ্দিছগণ ছাড়াও যুগে যুগে হাদীছের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে তাঁর বাছাইকৃত কিছু বিদ্বান চিরকাল হাদীছের খিদমত করে গিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর অতুলনীয় প্রতিভা মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছহীহ ও যঈফ হাদীছের উপর পৃথক গ্রন্থসমূহ সংকলন করেছেন। যার অন্যতম হ'ল سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة যার প্রতি খণ্ডে ৫০০ যঈফ ও মওযূ হাদীছ সংকলিত হয়েছে। এযাবৎ প্রাপ্ত এর ১৪টি খণ্ডের মধ্যে ১ম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করেছে স্নেহাস্পদ আকমাল হুসাইন বিন বাদী'উয্যামান।

বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য এটা ছিল অতীব যরূরী কাজ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে সে জাতির এক মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছে। আল্লাহ তার এই খিদমত কবূল করুন। আমরা আশা করব সে বাকী খণ্ডগুলির অনুবাদের কাজও করবে ও আল্লাহর রহমতে তা প্রকাশিত হবে। ইন্শাআল্লাহ এ গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষ যঈফ ও জাল হাদীছের অপপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে হাদীছের অনুসারী হবে।

তার এ অনুবাদ সুন্দর, সাবলীল ও সহজবোধ্য হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে পাঠকদের উপকারে আসবে। গ্রন্থটি সকলের সংগ্রহে রাখার মত। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। আমীন!

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী : ৭ই মার্চ ২০০৪ই

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنه من باعث السرور والفرح أن قام أخونا وصديقنا الفاضل الشيخ محمد أكمل حسين بن بديع الزمان بترجمة "المجلد الأول" من "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" باللغة البنغالية للعلامة ومحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله) وما أحوج الشعب البنغالي إلى مثل هذا الكتاب منذ سنين حيث ينتشر فيهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل باب من أبواب الدين يقوم بنشرها وتداولها من يشتهرون على ألسنة الناس بعلماء وشيوخ الحديث. وهذه الأحاديث تعين على ثبات أهل الباطل على بطلانهم. وهي من أهم أسباب تفرقة الأمة المحمدية لأنه يوجد في إثبات كل عقيدة فاسدة واتجاه منحرف ونظرية هدامة حديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولهذه الخطورة أقبل كثير من العلماء الربانيين فأفردوا لها المصنفات كالجوزقاني والصغاني وابن الجوزي والشوكاني وملا علي القاري الحنفي والفتني الهندي وغيرهم (رحمهم الله) وفي العصر الحاضر العلامة محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله) وقد أسما كتابه "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة" ألفه بترتيب وأسلوب وطريقة لم يسبق إليها أحد، فقد فصل أسباب ضعف الحديث وحالة الوضع والوضاعين وأشبع الكلام بالنقول لأقوال المحدثين والنقاد محيلاً إلى المصادر والمراجع الموثوقة والمشهورة بحيث تثلج الصدور وتطمئن النفوس وتغني عن الجهود إلا من شقي ببغضه وعداوته بسبب التعصب للهوى والاتجاه المذموم والمذهبية. وقد قمت بكل رغبة وشوق لعظمة شأن الكتاب بمراجعته وتصحيحه ما استطعت. وحظي بشرف نشر الكتاب لأول مرة معهد التربية والثقافة الإسلامية رغم نعومة أظفاره لحديث عهد بنشأته. كتب الله له النجاح والتقدم والازدهار والقبول.

وقد نفع الله بهذا الكتاب المسلمين علمائهم وعوامهم في مشارق الأرض ومغاربها، ونرجو من الله عز وجل أن ينفع بترجمته الشعب البنغالي كما نفع بأصله وكتب له الشيوع والقبول لدى الناس فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

كتبه / أكرم الزمان بن عبد السلام

رئيس اللجنة التنفيذية

لمعهد التربية والثقافة الإسلامية، بأترا، دكا، بنغلاديش.

التاريخ: ٢٠٠٤/٣/٩م

সূচীপত্র

ক্র: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৮	(اتَّخِذُوْا الحَمَامَ المَقَاصِيْصَ، فَإِنَّهَا تُلْهِي الجِنَّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ). তোমরা পরকাটা কবুতর গ্রহণ কর, কারণ তা তোমাদের বাচ্চাদের ...	৭৩ জাল
১৯	(زَيِّنُوْا مَجَالِسَ نِسَائِكُمْ بِالمِغْزَلِ). তোমরা তোমাদের নারীদের মজলিসগুলো প্রেমালাপের দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত কর।	৭৩ জাল
২০	(زَيِّنُوْا مَوَائِدَكُمْ بِالبَقْلِ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ التَّسْمِيَةِ). তোমাদের দস্তরখানগুলো সবজি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর, কারণ তা ...	৭৪ জাল
২১	(حَسْبِي مِنْ سُؤَالِيْ عِلْمُهُ بِحَالِيْ). আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাত হওয়া আমার চাওয়ার জন্য যথেষ্ট।	৭৫ ভিত্তিহীন
২২	(تَوَسَّلُوْا بِجَاهِيْ ، فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ). তোমরা আমার সত্তা দ্বারা অসীলা ধর, কারণ আমার সত্তা আল্লাহর কাছে মহান।	৭৬ ভিত্তিহীন
২৩	(اللهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَيَمُوْتُ، اغْفِرْ لِأُمِّيْ فَاطِمَةَ بِنْتِ ... আল্লাহ্ এমন এক সত্তা যিনি জীবন দান করেন, আবার মৃত্যুও দেন। তিনি ...	৭৭ দুর্বল
২৪	(مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ ... যে ব্যক্তি তার বাড়ী হতে সলাতের জন্য বের হয়, অতঃপর এ দু'আ ...	৭৮ দুর্বল
২৫	(لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ، قَالَ: يَارَبِّ! .... وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ). আদম (আ:) গুনাহ করে ফেললেন, তিনি বললেন ঃ হে আমার প্রভূ!	৮১ জাল
২৬	(الحِدَّةُ تَعْتَرِيْ خِيَارَ أُمَّتِيْ). ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে আমার উম্মাতের উত্তম উত্তম ব্যক্তিগণকে।	৮২ দুর্বল
২৭	(الحِدَّةُ تَعْتَرِيْ حَمَلَةَ القُرْآنِ، لِعِزَّةِ القُرْآنِ فِي أَجْوَافِهِمْ). ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে কুরআন বহনকারীদেরকে। তাদের পেটে ...	৮৩ জাল
২৮	(الحِدَّةُ لاَ تَكُوْنُ إِلاَّ فِي صَالِحِي أُمَّتِيْ وَأَبْرَارِهَا، ثُمَّ تَفِيْءُ). ধর্মীয় চেতনা শুধুমাত্র আমার উম্মাতের নেককার ও সৎকর্মশীলদের মধ্যেই ...	৮৪ জাল
২৯	(خِيَارُ أُمَّتِيْ أَحِدَّاؤُهُمْ، إِذَا غَضِبُوْا، رَجَعُوْا). আমার উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হচ্ছেন তাদের ধর্মীয় চেতনার অধি ...	৮৪ বাতিল
৩০	(الْخَيْرُ فِيَّ وَفِي أُمَّتِيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). আমার ও আমার উম্মাতের মাঝে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত।	৮৫ ভিত্তিহীন
৩১	(الدُّنْيَا خُطْوَةُ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ). দুনিয়া হচ্ছে মু'মিন ব্যক্তির এক পদক্ষেপ।	৮৫ ভিত্তিহীন
৩২	(الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ، وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالدُّنْيَا ... আখেরাতের অধিবাসীদের জন্য দুনিয়া হারাম আর দুনিয়ার অধিবাসীদের ...	৮৬ জাল
৩৩	(الدُّنْيَا ضَرَّةُ الْآخِرَةِ). দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের সতীন।	৮৭ ভিত্তিহীন
৩৪	(احْذَرُوْا الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ). দুনিয়া থেকে তোমরা বেঁচে চল, কারণ তা হচ্ছে হারূত ও মারূতের চেয়েও ...	৮৭ ভিত্তিহীন

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩৫	(مَنْ أَذَّنَ فَلْيُقِمْ). যে আযান দিবে সেই যেন ইকামাত দেয়।	৮৮ ভিত্তিহীন
৩৬	(حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ). দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।	৮৯ জাল
৩৭	(يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هُمْ فِيْهِ ذِئَابٌ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذِئْباً، أَكَلَتْهُ الذِّئَابُ). মানুষের মাঝে এমন এক যামানা আসবে যখন তারা বাঘের ন্যায় হবে। ...	৮৯ নিতান্তই দুর্বল
৩৮	(مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً، ظَهَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ عَلَى لِسَانِهِ). যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করবে, তার ভাষায় ...	৮৯ দুর্বল
৩৯	(مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ، فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ). যে ব্যক্তি আসরের পরে ঘুমাবে, তার জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে সে ...	৯০ দুর্বল
৪০	(عَلَيْكُمْ بِالْقَرْعِ، فَإِنَّهُ يَزِيْدُ فِي الدِّمَاغِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدِّسَ ... তোমরা কদু (লাউ) অপরিহার্য করে নাও, কারণ তা অনুভূতি [জ্ঞান] বৃদ্ধি করে। .	৯১ জাল
৪১	(مَنْ أَصَابَ مَالاً مِنْ نَهَاوِشَ، أَذْهَبَهُ اللهُ فِي نَهَابِرَ). যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় (অন্যকে বিপদগ্রস্থ করে) সম্পদ অর্জন করল, আল্লাহ ..	৯২ সহীহ নয়
৪২	(الْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ، وَالْفُقَهَاءُ سَادَةٌ، وَمَجَالِسُهُمْ زِيَادَةٌ). নাবীগণ হচ্ছেন নেতা, ফাকীহ্গণ হচ্ছেন সর্দার আর তাদের মজলিসগুলো ...	৯২ জাল
৪৩	(شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلاَ يَرْفَعُ إِلَى اللهِ إِلاَّ ... আসমান এবং যমীনের মাঝে রমাযান মাস ঝুলন্ত থাকে। তাকে যাকাতুল ...	৯৩ দুর্বল
৪৪	(مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَقَدْ ... যে ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগ করল, অতঃপর ওযূ করল না সে আমার সাথে ...	৯৩ জাল
৪৫	(مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ). যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করল, অথচ আমাকে যিয়ারত করল না, ...	৯৪ জাল
৪৬	(مَنْ زَارَنِيْ وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ). যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইব্রাহীমকে একই বছরে যিয়ারত ...	৯৫ জাল
৪৭	(مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ، كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِي حَيَاتِيْ). যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, অতঃপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত ...	৯৫ জাল
৪৮	(الْوَلَدُ سِرُّ أَبِيْهِ). সন্তান তার পিতার উত্তম ভূমি।	৯৭ ভিত্তিহীন
৪৯	(مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا). যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর অথবা যে কোন একজনের কবর ...	৯৭ জাল
৫০	(مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ {يس}؛ غُفِرَ لَهُ ... যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর প্রত্যেক জুম‘আর দিবসে যিয়ারত ...	৯৮ জাল
৫১	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَاالْعِيَالِ). বহু সন্তানের পিতা দরিদ্র সৎ মু’মিন বান্দাকে আল্লাহ ভালবাসেন।	১০০ দুর্বল
৫২	(إِذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ، أَوْسَاءَ خُلُقُ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَحَدٍ ... তোমাদের কারোর উপর যখন তার পশুটি বোঝা স্বরুপ হয়ে যাবে অথবা তার ...	১০১ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৩	(عَلَيْكُمْ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ). তোমরা বৃদ্ধদের ধর্মকে আকড়ে ধর।	১০১ ভিত্তিহীন
৫৪	(إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَاخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ؛ فَعَلَيْكُمْ بِدِيْنِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالنِّسَاءِ). যখন কেউ শেষ যামানায় এসে যাবে এবং মতামতগুলো বিভিন্নরূপ হয়ে ...	১০১ জাল
৫৫	(سُرْعَةُ الْمَشْيِ تُذْهِبُ بَهَاءَ الْمُؤْمِنِ). দ্রুত চলা মু'মিনের উজ্জ্বলতাকে বিতাড়িত করে দেয়।	১০২ নিতান্তই মুনকার
৫৬	(لَوْلاَ النِّسَاءُ؛ لَعُبِدَ اللهُ حَقاً حَقاً). যদি নারী জাতি না থাকত, তাহলে সত্যিই সত্য আল্লাহর ইবাদাত করা হত।	১০৫ জাল
৫৭	(اخْتِلاَفُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ). আমার উম্মাতের মতভেত রহমত স্বরূপ।	১০৬ ভিত্তিহীন
৫৮	(أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ). আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের ...	১০৮ জাল
৫৯	(مَهْمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ؛ فَالْعَمَلُ بِهِ لاَ عُذْرَ لِأَحَدِكُمْ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ ... যখনই তোমরা কিতাবুল্লাহ হতে কিছু প্রাপ্ত হবে তখনই তার উপর আমল...	১০৯ জাল
৬০	(سَأَلْتُ رَبِّيْ فِيْمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ أَصْحَابِيْ مِنْ بَعْدِيْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ: ... আমার মৃত্যুর পরে যে বিষয়ে আমার সাথীগণ মতভেদ করেছে, সে ...	১১০ জাল
৬১	(إِنَّمَا أَصْحَابِيْ مِثْلُ النُّجُوْمِ، فَأَيُّهُمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ؛ اهْتَدَيْتُمْ). অবশ্যই আমার সাথীগণ নক্ষত্রতুল্য। অতএব তোমরা তাদের যে কারো কথা ...	১১০ জাল
৬২	(أَهْلُ بَيْتِيْ كَالنُّجُوْمِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ). আমার পরিবারের সদস্যগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের যে কোন জনের ...	১১২ জাল
৬৩	(إِنَّ الْبَرَدَ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلاَ بِشَرَابٍ). শীলা খাদ্যও না আবার পানিয় দ্রব্যও না ।	১১৩ মুনকার
৬৪	(نِعْمَ أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ). মেষ শাবক (যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে) কতই না উত্তম কুরবানী।	১১৪ দুর্বল
৬৫	(يَجُوْزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَةً). মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী দেয়া জায়েয।	১১৫ সনদ দুর্বল হা:সহীহ
৬৬	(مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ). যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে।	১১৮ ভিত্তিহীন
৬৭	(مَنْ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِـ (أَلَمْ نَشْرَحْ)، وَ(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ)؛ لَمْ يَرْمَدْ). যে ব্যক্তি ফজরের সলাতে সূরা "আলাম নাশরাহ্" এবং সূরা "আলাম তারা...	১১৯ ভিত্তিহীন
৬৮	(قِرَاءَةُ سُوْرَةِ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) عَقِبَ الْوُضُوْءِ). ওযূর পরে "ইন্না আনযালনাহু" সূরা পাঠ করতে হয়।	১১৯ ভিত্তিহীন
৬৯	(مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ). গর্দান মাসাহ করা নিরাপত্তা বিধান করে বন্দি হওয়া হতে।	১২০ জাল
৭০	(مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْزاً حَتَّى يُشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يُرْوِيَهُ؛ بَعَّدَهُ ... যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রুটি খাওয়াবে ...	১২১ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৭১	(التَّكْبِيْرُ جَزْمٌ). তাকবীর হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে। (অর্থাৎ আযানের তাকবীর)।	১২২ ভিত্তিহীন
৭২	(أَدَّبَنِي رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ) . আল্লাহ তা'আলা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, অতঃপর আমার ...	১২২ দুর্বল
৭৩	(مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أَنْمِلَتَيْ السَّبَابَتَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: أَشْهَدُ أَنَّ ... যে ব্যক্তি তর্জুনী অংগুলি দু'টোর ভিতরের অংশ দ্বারা মুয়ায্যিন কর্তৃক আশ-...	১২৩ সহীহ নয়
৭৪	(عَظِّمُوْا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ). তোমরা মোটা-তাজা শক্তিশালী পশু দ্বারা কুরবানী কর; কারণ তা হবে ...	১২৩ ভিত্তিহীন
৭৫	(عَجِّلُوْا بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْفَوْتِ، وَعَجِّلُوْا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ). সলাত ছুটে যাবার পূর্বেই দ্রুত তোমরা তা আদায় কর। আর মৃত্যু গ্রাস ...	১২৩ জাল
৭৬	(النَّاسُ كُلُّهُمْ مَوْتَى؛ إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ، وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكَى؛ إِلاَّ ... আলেমগণ ব্যতীত সব মানুষ মৃত, 'আমলকারীগণ ব্যতীত সব আলেম ...	১২৪ জাল
৭৭	(لاَ مَهْدِيَ إِلاَّ عِيْسَى). একমাত্র ঈসা (আঃ)-ই হচ্ছেন মাহদী।	১২৪ মুনকার
৭৮	(سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ). মু'মিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে আরোগ্য।	১২৫ ভিত্তিহীন
৭৯	(مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيْهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ ... কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে পান করা নম্রতার অন্তর্ভুক্ত। ...	১২৫ জাল
৮০	(الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ عَمِّيْ). মাহদী হবেন আমার চাচা আব্বাসের সন্তানদের মধ্য থেকে।	১২৭ জাল
৮১	(يَا عَبَّاسُ! إِنَّ اللهَ فَتَحَ هَذَا الأَمْرَ بِيْ، وَسَيَخْتِمُهُ بِغُلاَمٍ مِنْ وَلَدِكَ، ... হে আব্বাস! নিশ্চয় আল্লাহ আমার মাধ্যমে এ কর্ম উন্মোচন করেছেন, যার ...	১২৭ জাল
৮২	(أَلاَ أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَتَحَ بِيْ هَذَا الأَمْرَ، وَبِذُرِّيَّتِكَ. হে আবুল ফযল! তোমাকে কী সুসংবাদ দেব না? নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার ...	১২৮ জাল
৮৩	(نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ، وَإِنَّ أَفْضَلَ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ الأَرْضُ، وَمَا أَنْبَتَتْهُ... তাসবীহ পাঠের যন্ত্র দ্বারা তাসবীহ পাঠক কতইনা ভাল ব্যক্তি। নিশ্চয় ...	১২৯ জাল
৮৪	(كُلُّكُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ). তার থেকে তোমরা সকলে উত্তম।	১৩১ দুর্বল
৮৫	(يُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ؛ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيْفَةٍ، ثُمَّ لاَ يَصِيْرُ إِلَى وَاحِدٍ ... তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদের নিকট তিনজনকে হত্যা করা হবে। তারা ...	১৩২ মুনকার
৮৬	(الطَّاعُوْنُ وَخْزُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ). প্লেগ (উদরাময়) তোমাদের ভাই জিনদের এক অংশ।	১৩৪ ভিত্তিহীন
৮৭	(إِذَا صَعِدَ الْخَطِيْبُ الْمِنْبَرَ؛ فَلاَ صَلاَةَ، وَلاَ كَلاَمَ). খতীব যখন মিম্বারে উঠে যাবে; তার পর কোন সলাতও নেই, কোন কথাও নেই।	১৩৪ বাতিল
৮৮	(الزَّرْعُ لِلزَّارِعِ، وَإِنْ كَانَ غَاصِباً). শস্য কৃষকের জন্য, যদিও সে ছিনিয়ে নিয়ে থাকে।	১৩৬ বাতিল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৮৯	(صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ؛ إِلاَّ أَن يَكُوْنَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ، فَيُعِيْنُهُ ... বস্তুর মালিকই তার বস্তুটি বহন করার অধিক হকদার। তবে সে যদি ...	১৩৭ জাল
৯০	(عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوْفِ؛ تَجِدُوْا حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ فِي قُلُوْبِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ ... তোমরা পশমী পোশাক গ্রহণ কর, তাহলে তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ...	১৩৮ জাল
৯১	(لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ وَأَكْذِبَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ اللهِ وَأَصْدُقَ). আল্লাহর নাম ধরে কসম করে মিথ্যা কথা বলা আমার নিকট অতিপ্রিয়, ...	১৩৯ জাল
৯২	(ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ،وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقٌ ... তিনটি বস্তু যার মাঝে থাকবে, তার বক্ষকে আল্লাহ্ প্রশস্থ করে দিবেন এবং ...	১৪০ জাল
৯৩	(يُصَفُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوْفاً، فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى ... কিয়ামত দিবসে লোকদের কাতার বন্দি করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের ...	১৪০ দুর্বল
৯৪	(عُرَى الْإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ ... ইসলামের হাতল ও দ্বীনের স্তম্ভ হচ্ছে তিনটি। যেগুলোর উপর ইসলামের ...	১৪১ দুর্বল
৯৫	(التَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ). তাওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।	১৪২ ভিত্তিহীন
৯৬	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ). নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন পথভ্রষ্ট তওবাকারী মু'মিন বান্দাকে।	১৪২ জাল
৯৭	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبَ). নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী যুবককে ভালবাসেন।	১৪৩ দুর্বল
৯৮	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الشَّابَّ الَّذِي يُفْنِي شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই যুবককে ভালবাসেন যে তার যৌবন কালকে আল্লাহর ...	১৪৩ জাল
৯৯	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيْفَ). নিশ্চয় আল্লাহ্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে ইবাদাতকারীকে ভালবাসেন।	১৪৪ জাল
১০০	(حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ). সদাচারণকারীদের উত্তম কর্মগুলো হচ্ছে নৈকট্য অর্জনকারীগণের মন্দ কর্ম।	১৪৪ বাতিল
১০১	(أَمَا إِنِّيْ لاَ أَنْسَى، وَلَكِنْ أُنَسَّى لِأَشْرَعَ). আমি ভুলিনা, কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয় যাতে করে আমি বিধান ...	১৪৬ বাতিল
১০২	(النَّاسُ نِيَامٌ، فَإِذَا مَاتُوْا؛ انْتَبَهُوْا). লোকেরা ঘুমিয়ে রয়েছে, যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে; তখন তারা সতর্ক ...	১৪৬ ভিত্তিহীন
১০৩	(جَالِسُوْا التَّوَّابِيْنَ؛ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً). তোমরা তাওবাকারীদের সাথে বস; কারণ তারা অতি নরম হৃদয়ের অধিকারী।	১৪৭ ভিত্তিহীন
১০৪	(مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ؛ فَلْيَلْعَنِ الْيَهُوْدَ). যার নিকট সাদাকা করার মত কিছু থাকবে না, সে যেন ইয়াহূদীদের ...	১৪৭ জাল
১০৫	(مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيْهِ شَهْوَةً؛ غَفَرَ اللهُ لَهُ). যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের চাহিদানুযায়ী সংহতি প্রকাশ করবে, তাকে আল্লাহ্...	১৪৮ জাল
১০৬	(مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ شَهْوَتَهُ؛ حَرَّمَهُ اللهُ النَّارَ). যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে তার চাহিদানুযায়ী পানাহার করাবে, আল্লাহ ...	১৪৯ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১০৭	(مَنْ لَذَّذَ أَخَاهُ بِمَا يَشْتَهِي؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَى عَنْهُ ... যে ব্যক্তি তার ভাইকে তার চাহিদানুযায়ী তৃপ্তি দিবে, আল্লাহ তার জন্য ...	১৪৯ জাল
১০৮	(كَانَ يَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرْطًا). তিনি আংগুর খেতেন টুকরো টুকরো করে।	১৫০ জাল
১০৯	(عَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِيْ الْخِيَاطَةُ، وَعَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنْ أُمَّتِيْ ... আমার উম্মাতের সৎকর্মশীল পুরুষদের কর্ম হচ্ছে দরজীর কাজ, আর ...	১৫১ জাল
১১০	(لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا؛ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ). যদি এ হৃদয় বিনয়ী হয়, তবে তার অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলোও বিনয়ী হবে।	১৫২ জাল
১১১	(كَذَبَ النَّسَّابُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا). বংশ পরিচয় দানকারীগণ মিথ্যা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "এবং ...	১৫২ জাল
১১২	(الْجَرَادُ نَثْرَةُ حُوْتٍ فِي الْبَحْرِ). ফড়িং (পতঙ্গ) সামুদ্রিক মাছের হাঁচি।	১৫৩ জাল
১১৩	(اتَّقُوْا مَوَاضِعَ التُّهَمِ). অপবাদমূলক স্থানগুলো হতে বেঁচে চল।	১৫৪ ভিত্তিহীন
১১৪	(مَنْ رَبَّى صَبِيًّا حَتَّى يَقُوْلَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؛ لَمْ يُحَاسِبْهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ). যে ব্যক্তি কোন শিশুকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা পর্যন্ত লালনপালন করবে; ...	১৫৪ জাল
১১৫	(أَذِيْبُوْا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلاَةِ، وَلاَتَنَامُوْا عَلَيْهِ؛ فَتَقْسُوْا قُلُوْبُكُمْ). তোমরা তোমাদের খাদ্যকে আল্লাহর যিক্‌র ও সলাত দ্বারা পরিপূর্ণ রাখ। ...	১৫৫ জাল
১১৬	(تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ؛ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ). তোমরা নৈশ খাদ্য গ্রহণ কর যদিও তা নিকৃষ্ট মানের খাদ্যের এক হাতের ...	১৫৬ নিতান্তই দুর্বল
১১৭	(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ). যে ব্যক্তি তার ঘরে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অধিক কল্যাণ কামনা করে, ...	১৫৭ মুনকার
১১৮	(لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ). মৃত্যু বস্তুর কোন কিছু দ্বারা তোমরা উপকার গ্রহণ কর না।	১৫৭ দুর্বল
১১৯	(عِنْدَ اتِّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللهُ بِهَلاَكِ الْقُرَى). ধনীদের মোরগ গ্রহণ করার সময় আল্লাহ্ গ্রামগুলোকে ধ্বংসের ঘোষণা দেন ।	১৫৮ জাল
১২০	(يَا حُمَيْرَاءُ! مَنْ أَعْطَى نَاراً؛ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا نَضِجَتْ تِلْكَ النَّارُ... হে হুমাইরা (আয়েশা (ؓ))! যে ব্যক্তি (অন্যকে) আগুণ দান করল, সে ...	১৫৯ দুর্বল
১২১	(قَلَّ مَا يُوْجَدُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دِرْهَمٌ مِنْ حَلاَلٍ، أَوْ أَخٌ يُوْثَقُ بِهِ). শেষ জামানায় হালাল পন্থায় দিরহাম অর্জন কমে যাবে বা এমন ভাই মিলা ...	১৬০ জাল
১২২	(نَهَى عَنِ الْغِنَاءِ، وَالْاِسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ، وَنَهَى عَنِ الْغِيْبَةِ، وَعَنِ ... তিনি গান গাওয়া ও গান শ্রবণ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন, তিনি গীবাত করা	১৬১ নিতান্তই দুর্বল
১২৩	(إِنَّ اللهَ يَسْأَلُ عَنْ صُحْبَةِ سَاعَةٍ). আল্লাহ তা'আলা এক ঘন্টা সঙ্গ দেওয়া সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন।	১৬১ জাল
১২৪	(مَا مِنْ صَاحِبٍ يَصْحَبُ صَاحِباً وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ؛ إِلاَّ سُئِلَ عَنْ ... কোন ব্যক্তি যদি তার সাথীদের সাথে সঙ্গ দেয় এবং তা যদি দিবসের একটি...	১৬২ জাল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৫	(سُوْءُ الْخُلُقِ ذَنْبٌ لاَ يُغْفَرُ، وَسُوْءُ الظَّنِّ خَطِيْئَةٌ تَفُوْحُ). খারাপ চরিত্র এমন এক গুনাহ যা ক্ষমা করা হবে না। আর কুধারণা এমন ...	১৬২ বাতিল
১২৬	(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ لَهُ تَوْبَةٌ؛ إِلاَّ صَاحِبُ سُوْءِ الْخُلُقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَتُوْبُ مِنْ ... অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যতীত এমন কোন গুনাহ নেই যার জন্য ...	১৬৩ জাল
১২৭	(صَلاَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، وَجُمْعَةٌ ... পাগড়ী পরে একটি সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশটি সলাত ...	১৬৩ জাল
১২৮	(رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ). পাগড়ী সহ দু' রাকা'আত সালাত আদায় বিনা পাগড়ীতে সত্তর ...	১৬৪ জাল
১২৯	(الصَّلاَةُ فِي عِمَامَةٍ تَعْدِلُ بِعَشَرَةِ آلاَفِ حَسَنَةٍ). পাগড়ীসহ সালাত পড়া দশ হাজার ভাল কর্মের সমতুল্য।	১৬৫ জাল
১৩০	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ حِسَانَ الْوُجُوْهِ، سُوْدَ الْحَدَقِ). নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চোখে কালো মনি বিশিষ্ট সুন্দর চেহারার ...	১৬৬ জাল
১৩১	(عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوْهِ الْمِلاَحِ، وَالْحِدَقِ السُّوْدِ؛ فَإِنَّ اللهَ يَسْتَحِي أَن يُعَذِّبَ ... তোমরা সুন্দর (সুশ্রী) চেহারা এবং চোখে কালো মনি বিশিষ্ট রূপ ধারণ কর, ...	১৬৭ জাল
১৩২	(النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيْحِ... সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিদান চোখকে উজ্জ্বল করে, আর কুতসিত চেহারার ...	১৬৮ জাল
১৩৩	(النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيْدَانِ فِي الْبَصَرِ). সুন্দর চেহারার অধিকারিনী নারী এবং সুন্দর ঘাসের দিকে দৃষ্টিদান ...	১৬৮ জাল
১৩৪	(ثَلاَثَةٌ يَزِدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ ... তিনটি বস্তু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করেঃ সবুজ বর্ণ, প্রবাহিত পানি ও সুন্দর চেহারার ...	১৬৯ জাল
১৩৫	(إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ؛ فَصَدِّقُوْا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ ... যখন তোমরা কোন পাহাড় সম্পর্কে শুনবে যে, পাহাড়টি স্থানচ্যুত হয়েছে, ...	১৬৯ দুর্বল
১৩৬	(مَنْ حَدَّثَ حَدِيْثاً، فَعُطِسَ عِنْدَهُ؛ فَهُوَ حَقٌّ). যে ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করবে। অতঃপর তার নিকট হাঁচি দেয়া হবে; ...	১৭০ বাতিল
১৩৭	(أَصْدَقُ الْحَدِيْثِ مَا عُطِسَ عِنْدَهُ). যে কথার নিকট হাঁচি দেয়া হয় সেটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সত্য কথা।	১৭২ বাতিল
১৩৮	(ثَلاَثٌ يُفْرَحُ بِهِنَّ الْبَدَنُ، وَيَرْبُوْ عَلَيْهَا: الطِّيْبُ، وَالثَّوْبُ اللَّيِّنُ، وَشُرْبُ... তিনটি বস্তু দ্বারা শরীর আনন্দিত (পরিতৃপ্ত) হয় এবং তার উপর ভর ...	১৭২ জাল
১৩৯	(أَشْقَى الأَشْقِيَاءِ: مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ). হতভাগ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী সেই ব্যক্তি যার মাঝে ...	১৭৩ জাল
১৪০	(الزِّنَا يُوْرِثُ الْفَقْرَ). ব্যভিচার (যেনা) দুরিদ্রতার অধিকারী করে।	১৭৩ বাতিল
১৪১	(إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا؛ فَإِنَّ فِيْهِ سِتَّ خِصَالٍ؛ ثَلاَثاً فِي الدُّنْيَا، وَثَلاَثاً فِي الآخِرَةِ،... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত ...	১৭৪ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৪২	(إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا؛ فَإِنَّ فِي الزِّنَا سِتَّ خِصَالٍ؛ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثٌ فِي ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত ...	১৭৫ জাল
১৪৩	زِّنَا؛ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ: يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ مِنَ الْوَجْهِ، وَيَقْطَعُ ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে চারটি খাসলত ...	১৭৫ জাল
১৪৪	(أَكْذَبُ الْحَدِيثِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ). লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক হচ্ছে বস্ত্রাদিতে রংকারীরা এবং ...	১৭৬ জাল
১৪৫	(كَانَ لَا يَعُودُ مَرِيضاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ). তিনি শুধুমাত্র তিন দিন পর রোগীর সেবা করতে (দেখতে) যেতেন।	১৭৭ জাল
১৪৬	(لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ). রোগীর সেবা করতে হবে (দেখতে যেতে হবে) তিন দিন পরে।	১৭৭ জাল
১৪৭	(تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ). তোমরা বিবাহ কর তবে তালাক দিওনা; কারণ তালাকের জন্য আরশ কেঁপে	১৭৮ জাল
১৪৮	(تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ). وَفِي لَفْظٍ: ... (কাপড়ে) এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে পুনরায় সলাত আদায় করতে ...	১৭৯ জাল
১৪৯	(الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ؛ يُغْسَلُ، وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ). রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে ...	১৮০ জাল
১৫০	(ثَلَاثٌ لَا يُعَادُ صَاحِبُهُنَّ: الرَّمَدُ، وَصَاحِبُ الضِّرْسِ، وَصَاحِبُ الدُّمَّلَةِ). তিন ধরণের রোগীর সেবা করা যায় না (দেখতে যাওয়া যায় না); চোখ উঠা ...	১৮০ জাল
১৫১	(الْعَنْكَبُوتُ شَيْطَانٌ مَسَخَهُ اللهُ؛ فَاقْتُلُوهُ). মাকড়সা হচ্ছে শয়তান আল্লাহ তার রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতএব ...	১৮১ জাল
১৫২	(اسْتَشْفُوا بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ خَلْقُهُ، وَبِمَا مَدَحَ اللهُ ... তোমরা সুস্থতা প্রার্থনা কর ঐ বস্তু দ্বারা যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর নিজের গুণাব..	১৮২ নিতান্তই দুর্বল
১৫৩	(مَنِ اسْتَشْفَى بِغَيْرِ الْقُرْآنِ؛ فَلَا شَفَاهُ اللهُ تَعَالَى). যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সুস্থতা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ ...	১৮৩ জাল
১৫৪	(السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ... দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, নিকটবর্তী জান্নাতের এবং নিকটবর্তী ...	১৮৩ নিতান্তই দুর্বল
১৫৫	(رَبِيعُ أُمَّتِي الْعِنَبُ وَالْبِطِّيخُ). আমার উম্মাতের শাক-সবজি হচ্ছে আংগুর এবং তরমুজ।	১৮৪ জাল
১৫৬	(احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ). মন্দ ধারণা পোষণের দ্বারা তোমরা লোকদের থেকে নিরাপদে থাক।	১৮৪ নিতান্ত ই দুর্বল
১৫৭	(الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ،... খরচ করতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন হচ্ছে জীবন ধারণের অর্ধেক। ...	১৮৫ দুর্বল
১৫৮	(اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ كَأْساً بِدِينَارٍ). এক দিনারের বিনিময়ে এক গ্লাস পানি দ্বারা হলেও তোমরা জুম'আর ...	১৮৬ জাল
১৫৯	(إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ). নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুম'আর দিবসে পাগড়ী ধারীদের প্রতি ...	১৮৭ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৬০	(أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ؛ لأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلاَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ... আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী। ...	১৮৭ জাল
১৬১	(أَنَا عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ،وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ). আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী।	১৮৯ জাল
১৬২	(لَمَّا تَجَلَّى اللهُ لِلْجَبَلِ- يَعْنِي : جَبَلَ الطُّوْرِ- طَارَتْ لِعَظَمَتِهِ سِتَّةُ جِبَالٍ،... আল্লাহ যখন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নিজের আলোক রশ্মি প্রকাশ করলেন, ...	১৯০ জাল
১৬৩	(إِذَا ذَلَّتِ الْعَرَبُ؛ ذَلَّ الْإِسْلاَمُ). যখন আরবদের পদস্খলন ঘটবে তখন ইসলামেরই পদস্খলন ঘটবে।	১৯১ জাল
১৬৪	(الْمُدَبَّرُ لاَ يُبَاعُ وَلاَيُوْهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ). মুদাব্বার দাস (যাকে তার মালিক নিজের মৃত্যুর পর মুক্ত করার ঘোষণা ...	১৯২ জাল
১৬৫	(كُلُوا التِّيْنَ، فَلَوْ قُلْتُ: إِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ بِلاَ عَجَمٍ؛ لَقُلْتُ :هِيَ ... তোমরা তীন ফল (ডমুর) খাও। আমি যদি বলি যে, জান্নাত হতে বীচি ...	১৯৩ দুর্বল
১৬৬	(إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَقِلُّ طُعْمُهُمْ، فَتَسْتَنِيْرُ بُيُوْتُهُمْ). আহলে বাইতের খাদ্য কমে যায়, ফলে তাদের ঘর আলোকিত হয়।	১৯৩ জাল
১৬৭	(الْبِطِّيْخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلاً، وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلاً). খাদ্য গ্রহণের পূর্বে তরমুজ খেলে তা পেটকে ধৌত করে এবং রোগকে ...	১৯৪ জাল
১৬৮	(بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ). খাদ্যের বরকত হচ্ছে তার পূর্বে ও পরে উযূ করাতে।	১৯৫ দুর্বল
১৬৯	(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْباً، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ (يس)، مَنْ قَرَأَهَا؛ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ... প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসিন। যে ...	১৯৬ জাল
১৭০	(إِنَّ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ ... আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ:)-কে যমীনে নামিয়ে দিলেন, ফেরেশতারা	১৯৭ বাতিল
১৭১	(مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً تَبَرُّكاً بِهِ؛ كَانَ هُوَ وَمَوْلُوْدُهُ فِي যে ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হল, অতঃপর তার নাম রাখল মুহাম্মাদ ...	১৯৯ জাল
১৭২	(قَالَ اللهُ لِدَاوُدَ : يَا دَاوُدُ! ابْنِ لِيْ فِي الْأَرْضِ بَيْتاً، فَبَنَى دَاوُدُ ... আল্লাহ তা'আলা দাউদকে বললেনঃ হে দাউদ! আমার জন্য পৃথিবীতে ...	২০০ জাল
১৭৩	(فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً). এক ঘন্টা গবেষণা করা ষাট বছরের ইবাদাত থেকেও অতি উত্তম।	২০১ জাল
১৭৪	(إِذَا بَنَى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ سَبْعَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: ... কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন সাত বা নয় গজ বিশিষ্ট ঘর তৈরি করবে, ...	২০২ জাল
১৭৫	(مَنْ بَنَى بِنَاءً فَوْقَ مَا يَكْفِيْهِ؛ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَمْلِهِ عَلَى عَاتِقِهِ). যে ব্যক্তি তার জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট তার চেয়ে উঁচু করে ইমারাত তৈরি ...	২০২ বাতিল
১৭৬	(لاَ تَسْقُوْنِي حَلَبَ امْرَأَةٍ). তোমরা আমাকে মহিলার দুধ পান করিয়ো না।	২০৩ মুনকার
১৭৭	(مَنْ بَنَى بُنْيَاناً فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْساً فِي غَيْرِ ... যে ব্যক্তি অট্টালিকা (ইমারাত) তৈরি করল অত্যাচার ও সীমালংঘন না করে ...	২০৪ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৭৮	(مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ؛ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ). যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন গুনাহের কারণে ভৎসনা করবে, সে ব্যক্তি সে ...	২০৪ জাল
১৭৯	(الدُّعَاءُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ). মু'মিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আসমান ও যমীনের আলো হচ্ছে দো'আ।	২০৫ জাল
১৮০	(أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ؟ تَدْعُوْنَ اللهَ ... তোমাদেরকে কী আমি নির্দেশনা দিব না এমন বস্তুর যা তোমাদেরকে ...	২০৬ দুর্বল
১৮১	(إِنَّ الرِّزْقَ لاَ تُنْقِصُهُ الْمَعْصِيَةُ، وَلاَ تَزِيْدُهُ الْحَسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ... অবাধ্যতা রিয্ক কমিয়ে দেয় না এবং তাকে (রিয্ককে) সৎ কর্ম বৃদ্ধিও ...	২০৭ জাল
১৮২	(خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ؛ مَالَمْ يَأْثَمْ). তোমাদের সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে, তার নিজ বংশের পক্ষে অন্যকে ...	২০৭ জাল
১৮৩	(لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ). মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সলাত হবে না।	২০৮ দুর্বল
১৮৪	(إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ؛ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً،... তোমরা যখন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে, তখন তাকে তার মৃত্যুর ...	২০৯ নিতান্তই দুর্বল
১৮৫	(الْحَمْدُ لِلهِ، دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ). আল-হামদুলিল্লাহ, মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।	২০৯ জাল
১৮৬	(دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ). মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।	২১০ জাল
১৮৭	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ- مَسْجِدِ مَكَّةَ- فِي كُلِّ يَوْمٍ ... নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ মসজিদের (মক্কার মসজিদ) অধিবাসীদের ...	২১১ দুর্বল
১৮৮	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ رَحْمَةٍ: سِتِّيْنَ مِنْهَا عَلَى ... নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতি দিন একশতটি রহমত নাযিল করেন। তার ...	২১২ দুর্বল
১৮৯	(إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تُبْلِي الثَّوْبَ، وَتُنْتِنُ الرِّيْحَ، وَ ... তোমরা তোমাদেরকে সূর্যের মাঝে বসা হতে রক্ষা কর, কারণ সে কাপড়কে ...	২১২ জাল
১৯০	(مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَفِي رَأْسِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ تَنْعَرُ، فَإِذَا هَاجَ؛ سَلَّطَ ... প্রত্যেকের মাথায় কুষ্ট রোগের ভিত্তি রয়েছে যা (ঘুমন্তাবস্থায়) গড় গড়...	২১৩ জাল
১৯১	(الْجُمُعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاءِ، وَفِي لَفْظٍ: الْمَسَاكِيْنِ). জুম'আহ হচ্ছে ফকিরদের হজ্ব, (অন্য ভাষায়) মিসকীনদের হজ্ব।	২১৪ জাল
১৯২	(الدَّجَاجُ غَنَمُ فُقَرَاءِ أُمَّتِي، وَالْجُمُعَةُ حَجُّ فُقَرَائِنَا). মুরোগ হচ্ছে আমার উম্মাতের দরিদ্রদের ছাগল আর জুম'আহ হচ্ছে ...	২১৪ জাল
১৯৩	(مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ). পুরুষের সৌভাগ্য রয়েছে তার হালকা পাতলা দাড়িতে।	২১৫ জাল
১৯৪	(عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ؛ زَيْتِ الزَّيْتُوْنِ، فَتَدَاوَوْا بِهِ؛ فَإِنَّهُ ... তোমরা বরকতপূর্ণ যায়তুন গাছের তেল গ্রহণ কর এবং ঔষধ হিসাবে ...	২১৬ মিথ্যা
১৯৫	(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ؛ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রী বা তার দাসীর সাথে মিলিত হবে; ...	২১৮ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৫	(سُوْءُ الْخُلُقِ ذَنْبٌ لاَ يُغْفَرُ، وَسُوْءُ الظَّنِّ خَطِيْئَةٌ تَفُوْحُ). খারাপ চরিত্র এমন এক গুনাহ যা ক্ষমা করা হবে না। আর কুধারণা এমন ...	১৬২ বাতিল
১২৬	(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ لَهُ تَوْبَةٌ؛ إِلاَّ صَاحِبُ سُوْءِ الْخُلُقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَتُوْبُ مِنْ ... অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যতীত এমন কোন গুনাহ নেই যার জন্য ...	১৬৩ জাল
১২৭	(صَلاَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، وَجُمُعَةٌ ... পাগড়ী পরে একটি সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশটি সলাত ...	১৬৩ জাল
১২৮	(رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ). পাগড়ী সহ দু' রাকা'আত সালাত আদায় বিনা পাগড়ীতে সত্তর ...	১৬৪ জাল
১২৯	(الصَّلاَةُ فِي عِمَامَةٍ تَعْدِلُ بِعَشْرَةِ آلاَفِ حَسَنَةٍ). পাগড়ীসহ সালাত পড়া দশ হাজার ভাল কর্মের সমতুল্য।	১৬৫ জাল
১৩০	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ حِسَانَ الْوُجُوْهِ، سُوْدَ الْحَدَقِ). নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চোখে কালো মনি বিশিষ্ট সুন্দর চেহারার ...	১৬৬ জাল
১৩১	(عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوْهِ الْمِلاَحِ، وَالْحِدَقِ السُّوْدِ؛ فَإِنَّ اللهَ يَسْتَحِي أَن يُعَذِّبَ ... তোমরা সুন্দর (সুশ্রী) চেহারা এবং চোখে কালো মনি বিশিষ্ট রূপ ধারণ কর, ...	১৬৭ জাল
১৩২	(النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيْحِ... সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিদান চোখকে উজ্জল করে, আর কুতসিত চেহারার ...	১৬৮ জাল
১৩৩	(النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيْدَانِ فِي الْبَصَرِ). সুন্দর চেহারার অধিকারিনী নারী এবং সুন্দর ঘাসের দিকে দৃষ্টিদান ...	১৬৮ জাল
১৩৪	(ثَلاَثَةٌ يَزِدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ ... তিনটি বস্তু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করেঃ সবুজ বর্ণ, প্রবাহিত পানি ও সুন্দর চেহারার ...	১৬৯ জাল
১৩৫	(إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ؛ فَصَدِّقُوْا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ ... যখন তোমরা কোন পাহাড় সম্পর্কে শুনবে যে, পাহাড়টি স্থানচ্যুত হয়েছে, ...	১৬৯ দুর্বল
১৩৬	(مَنْ حَدَّثَ حَدِيْثًا، فَعُطِسَ عِنْدَهُ؛ فَهُوَ حَقٌّ). যে ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করবে। অতঃপর তার নিকট হাঁচি দেয়া হবে; ...	১৭০ বাতিল
১৩৭	(أَصْدَقُ الْحَدِيْثِ مَا عُطِسَ عِنْدَهُ). যে কথার নিকট হাঁচি দেয়া হয় সেটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সত্য কথা।	১৭২ বাতিল
১৩৮	(ثَلاَثٌ يَفْرَحُ بِهِنَّ الْبَدَنُ، وَيَرْبُوْ عَلَيْهَا: الطِّيْبُ، وَالثَّوْبُ اللَّيِّنُ، وَشُرْبُ... তিনটি বস্তু দ্বারা শরীর আনন্দিত (পরিতৃপ্ত) হয় এবং তার উপর ভর ...	১৭২ জাল
১৩৯	(أَشْقَى الأَشْقِيَاءِ: مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ). হতভাগ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী সেই ব্যক্তি যার মাঝে ...	১৭৩ জাল
১৪০	(الزِّنَا يُوْرِثُ الْفَقْرَ). ব্যভিচার (যেনা) দুরিদ্রতার অধিকারী করে।	১৭৩ বাতিল
১৪১	(إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا؛ فَإِنَّ فِيْهِ سِتُّ خِصَالٍ؛ ثَلاَثًا فِي الدُّنْيَا، وَثَلاَثًا فِي الآخِرَةِ،... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত ...	১৭৪ জাল

যঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৪২	(إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا؛ فَإِنَّ فِي الزِّنَا سِتَّ خِصَالٍ؛ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثٌ فِي ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত ...	১৭৫ জাল
১৪৩	زِنَا؛ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ: يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ مِنَ الْوَجْهِ، وَيَقْطَعُ ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে চারটি খাসলত ...	১৭৫ জাল
১৪৪	(أَكْذَبُ الْحَدِيثِ لِلصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ). লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক হচ্ছে বস্ত্রাদিতে রংকারীরা এবং ...	১৭৬ জাল
১৪৫	(كَانَ لَا يَعُودُ مَرِيضاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ). তিনি শুধুমাত্র তিন দিন পর রোগীর সেবা করতে (দেখতে) যেতেন।	১৭৭ জাল
১৪৬	(لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ). রোগীর সেবা করতে হবে (দেখতে যেতে হবে) তিন দিন পরে।	১৭৭ জাল
১৪৭	(تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ). তোমরা বিবাহ কর তবে তালাক দিওনা; কারণ তালাকের জন্য আরশ কেঁপে	১৭৮ জাল
১৪৮	(تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ). وَفِي لَفْظٍ: ... (কাপড়ে) এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে পুনরায় সলাত আদায় করতে ...	১৭৯ জাল
১৪৯	(الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ؛ يُغْسَلُ، وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ). রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে ...	১৮০ জাল
১৫০	(ثَلَاثٌ لَا يُعَادُ صَاحِبُهُنَّ: الرَّمَدُ، وَصَاحِبُ الضِّرْسِ، وَصَاحِبُ الدُّمَّلَةِ). তিন ধরণের রোগীর সেবা করা যায় না (দেখতে যাওয়া যায় না); চোখ উঠা ...	১৮০ জাল
১৫১	(الْعَنْكَبُوتُ شَيْطَانٌ مَسَخَهُ اللهُ؛ فَاقْتُلُوهُ). মাকড়সা হচ্ছে শয়তান আল্লাহ তার রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতএব ...	১৮১ জাল
১৫২	(اسْتَشْفُوا بِمَا حَمِدَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ خَلْقُهُ، وَبِمَا مَدَحَ اللهُ ... তোমরা সুস্থতা প্রার্থনা কর ঐ বস্তু দ্বারা যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর নিজের গুণাব..	১৮২ নিতান্তই দুর্বল
১৫৩	(مَنِ اسْتَشْفَى بِغَيْرِ الْقُرْآنِ؛ فَلَا شَفَاهُ اللهُ تَعَالَى). যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সুস্থতা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ ...	১৮৩ জাল
১৫৪	(السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ... দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, নিকটবর্তী জান্নাতের এবং নিকটবর্তী ...	১৮৩ নিতান্তই দুর্বল
১৫৫	(رَبِيعُ أُمَّتِي الْعِنَبُ وَالْبِطِّيخُ). আমার উম্মাতের শাক-সবজি হচ্ছে আংগুর এবং তরমুজ।	১৮৪ জাল
১৫৬	(احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ). মন্দ ধারণা পোষণের দ্বারা তোমরা লোকদের থেকে নিরাপদে থাক।	১৮৪ নিতান্ত ই দুর্বল
১৫৭	(الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ،... খরচ করতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন হচ্ছে জীবন ধারণের অর্ধেক। ...	১৮৫ দুর্বল
১৫৮	(اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ كَأْساً بِدِينَارٍ). এক দিনারের বিনিময়ে এক গ্লাস পানি দ্বারা হলেও তোমরা জুম'আর ...	১৮৬ জাল
১৫৯	(إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ). নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুম'আর দিবসে পাগড়ী ধারীদের প্রতি ...	১৮৭ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৬০	(أحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاثٍ؛ لأنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلامُ أهْلِ الْجَنَّةِ ... আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী। ...	১৮৭ জাল
১৬১	(أنَا عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ،وَلِسَانُ أهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ). আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী।	১৮৯ জাল
১৬২	(لَمَّا تَجَلَّى اللهُ لِلْجَبَلِ- يَعْنِي : جَبَلَ الطُّورِ- طَارَتْ لِعَظَمَتِهِ سِتَّةُ جِبَالٍ،... আল্লাহ যখন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নিজের আলোক রশ্মি প্রকাশ করলেন, ...	১৯০ জাল
১৬৩	(إذَا ذَلَّتِ الْعَرَبُ؛ ذَلَّ الإِسْلامُ). যখন আরবদের পদস্খলন ঘটবে তখন ইসলামেরই পদস্খলন ঘটবে।	১৯১ জাল
১৬৪	(الْمُدَبَّرُ لا يُبَاعُ وَلاَيُوْهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ). মুদাব্বার দাস (যাকে তার মালিক নিজের মৃত্যুর পর মুক্ত করার ঘোষণা ...	১৯২ জাল
১৬৫	(كُلُوا التِّيْنَ، فَلَوْ قُلْتُ: إنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ بِلا عَجَمٍ؛ لَقُلْتُ :هِيَ ... তোমরা তীন ফল (ডমুর) খাও। আমি যদি বলি যে, জান্নাত হতে বীচি ...	১৯৩ দুর্বল
১৬৬	(إنَّ أهْلَ الْبَيْتِ لَيَقِلُّ طُعْمُهُمْ، فَتَسْتَنِيرُ بُيُوتُهُمْ). আহলে বাইতের খাদ্য কমে যায়, ফলে তাদের ঘর আলোকিত হয়।	১৯৩ জাল
১৬৭	(الْبِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلاً، وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أصْلاً). খাদ্য গ্রহণের পূর্বে তরমুজ খেলে তা পেটকে ধৌত করে এবং রোগকে ...	১৯৪ জাল
১৬৮	(بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ). খাদ্যের বরকত হচ্ছে তার পূর্বে ও পরে উযূ করাতে।	১৯৫ দুর্বল
১৬৯	(إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْباً، وَإنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ (يس)، مَنْ قَرَأهَا؛ فَكَأنَّمَا قَرَأ ... প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসিন। যে ...	১৯৬ জাল
১৭০	(إنَّ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أهْبَطَهُ اللهُ تَعَالَى إلَى الأرْضِ قَالَتِ ... আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ:)-কে যমীনে নামিয়ে দিলেন, ফেরেশতারা	১৯৭ বাতিল
১৭১	(مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً تَبَرُّكاً بِهِ؛ كَانَ هُوَ وَمَوْلُوْدُهُ فِي যে ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হল, অতঃপর তার নাম রাখল মুহাম্মাদ ...	১৯৯ জাল
১৭২	(قَالَ اللهُ لِدَاوُدَ : يَا دَاوُدُ! ابْنِ لِيْ فِي الأرْضِ بَيْتاً، فَبَنَى دَاوُدُ ... আল্লাহ তা'আলা দাঊদকে বললেনঃ হে দাঊদ! আমার জন্য পৃথিবীতে ...	২০০ জাল
১৭৩	(فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً). এক ঘন্টা গবেষণা করা ষাট বছরের ইবাদাত থেকেও অতি উত্তম।	২০১ জাল
১৭৪	(إذَا بَنَى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ سَبْعَةَ أوْ تِسْعَةَ أذْرُعٍ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: ... কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন সাত বা নয় গজ বিশিষ্ট ঘর তৈরি করবে, ...	২০২ জাল
১৭৫	(مَنْ بَنَى بِنَاءً فَوْقَ مَا يَكْفِيْهِ؛ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَمْلِهِ عَلَى عَاتِقِهِ). যে ব্যক্তি তার জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট তার চেয়ে উঁচু করে ইমারাত তৈরি ...	২০২ বাতিল
১৭৬	(لا تُسْقُوْنِي حَلَبَ امْرَأةٍ). তোমরা আমাকে মহিলার দুধ পান করিয়ো না।	২০৩ মুনকার
১৭৭	(مَنْ بَنَى بُنْيَاناً فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلا اعْتِدَاءٍ، أوْ غَرَسَ غَرْساً فِي غَيْرِ ... যে ব্যক্তি অট্টালিকা (ইমারাত) তৈরি করল অত্যাচার ও সীমালংঘন না করে ...	২০৪ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৭৮	(مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ؛ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ). যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন গুনাহের কারণে ভৎসনা করবে, সে ব্যক্তি সে ...	২০৪ জাল
১৭৯	(الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ). মু'মিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আসমান ও যমীনের আলো হচ্ছে দো'আ।	২০৫ জাল
১৮০	(أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيُدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ؟ تَدْعُوْنَ اللهَ ... তোমাদেরকে কী আমি নির্দেশনা দিব না এমন বস্তুর যা তোমাদেরকে ...	২০৬ দুর্বল
১৮১	(إِنَّ الرِّزْقَ لَا تُنْقِصُهُ الْمَعْصِيَةُ، وَلَا تَزِيْدُهُ الْحَسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ... অবাধ্যতা রিয্ক কমিয়ে দেয় না এবং তাকে (রিয্ককে) সৎ কর্ম বৃদ্ধিও ...	২০৭ জাল
১৮২	(خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ؛ مَالَمْ يَأْثَمْ). তোমাদের সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে, তার নিজ বংশের পক্ষে অন্যকে ...	২০৭ জাল
১৮৩	(لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ). মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সলাত হবে না।	২০৮ দুর্বল
১৮৪	(إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ؛ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئاً... তোমরা যখন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে, তখন তাকে তার মৃত্যুর ...	২০৯ নিতান্তই দুর্বল
১৮৫	(الْحَمْدُ لِلّٰهِ، دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ). আল-হামদুলিল্লাহ, মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।	২০৯ জাল
১৮৬	(دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ). মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।	২১০ জাল
১৮৭	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ- مَسْجِدِ مَكَّةَ- فِي كُلِّ يَوْمٍ ... নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ মসজিদের (মক্কার মসজিদ) অধিবাসীদের ...	২১১ দুর্বল
১৮৮	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ رَحْمَةٍ: سِتِّيْنَ مِنْهَا عَلَى ... নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতি দিন একশতটি রহমত নাযিল করেন। তার ...	২১২ দুর্বল
১৮৯	(إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تُبْلِي الثَّوْبَ، وَتُنْتِنُ الرِّيْحَ، وَ ... তোমরা তোমাদেরকে সূর্যের মাঝে বসা হতে রক্ষা কর, কারণ সে কাপড়কে ...	২১২ জাল
১৯০	(مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ تَنْعَرُ، فَإِذَا هَاجَ؛ سَلَّطَ ... প্রত্যেকের মাথায় কুষ্ঠ রোগের ভিত্তি রয়েছে যা (ঘুমন্তাবস্থায়) গড় গড়...	২১৩ জাল
১৯১	(الْجُمُعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاءِ، وَفِي لَفْظٍ: الْمَسَاكِيْنِ). জুম'আহ হচ্ছে ফকিরদের হজ্ব, (অন্য ভাষায়) মিসকীনদের হজ্ব।	২১৪ জাল
১৯২	(الدَّجَاجُ غَنَمُ فُقَرَاءِ أُمَّتِي، وَالْجُمُعَةُ حَجُّ فُقَرَائِهَا). মুরোগ হচ্ছে আমার উম্মাতের দরিদ্রদের ছাগল আর জুম'আহ হচ্ছে ...	২১৪ জাল
১৯৩	(مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ). পুরুষের সৌভাগ্য রয়েছে তার হালকা পাতলা দাড়িতে।	২১৫ জাল
১৯৪	(عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ؛ زَيْتِ الزَّيْتُوْنِ، فَتَدَاوَوْا بِهِ؛ فَإِنَّهُ ... তোমরা বরকতপূর্ণ যায়তুন গাছের তেল গ্রহণ কর এবং ঔষধ হিসাবে ...	২১৬ মিথ্যা
১৯৫	(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ؛ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রী বা তার দাসীর সাথে মিলিত হবে; ...	২১৮ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৯৬	(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ؛ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى الْفَرْجِ، فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْعَمَى، وَلاَ يُكْثِرْ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সঙ্গম করবে, তখন গুপ্তাঙ্গের দিকে ...	২১৯ জাল
১৯৭	(لاَ تُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُوْنُ الْخَرَسُ وَ الْفَأْفَاةُ). নারীদের সাথে মিলিত হওয়ার সময় তোমরা বেশী কথা বলবে না, কারণ ...	২১৯ নিতান্তই দুর্বল
১৯৮	(مَنْ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ جَسَدِهِ، وَكَتَمَهَا، وَلَمْ يَشْكُهَا إِلَى ... যে ব্যক্তি তার সম্পদ বা তার শরীরে কোন বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হবে। ...	২২০ জাল
১৯৯	(حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ). পিতার নিকট পুত্রের প্রাপ্য এই যে, সে তার সুন্দর নাম রাখবে এবং ...	২২১ জাল
২০০	(الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ). হজ্ব হচ্ছে জিহাদ আর 'উমরা হচ্ছে সেচ্ছাসেবক স্বরূপ (নফল)।	২২২ দুর্বল
২০১	(مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوْتُ، فَيُقِيْمُ فِي قَبْرِهِ؛ إِلاَّ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً، حَتَّى تُرَدَّ إِلَيْهِ ... প্রত্যেক নাবীই মৃত্যু বরণ করেন, অতঃপর চল্লিশ দিন পর কবরে তাঁর ...	২২৩ জাল
২০২	(إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لاَ يُتْرَكُوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، وَلَكِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ ... নাবীগণকে তাঁদের কবরে চল্লিশ রজনীর পরে অবশিষ্ট রাখা হয় না, ...	২২৪ জাল
২০৩	(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي؛ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِياً؛ وُكِّلَ بِهَا ... যে আমার কবরের নিকট আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে; আমি তা শ্রবণ ...	২২৫ জাল
২০৪	(مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ، وَزَارَ قَبْرِي، وَغَزَا غَزْوَةً، وَصَلَّى عَلَيَّ فِي ... যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ করবে, আমার কবর যিয়ারত করবে, একটি ...	২২৬ জাল
২০৫	(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فِي شَرْقٍ وَلاَ غَرْبٍ؛ إِلاَّ أَنَا وَمَلاَئِكَةُ رَبِّي نَرُدُّ... পূর্ব-পশ্চিমে যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রদান করবে, ...	২২৭ জাল
২০৬	(مَنْ سَبَّ الأَنْبِيَاءَ؛ قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ؛ جُلِدَ). যে ব্যক্তি নাবীগণকে গালি দিবে; (শাস্তি হিসাবে) তাকে হত্যা করা হবে। ...	২২৮ জাল
২০৭	(أَفْضَلُ الأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ .. 'আরাফার দিবস যদি জুম'আর দিবসের সাথে মিলে যায় তাহলে তা সর্বোত্তম .	২২৮ বাতিল
২০৮	(مَا قُبِلَ حَجُّ امْرِئٍ؛ إِلاَّ رُفِعَ حَصَاهُ. يَعْنِي حَصَى الْجِمَارِ). যে ব্যক্তির হজ্জ গৃহীত হবে (কবূল হবে) তার কংকর উঠিয়ে নেয়া হয়। ...	২২৯ দুর্বল
২০৯	(حَلَّتْ شَفَاعَتِيْ لأُمَّتِيْ؛ إِلاَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ). একমাত্র বিদ'আতী ছাড়া আমার উম্মাতের সবার জন্য আমার সুপারিশ ...	২৩০ মুনকার
২১০	(مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ). তোমার পরিবারের ছোট বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধাতে হজ্জের পূর্ণতা নিহিত ...	২৩০ মুনকার
২১১	(مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ ... যে ব্যক্তি হজ্জ বা 'উমরার উদ্দেশে মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদুল হারাম .	২৩১ দুর্বল
২১২	(لِيَسْتَمْتِعْ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ فِي إِحْرَامِهِ). তোমাদের কোন ব্যক্তি তার হালাল থাকা অবস্থায় সাধ্যমত উপভোগ্য ...	২৩২ দুর্বল
২১৩	(إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَرْضاً يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ، يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا الْبَحْرُ، الْحَجَّةُ مِنْهَا ... আমি অবশ্যই একটি যমীন সম্পর্কে জানি, যাকে বলা হয় ওমান, যার ...	২৩৩ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
২১৪	(مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ؛ فَلا دِينَ لَهُ). যে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে না, তার কোন ধর্ম নেই।	২৩৩ দুর্বল
২১৫	(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً؛ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَ ثَمَانِينَ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে আমার প্রতি আশিবার দুরূদ পাঠ করবে; ...	২৩৪ জাল
২১৬	(إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ). আমরা মুচকি হাঁসি কতিপয় সম্প্রদায়ের চেহারার সামনে, অথচ আমাদের ...	২৩৪ ভিত্তিহীন
২১৭	(الزُّرْقَةُ فِي الْعَيْنِ يُمْنٌ، وَكَانَ دَاوُدُ أَزْرَقَ). চোখের নীল বর্ণ মঙ্গলজনক, দাউদ (আ:) ছিলেন নীল বর্ণধারী।	২৩৫ জাল
২১৮	(مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ أَنْ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে তার বাসগৃহ হতে সফর করবে, ফেরেশতারা ...	২৩৬ দুর্বল
২১৯	(مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ أَنْ لا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ وَلا ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে সফর করে, দু' ফেরেশতা তার বিপক্ষে দো'আ ...	২৩৬ জাল
২২০	(إِنَّ لَهُ (يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُرْضِعاً فِي ... অবশ্যই তার জন্য (অর্থাৎ ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্য) ...	২৩৭ দুর্বল
২২১	(الْحَجُّ قَبْلَ التَّزَوُّجِ). হজ্জ হচ্ছে বিবাহের পূর্বের কর্ম।	২৩৮ জাল
২২২	(مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ؛ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ). যে ব্যক্তি হজ্জ করার পূর্বে বিবাহ করল, সে গুনাহ করা শুরু করল।	২৩৯ জাল
২২৩	(الْحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ؛ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ). যমীনে হাজরে আসওয়াদ হচ্ছে আল্লাহর ডান হাত; যার দ্বারা তিনি তাঁর ...	২৩৯ মুনকার
২২৪	(حَمَلَةُ الْقُرْآنِ أَوْلِيَاءُ اللهِ، فَمَنْ عَادَاهُمْ، فَقَدْ عَادَى اللهَ، وَمَنْ وَالاهُمْ؛ ... কুরআনের বাহকগণ আল্লাহর আউলিয়া (বন্ধু)। অতএব যে ব্যক্তি তাদের ...	২৪০ জাল
২২৫	(لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত কারিনীদের এবং ...	২৪১ দুর্বল
২২৬	(تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ). তোমরা আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর, কারণ সেটি বরকতপূর্ণ।	২৪২ জাল
২২৭	(تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ). তোমরা 'আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর; কারণ সেটি দরিদ্রকে দুরিভূত ..	২৪৩ জাল
২২৮	(تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلأَمْرِ، وَالْيُمْنَى أَحَقُّ بِالزِّينَةِ). তোমরা 'আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর। কারণ সেটি কর্ম সম্পাদনে ...	২৪৩ জাল
২২৯	(تَخَتَّمُوا بِالْخَوَاتِيمِ الْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ لا يُصِيبُ أَحَدَكُمْ غَمٌّ مَادَامَ عَلَيْهِ). তোমরা 'আকীক পাথরের তৈরিকৃত আংটি ব্যবহার কর, কারণ সেটি ...	২৪৪ জাল
২৩০	(مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ؛ لَمْ يَزَلْ يَرَى خَيْراً). যে ব্যক্তি 'আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার করবে, সে সর্বদা কল্যাণই দেখতে..	২৪৪ জাল
২৩১	(كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا رَآهُ؛ غَضِبَ، وَقَالَ: عَاشَ ابْنُ ... তোমরা শুকনা খেজুরের সাথে কাঁচা খেজুর খাও। কারণ শয়তান যখন ...	২৪৫ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
২৩২	(كُلُوا التَّمْرَ عَلَى الرِّيْقِ؛ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدُّوْدَ). তোমরা শুকনা খেজুর থুথুর সাথে মিশিয়ে খাও, কারণ তা জীবানুকে হত্যা করে	২৪৬ জাল
২৩৩	(أَكْثَرُ خَرَزِ الْجَنَّةِ الْعَقِيْقُ). জান্নাতে অধিকাংশ মালা হবে 'আকীক পাথরের।	২৪৬ জাল
২৩৪	(أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ طَعَامُهَا فِي نِفَاسِهَا ... তোমাদের রমণীদের নেফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়া কালীন খেজুর খাওয়াবে, ..	২৪৭ জাল
২৩৫	(تَرْكُ الدُّنْيَا أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، وَأَشَدُّ مِنْ حَطْمِ السُّيُوْفِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، ... ধৈর্য ধারণ করার চেয়েও দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা অতি তিক্ত এবং	২৪৮ জাল
২৩৬	(مَا تَزَيَّنَ الْأَبْرَارُ فِي الدُّنْيَا بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا). সৎ কর্মশীল লোক দুনিয়াতে সুসজ্জিত হতে পারে না দুনিয়াকে পরিত্যাগ ...	২৪৯ জাল
২৩৭	(مَا أَسَرَّ عَبْدٌ سَرِيْرَةً؛ إِلاَّ أَلْبَسَهُ اللهُ رِدَاءَهَا؛ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرّاً... বান্দা কোন রহস্যকে গোপন করলে, আল্লাহ তাকে সেই রহস্যের চাদর ...	২৪৯ নিতান্তই দুর্বল
২৩৮	(إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ؛ فَلاَ يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلاَ يَرْفَعُ ... দস্তরখান যখন বিছিয়ে দেয়া হবে তখন কোন ব্যক্তি দস্তরখান না উঠানো ...	২৫০ নিতান্তই দুর্বল
২৩৯	(نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ). যতক্ষন না খাদ্য সামনে থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে ততক্ষন তিনি খাদ্য ...	২৫১ নিতান্তই দুর্বল
২৪০	(نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ). তিনি জিনের যাবৃহ করা জন্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।	২৫১ জাল
২৪১	(إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ). তুমি যে সব কিছুর আকাংখা কর সে সব কিছুকে খাওয়ায় হচ্ছে অপচয়ের ...	২৫১ জাল
২৪২	(أَحْيُوْا قُلُوْبَكُمْ بِقِلَّةِ الضَّحِكِ، وَقِلَّةِ الشِّبَعِ، وَطَهِّرُوْهَا بِالْجُوْعِ؛ ... তোমরা তোমাদের হৃদয়গুলোকে কম হাসি এবং কম তৃপ্তি দ্বারা ...	২৫২ ভিত্তিহীন
২৪৩	(أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ قَلَّ طَعْمُهُ وَضَحِكُهُ، وَيَرْضَى بِمَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ). সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি যার খাবার ও হাসি কম এবং সন্তুষ্ট থাকে ...	২৫৩ ভিত্তিহীন
২৪৪	(أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْوَلُكُمْ جُوْعاً وَتَفْكِيْراً فِي اللهِ،... কিয়ামত দিবসে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর নিকট তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ...	২৫৩ ভিত্তিহীন
২৪৫	(الْبِسُوْا وَاشْرَبُوْا فِي أَنْصَافِ الْبُطُوْنِ، فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ). তোমরা পরিধান কর এবং অর্ধপেটে পান কর, কারণ তা হচ্ছে নবুওয়াতের ...	২৫৩ ভিত্তিহীন
২৪৬	(إِنَّ الأَكْلَ عَلَى الشِّبَعِ يُوْرِثُ الْبَرَصَ). তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ শ্বেত রোগের অধিকারী করে।	২৫৩ ভিত্তিহীন
২৪৭	(جَاهِدُوْا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوْعِ وَالْعَطَشِ؛ فَإِنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ ... তোমরা তোমাদের আত্মার সাথে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দ্বারা সংগ্রাম কর। কারণ ...	২৫৪ বাতিল
২৪৮	(سَيِّدُ الْأَعْمَالِ الْجُوْعُ، وَذُلُّ النَّفْسِ لِبَاسُ الصُّوْفِ). কর্মসমূহের সর্দার হচ্ছে ক্ষুধা, আর আত্মার অপমাণ হচ্ছে পশমী পোষাক।	২৫৪ ভিত্তিহীন
২৪৯	(الْفِكْرُ نِصْفُ الْعِبَادَةِ، وَقِلَّةُ الطَّعَامِ هِيَ الْعِبَادَةُ). চিন্তা হচ্ছে ইবাদাতের অর্ধেক, আর অল্প খাদ্য গ্রহণই হচ্ছে ইবাদাত।	২৫৪ বাতিল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
২৫০	(كَانَ إِذَا تَغَدَّى؛ لَمْ يَتَعَشَّ، وَإِذَا تَعَشَّى؛ لَمْ يَتَغَدَّ). তিনি যখন দুপুরের খাবার খেতেন, তখন রাতের খাবার খেতেন না। আর ...	২৫৪ দুর্বল
২৫১	(مَنْ أَجَاعَ بَطْنَهُ؛ عَظُمَتْ فِكْرَتُهُ، وَفَطِنَ قَلْبُهُ). যে ব্যক্তি তার পেটকে ক্ষুধার্ত বানায় তার চিন্তা-ভাবনা বড় হয়	২৫৫ ভিত্তিহীন
২৫২	(البِطْنَةُ أَصْلُ الدَّاءِ، وَالحِمْيَةُ أَصْلُ الدَّوَاءِ، وَعَوِّدُوْا كُلَّ جِسْمٍ مَا اعْتَادَ). অতিভোজন রোগের মূল আর রক্ষাকারী খাদ্য ঔষুধের মূল।...	২৫৫ ভিত্তিহীন
২৫৩	(صُوْمُوْا تَصِحُّوْا). তোমরা সওম পালন কর সুস্থ থাকবে।	২৫৬ দুর্বল
২৫৪	(سَافِرُوْا تَصِحُّوْا، وَاغْزُوْا تَسْتَغْنُوْا). তোমরা সফর কর সুস্থ থাকবে এবং যুদ্ধ কর সাবলম্বী হবে।	২৫৭ দুর্বল
২৫৫	(سَافِرُوْا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوْا). তোমরা সফর কর সুস্থ থাকবে এবং গনিমত লাভ করবে।	২৫৭ মুনকার
২৫৬	(يُنْزِلُ اللهُ كُلَّ يَوْمٍ عِشْرِيْنَ وَمِئَةَ رَحْمَةٍ، سِتُّوْنَ مِنْهَا لِلطَّائِفِيْنَ،...... আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন।...	২৫৮ জাল
২৫৭	(إِيَّاكَ وَالسَّرَفَ؛ فَإِنَّ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ مِنَ السَّرَفِ). তুমি তোমাকে অপচয় করা হতে বাঁচাও, কারণ দিনে দু'বার খাবার....	২৫৮ জাল
২৫৮	(إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ). নিশ্চয় ব্যক্তি কর্তৃক তার মেহমানের সাথে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত ...	২৫৯ জাল
২৫৯	(لَا تَتَمَارَضُوْا؛ فَتَمْرَضُوْا، وَلَاتَحْفِرُوْا قُبُوْرَكُمْ؛ فَتَمُوْتُوْا). তোমরা রোগের ভান করোনা, কারণ এর ফলে তোমরা রোগী হয়ে ...	২৬০ মুনকার
২৬০	(أَطْعِمُوْا نُفَسَاءَكُمُ الرُّطَبَ. قَالُوْا: لَيْسَ فِي كُلِّ حِيْنٍ يَكُوْنُ الرُّطَبُ... তোমরা তোমাদের নেফাসধারী নারীদেরকে কাঁচা খেজুর খেতে দাও।...	২৬০ দুর্বল
২৬১	(أَحْسِنُوْا إِلَى عَمَّتِكُمُ النَّخْلَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ فَفَضَلَ مِنْ ... তোমরা তোমাদের চাচী খেজুর গাছের সাথে ভাল ব্যবহার কর। ...	২৬১ জাল
২৬২	(خُلِقَتِ النَّخْلَةُ وَالرُّمَّانُ وَالعِنَبُ مِنْ فَضْلِ طِيْنَةِ آدَمَ صَلَّى اللهُ ... আদম (আ:)-কে সৃষ্টিকৃত মাটির অবশিষ্টাংশ হতে খেজুর গাছ, ...	২৬১ নিতান্তই দুর্বল
২৬৩	(أَكْرِمُوْا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ؛ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ فَضْلَةِ طِيْنَةِ أَبِيْكُمْ آدَمَ، ... তোমরা তোমাদের চাচী খেজুর গাছকে সম্মান কর। কারণ তাকে ...	২৬২ জাল
২৬৪	(مَا لِلنُّفَسَاءِ عِنْدِيْ شِفَاءٌ مِثْلَ الرُّطَبِ، وَلَا لِلْمَرِيْضِ مِثْلَ العَسَلِ). নেফাসধারী নারীদের জন্য আমার নিকট কাঁচা খেজুরের ন্যায় ...	২৬৩ জাল
২৬৫	(يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! عَلِّمِ النَّاسَ القُرْآنَ، وَتَعَلَّمْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ وَأَنْتَ كَذَلِكَ؛... হে আবূ হুরাইরাহ! তুমি লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দাও এবং তুমি ...	২৬৩ জাল
২৬৬	(كَانَ إِذَا أَشْفَقَ مِنَ الحَاجَةِ أَنْ يَنْسَاهَا؛ جَعَلَ فِي يَدِهِ خَيْطًا لِيَذْكُرَهَا). তিনি যখন কোন প্রয়োজনীয়তাকে ভুলে যাবার আশংকা করতেন,...	২৬৫ বাতিল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
২৬৭	(مَنْ حَوَّلَ خَاتِمَهُ، أَوْ عَمَامَتَهُ، أَوْ عَلَّقَ خَيْطاً فِي أُصْبُعِهِ؛ لِيُذَكِّرَهُ ... যে ব্যক্তি তার আংটি বা পাগড়ী উল্টিয়ে রাখে বা তার আংগুলে সুতা ...	২৬৭ জাল
২৬৮	(مَنْ رَفَعَ قِرْطَاساً مِنَ الْأَرْضِ فِيْهِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)؛ ... যে ব্যক্তি যমীন হতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখা কাগজ...	২৬৭ জাল
২৬৯	(الْعَالِمُ لاَ يَخْرَفُ). আলেম ব্যক্তির বার্ধক্য জনিত কারণে মস্তিস্ক বিকৃত হবে না।	২৬৮ জাল
২৭০	(لاَ يَخْرَفُ قَارِئُ الْقُرْآنِ). কুরআন পাঠকারী বার্ধক্য জনিত করণে বিকৃত মস্তিস্ক হবে না।	২৬৮ জাল
২৭১	(مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ؛ مَتَّعَهُ اللهُ بِعَقْلِهِ حَتَّى يَمُوْتَ). যে ব্যক্তি কুরআন জমা করবে, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তাকে তার জ্ঞান ...	২৬৯ জাল
২৭২	(اعْتَبِرُوْا عَقْلَ الرَّجُلِ فِي طُوْلِ لِحْيَتِهِ، وَنَقْشِ خَاتِمِهِ، وَكُنْيَتِهِ). ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা যাচাই কর তার দাড়ির দীর্ঘায়ত্বের মাঝে,...	২৭০ জাল
২৭৩	(لاَ حُبْسَ (أَيْ؛ وَقْفَ) بَعْدَ سُوْرَةِ النِّسَاءِ). সূরা নেসার পরে ওয়াক্ফ নেই।	২৭০ দুর্বল
২৭৪	(أَوْصَانِي جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِيْنَ دَاراً، عَشْرَةً ... চল্লিশটি বাড়ী পর্যন্ত প্রতিবেশী এ মর্মে জিবরীল আমাকে ওয়াসিয়াত...	২৭১ দুর্বল
২৭৫	(الاَ إِنَّ أَرْبَعِيْنَ دَاراً جِوَارٌ، وَلاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. সাবধান! অবশ্যই চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী। সেই ব্যক্তি জান্নাতে ...	২৭১ দুর্বল
২৭৬	(حَقُّ الْجِوَارِ إِلَى أَرْبَعِيْنَ دَاراً، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا؛ يَمِيْناً وَشِمَالاً،... প্রতিবেশীদের হক হচ্ছে চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত। এদিকে, এদিকে...	২৭২ নিতান্তই দুর্বল
২৭৭	(السَّاكِنُ مِنْ أَرْبَعِيْنَ دَاراً جَارٌ). চল্লিশটি বাড়ীর অধিবাসীরা প্রতিবেশী।	২৭৩ দুর্বল
২৭৮	(الْعِلْمُ خَزَائِنُ، وَمِفْتَاحُهَا السُّؤَالُ، فَاسْأَلُوْا يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ... জ্ঞান হচ্ছে ভাণ্ডার এবং তার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা/জিজ্ঞাসা করা। ...	২৭৩ জাল
২৭৯	(نَبِيٌّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ. يَعْنِيْ سُطَيْحاً). কোন এক নাবীকে তার জাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ সোতাইহ্।	২৭৪ ভিত্তিহীন
২৮০	(أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا عِيْسَى! آمِنْ بِمُحَمَّدٍ، আল্লাহ পাক 'ঈসা (আ:)-এর নিকট ওহী মারফত বললেনঃ হে 'ঈসা! ...	২৭৪ জাল
২৮১	(ذَاكَ نَبِيٌّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ، يَعْنِيْ خَالِدَ بْنَ سِنَانٍ). সে এক নাবী যাকে তার জাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ খালিদ ...	২৭৫ সহীহ নয়
২৮২	(لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاَكَ). আপনি যদি না হতেন, তাহলে আমি আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না।	২৭৬ জাল
২৮৩	(ارْمُوْا؛ فَإِنَّ أَيْمَانَ الرُّمَاةِ لَغْوٌ، لاَ حِنْثَ فِيْهَا وَلاَ كَفَّارَةَ). তোমরা তীর নিক্ষেপ কর, কারণ তীর নিক্ষেপকারীদের শপথ অর্থহীন, ...	২৭৭ বাতিল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
২৮৪	(يَا مُعَاذُ! إِنِّي مُرْسِلُكَ إِلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَإِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْمَجَرَّةِ হে মু'য়াজ! আমি তোমাকে কিতাবধারী (আহলেকিতাব) সম্প্রদায়ের নিকট ...	২৭৮ জাল
২৮৫	(لَيْسَ لِيَوْمٍ فَضْلٌ عَلَى يَوْمٍ فِي الصِّيَامِ؛ إِلاَّ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيَوْمَ ... রামাযান মাস এবং আশুরার দিবস ব্যতীত সওম রাখার ক্ষেত্রে একটি ...	২৭৮ মুনকার
২৮৬	(قَدْ أَتَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَا الْبَيْتَ أَلْفَ آتِيَةٍ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رِجْلَيْهِ،... আদম (আ:) পায়ে হেঁটে ইণ্ডিয়া হতে এক হাজারবার এ ঘরের নিকট ...	২৭৯ নিতান্তই দুর্বল
২৮৭	(مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ ذَنْبٍ). হত্যাকারী নিহতের কোন পাপ অবশিষ্ট রাখে না।	২৮০ ভিত্তিহীন
২৮৮	(كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ؛ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا). তিনি তাঁর দাড়িকে পার্শ্ব (প্রস্থ) এবং দৈর্ঘের শেষ প্রান্ত হতে কাট-ছাট ...	২৮০ জাল
২৮৯	(مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَداً). যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও ...	২৮১ দুর্বল
২৯০	(مَنْ قَرَأَ سُورَةَ (الْوَاقِعَةِ) كُلَّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَداً، وَمَنْ قَرَأَ كُلَّ ... যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ পাঠ করবে; তাকে কখনও ...	২৮২ জাল
২৯১	(مَنْ قَرَأَ سُورَةَ (الْوَاقِعَةِ وَ تَعَلَّمَهَا؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَلَمْ يَفْتَقِرْ... যে ব্যক্তি সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ পাঠ করবে এবং তা শিক্ষা গ্রহণ ...	২৮২ জাল
২৯২	(أَمَّا ظُلْمَةُ اللَّيْلِ وَضَوْءُ النَّهَارِ؛ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا سَقَطَتْ ... রাতের অন্ধকার আর দিনের আলো; যখন সূর্য যমীনের নীচে চলে যায় ...	২৮৩ বাতিল
২৯৩	(وُكِّلَ بِالشَّمْسِ تِسْعَةُ أَمْلاَكٍ؛ يَرْمُونَهَا بِالثَّلْجِ كُلَّ يَوْمٍ، لَوْلاَ ذَلِكَ؛... সূর্যের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নয়জন ফেরেশতার উপর। তারা তার ...	২৮৪ জাল
২৯৪	(الأَرْضُ عَلَى الْمَاءِ، وَالْمَاءُ عَلَى صَخْرَةٍ ، وَالصَّخْرَةُ عَلَى ظَهْرِ... যমীন হচ্ছে পানির উপর, পানি একটি পাথরের উপর আর পাথর হচ্ছে ...	২৮৫ জাল
২৯৫	(مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) مِئَتَيْ مَرَّةٍ؛ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ مِئَتَيْ سَنَةٍ). যে ব্যক্তি কুল-হু আল্লাহ আহাদ সূরা দু'শত বার পাঠ করবে, তার দু'শত ...	২৮৬ মুনকার
২৯৬	(إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِتَارِكٍ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَبِيحَةَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ ... নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুসলিমকে রমাযান মাসের প্রথম দিবসের প্রত্যূষে ...	২৮৭ জাল
২৯৭	(إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِتَارِكٍ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ). নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন মুসলিমকে জু'মআর দিবসে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।	২৮৭ জাল
২৯৮	(سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا تَسْتَقْبِلُونَ، وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُ بِكُمْ؟ قَالَهَا ثَلاَثاً، فَقَالَ ... সুবহানাল্লাহ্ তোমরা কোন বস্তুকে অভ্যার্থনা জানাবে এবং কোন বস্তুকে ...	২৮৮ মুনকার
২৯৯	(إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ نَظَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ،... যখন রমাযান মাসের প্রথম রাতের আগমন হয়, তখন আল্লাহ তাঁর ...	২৮৯ জাল
৩০০	(مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) مِئَتَيْ مَرَّةٍ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفاً وَخَمْسَ مِئَةٍ ... যে ব্যক্তি দু'শত বার কুল-হু-আল্লাহু আহাদ পাঠ করবে, যদি তার উপর ...	২৯০ জাল
৩০১	(مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ؛ لَمْ يُفْتَنْ فِي ... যে ব্যক্তি কুল-হু-আল্লাহ আহাদ তার সেই রোগের মধ্যে পাঠ করবে ...	২৯১ জাল

যঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩০২	(كُنْتُ نَبِياً وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ). আমি সে সময়েও নাবী ছিলাম যখন আদম পানি এবং মাটির মাঝে ছিলেন।	২৯২ জাল
৩০৩	(كُنْتُ نَبِياً وَلاَ آدَمَ وَلاَ مَاءَ وَلاَ طِيْنَ). যখন আদম ছিলেন না, পানি ও মাটি ছিল না তখনও আমি নাবী ছিলাম।	২৯২ জাল
৩০৪	(مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخاً لِسِنِّهِ؛ إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ). কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বয়সের কারণে সম্মান করলে, আল্লাহ তার ...	২৯৩ মুনকার
৩০৫	(كُنْ ذَنَباً، وَلاَ تَكُنْ رَأساً). তুমি লেজ হও, তুমি মাথা হয়ো না।	২৯৩ ভিত্তিহীন
৩০৬	(لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ، وَالْمَنْظُوْرَ إِلَيْهِ). মু'মিনের গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দানকারী এবং যার দিকে দৃষ্টি দেয়া ...	২৯৩ জাল
৩০৭	(لأَنْ أُطْعِمَ أَخاً لِيْ فِي اللهِ لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ ... আমি আমার কোন ভাইকে আল্লাহর ওয়াস্তে এক লোকমা খানা খাওয়াব...	২৯৪ জাল
৩০৮	(لأَنْ أُطْعِمَ أَخاً فِي اللهِ مُسْلِماً لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ، ... আমি আমার কোন মুসলিম ভাইকে এক লোকমা খানা খাওয়াব অবশ্যই তা ...	২৯৫ দুর্বল
৩০৯	(مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ ... যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করল যে, তার সর্ববৃহৎ ব্যস্ততা (চিন্তা-...	২৯৫ জাল
৩১০	(مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الدُّنْيَا؛ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ ... যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করবে যে, তার ব্যস্ততা (চিন্তা-ভাবনা) হচ্ছে ...	২৯৬ নিতান্তই দুর্বল
৩১১	(مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ ... যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় সকাল করবে যে, তার চিন্তা-চেতনা হচ্ছে আল্লাহকে ...	২৯৭ জাল
৩১২	(مَنْ لاَ يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لاَ يُصْبِحُ وَيُمْسِي ... যে মুসলমানদের বিষয়ে গুরুত্ব দিবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর...	২৯৮ দুর্বল
৩১৩	(كَانَ خَطِيْئَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّظَرَ). দাউদ (আ:)-এর দৃষ্টিতে ত্রুটি ছিল।	২৯৮ জাল
৩১৪	(إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؛ حِيْنَ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَهَمَّ بِهَا، قَطَعَ عَلَى بَنِيْ ... দাউদ (আ:) যখন এক মহিলার দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং তাকে কামনা ...	২৯৯ বাতিল
৩১৫	(مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُوْرٍ لَهُ: غُفِرَ لَهُ). যে ব্যক্তি ক্ষমাকৃত ব্যক্তির সাথে খাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।	৩০০ ভিত্তিহীন
৩১৬	(اِبْدَأْ بِأُمِّكَ وَأَبِيْكَ، وَأُخْتِكَ وَأَخِيْكَ، وَالأَدْنَى فَالأَدْنَى، وَلاَ تَنْسَوْا ... তুমি তোমার মাতা, তোমার পিতা, তোমার বোন এবং তোমার ভাইকে ...	৩০০ নিতান্তই দুর্বল
৩১৭	(إِنَّ مُوْسَى بْنَ عِمْرَانَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَضْطَرِبُ، فَقَامَ يَدْعُو لَهُ أَنْ ... মূসা ইবনু ইমরান এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, ...	৩০১ দুর্বল
৩১৮	(لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ). প্রতিটি বস্তুর যাকাত রয়েছে, আর বাড়ীর যাকাত হচ্ছে মেহমানদের জন্য ...	৩০১ জাল
৩১৯	(سَبْعَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَيَقُوْلُ: ... সাত ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাকাবেন না। তাদের ...	৩০২ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩২০	(كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ). তোমরা যেরূপ সেরূপ ব্যক্তিকেই তোমাদের নেতা নিয়োগ করা হবে।	৩০২ দুর্বল
৩২১	(مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى؛ ... যে ব্যক্তির কোন সন্তান ভূমিষ্ট হবে, অতঃপর তার ডান কানে আযান এবং ...	৩০৩ জাল
৩২২	(سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا يُدْخِلَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِيَ النَّارَ فَأَعْطَانِيهَا). আমি আমার প্রভুর কাছে চেয়েছি, যেন আমার পরিবারের মধ্য হতে ...	৩০৪ জাল
৩২৩	(مَا عَلِمَ اللهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ؛ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ). যখনই আল্লাহ জানতে পারেন যে, কোন বান্দা তার গুনাহের কারণে অনুতপ্ত ...	৩০৫ জাল
৩২৪	(مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَباً؛ إِنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَهُ لَهُ؛ غَفَرَلَهُ، যে ব্যক্তি কোন গুনাহ্ করল, অতঃপর জানতে পারল যে তার প্রতিপালক ...	৩০৫ জাল
৩২৫	(مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً؛ فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ؛ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ). যে ব্যক্তি কোন গুনাহ্ করল। অতঃপর জানতে পারল যে, আল্লাহ তা ..	৩০৬ জাল
৩২৬	(مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ ؛فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ). আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ...	৩০৬ নিতান্তই দুর্বল
৩২৭	(الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় আমার সুন্নাতকে ধারণকারীর ...	৩০৭ দুর্বল
৩২৮	(مَنْ غَدَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ؛ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَبُورِكَ لَهُ فِي مَعَاشِهِ، ... যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে করতে সকাল করল, ফেরেশতারা তার উপর ...	৩০৭ জাল
৩২৯	(رَحِمَ اللهُ أَخِي يُوسُفَ، لَوْ لَمْ يَقُلْ: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ)؛ ... আমার ভাই ইউসুফকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি যদি এ কথা না বলতেনঃ ...	৩০৮ জাল
৩৩০	(سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ حِسَابَ أُمَّتِي إِلَيَّ؛ لِئَلاَّ تُفْتَضَحَ عِنْدَ الأُمَمِ، فَأَوْحَى .. আমি আল্লাহর নিকট চাইলাম যেন আমার উম্মাতের হিসাব-কিতাব আমার ...	৩০৮ জাল
৩৩১	(أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَتَيْنِ). আমি দুই কুরবাণীকৃত ব্যক্তির সন্তান।	৩০৯ ভিত্তিহীন
৩৩২	(الذَّبِيحُ إِسْحَاقُ). কুরবাণী করা হয়েছিল ইসহাককে।	৩০৯ দুর্বল
৩৩৩	(إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَغْفِرَ لِنِصْفِ أُمَّتِيْ، وَبَيْنَ أَنْ ... আল্লাহ তা'আলা আমার অর্ধেক উম্মাতকে ক্ষমা করার অথবা আমার শাফা'...	৩১১ মুনকার
৩৩৪	(أَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ؛ ذَبِيحُ اللهِ). লোকদের মধ্যে ইউসুফ ইবনু ইয়াকূব ইবনে ইসহাক হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা ...	৩১২ মুনকার
৩৩৫	(قَالَ دَاوُدُ ﷺ : أَسْأَلُكَ بِحَقِّ آبَائِي ؛ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ .. দাউদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমার নিকট আমার ...	৩১৩ নিতান্তই দুর্বল
৩৩৬	(قَالَ نَبِيُّ اللهِ دَاوُدُ: يَا رَبِّ! أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ: رَبُّ إِسْحَاقَ؟ قَالَ: ... আল্লাহর নাবী দাউদ বললেন ঃ হে প্রতিপালক! আমি লোকদেরকে বলতে ...	৩১৪ দুর্বল
৩৩৭	(إِنَّ جِبْرِيلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ، فَرَمَاهُ জিবরীল ইব্রাহীমকে সাথে নিয়ে জামারাতুল আকাবার নিকট গেলেন। ...	৩১৪ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩৩৮	(إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سَبْعاً، فَاخْتَارَ الْعُلْيَا مِنْهَا، فَسَكَنَهَا، ... আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তার মধ্য হতে ...	৩১৫ মুনকার
৩৩৯	(إِنَّ إِدْرِيْسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدِيْقاً لِمَلَكِ الْمَوْتِ، فَسَأَلَهُ أَنْ ... ইদরীস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মালাকুল মাওত এর বন্ধু। ...	৩১৬ জাল
৩৪০	(سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَداً؛ لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ). তোমরা সন্তানদের মধ্যে সমান ভাবে হাদিয়া দাও। যদি কাউকে বেশী দিতা ..	৩১৭ দুর্বল
৩৪১	(كَانَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ). তিনি অন্ধকারেও দেখতেন যেরূপ আলোতে দেখেন।	৩১৮ জাল
৩৪২	(لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ؛ طَافَ بِهَا إِبْلِيْسُ- وَكَانَ لاَ يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ-فَقَالَ: ... মা হাওয়া যখন গর্ভবতী হলেন, তখন ইবলীস তাকে নিয়ে তাওয়াফ করল...	৩১৯ দুর্বল
৩৪৩	(مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَرَأَ وَكَتَبَ). রসূল (ﷺ) পড়া এবং লিখার পূর্বে মৃত্যু বরণ করেননি।	৩১৯ জাল
৩৪৪	(مَا مِنْ عَبْدٍ يُحِبُّ أَنْ يَرْتَفِعَ فِي الدُّنْيَا دَرَجَةً، فَارْتَفَعَ؛ إِلاَّ وَضَعَهُ اللهُ কোন বান্দা দুনিয়াতে তার মর্যাদা উচ্চ হওয়াকে ভাল বাসলে, সে ...	৩২০ জাল
৩৪৫	(يَقُوْمُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ؛ إِلاَّ بَنِيْ هَاشِمٍ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يَقُوْمُوْنَ لأَحَدٍ). বানু হাশেমরা ছাড়া এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য দাঁড়াবে। কারণ তারা কারো	৩২০ জাল
৩৪৬	(لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الأَعَاجِمُ؛ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضاً). যেভাবে আজমীরা (অনারবরা) দাঁড়ায় সেভাবে তোমরা দাঁড়াবে না, ...	৩২১ দুর্বল
৩৪৭	(لاَ تَزَالُ الأُمَّةُ عَلَى شَرِيْعَةٍ مَالَمْ تَظْهَرْ فِيْهِمْ ثَلاَثٌ: مَالَمْ يُقْبَضْ مِنْهُمُ ... এ উম্মাত শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত তাদের মধ্যে ...	৩২৩ মুনকার
৩৪৮	(هُوَ الْوَزَغُ ابْنُ الْوَزَغِ، الْمَلْعُوْنُ ابْنُ الْمَلْعُوْنِ؛ يَعْنِي: مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ). সে টিকটিকির বাচ্চা টিকটিকি (কাপুরুষের বাচ্চা কাপুরুষ), অভিশপ্তের ...	৩২৩ জাল
৩৪৯	(رَحِمَ اللهُ حِمْيَراً؛ أَفْوَاهُهُمْ سَلاَمٌ، وَأَيْدِيْهِمْ طَعَامٌ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيْمَانٍ). হিমইয়ারীদের আল্লাহ রহম করুন; তাদের মুখমণ্ডলগুলো শান্তি স্বরূপ আর ...	৩২৪ জাল
৩৫০	(مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً). যে মৃত্যু বরণ করল এমতাবস্থায় যে, সে তার যুগের ইমামকে চিনল না, ...	৩২৪ ভিত্তিহীন
৩৫১	(يَا عَلِيُّ! أَنْتَ أَخِيْ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ). হে আলী! তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে আমার ভাই।	৩২৫ জাল
৩৫২	(يَا عَلِيُّ! أَنْتَ أَخِيْ وَصَاحِبِيْ وَرَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ). হে আলী! জান্নাতের মধ্যে তুমি আমার ভাই, আমার সঙ্গী এবং আমার বন্ধু।	৩২৬ জাল
৩৫৩	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ فِي عَلِيٍّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ؛ أَنَّهُ سَيِّدُ.. আল্লাহ তা'আলা আলীর সম্পর্কে মে'রাজের রাতে তিনটি বিষয়ে আমার .. .	৩২৬ জাল
৩৫৪	(خَلَقَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ مِنْ طِيْنِ الْجَابِيَةِ، وَعَجَنَهُ بِمَاءِ الْجَنَّةِ). আল্লাহ তা'আলা আদমকে জাবীয়া নামক স্থানের মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ...	৩২৭ মুনকার
৩৫৫	(الصِّدِّيْقُوْنَ ثَلاَثَةٌ: حَبِيْبُ النَّجَّارِ مُؤْمِنُ آلِ(يس) الَّذِيْ قَالَ:{ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوْا তিন ব্যক্তি হচ্ছেন সত্যবাদী; হাবীবুন নাজ্জার; ইয়াসিনের পরিবারের মু'মিন ..	৩২৮ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩৫৬	(النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ، وَنَظَرُ الْوَلَدِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ মুসহাফে (কুরআনে) দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত, সন্তান কর্তৃক পিতা মাতার ...	৩২৮ জাল
৩৫৭	(عَلِيٌّ إِمَامُ الْبَرَرَةِ، وَقَاتِلُ الْفَجَرَةِ، مَنْصُوْرٌ مَنْ نَصَرَهُ، مَخْذُوْلٌ مَنْ خَذَلَهُ). আলী হচ্ছে নেককারদের ইমাম, পাপাচারদের হত্যাকারী, যে তাকে সাহায্য ...	৩২৯ জাল
৩৫৮	(السُّبَّقُ ثَلَاثَةٌ: فَالسَّابِقُ إِلَى مُوْسَى يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ، وَالسَّابِقُ إِلَى عِيْسَى. অগ্রগামী হচ্ছেন তিনজন: মূসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে ইউশা' ইবনু ..	৩৩০ নিতান্তই দুর্বল
৩৫৯	(كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ). প্রত্যেকে তার সম্পদের ব্যাপারে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের ...	৩৩১ দুর্বল
৩৬০	(لَا يَجُوْزُ الْهِبَةُ إِلَّا مَقْبُوْضَةً). হস্তগত করা ব্যতীত হিবা বৈধ হবে না।	৩৩১ ভিত্তিহীন
৩৬১	(إِذَا كَانَ الْهِبَةُ لِذِيْ رَحِمٍ؛ لَمْ يُرْجَعْ فِيْهَا). যদি (রক্তের সম্পর্কের) আত্মীয়ের জন্য হেবা করা হয়; তাহলে তা ফিরিয়ে ...	৩৩১ মুনকার
৩৬২	(مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَارْتَجَعَ بِهَا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّهُ যে ব্যক্তি হিবা করল, অতঃপর তা ফিরিয়ে নিল; সেই তার বেশী হকদার,...	৩৩২ দুর্বল
৩৬৩	(مَنْ وَهَبَ هِبَةً ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَالَمْ يُثَبْ مِنْهَا). যে ব্যক্তি হিবা করল, সেই তার বেশী হকদার, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ...	৩৩৩ দুর্বল
৩৬৪	(مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِيْ أَرْبَعِيْنَ صَلَاةً لَا يَفُوْتُهُ صَلَاةٌ؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ ... যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করল এমনভাবে...	৩৩৩ মুনকার
৩৬৫	(جَهِّزُوْا صَاحِبَكُمْ، فَإِنَّ الْفَرَقَ فَلَذَ كَبِدَهُ). তোমাদের সাথীকে তোমরা প্রস্তুত কর, কারণ ভীতি তার কলিজাকে টুকরো ...	৩৩৪ দুর্বল
৩৬৬	(جَهَنَّمُ تُحِيْطُ بِالدُّنْيَا، وَالْجَنَّةُ مِنْ وَرَائِهَا، فَلِذَلِكَ صَارَ الصِّرَاطُ عَلَى ... জাহান্নাম দুনিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত, আর জান্নাত তার (জাহান্নামের) পিছনে,...	৩৩৫ মুনকার
৩৬৭	(خِيَارُ أُمَّتِيْ عُلَمَاؤُهَا، خِيَارُ عُلَمَائِنَا رُحَمَاؤُهَا، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِلْعَالِمِ .. আমার উম্মাতের আলেমরা হচ্ছে সর্বোত্তম এবং আমাদের আলেমদের মধ্যে ..	৩৩৬ বাতিল
৩৬৮	(حَامِلُ الْقُرْآنِ حَامِلُ رَايَةِ الْإِسْلَامِ ، مَنْ أَكْرَمَهُ؛ فَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ، ... কুরআন বহনকারী হচ্ছে ইসলামের ঝান্ডা বহনকারী। যে তাকে সম্মান করল,...	৩৩৭ জাল
৩৬৯	(قَلِيْلُ الْعَمَلِ يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ، وَكَثِيْرُ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ). জ্ঞানের সাথে অল্প আমল উপকারী, অজ্ঞতার সাথে বেশী আমল উপকারী নয়	৩৩৭ জাল
৩৭০	(قِوَامُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ). মানুষের মূল্যায়ন তার জ্ঞানে, যার জ্ঞান নেই তার কোন ধর্মও নেই।	৩৩৮ জাল
৩৭১	(سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِيْنَةٌ يُقَالُ لَهَا: (قَزْوِيْنُ)، مَنْ ... তোমাদের জন্য প্রান্তসমূহের বিজয় সাধিত করা হবে এবং অচিরেই তোমাদের	৩৩৯ জাল
৩৭২	(مَاخَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ ... কোন বান্দা তার পরিবারের নিকট সেই দু' রাকা'আত হতে উত্তম কিছু ...	৩৪০ দুর্বল
৩৭৩	(لَا تَبْكُوْا عَلَى الدِّيْنِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوْا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ ... যখন ধর্মের নেতৃত্ব দিবে তার উপযুক্ত ব্যক্তি তোমরা তখন তার জন্য কাঁদবে...	৩৪০ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩৭৪	(نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ يَقُودُهُمَا). তিনি পুরুষ ব্যক্তিকে তার দু'উটের মাঝে চলে (হেঁটে) উট দু'টিকে ...	৩৪১ দুর্বল
৩৭৫	(نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ). তিনি পুরুষ ব্যক্তিকে দু' মহিলার মাঝে চলতে নিষেধ করেছেন।	৩৪১ জাল
৩৭৬	(الأَقْرَبُونَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ). নিকটজনরা উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার।	৩৪২ ভিত্তিহীন
৩৭৭	(آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ؛ يُقَالُ لَهُ: جُهَيْنَةُ فَيَسْأَلُهُ أَهْلُ... জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি সব শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাকে বলা ..	৩৪২ জাল
৩৭৮	(اتَّبِعُوا الْعُلَمَاءَ؛ فَإِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيَا، وَمَصَابِيحُ الآخِرَةِ). তোমরা আলেমদের অনুসরণ কর, কারণ তারা হচ্ছে দুনিয়ার চেরাগ ...	৩৪২ জাল
৩৭৯	(إِذَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ لاَ أَزْدَادُ فِيهِ عِلْماً يُقَرِّبُنِي إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ فَلاَ بُورِكَ ... যদি আমার নিকট এমন কোন দিন আসে যে দিনে এরূপ জ্ঞান বৃদ্ধি ...	৩৪৩ জাল
৩৮০	(إِذَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ لَمْ أَزْدَدْ فِيهِ خَيْراً؛ فَلاَ بُورِكَ لِي فِيهِ). যদি আমার নিকট এমন কোন দিন আসে যে দিনে কল্যাণময় কিছু বৃদ্ধি ...	৩৪৪ দুর্বল
৩৮১	(لَيْسَ مِنْ أَخْلاَقِ الْمُؤْمِنِ الْمَلَقُ؛ إِلاَّ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ). জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া মু'মিনের চরিত্রের মধ্যে হিংসা ও তোষামোদী	৩৪৪ জাল
৩৮২	(لاَ حَسَدَ، وَلاَ مَلَقَ؛ إِلاَّ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ). জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া হিংসা এবং তোষামোদী থাকতে পারে না।	৩৪৫ জাল
৩৮৩	(مَنْ غَضَّ صَوْتَهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ؛ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ ... যে ব্যক্তি তার উঁচু স্বর আলেমদের নিকট নীচু করবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের ...	৩৪৬ জাল
৩৮৪	(لاَ يَتْرُكُ اللهُ أَحَداً يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ). জুম'আর দিবসে আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।	৩৪৭ জাল
৩৮৫	(لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ). হারাম কখনও হালালকে (বস্তুকে) হারাম বানাতে পারে না।	৩৪৭ দুর্বল
৩৮৬	(يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِلدُّنْيَا: يَا دُنْيَا! مُرِّي عَلَى أَوْلِيَائِي، وَلاَ تَحْلَوْلِي لَهُمْ ... আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে বললেন ঃ হে দুনিয়া! তুমি আমার বন্ধুদের জন্য ...	৩৪৮ জাল
৩৮৭	(مَا اجْتَمَعَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ؛ إِلاَّ غَلَبَ الْحَرَامُ). হালাল এবং হারাম একত্রিত হয় না, তবে হলে হারামই প্রাধান্য বিস্তার করে।	৩৪৮ ভিত্তিহীন
৩৮৮	(لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلاَلٍ). হারাম পন্থা হারাম করতে পারে না, কিন্তু হালাল বিবাহের মাধ্যমে যা হয় তা...	৩৪৮ বাতিল
৩৮৯	(لَوْ أَذِنَ اللهُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي التِّجَارَةِ؛ لاَتَّجَرُوا بِالْبَزِّ وَالْعِطْرِ). যদি জান্নাতীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা করার অনুমতি দিতেন; তাহলে ...	৩৪৯ দুর্বল
৩৯০	(لَوْ تَبَايَعَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَلَنْ يَتَبَايَعُوا؛ مَا تَبَايَعُوا إِلاَّ بِالْبَزِّ). জান্নাতীরা যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করত, তাহলে তারা সূতী কাপড়ের ব্যবসা ...	৩৫০ নিতান্তই দুর্বল
৩৯১	(هَذِهِ يَدٌ لاَ تَمَسُّهَا النَّارُ). এ হাতকে আগুন স্পর্শ করবে না।	৩৫০ দুর্বল

যঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩৯২	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً؛ يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؛ نَادَى... জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। যখন কিয়ামত দিবস ..	৩৫১ নিতান্তই দুর্বল
৩৯৩	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً؛ يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، فَمَنْ صَلَّى الضُّحَى؛ حَنَّتْ إِلَيْهِ ... জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। যে ব্যক্তি সালাতুয যুহা ...	৩৫১ জাল
৩৯৪	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً؛ يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى ... জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা, সেটি দিয়ে প্রবেশ করবে ...	৩৫২ জাল
৩৯৫	(إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً مُوَكَّلِينَ بِأَبْوَابِ الْجَوَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَسْتَغْفِرُونَ ... জু'মআর দিবসে জামে মসজিদগুলোর গেটে আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত ...	৩৫২ জাল
৩৯৬	(فَضْلُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الَّذِي لَمْ يَحْمِلْهُ؛ كَفَضْلِ الْخَالِقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ). কুরআন বহনকারীর ফযীলত (প্রাধান্য) তাকে বহন নাকারীর উপর এমনই, ...	৩৫৩ মিথ্যা
৩৯৭	(إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ؛ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ). যখন তারকারাজী উদিত হয়, তখন অসিদ্ধতা প্রতিটি দেশবাসীর নিকট হতে ..	৩৫৪ দুর্বল
৩৯৮	(لاَ تَسُبُّوا قُرَيْشاً، فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلأُ طِبَاقَ الأَرْضِ عِلْماً، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ তোমরা কুরাইশদের গালী দিও না, কারণ তাদের আলেম যমীনকে জ্ঞান ...	৩৫৫ নিতান্তই দুর্বল
৩৯৯	(اللَّهُمَّ اهْدِ قُرَيْشاً، فَإِنَّ عِلْمَ الْعَالِمِ مِنْهُمْ يَسَعُ طِبَاقَ الأَرْضِ، اللَّهُمَّ ... হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের হেদায়েত দান কর, কারণ তাদের একজন ...	৩৫৫ নিতান্তই দুর্বল
৪০০	(لَمُبَارَزَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ .. খন্দকের দিবসে আম্‌র ইবনু আবদে উদ্দের সাথে আলী ইবনু আবী তালেবের .	৩৫৬ মিথ্যা
৪০১	(إِذَا صُمْتُمْ؛ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ، وَلاَ تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ. তোমরা যখন সওম রাখবে; তখন ভোরবেলা মেসওয়াক করবে, সন্ধ্যায় ...	৩৫৭ দুর্বল
৪০২	(كَانَ يَسْتَاكُ آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ). সওম অবস্থায় তিনি দিনের শেষ প্রহরে মিসওয়াক করতেন।	৩৫৭ বাতিল
৪০৩	(نَزَلَ آدَمُ بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَنَادَى بِالأَذَانِ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ .. আদম (আঃ) হিন্দুস্থানে অবতরণ করার সময় স্থানটিকে ভয়াবহ মনে ...	৩৫৮ দুর্বল
৪০৪	(نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ). তিনি আরাফার দিবসে আরাফায় সওম রাখতে নিষেধ করেছেন।	৩৫৯ দুর্বল
৪০৫	(مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، যে ব্যক্তি সকালের সালাত আদায় করবে। অতঃপর কোন কথা বলার পূর্বেই ..	৩৬০ জাল
৪০৬	(مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، رَافِعاً بِهَا ... সমুদ্রের ধারে যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের সময় একবার উঁচু স্বরে তাকবীর বলবে; ...	৩৬০ জাল
৪০৭	(مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لأْوَائِهِنَّ، وَضَرَّائِهِنَّ، وَسَرَّائِهِنَّ؛ .. যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে সন্তান হবে, অতঃপর তাদের বাসস্থান দানে ...	৩৬১ দুর্বল
৪০৮	(أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ مَا تُعُبِّدَ بِهِ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম সেটি যেটির দ্বারা তার দাসত্ব করা..	৩৬২ জাল
৪০৯	(مَنْ عَشِقَ، وَكَتَمَ، وَعَفَّ، فَمَاتَ، فَهُوَ شَهِيدٌ). যে (কোন ব্যক্তিকে) ভালবেসে তা গোপন রখল এবং পবিত্র থাকল, অতঃপর	৩৬২ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪১০	(التُّرَابُ رَبِيعُ الصِّبْيَانِ). মাটি হচ্ছে বাচ্চাদের বসন্তকালেন বৃষ্টি (ঘাস)।	৩৬৪ জাল
৪১১	(أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ مَا عُبِّدَ وَمَا حُمِّدَ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম হচ্ছে সেটি যাতে তাঁর দাসত্ব করা ...	৩৬৫ ভিত্তিহীন
৪১২	(مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ كَانَ لَهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ ... যে ব্যক্তি আরাফার দিবসে সওম রাখবে; তা তার জন্য দু'বছরের কাফ্ফারা ...	৩৬৫ জাল
৪১৩	(مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ؛ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً). যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসে এক দিন সওম রাখবে; তার জন্য তার প্রতি ...	৩৬৬ জাল
৪১৪	(مَا أُوتِيَ قَوْمٌ الْمَنْطِقَ؛ إِلَّا مُنِعُوا الْعَمَلَ). যে সম্প্রদায়কেই তর্কশাস্ত্র দেয়া হয়েছে; তাদেরকে কর্ম (এবাদাত) হতে ...	৩৬৭ ভিত্তিহীন
৪১৫	(مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: صَلَّى اللهُ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে সেই সূরা পাঠ করবে যাতে আলু ইমরানের ...	৩৬৭ জাল
৪১৬	(اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ). চীন দেশে গিয়ে হলেও তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর।	৩৬৮ বাতিল
৪১৭	(رُبَّ مُعَلِّمِ حُرُوفِ أَبِي جَادٍ دَارِسٍ فِي النُّجُومِ؛ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ ... কোন কোন আবজাদ অক্ষরের শিক্ষক হয় নক্ষত্র গণনাকারী। তার জন্য ...	৩৬৯ জাল
৪১৮	(اللَّحْمُ بِالْبُرِّ مَرَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ). গমের সাথে গোশত নাবীগণের ঝোল।	৩৬৯ নিতান্তই দুর্বল
৪১৯	(إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا بِقَرْيَةٍ؛ فَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ.. আলেম এবং শিক্ষার্থী যখন কোন গ্রামকে অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ সেই ...	৩৭০ ভিত্তিহীন
৪২০	(إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ أُلْهِمْتُمْ فِيهِ الْعَمَلَ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُلْهَمُونَ الْجَدَلَ). তোমরা এমন যুগে আছ যাতে তোমাদেরকে আমল শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ...	৩৭০ ভিত্তিহীন
৪২১	(مَنْ مَثَّلَ بِالشِّعْرِ؛ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلَاقٌ). যে ব্যক্তি কবিতা দ্বারা উদাহরণ দিবে, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোন ...	৩৭০ দুর্বল
৪২২	(مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ؛ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ). যে ব্যক্তি কিছু জেনে সে মাফিক আমল করল, আল্লাহ তাকে অধিকারী ...	৩৭১ জাল
৪২৩	(مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ ব্যক্তি কর্তৃক তার তায়াম্মুম দ্বারা শুধুমাত্র এক (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করা ...	৩৭১ জাল
৪২৪	(لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، وَيَنْظُرَ إِلَيْهَا؛ .... কোন ব্যক্তি দাসীকে ক্রয় করার ইচ্ছায় তার লজ্জাস্থান ব্যতীত উল্টিয়ে ...	৩৭২ জাল
৪২৫	(مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ، إِذَا احْتُضِرَ، فَرَمَى بِبَصَرِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ ... গরীবের [বিদেশে অবস্থানকারীর] মৃত্যু হচ্ছে শাহাদাত। যখন মৃত্যুকে . . .	৩৭৩ জাল
৪২৬	(لَوْلَا مَا طَبَعَ الرُّكْنَ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَرْجَاسِهَا، وَأَيْدِي الظَّلَمَةِ... রুকুনটি (হাযরে আসওয়াদটি) যদি জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা, তার নাপাকী, .	৩৭৪ মুনকার

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪২৭	(مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، ... যে ব্যক্তি সব কিছুর পূর্বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, এবং সব কিছুর পরে...	৩৭৫ জাল
৪২৮	(ابْنَتِي فَاطِمَةُ؛ حَوْرَاءُ آدَمِيَّةُ، لَمْ تَحِضْ، وَلَمْ تَطْمِثْ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا فَاطِمَةَ. আমার মেয়ে ফাতেমা মাটির পরী। সে হায়েযাও হয় না এবং নেফাসধারীও ..	৩৭৬ জাল
৪২৯	(كَانَ لَا يَرَى بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بَأْساً). তিনি চিন্তাশীলদের সাথে মুহরেমের কোন সমস্যা দেখতেন না।	৩৭৭ জাল
৪৩০	(شَاوِرُوْهُنَّ- يَعْنِي: النِّسَاءَ - وَخَالِفُوْهُنَّ). তোমরা মহিলদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধীতা কর।	৩৭৭ ভিত্তিহীন
৪৩১	(اسْتَوْصُوْا بِالْمِعْزَي خَيْرًا؛ فَإِنَّهَا مَالٌ رَفِيْقٌ، وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَلَحَبُّ ... তোমরা উত্তম অসিয়ত গ্রহণ কর ছাগল দ্বারা। কারণ তা হচ্ছে সাথের...	৩৭৮ জাল
৪৩২	(نَهَى عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُدَاعَبَةِ). তিনি (স্বামী+স্ত্রী) আমোদ প্রমোদ করার পূর্বে একে অপরে সরাসরি ...	৩৭৮ জাল
৪৩৩	(يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأُمَّهَاتِهِمْ سِتْراً مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمْ). কিয়ামতের দিন লোকদেরকে ডাকা হবে তাদের মায়েদের পরিচয়ে ...	৩৭৯ জাল
৪৩৪	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَدْعُو النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ؛ سِتْراً مِنْهُ عَلَى ... কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকবেন; ...	৩৭৯ জাল
৪৩৫	(طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ). নারীর আনুগত্য করা হচ্ছে লজ্জিত হওয়ার নামান্তর।	৩৮০ জাল
৪৩৬	(هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِيْنَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ). পুরুষরা যখন মহিলাদের অনুসরণ করবে তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।	৩৮১ দুর্বল
৪৩৭	(مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ، فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً؛ فَقَدْ جَهِلَ). যে ব্যক্তির তিনটি সন্তান ভূমিষ্ট হলো অতঃপর সে তাদের একজনেরও ...	৩৮২ জাল
৪৩৮	(مَثَلُ أَصْحَابِي مَثَلُ النُّجُوْمِ، مَنِ اقْتَدَى بِشَيْءٍ مِنْهَا اهْتَدَى). আমার সাহাবীগণ হচ্ছেন (তারা) নক্ষত্রের ন্যায়। যে ব্যক্তি তাদের থেকে...	৩৮৩ জাল
৪৩৯	(يَا أَهْلَ مَكَّةَ! لَا تَقْصُرُوْا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى... হে মক্কাবাসী! মক্কা হতে উসফান পর্যন্ত চার বুরুদ-এর কম দূরত্বে ...	৩৮৩ জাল
৪৪০	(حُسْنُ الْخُلُقِ يُذِيْبُ الْخَطَايَا كَمَا تُذِيْبُ الشَّمْسُ الْجَلِيْدَ، وَإِنَّ الْخُلُقَ السُّوْءَ. সচ্চরিত্র গুনাহগুলোকে গলিয়ে ফেলে যেমননি ভাবে সূর্য বরফকে গলিয়ে..	৩৮৪ নিতান্তই দুর্বল
৪৪১	(الْخُلُقُ الْحَسَنُ يُذِيْبُ الْخَطَايَا كَمَا يُذِيْبُ الْمَاءُ الْجَلِيْدَ، وَالْخُلُقُ السُّوْءُ সচ্চরিত্র গুনাহগুলোকে গলিয়ে ফেলে যেমননি ভাবে পানি বরফকে ...	৩৮৫ নিতান্তই দুর্বল
৪৪২	(إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيُذِيْبُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا تُذِيْبُ الشَّمْسُ الْجَلِيْدَ). সচ্চরিত্র গুনাহকে গলিয়ে ফেলে যেমননি ভাবে সূর্য বরফকে গলিয়ে ফেলে।	৩৮৬ নিতান্তই দুর্বল
৪৪৩	(أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مِثْلُ الذُّبَابِ تَمُوْرُ فِي جَوِّهَا، فَاللهَ اللهَ فِي . সাবধান! মাছির সাদৃশ ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ...	৩৮৬ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪৪৪	(كَانَ إِبْلِيسُ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ، وَأَوَّلَ مَنْ تَغَنَّى). সর্ব প্রথম ইবলিস ক্রন্দন করে এবং সর্ব প্রথম সেই গান করে।	৩৮৭ ভিত্তিহীন
৪৪৫	(مَنْ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللهِ؛ كَانَتِ السَّمَاءُ ظِلَالَهُ، وَالْأَرْضُ فِرَاشَهُ،... যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে যা আছে তা চাইবে, আসমান তার জন্য ছায়া স্বরূপ	৩৮৭ জাল
৪৪৬	(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ الْمَلَائِكَةِ؛ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَفْضَلُ النَّبِيِّينَ آدَمُ، .. আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দিব না সর্বোত্তম ফেরেশতা সম্পর্কে তিনি ...	৩৮৮ জাল
৪৪৭	(يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ، وَقُرَّاءٌ فَسَقَةٌ). শেষ যামানায় জাহেল (অজ্ঞ) আবেদ এবং ফাসেক ক্বারীদের সমারহ ঘটবে।	৩৮৮ জাল
৪৪৮	(لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ (أَوْ قَالَ: أُمَّتِي) بِخَيْرٍ مَالَمْ يَتَّخِذُوْا فِي مَسَاجِدِهِمْ ... এ উম্মাত (অথবা বলেন ঃ আমার উম্মাত) সর্বদা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে ...	৩৮৯ দুর্বল
৪৪৯	(حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ، ... মসজিদের নিকটে রসূল (ﷺ) যখন দাঁড়ালেন তখন আমি তাঁর নিকট ...	৩৯০ দুর্বল
৪৫০	(لَوِ اعْتَقَدَ أَحَدُكُمْ بِحَجَرٍ؛ لَنَفَعَهُ). কোন পাথরের উপর তোমাদের কেউ যদি বিশ্বাষ স্থাপন করে, তাহলে তা ...	৩৯০ জাল
৪৫১	(مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ شَيْءٌ فِيْهِ فَضِيْلَةٌ، فَأَخَذَ بِهِ إِيْمَانًا بِهِ، وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ؛... যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ নিকট হতে এমন কিছু পৌঁছবে যাতে ফযীলত ...	৩৯১ জাল
৪৫২	(مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ فَضْلٌ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْفَضْلِ الَّذِي بَلَغَهُ؛ أَعْطَاهُ اللهُ ... যার কাছে আল্লাহর নিকট হতে ফযীলতের কোন কিছু পৌঁছল। অতঃপর...	৩৯৩ জাল
৪৫৩	(مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ فَضِيْلَةٌ، فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا؛ لَمْ يَنَلْهَا). যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে কোন ফযীলত পৌঁছল, ...	৩৯৪ জাল
৪৫৪	(إِذَا صَلَّيْتُمْ؛ فَقُوْلُوْا: سُبْحَانَ اللهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَالْحَمْدُ للهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ،. তোমরা যখন সালাত আদায় করবে, তখন তোমরা বল ঃ সুবহানাল্লাহ ...	৩৯৪ দুর্বল
৪৫৫	(الرَّجُلُ الصَّالِحُ يَأْتِيْ بِالْخَبَرِ الصَّالِحِ، وَالرَّجُلُ السُّوْءُ يَأْتِي بِالْخَبَرِ السُّوْءِ) সৎ ব্যক্তি সুসংবাদ নিয়ে আসে আর মন্দ ব্যক্তি দুঃসংবাদ নিয়ে আসে।	৩৯৫ জাল
৪৫৬	(إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا، فَحَرَّمَ اللهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ). ফাতিমা তার লজ্জাস্থানকে পবিত্র রেখেছে, ফলে আল্লাহ তার সন্তানদেরকে ...	৩৯৬ নিতান্তই দুর্বল
৪৫৭	(إِنَّ اللهَ غَيْرُ مُعَذِّبِكِ (يَعْنِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) وَلَا وَلَدَهَا). অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে (অর্থাৎ ফাতিমাকে (رضي الله عنها)) শাস্তি দিবেন না এবং ...	৩৯৭ দুর্বল
৪৫৮	(دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ). . জিম্মির দিয়াত হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির দিয়াত।	৩৯৮ মুনকার
৪৫৯	(صَامَ نُوْحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدَّهْرَ؛ إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الضُّحَى). (রসূল) ফিতর এবং যুহার (কুরবানী) দিন বাদ দিয়ে নূহ (আঃ) সারা বছর ...	৪০৪ দুর্বল
৪৬০	(أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ. قَالَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَمَرَ بِقَتْلِ ... যে তার যিম্মাদারিত্ব পূর্ণ করে তাদের মধ্যে আমি উত্তম। রসূল (ﷺ) এ ...	৪০৪ মুনকার

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪৬১	(النِّسَاءُ لُعَبٌ فَتَخَيَّرُوا). নারীরা হচ্ছে খেলনার পাত্র, অতএব তোমরা তাদের বাছাই করে নাও।	৪০৭ মুনকার
৪৬২	(إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ لُعْبَةً؛ فَلْيُحْسِنْهَا، أَوْ فَلْيَسْتَحْسِنْهَا). মেয়েরা হচ্ছে খেলনার পাত্র, অতএব যে ব্যক্তি খেলনা গ্রহণ করবে, ...	৪০৮ দুর্বল
৪৬৩	(فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ نِصْفُ الْعُشْرِ؛ . আসমান যে যমীনে পানি (বৃষ্টি) দিবে তাতে উৎপন্ন শষ্যে দশমাংশ,...	৪০৮ জাল
৪৬৪	(الإِيمَانُ مُثْبَتٌ فِي الْقَلْبِ كَالْجِبَالِ الرَّوَاسِي، وَزِيَادَتُهُ وَنَقْصُهُ كُفْرٌ). ঈমান অন্তরে স্থায়ী পর্বতমালার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। তার বৃদ্ধি ও কমে যাওয়া...	৪১০ জাল
৪৬৫	(إِنَّ لُغَةَ إِسْمَاعِيلَ كَانَتْ قَدْ دَرَسَتْ، فَأَتَانِي بِهَا جِبْرِيلُ فَحَفِظْتُهَا). ইসমাঈলের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। আমার নিকট জিবরীল তা নিয়ে ...	৪১০ দুর্বল
৪৬৬	(عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ). আমার উম্মাতের আলেমগণ বানি ইসরাইলের নাবীগণের ন্যায়।	৪১১ ভিত্তিহীন
৪৬৭	(مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً؛ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي ... যে ব্যক্তি মাগরীব এবং এশার মধ্যে বিশ রাকা'য়াত সালাত আদায় ...	৪১১ জাল
৪৬৮	(مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ؛ غُفِرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبُ ... যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে কথা বলার পূর্বেই ছয় রাকা'য়াত সালাত আদায়...	৪১২ নিতান্তই দুর্বল
৪৬৯	(مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ؛ ... যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে ছয় রাকা'য়াত সলাত আদায় করবে এমতাবস্থায়...	৪১২ নিতান্তই দুর্বল
৪৭০	(الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ). প্রত্যেক প্রবাহিত খুনেই (রক্তেই) ওযু করতে হবে।	৪১৩ দুর্বল
৪৭১	(أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْبَلَاءِ سُلْطَانًا عَلَى بَدَنِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ). আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার শরীরে বিপদের উদ্দেশ্যে কোন ...	৪১৪ জাল
৪৭২	(الدَّيْنُ شَيْنُ الدِّينِ). ঋণ হচ্ছে ধর্মের অপমান স্বরূপ।	৪১৫ জাল
৪৭৩	(الدَّيْنُ رَايَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُذِلَّ عَبْدًا وَضَعَهُ فِي عُنُقِهِ) ঋণ হচ্ছে যমীনের মধ্যে আল্লাহর ঝান্ডা। যখন আল্লাহ কাউকে বেইজ্জত ...	৪১৬ জাল
৪৭৪	(الدَّيْنُ يَنْقُصُ مِنَ الدِّينِ وَالْحَسَبِ). ঋণ ধর্ম ও বংশ মর্যাদাতে ত্রুটি আনয়ন করে।	৪১৭ জাল
৪৭৫	(السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي أَرْضِهِ، مَنْ نَصَحَهُ؛ هُدِيَ، وَمَنْ غَشَّهُ؛ ضَلَّ). বাদশা হচ্ছে আল্লাহর যমীনে তাঁর ছায়া। যে তাকে নসিহত করবে, ...	৪১৭ জাল
৪৭৬	(مَنْ قَرَأَ رُبُعَ الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ أُوتِيَ رُبُعَ النُّبُوَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؛... যে ব্যক্তি এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠ করবে, তাকে এক চতুর্থাংশ নবুওয়াত ...	৪১৮ জাল
৪৭৭	(كَثْرَةُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَمْنَعُ الْعَيْلَةَ). বেশী বেশী হজ্জ ও উমরা পালন পরিবারকে নিষিদ্ধ করে দেয়।	৪১৯ জাল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪৭৮	(لاَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ، أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ ... হজ্জ অথবা উমরাকারী অথবা আল্লাহর পথের যুদ্ধকারী ছাড়া কেউ ...	৪২০ মুনকার
৪৭৯	(لاَيَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ غَازٍ أَوْ حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ). যোদ্ধা বা হজ্জ বা উমরাকারী ছাড়া কেউ সমুদ্র ভ্রমণ করবে না।	৪২১ মুনকার
৪৮০	(مَنْ صَامَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ؛ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ). যে ব্যক্তি বুধ ও বৃহস্পতিবারে সওম পালন করবে, তার জন্য জাহান্নাম ...	৩২১ নিতান্তই দুর্বল
৪৮১	(أَكْلُ الشَّمَرِ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَنْجِ). উদ্ভিত বিশেষ খাওয়া নিরাপত্তা দেয় কুলোন্‌জ রোগ হতে।	৪২২ জাল
৪৮২	(غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ بَعْدَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْحَمَّامِ أَمَانٌ مِنَ الصُّدَاعِ). বাথরুম হতে বের হওয়ার পর ঠান্ডা পানি দিয়ে দু' পা ধৈত করলে মাথা ...	৪২৩ জাল
৪৮৩	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِيْنٍ). নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক চিন্তিত হৃদয়কে ভালবাসেন।	৪২৩ দুর্বল
৪৮৪	(إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً؛. কোন ব্যক্তি হেঁটে হজ্জ পালন করার নযর মানলে তা মুসলার অন্তর্ভুক্ত। ...	৪২৪ দুর্বল
৪৮৫	(مَنْ خَافَ اللهَ خَوَّفَ اللهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللهَ؛ خَوَّفَهُ اللهُ ... যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার থেকে সব কিছুকেই ভয় ...	৪২৫ মুনকার
৪৮৬	(مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمُوْتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَيَتَصَدَّقُوْنَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ ... আহলে বাইতের কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করার পরে তারা তার পক্ষ হতে ...	৪২৫ জাল
৪৮৭	(مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ لِلّهِ صَدَقَةً تَطَوُّعاً أَنْ يَجْعَلَهَا ... তোমাদের কেউ যখন তার মুসলিম পিতা মাতার পক্ষ হতে আল্লাহর ...	৪২৬ দুর্বল
৪৮৮	(هُزُّوْا غَرَابِيْلَكُمْ، بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ). তোমরা তোমাদের প্রজাদেরকে উৎসাহ প্রদান কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ...	৪২৭ ভিত্তিহীন
৪৮৯	(إِذَا اشْتَدَّ كَلَبُ الْجُوْعِ؛ فَعَلَيْكَ بِرَغِيْفٍ وَجَرٍّ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ، وَقُلْ: ... যখন ক্ষুধার রোগ প্রচন্ড রূপ নিবে, তখন তুমি এক টুকরো রুটি গ্রহণ করবে,...	৪২৭ জাল
৪৯০	(يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِذَا اشْتَدَّ الْجُوْعُ؛ فَعَلَيْكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ، ... হে আবূ হুরাইরাহ্! যখন ক্ষুধা প্রচন্ড রূপ নিবে, তখন তুমি এক টুকরো রুটি ...	৪২৮ দুর্বল
৪৯১	(نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ). তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত করতে নিষেধ করেছেন।	৪২৮ নিতান্তই দুর্বল
৪৯২	(سَلُوْا اللهَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ... তোমরা আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, কারণ আল্লাহ ...	৪৩১ নিতান্তই দুর্বল
৪৯৩	(نَهَى أَنْ يَرْكَبَ ثَلاَثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ). তিনি তিনজন করে পশুর (পিঠে) উপর আরোহন করতে নিষেধ করেছেন।	৪৩১ দুর্বল
৪৯৪	(رُبَّ عَابِدٍ جَاهِلٌ، وَرُبَّ عَالِمٍ فَاجِرٌ، فَاحْذَرُوْا الْجُهَّالَ مِنَ الْعُبَّادِ، ... বহু আবেদ আছে যারা অজ্ঞ, বহু আলেম আছে যারা পাপাচারী। অতএব ...	৪৩২ জাল
৪৯৫	(مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِياً حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ ... যে ব্যক্তি মক্কা হতে পায়ে হেঁটে হজ্জ করবে মক্কা ফিরে আসা পর্যন্ত ...	৪৩৩ নিতান্তই দুর্বল

যঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪৯৬	(إِنَّ لِلْحَاجِّ الرَّاكِبِ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً، ... নিশ্চয় আরোহন করে আগত হাজীর বাহনের প্রতিটি পদক্ষেপ সত্তরটি...	৪৩৪ দুর্বল
৪৯৭	(لِلْمَاشِيْ أَجْرُ سَبْعِينَ حَجَّةً، وَلِلرَّاكِبِ أَجْرُ ثَلاثِيْنَ حَجَّةً). পায়ে হেঁটে আগত হজ্জকারীর জন্য সত্তরটি হজ্জের সাওয়াব। আর আরোহন ...	৪৩৫ জাল
৪৯৮	(صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ). যে ব্যক্তি সফরে রমাযান মাসে সওম রাখে সে মুকিম অবস্থায় ইফতার ...	৪৩৬ মুনকার
৪৯৯	(الصَّبْرُ نِصْفُ الإِيْمَانِ، وَالْيَقِيْنُ الإِيْمَانُ كُلُّهُ). ধৈর্য হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। আর বিশ্বাস হচ্ছে পূরো ঈমান।	৪৩৭ মুনকার
৫০০	(لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لآخِرَتِهِ، وَلا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ؛ حَتَّى يُصِيبَ ... তোমাদের মধ্যে সে উত্তম ব্যক্তি নয় যে তার আখেরাতের জন্যে দুনিয়াকে ...	৪৩৭ বাতিল

বহুল প্রচলিত হাদীসের সূচী

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪	(الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهَائِمُ الْحَشِيشَ). মসজিদের মধ্যে কথপোকথন পূণ্যগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমনভাবে ...	৬৫ ভিত্তিহীন
১১	(إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا). আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে শিক্ষাদানকারী হিসাবে।	৬৯ য'ঈফ
১৬	(صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ: الأُمَرَاءُ وَ الْفُقَهَاءُ،... আমার উম্মাতের দু' শ্রেণীর লোক যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন মানুষ ...	৭২ জাল
১৭	(مَنْ أَذْنَبَ وَهُوَ يَضْحَكُ، دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي). যে ব্যক্তি হাসতে হাসতে গুনাহ করবে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে ...	৭২ জাল
২২	(تَوَسَّلُوا بِجَاهِي ، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ). তোমরা আমার সত্তা দ্বারা অসীলা ধর, কারণ আমার সত্তা আলাহর কাছে মহান	৭৬ ভিত্তিহীন
২৪	(مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ .. যে ব্যক্তি তার বাড়ী হতে সলাতের জন্য বের হয়, অতঃপর এ দু'আ ...	৭৮ দুর্বল
২৫	(لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ، قَالَ: يَارَبِّ! .... وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ). আদম (আ:) গুনাহ করে ফেললেন, তিনি বললেন ঃ হে আমার প্রভূ!	৮০ জাল
৩৫	(مَنْ أَذَّنَ فَلْيُقِمْ). যে আযান দিবে সেই যেন ইকামাত দেয়।	৮৮ ভিত্তিহীন
৩৬	(حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ). দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।	৮৯ জাল
৩৮	(مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ عَلَى لِسَانِهِ). যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করবে, তার ভাষায় ...	৮৯ দুর্বল
৩৯	(مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ). যে ব্যক্তি আসরের পরে ঘুমাবে, তার জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে সে ...	৯০ দুর্বল
৪৩	(شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلاَ يُرْفَعُ إِلَى اللهِ إِلاَّ ... আসমান এবং যমীনের মাঝে রমাযান মাস ঝুলন্ত থাকে। তাকে যাকাতুল ...	৯৩ দুর্বল
৪৪	(مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَقَدْ ... যে ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগ করল, অতঃপর ওযূ করল না সে আমার সাথে ...	৯৩ জাল
৪৫	(مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي). যে ব্যক্তি বায়তুলাহ যিয়ারত করল, অথচ আমাকে যিয়ারত করল না, ...	৯৪ জাল
৪৬	(مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ). যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইব্রাহীমকে একই বছরে যিয়ারত ...	৯৪ জাল
৪৭	(مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي). যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, অতঃপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত ...	৯৫ জাল
৪৯	(مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا). যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর অথবা যে কোন একজনের কবর ...	৯৭ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫০	(مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ {يس}؛ غُفِرَ لَهُ ... যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর প্রত্যেক জুম'আর দিবসে যিয়ারত ...	৯৮ জাল
৫১	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَاالْعِيَالِ). বহু সন্তানের পিতা দরিদ্র সৎ মু'মিন বান্দাকে আলাহ ভালবাসেন।	১০০ দুর্বল
৫৬	(لَوْلاَ النِّسَاءُ؛ لَعُبِدَ اللهُ حَقّاً حَقّاً). যদি নারী জাতি না থাকত, তাহলে সত্যিই সত্য আলাহর ইবাদাত করা হত।	১০৫ জাল
৫৭	(اخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ). আমার উম্মাতের মতভেত রহমত স্বরূপ।	১০৬ ভিত্তিহীন
৫৮	(أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ). আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের ...	১০৮ জাল
৫৯	(مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ؛ فَالْعَمَلُ بِهِ لاَ عُذْرَ لِأَحَدِكُمْ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ ... যখনই তোমরা কিতাবুলাহ হতে কিছু প্রাপ্ত হবে তখনই তার উপর আমল...	১০৯ জাল
৬০	(سَأَلْتُ رَبِّي فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ: ... আমার মৃত্যুর পরে যে বিষয়ে আমার সাথীগণ মতভেদ করেছে, সে ...	১১০ জাল
৬১	(إِنَّمَا أَصْحَابِي مِثْلُ النُّجُومِ، فَأَيُّهُمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ؛ اهْتَدَيْتُمْ). অবশ্যই আমার সাথীগণ নক্ষত্রতুল্য। অতএব তোমরা তাদের যে কারো...	১১১ জাল
৬২	(أَهْلُ بَيْتِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ). আমার পরিবারের সদস্যগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের যে কোন জনের ...	১১২ জাল
৬৬	(مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ). যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে।	১১৯ ভিত্তিহীন
৬৯	(مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ). গর্দান মাসাহ করা নিরাপত্তা বিধান করে বন্দি হওয়া হতে।	১২০ জাল
৭২	(أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي) . আলাহ তা'আলা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, অতঃপর আমার ...	১২৩ দুর্বল
৭৩	(مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أَنْمُلَتَيِ السَّبَّابَتَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: أَشْهَدُ أَنَّ ... যে ব্যক্তি তর্জুনী অংগুলি দু'টোর ভিতরের অংশ দ্বারা মুয়ায্যিন কর্তৃক আশ-...	১২৩ সহীহ নয়
৭৭	(لاَ مَهْدِيَّ إِلاَّ عِيسَى). একমাত্র ঈসা (আঃ)-ই হচ্ছেন মাহদী।	১২৫ মুনকার
৭৮	(سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ). মু'মিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে আরোগ্য।	১২৫ ভিত্তিহীন
৭৯	(مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ ... কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে পান করা নম্রতার অন্তর্ভুক্ত। ...	১২৬ জাল
৮৭	(إِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ؛ فَلاَ صَلاَةَ، وَلاَ كَلاَمَ). খতীব যখন মিম্বারে উঠে যাবে; তার পর কোন সলাতও নেই, কোন কথাও...	১৩৫ বাতিল
৯৫	(التَّائِبُ حَبِيبُ اللهِ). তাওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।	১৪৩ ভিত্তিহীন

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৯৮	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الشَّابَّ الَّذِي يُفْنِي شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). নিশ্চয় আল্লাহ সেই যুবককে ভালবাসেন যে তার যৌবন কালকে আল্লাহর ...	১৪৪ জাল
১০০	(حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ). সদাচারণকারীদের উত্তম কর্মগুলো হচ্ছে নৈকট্য অর্জনকারীগণের মন্দ কর্ম।	১৪৫ বাতিল
১২৬	(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ لَهُ تَوْبَةٌ؛ إِلاَّ صَاحِبُ سُوْءِ الْخُلُقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَتُوْبُ مِنْ ... অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যতীত এমন কোন গুনাহ নেই যার জন্য ...	১৬৩ জাল
১২৭	(صَلاَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، وَجُمُعَةٌ ... পাগড়ী পরে একটি সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশটি সলাত ...	১৬৪ জাল
১২৮	(رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ). পাগড়ী সহ দু' রাকা'আত সালাত আদায় বিনা পাগড়ীতে সত্তর ...	১৬৪ জাল
১৩৪	(ثَلاَثَةٌ يَزِدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ ... তিনটি বস্তু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করেঃ সবুজ বর্ণ, প্রবাহিত পানি ও সুন্দর চেহারার ...	১৬৯ জাল
১৩৫	(إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ؛ فَصَدِّقُوْا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ ... যখন তোমরা কোন পাহাড় সম্পর্কে শুনবে যে, পাহাড়টি স্থানচ্যুত হয়েছে, ...	১৭০ দুর্বল
১৪০	(الزِّنَا يُوْرِثُ الْفَقْرَ). ব্যভিচার (যেনা) দুররিদ্রতার অধিকারী করে।	১৭৪ বাতিল
১৪১	(إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا؛ فَإِنَّ فِيْهِ سِتَّ خِصَالٍ؛ ثَلاَثاً فِي الدُّنْيَا، وَثَلاَثاً فِي الآخِرَةِ،... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত ...	১৭৪ জাল
১৪৭	(تَزَوَّجُوْا وَلاَ تُطَلِّقُوْا؛ فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ). তোমরা বিবাহ কর তবে তালাক দিওনা; কারণ তালাকের জন্য আরশ কেঁপে	১৭৮ জাল
১৪৮	(تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ). وَفِي لَفْظٍ: ... (কাপড়ে) এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে পুনরায় সলাত আদায় করতে ...	১৭৯ জাল
১৪৯	(الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ؛ يُغْسَلُ، وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلاَةُ). রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে ...	১৮০ জাল
১৫৪	(السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللهِ، قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيْدٌ مِنَ ... দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, নিকটবর্তী জান্নাতের এবং নিকটবর্তী ...	১৮৩ নিতান্তই দুর্বল
১৫৮	(اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ كَأْساً بِدِيْنَارٍ). এক দিনারের বিনিময়ে এক গাস পানি দ্বারা হলেও তোমরা জুম'আর ...	১৮৬ জাল
১৬০	(أَحِبُّوْا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ؛ لأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلاَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ... আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষার এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী। ...	১৮৭ জাল
১৬১	(أَنَا عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ،وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ). আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী।	১৮৯ জাল
১৬৮	(بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ). খাদ্যের বরকত হচ্ছে তার পূর্বে ও পরে উযূ করাতে।	১৯৫ দুর্বল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৬৯	(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْباً، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ (يس)، مَنْ قَرَأَهَا؛ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ... প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসিন। যে ...	১৯৬ জাল
১৭০	(إِنَّ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ ... আলাহ তা'আলা যখন আদম (আ:)-কে যমীনে নামিয়ে দিলেন, ফেরেশতারা	১৯৭ বাতিল
১৭২	(قَالَ اللهُ لِدَاوُدَ : يَا دَاوُدُ! ابْنِ لِيْ فِي الْأَرْضِ بَيْتاً، فَبَنَى دَاوُدُ ... আলাহ তা'আলা দাউদকে বললেনঃ হে দাউদ! আমার জন্য পৃথিবীতে ...	২০০ জাল
১৮৩	(لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ). মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সলাত হবে না।	২০৮ দুর্বল
১৯১	(الْجُمْعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاءِ، وَفِي لَفْظٍ: الْمَسَاكِيْنِ). জুম'আহ হচ্ছে ফকিরদের হজ্ব, (অন্য ভাষায়) মিসকীনদের হজ্ব।	২১৪ জাল
১৯২	(الدَّجَاجُ غَنَمُ فُقَرَاءِ أُمَّتِيْ، وَالْجُمْعَةُ حَجُّ فُقَرَائِنَا). মুরোগ হচ্ছে আমার উম্মাতের দরিদ্রদের ছাগল আর জুম'আহ হচ্ছে ...	২১৫ জাল
১৯৩	(مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ). পুরুষের সৌভাগ্য রয়েছে তার হালকা পাতলা দাড়িতে।	২১৫ জাল
১৯৫	(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ؛ فَلاَ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রী বা তার দাসীর সাথে মিলিত হবে; ...	২১৮ জাল
১৯৬	(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ؛ فَلاَ يَنْظُرُ إِلَى الْفَرْجِ، فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْعَمَى، وَلاَ يُكْثِرُ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সঙ্গম করবে, তখন গুপ্তাঙ্গের দিকে ...	২১৯ জাল
২০৩	(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ؛ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِياً؛ وُكِّلَ بِهَا ... যে আমার কবরের নিকট আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে; আমি তা শ্রবণ ...	২২৫ জাল
২০৪	(مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلاَمِ، وَزَارَ قَبْرِيْ، وَغَزَا غَزْوَةً، وَصَلَّى عَلَيَّ فِي ... যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ করবে, আমার কবর যিয়ারত করবে, একটি ...	২২৬ জাল
২০৭	(أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ .. 'আরাফার দিবস যদি জুম'আর দিবসের সাথে মিলে যায় তাহলে তা সর্বোত্তম .	২২৮ বাতিল
২০৯	(حَلَّتْ شَفَاعَتِيْ لِأُمَّتِيْ؛ إِلاَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ). একমাত্র বিদ'আতী ছাড়া আমার উম্মাতের সবার জন্য আমার সুপারিশ ...	২৩০ মুনকার
২১৫	(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً؛ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَ ثَمَانِيْنَ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে আমার প্রতি আশিবার দুরূদ পাঠ করবে; ...	২৩৪ জাল
২১৮	(مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ أَنْ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে তার বাসগৃহ হতে সফর করবে, ফেরেশতারা ...	২৩৬ দুর্বল
২২৬	(تَخَتَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ؛ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ). তোমরা আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর, কারণ সেটি বরকতপূর্ণ।	২৪২ জাল
২২৭	(تَخَتَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ؛ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ). তোমরা 'আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর; কারণ সেটি দরিদ্রকে দূরিভূত ..	২৪৩ জাল
২৩৯	(نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ). যতক্ষন না খাদ্য সামনে থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে ততক্ষন তিনি খাদ্য ...	২৫১ নিতান্তই দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
২৫০	(كَانَ إِذَا تَغَدَّى؛ لَمْ يَتَعَشَّ، وَإِذَا تَعَشَّى؛ لَمْ يَتَغَدَّ). তিনি যখন দুপুরের খাবার খেতেন, তখন রাতের খাবার খেতেন না। আর ...	২৫৪ দুর্বল
২৫৩	(صُومُوا تَصِحُّوا). তোমরা সওম পালন কর সুস্থ থাকবে।	২৫৬ দুর্বল
২৫৮	(إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ). নিশ্চয় ব্যক্তি কর্তৃক তার মেহমানের সাথে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত ...	২৫৯ জাল
২৭৮	(الْعِلْمُ خَزَائِنُ، وَمِفْتَاحُهَا السُّؤَالُ، فَاسْأَلُوا يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ... জ্ঞান হচ্ছে ভাণ্ডার এবং তার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা/জিজ্ঞাসা করা। ...	২৭৩ জাল
২৮২	(لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ). আপনি যদি না হতেন, তাহলে আমি আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না।	২৭৬ জাল
২৮৬	(قَدْ أَتَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا الْبَيْتَ أَلْفَ آتِيَةٍ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رِجْلَيْهِ،... আদম (আ:) পায়ে হেঁটে ইণ্ডিয়া হতে এক হাজারবার এ ঘরের নিকট ...	২৭৯ নিতান্তই দুর্বল
২৮৮	(كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ؛ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا). তিনি তাঁর দাড়িকে পার্শ্ব (প্রস্থ) এবং দৈর্ঘের শেষ প্রান্ত হতে কাট-ছাট ...	২৮০ জাল
২৮৯	(مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا). যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও ...	২৮১ দুর্বল
২৯৫	(مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) مِئَتَيْ مَرَّةٍ؛ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ مِئَتَيْ سَنَةٍ). যে ব্যক্তি কুল-হু আলাহ আহাদ সূরা দু'শত বার পাঠ করবে, তার দু'শত ...	২৮৬ মুনকার
২৯৭	(إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِتَارِكٍ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ). নিশ্চয় আলাহ্ কোন মুসলিমকে জু'মআর দিবসে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।	২৮৭ জাল
৩০২	(كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ). আমি সে সময়েও নাবী ছিলাম যখন আদম পানি এবং মাটির মাঝে ছিলেন।	২৯২ জাল
৩০৩	(كُنْتُ نَبِيًّا وَلَا آدَمَ وَلَا مَاءَ وَلَا طِينَ). যখন আদম ছিলেন না, পানি ও মাটি ছিল না তখনও আমি নাবী ছিলাম।	২৯২ জাল
৩১৪	(إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حِينَ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَهَمَّ بِهَا، قَطَعَ عَلَى بَنِي ... দাউদ (আ:) যখন এক মহিলার দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং তাকে কামনা ...	২৯৯ বাতিল
৩২১	(مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى؛ ... যে ব্যক্তির কোন সন্তান ভূমিষ্ট হবে, অতঃপর তার ডান কানে আযান এবং ...	৩০৩ জাল
৩২৬	(مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي ؛فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ). আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ...	৩০৬ নিতান্তই দুর্বল
৩২৭	(الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় আমার সুন্নাতকে ধারণকারীর ...	৩০৭ দুর্বল
৩৩৯	(إِنَّ إِدْرِيسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدِيقًا لِمَلَكِ الْمَوْتِ، فَسَأَلَهُ أَنْ ... ইদরীস সালালাহ আলাইহি ওয়া সালাম ছিলেন মালাকুল মাওত এর বন্ধু। ...	৩১৬ জাল
৩৬০	(لَا يَجُوزُ الْهِبَةُ إِلَّا مَقْبُوضَةً). হস্তগত করা ব্যতীত হিবা বৈধ হবে না।	৩৩১ ভিত্তিহীন

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩৬১	(إِذَا كَانَ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ؛ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا). যদি (রক্তের সম্পর্কের) আত্মীয়ের জন্য হেবা করা হয়; তাহলে তা ফিরিয়ে ...	৩৩১ মুনকার
৩৬৪	(مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاةً لا يَفُوتُهُ صَلاةٌ؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ ... যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চলিশ (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করল এমনভাবে...	৩৩৩ মুনকার
৩৬৭	(خِيَارُ أُمَّتِي عُلَمَاؤُهَا، خِيَارُ عُلَمَائِنَا رُحَمَاؤُهَا، أَلا وَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِلْعَالِمِ .. আমার উম্মাতের আলেমরা হচ্ছে সর্বোত্তম এবং আমাদের আলেমদের মধ্যে ..	৩৩৫ বাতিল
৩৮৫	(لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ). হারাম কখনও হালালকে (বস্তুকে) হারাম বানাতে পারে না।	৩৪৭ দুর্বল
৩৮৭	(مَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ؛ إِلاَّ غَلَبَ الْحَرَامُ). হালাল এবং হারাম একত্রিত হয় না, তবে হলে হারামই প্রাধান্য বিস্তার করে।	৩৪৮ ভিত্তিহীন
৩৮৮	(لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلالٍ). হারাম পন্থা হারাম করতে পারে না, কিন্তু হালাল বিবাহের মাধ্যমে যা হয় তা...	৩৪৮ বাতিল
৩৯৫	(إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً مُوَكَّلِينَ بِأَبْوَابِ الْجَوَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَسْتَغْفِرُونَ ... জু'মআর দিবসে জামে মসজিদগুলোর গেটে আলাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত ...	৩৫২ জাল
৪০৩	(نَزَلَ آدَمُ بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَنَادَى بِالأَذَانِ: اللهُ أَكْبَرُ،اللهُ .. আদম (আঃ) হিন্দুস্থানে অবতরণ করার সময় স্থানটিকে ভয়াবহ মনে ...	৩৫৮ দুর্বল
৪১৬	(أُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ). চীন দেশে গিয়ে হলেও তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর।	৩৬৭ বাতিল
৪২৩	(مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاةِ ব্যক্তি কর্তৃক তার তায়াম্মুম দ্বারা শুধুমাত্র এক (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করা ...	৩৭১ জাল
৪৩৬	(هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ). পুরুষরা যখন মহিলাদের অনুসরণ করবে তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।	৩৮১ দুর্বল
৪৩৮	(مَثَلُ أَصْحَابِي مَثَلُ النُّجُومِ، مَنِ اقْتَدَى بِشَيْءٍ مِنْهَا اهْتَدَى). আমার সাহাবীগণ হচ্ছেন (তারা) নক্ষত্রের ন্যায়। যে ব্যক্তি তাদের থেকে...	৩৮৩ জাল
৪৩৯	(يَا أَهْلَ مَكَّةَ! لا تَقْصُرُوا الصَّلاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى... হে মক্কাবাসী! মক্কা হতে উসফান পর্যন্ত চার বুরুদ-এর কম দূরত্বে ...	৩৮৩ জাল
৪৪৮	(لا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ (أَوْ قَالَ: أُمَّتِي) بِخَيْرٍ مَالَمْ يَتَّخِذُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ ... এ উম্মাত (অথবা বলেন ঃ আমার উম্মাত) সর্বদা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে ...	৩৮৯ দুর্বল
৪৫৮	(دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ). জিম্মির দিয়াত হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির দিয়াত।	৩৯৭ মুনকার
৪৬০	(أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ. قَالَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ ... যে তার যিম্মাদারিত্ব পূর্ণ করে তাদের মধ্যে আমি উত্তম। রসূল (ﷺ) এ ...	৪০৪ মুনকার
৪৬৩	(فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ نِصْفُ الْعُشْرِ؛ . আসমান যে যমীনে পানি (বৃষ্টি) দিবে তাতে উৎপন্ন শস্যে দশমাংশ,...	৪০৮ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪৬৬	(عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ). আমার উম্মাতের আলেমগণ বানি ইসরাইলের নাবীগণের ন্যায়।	৪১১ ভিত্তিহীন
৪৬৭	(مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً؛ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي ... যে ব্যক্তি মাগরীব এবং এশার মধ্যে বিশ রাকা'য়াত সালাত আদায় ...	৪১১ জাল
৪৬৮	(مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ؛ غُفِرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبَ ... যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে কথা বলার পূর্বেই ছয় রাকা'য়াত সালাত আদায়...	৪১২ নিতান্তই দুর্বল
৪৬৯	(مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ؛ ... যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে ছয় রাকা'য়াত সলাত আদায় করবে এমতাবস্থায়...	৪১২ নিতান্তই দুর্বল
৪৭০	(الْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ). প্রত্যেক প্রবাহিত খুনেই (রক্তেই) ওযূ করতে হবে।	৪১৩ দুর্বল
৪৭৫	(السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي أَرْضِهِ، مَنْ نَصَحَهُ؛ هُدِيَ، وَمَنْ غَشَّهُ؛ ضَلَّ). বাদশা হচ্ছে আলাহর যমীনে তাঁর ছায়া। যে তাকে নসিহত করবে, ...	৪১৭ জাল
৪৮০	(مَنْ صَامَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيْسِ؛ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ). যে ব্যক্তি বুধ ও বৃহস্পতিবারে সওম পালন করবে, তার জন্য জাহান্নাম ...	৪২১ নিতান্তই দুর্বল
৪৯১	(نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ). তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত করতে নিষেধ করেছেন।	৪২৮ নিতান্তই দুর্বল

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা মাত্রই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি তাঁর অশেষ মেহেরবানী দ্বারা আমাদেরকে জ্ঞানের অধিকারী মানব জাতি হিসেবে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (سورة الإسراء: ٧٠)

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি, আমি তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" (সূরা আল-ইসরা ঃ ৭০)।

অতঃপর দুরূদ পাঠ করছি শেষ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর যার মাধ্যমেই আমরা আলোকিত জীবন লাভ করেছি এবং নিজেদেরকে অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা হতে মুক্ত করে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ এবং মানুষের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থার বেড়াজাল হতে নিজেদেরকে মুক্ত করার সুযোগ পেয়েছি। তথাপিও পুনরায় আমাদেরকে সেই অনৈতিক জাহেলী কর্মকাণ্ড এমন ভাবে ইসলামের দোহাই দিয়ে ঘিরে ধরেছে যা আমাদেরকে পৌত্তলিকতার যুগের কাছাকাছি ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছে।

অন্ধভক্তি আর অতিরঞ্জিত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে নাবী (ﷺ)-এর সহীহ সুন্নাহকে ছেড়ে দিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত করছি জাল-য'ঈফ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত তথাকথিত হাদীসগুলোকে। এটিই কী জ্ঞানের অধিকারী মানব জাতির দাবী? আমরা বহু ক্ষেত্রে ভুলতে বসেছি সহীহ সুন্নাহকে আর ধরতে বসেটি জাল-য'ঈফের দ্বারা সাব্যস্ত বিদ'আতকে। ভাগ করেছি বিদ'আতে হাসানা (ভাল বিদ'আত) এবং বিদ'আতে সাইয়্যেয়াহ (মন্দ বিদ'আত) দু'ভাগে অথচ নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ 'এসবই ভ্রষ্টতা আর এসবই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।' আমরা একবারও ভেবে দেখছিনা শয়তান আমাদেরকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে চায়। যে আমাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাসে ও ঈমানের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি ঢুকানোর সুযোগে রয়েছে।

পাঠকবৃন্দ! আমাদেরকে একটি বিষয় ভালভাবে মনে রাখতে হবে নাবী (ﷺ) তাঁর বাণী সমূহের মধ্যে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার কিছুই তিনি নিজের পক্ষ হতে বানিয়ে বলেননি। এর প্রমাণ মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিম্নোক্ত বাণী ঃ

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى}

অর্থ ঃ "আর তিনি নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকট ওহী নাযিল হয়" (সূরা আন-নাজম ঃ ৩-৫)।

অতএব যা কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে তার মাঝে জাল বা য'ঈফ সনদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তা দ্বারা অতিরিক্ত কিছু সাব্যস্ত করে নাবী ও আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করার মত ঝুকি না নিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমল করার স্বার্থে সহীহ্ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করাই হবে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির জন্যে সত্যিকার জ্ঞানের পরিচায়ক। কারণ যা কিছু শুধুমাত্র য'ঈফ সনদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সেটিও নাবী (ﷺ)-এর কথা তা বলা যাবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন ঃ

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا} •

অর্থ ঃ "তোমাদের নিকট রসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন তোমরা তা গ্রহণ কর আর তিনি যা কিছু হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক" (সূরা আল-হাশ্‌র ঃ ৭)।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا} سورة الأحزاب: ٣٦

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের কোন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।

(সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৬)

যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর বাণী এসেছে সেখানে আমাদের স্বাধীনতা নেই। অথচ আমরা ধরে নিচ্ছি ইমাম আমাদের শিরোমণি। এটিই কী আমাদের ঈমানের দাবী? যদি এমনই হয় তবে বিদ'আত বলে সমাজে কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। মিথ্যা বলে প্রমাণ করবেন মিথ্যা কী নাবীর অমীয় বাণী? "সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর সকল বিদ'আতই নিয়ে যাবে জাহান্নামে।" না'উযু বিল্লাহি মিন যালিক।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! আমরা আমাদের সমাজের ইসলামী কাজ-কর্মগুলোর দিকে যদি একটু দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব বহু প্রচলিত ইবাদাত, যা প্রকৃত পক্ষে বিদ'আত তার পিছনে জাল ও য'ঈফ নামের তথাকথিত হাদীসের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ ধারা ইসলামের স্বর্ণযুগ পরবর্তী দিনগুলো হতে শুরু করে অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে বলা যায় প্রতিটি যুগেই হাদীছ শাস্ত্রের মুহাক্কিক আলেম ও মুহাদ্দিসগণ জাল-য'ঈফ নামের হাদীছগুলোকে চিহ্নিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

নামের ১৫-এর অধিক খণ্ড বিশিষ্ট এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে তিনি পূর্বের সকল মুহাক্কিক মুজতাহিদ মুহাদ্দিস ও বিজ্ঞ আলেমদের মতামতকে সামনে এনে কোন হাদীছটি কেন জাল, কেন য'ঈফ তার সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিটি খণ্ডে ৫০০ টি করে হাদীসের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন। আমীন

আমার মনে হয় এসবের দিকে বর্তমান যুগের দ্বীনী আলেমগণই বেশী মুখাপেক্ষী।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! আমি কেন এ গ্রন্থটি অনুবাদ করার কাজে হাত দিলাম? আপনারা হয়তো এর উত্তর অনেকটা পূর্বোক্ত আলোচনায় পেয়ে গেছেন। তবুও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা না করলেই নয়।

প্রথমত ঃ দুঃখজনক হলেও সত্য যে বিভিন্ন মাধ্যমে বিশেষ করে ভারত উপ মহাদেশে ইসলামী সমাজের নিয়ম-নীতিতে বহু বিজাতীয় মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যার পিছনে বহুলাংশেই হাত রয়েছে জাল-য'ঈফ হাদীসের। এ কারণে সমাজকে বিদ'আত মুক্ত করণের লক্ষ্যে প্রচলিত বিদ'আতগুলোর উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে যদি আমরা সঠিকভাবে অবগত হতে পারি, তাহলে তা পরিত্যাগ করতে আমাদের সহজ হবে। এজন্যেই য'ঈফ ও জাল হাদীসের সিরিজটির অনুবাদ ও প্রচার আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত ঃ আমরা নাবী (ﷺ)-এর বাণীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব যে, তিনি আমাদেরকে বিদ'আত-এর ব্যাপারে কঠোর ভাষায় সতর্ক করেছেন। যেমন আমরা সকলেই জানি তিনি বলেছেন ঃ "সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ নাবীর আদর্শ। সর্ব নিকৃষ্ট আমল হচ্ছে নব আবিস্কৃত আমল আর সকল নব আবিস্কৃত আমলই বিদ'আত এবং সকল বিদ'আতই পথ ভ্রষ্টতা আর সকল পথ ভ্রষ্টতার পরিনামই হচ্ছে জাহান্নাম। (অর্থাৎ ঃ জাহান্নামের মাধ্যম)।

অতএব জাল-য'ঈফের উপর নির্ভরশীল বিদ'আত হতে বাঁচার স্বার্থেই আমাদেরকে এরূপ তথাকথিত হাদীছগুলো সম্পর্কে জানতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ বিদ'আত এমন একটি কাজ যার সাথে জড়িত থাকলে তাওবাহ নামক পাপ মোচনের অত্যন্ত মূল্যবান ইবাদাতকে বিতাড়িত করা হয়। এ তাওবাহ এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা আমরা বড় বড় গুনাহগুলো হতে খুব সহজেই (তাওবার শর্তগুলো পূরণ করে তাওবাহ করলে) পবিত্রতা অর্জন করতে পারি। অথচ এ বিদ'আত অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তাওবার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। যেমন এর প্রমাণ পাচ্ছি নাবী (ﷺ)-এর বাণীতে ঃ

''إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ''

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদ'আতির বিদ'আতকে পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাওবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন" হাদীছটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। দেখুন

সহীহ্ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (১/১৩০ হা ঃ নং ৫৪) এবং সিলসিলাতুস সাহীহাহ (হা ঃ নং ১৬২০)।

চতুর্থত ঃ পাঠকবৃন্দ! আপনারা হয়তো শুনে আশ্চর্য হবেন যে, শির্কের চেয়েও বিদ'আত বেশী ঘৃণিত পাপ। কারণ শির্কের সাথে জড়িত ব্যক্তি তাওবাহ্ করলে তার তাওবাহ্ গৃহীত হয়। কিন্তু অন্য যে কোন বড় গুনাহ হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিদ'আতির তাওবাহ্ বিদ'আত হতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত গৃহীত হয় না। যার প্রমাণ উপরোক্ত হাদীছটি।

অতএব যে কোন ধরনের ইবাদাতের ক্ষেত্রে তার উপর আমল শুরু করার পূর্বেই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী যা করতে উদ্যত হয়েছেন তা সহীহ্ দলীল দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত করা উচিত নয়। অন্যথায় আল্লাহ্ না করুন জাল-য'ঈফ হাদীছকে আমলে এনে নিজেদের জন্য মহা বিপদ ডেকে আনতে পারি। আর সেটি হচ্ছে তাওবার পথকে বন্ধ করে ফেলা। অতএব সাবধানতার কোন বিকল্প নেই।

ফযীলতের ক্ষেত্রে হোক আর অন্য যে কোন ক্ষেত্রে হোক সে সব ক্ষেত্রে সহীহ্ দলীলের কোন প্রকার কমতি ঘটেনি যে আপনাদেরকে ও আমাদেরকে জাল ও য'ঈফ হাদীসের উপর আমল করা জরুরী হয়ে পড়েছে এবং আমল না করলেই নয়। এমনটি ভাবা কোন বিবেকবান লোকের ক্ষেত্রে শোভা পায় না। কারণ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত ফযীলতগুলোর পরিমাণ এতই বেশী যে সে সবগুলোর উপর কোন ব্যক্তির পক্ষেই আমল করে শেষ করা সম্ভব হয় না। তাহলে য'ঈফের উপর আমল করার মত তার সময় কোথায়? আল্লাহর দেয়া বিবেক দিয়ে একটু ভেবে দেখুন।

য'ঈফ ও জাল হাদীসের অত্যন্ত ঘৃণিত ও মন্দ দিক হচ্ছে এই যে, যা বান্দাদের উপর ওয়াজিব নয় তা ওয়াজিব করে দেয়। এর প্রমাণ বইটি পড়লেই পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! সবার জন্য সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে বইটিতে সহজ সরল ভাষায় প্রতিটি বিষয়কে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কতটুকু সক্ষম হয়েছি তা আপনাদের বিচারেই প্রমাণিত হবে। এছাড়া যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুল ভাবে তথ্যাদিগুলোকে উপস্থাপন করতে। তার পরেও ভুল যে হয়নি তা বলা মুশকিল। অতএব যে কোন ধরনের ভুলের জন্য আমাকে অবহিত করলে বড়ই উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

আশা করি আপনারা শুনে খুশি হবেন। আল্লাহর রহমতে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজও দ্রুত গতিতে চলছে এবং অনেকটা শেষের পথে। আল্লাহ চাহেতো অতিসত্তর সেটিও প্রকাশ করতে সক্ষম হবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আমার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এ খিদমাত অব্যাহত রাখার তাওফীক দান করেন।

অতঃপর আমি কৃতজ্ঞ সেই সব সম্মানিত দ্বীনি ভাইদের নিকট যারা সম্পাদনার কাজে অংশগ্রহণ করে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে ঃ

- শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফী, রাজশাহী (সঊদী মাব'উস)।
- শাইখ আ, ন, ম রাশীদ আহমাদ (ধর্ম বিষয়ক অফিস সঊদী দূতাবাস)।
- শাইখ মুশাররাফ হুসাইন আকন্দ (দা'ঈ আর, আই, এইচ, এস)।
- শাইখ এনামুল হক (প্রভাষক, উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনস্টিটিউট, উত্তরা-ঢাকা)।
- শাইখ আব্দুল্লাহ আল-মাস'উদ (কর্মকর্তা দাও ঃ বিভাগ আর, আই, এইচ, এস)।
- মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এম. এ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এছাড়া গ্রন্থটি প্রকাশ করতে আরো যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সকলকে উত্তম বদলা দান করুন।

মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন
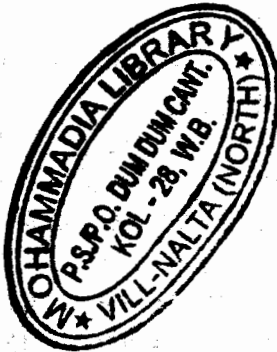
بسم الله الرحمن الرحيم

'ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে' এ সংক্রান্ত সংশয় নিরসন

হাফিয সাখাবী "আল-কাওলিল বাদী ফী ফাযলিস সালাতে আলাল হাবীবিশ শাফী" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৫ হিন্দি ছাপা) ইমাম নাবাবী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ

মুহাদ্দিস এবং ফাকিহগণের মধ্য হতে কতিপয় আলেম বলেন ঃ

ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা জায়েয এবং মুস্তাহাব যদি হাদীছটি জাল না হয়। কিন্তু আহকামের ক্ষেত্রে যেমন হালাল, হারাম, বেচা- কেনা, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।

ইবনুল আরাবী মালেকী বলেন ঃ দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই আমল করা যাবে না। ইমাম শাওকানীও একই মত দিয়েছেন। আর এটিই সঠিক।

হাফিয ইবনু হাজার-এর নিকট দুর্বল হাদীছ-এর উপর আমল করার শর্তাবলী ঃ

হাফিয সাখাবী বলেন ঃ আমি আমার শাইখকে বার বার বলতে শুনেছি দুর্বল হাদীসের উপর তিনটি শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে ঃ

১। হাদীছটি যেন বেশী দুর্বল না হয়। অতএব মিথ্যুক, মিথ্যার দোষে দোষী এবং অস্বাভাবিক ভুলকারীদের একক বর্ণনা গৃহীত হবে না এবং এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীসের উপর আমল করাও যাবে না।

২। যে আমলটির ফযীলত এসেছে সে আমলটির মূল সাব্যস্ত হতে হবে। অতএব যে আমলটির আসলেই কোন ভিত্তি নেই; এরূপ আমলের ক্ষেত্রে [দুর্বল হাদীস দ্বারা] ফযীলত বর্ণিত হয়ে থাকলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। কম দুর্বল হাদীছটির উপর আমল করার সময় এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, সেটি শরীয়তে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ বিশ্বাস রাখলে, তা রসূল (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে বলতে হবে। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রসূল (ﷺ) তার উপর আমল করার জন্য বলেছেন।

শর্তগুলোর ব্যাখ্যা ঃ

প্রথম শর্তে বলা হয়েছে ফযীলতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে। এ ফযীলত অর্জনের বিষয়টি কোন আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার কোন আমল ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে দুর্বল হাদীছগুলোর মধ্য হতে কোনটি কম দুর্বল আর কোনটি বেশী দুর্বল তা আগে নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর যেটি কম দুর্বল সেটির উপর আমল করা যেতে পারে। কিন্তু কোনটি সহীহ, কোনটি দুর্বল, কোনটি কম দুর্বল এবং কোনটি বেশী দুর্বল তা

পার্থক্য করার দায়িত্ব কার? সন্দেহ নেই; নিশ্চয় এ বিষয়ের যারা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ তাদেরকেই তা করতে হবে দু'টি কারণে ঃ

১। পৃথক না করলে য'ঈফকে সহীহ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে মনে করে তার উপর আমল করলে রসূল (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপের ন্যায় বিপদেও পড়তে হতে পারে।

২। অনুরূপভাবে কম দুর্বলকে বেশী দুর্বল হতে পৃথক করতে হবে, যাতে কোন ব্যক্তি ফযীলতের ক্ষেত্রেও বেশী দুর্বল হাদীসের উপর আমল করে উল্লেখিত একই বিপদে না পড়ে। কিন্তু এরূপ পার্থক্যকারী বিজ্ঞ আলেমদের সংখ্যা অতীব নগণ্য।

দ্বিতীয় শর্তে বলা হয়েছে যে, যে কর্মটির ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সে কর্মটির মূল থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। অন্যথায় মূলহীন আমলের জন্য ফযীলতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপরও আমল করা যাবে না।

উল্লেখ্য দুর্বল হাদীছ দ্বারা আলেমদের ঐক্যমতে কোন আমলই সাব্যস্ত হয় না। যদিও সেটি মুস্তাহাব হয়। অতএব আমলই যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে, তাহলে আমল এবং ফযীলত উভয়টি যে হাদীসের মধ্যে একই সাথে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীছ দ্বারা কোন অবস্থাতেই ফযীলত সাব্যস্ত হতে পারে না। যদিও হাদীছটি কম দুর্বল হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে মূলটি সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে না।

তৃতীয় শর্তে বলা হয়েছে ঃ কম দুর্বল হাদীসের উপর ফযীলতের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে, তবে এ বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রসূল (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ হতে পারে তিনি দুর্বল কথাটি বলেননি। ফলে তাঁর উপর আমল করতে গিয়ে মিথ্যারোপ করার মত বিপদে পড়তে হতে পারে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! যখন নাবী (ﷺ)-এর হাদীছ ভেবে কম দুর্বল হাদীসের উপরও আমল করা যাবে না, তখন তার উপর কোন স্বার্থে আমল করবেন? এটি কী ভেবে দেখার বিষয় নয়? এছাড়া সহীহ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছগুলোর একচতুর্থাংশ হাদীসের উপর কী আমরা আমল করতে সক্ষম হয়েছি? সবিনয়ে এ প্রশ্নটি আপনাদের সমীপে রাখছি।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান সমাজে বহুলোক জাল হাদীসের উপর আমল করছেন। অথচ যখন তাদেরকে বলা হচ্ছে, এসব হাদীসের উপর আমল করা না জায়েয। কারণ এগুলো জাল (বানোয়াট) তখন তারা উত্তরে বলছেন যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়। অজ্ঞতা আমাদেরকে এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছে যে, দুর্বল, খুবই দুর্বল ও জাল-এসবের মাঝে আমরা কোনরূপ পার্থক্য করতেই রাযী নই। জাল হাদীছ যে-হাদীছই নয় বরং তা রসূল (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপ তাও আমরা বুঝার চেষ্টা করি না।

অনেকে আবার বলেন যে, রসূল (ﷺ)-এর হাদীছ আবার কীভাবে জাল হয়? পাঠকবৃন্দ তারা ঠিকই বলেছেন। যেটি রসূল (ﷺ)-এর হাদীছ সেটি জাল হতে পারে না। যে কথাটি আপনাদের ও আমাদের মত মানুষে তৈরি করে বলে দিচ্ছি যে, এটি রসূল (ﷺ) বলেছেন, সেটিই জাল এবং সেটিই জাল হাদীছ হিসাবে আমাদের সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। এরূপ জালগুলোকেই আমরা পরিত্যাগ করে সহীহ সুন্নাহের দিকে আহ্বান করছি। আরো একটু ভেবে দেখুন! মিথ্যা (ভণ্ড) নাবী সাজা যদি সম্ভব হয় এবং বাস্তবে তার প্রমাণ মিলে, তাহলে নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে মিথ্যা হাদীছ তৈরি করা কী এর চেয়ে বেশী সহজ নয়?

এরূপ জাল হাদীসের প্রচলন বহু যুগ পূর্ব হতেই চলে আসছে। ফলে বিজ্ঞ-বিচক্ষণ আলেমগণ সেই সব জাল-বানোয়াট এবং দুর্বল হাদীছগুলোকে একত্রিত করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাথে সাথে কেন জাল, কেন বেশী দুর্বল এবং কেন কম দুর্বল? এসবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

অতএব আমাদেরকে একটু ভেবে দেখতে হবে দুর্বল হাদীসের উপর আদৌ আমল করা যাবে কিনা? যদিও কোন কোন আলেম দুর্বল হাদীসের উপর শুধুমাত্র ফযীলতের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে মর্মে মত পেশ করেছেন।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা যদি দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে মর্মে বর্ণিত তিনটি শর্ত একটু ভেবে দেখেন, তাহলে হয়তো আপনাদের নিকট 'কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল না করাই যুক্তিযুক্ত' এ মতটিই স্পষ্ট হবে।

আরো একটি সমস্যা বর্তমান সমাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে ফযীলত সম্পন্ন আর ফযীলত বিহীন সর্বক্ষেত্রেই একই মন্ত্র পাঠ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়। ফযীলত কথাটি মুছে ফেলা হচ্ছে অথচ ফযীলত ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীছও আমলযোগ্য নয়।

এছাড়া রসূল (ﷺ)-এর উপর যে মিথ্যারোপ করা হবে তার প্রমাণ বহন করছে স্বয়ং রসূল (ﷺ)-এর বাণী ঃ

١. (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

(১) "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নিবে"। (বুখারী ও মুসলিম)।

٢. (مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ)

(২) "যে ব্যক্তি আমার উদ্ধৃতিতে এমন ধরনের হাদীছ বর্ণনা করল, ধারণা করা যাচ্ছে যে, সেটি মিথ্যা। সে ব্যক্তি মিথ্যুকদের একজন বা দু' মিথ্যুকের একজন" (মুসলিম)।

٣. (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَي أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)

(৩) "আমার উপর মিথ্যারোপ করা তোমাদের পরস্পরের মাঝে মিথ্যারোপের মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল" (মুসলিম)।

٤. (مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

(৪) "যে ব্যক্তি আমার উপর (নামে) এমন কথা বলল যা আমি বলিনি, সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল' (ইবনু হিব্বান, হাদীছটি হাসান পর্যায়ের)।

২ নম্বর এবং ৪ নম্বর হাদীছটি প্রমাণ করছে যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ না করলেও হয় সে মিথ্যুক না হয় তার স্থান জাহান্নামে।

অতএব যে ব্যক্তি বলবেন যে, রসূল (ﷺ)-এর হাদীস আবার কীভাবে জাল হয়। তার উত্তর উক্ত বাণীগুলোর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। মিথ্যা হাদীস যদি তার উপর বানানোই না হতো তাহলে তিনি হাদীসগুলো উল্লেখ করে কঠিন শাস্তির কথা বলে সতর্ক করে দিতেন না। মিথ্যুকদের দ্বারা তাঁর উদ্ধৃতিতে মিথ্যা হাদীস বর্ণিত হবে জেনেই তিনি উক্ত শাস্তির কথা বলেছেন। অন্যথায় তাঁর বাণীগুলো অর্থহীন হয়ে যেত। অথচ তাঁর বাণী অর্থহীন হতে পারে না।

এছাড়া যা কিছু শুনবেন আর তাই বর্ণনা করবেন এরূপ কাজও সহীহ হাদীস বিরোধী। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

(كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)

"মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই হাদীস হিসাবে বর্ণনা করবে"। (ইমাম মুসলিমসহ আরো অনেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

শাইখ আলবানী উক্ত বিষয়ে "সহীহ জামে'ইস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু" গ্রন্থের ভূমিকাতে যে বিবরণ দিয়েছেন তার সার সংক্ষেপ সহ আরো কিছু বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

অনেকে এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে এ মর্মে কোন মতভেদ নেই। বাস্তবিক পক্ষে তা সঠিক নয় বরং এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যা মুস্তালাহুল হাদীসের উপর রচিত গ্রন্থ সমূহে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। যেমন শাইখ জামালুদ্দীন কাসেমী (রহঃ) তার "কাওয়ায়েদুল হাদীস" (পৃঃ ১১৩) গ্রন্থের মধ্যে একদল ইমামের মতামত উল্লেখ করেছেন, যারা কোন অবস্থাতেই দুর্বল হাদীসের উপর আমল করাকে বৈধ মনে করেননি। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু মা'ঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবূ বাক্র আল-আরাবী ও আরো অনেকে। তাদের দলে ইবনু হায্মও রয়েছেন।

হাফিয ইবনু রাজাব "শারহুত-তিরমিযী" (ক্বাফ ২/১১২) গ্রন্থে বলেন ঃ

ইমাম মুসলিম কর্তৃক তার সহীহ্ গ্রন্থের ভূমিকাতে উল্লেখকৃত বাণীগুলোর বহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, যাদের থেকে আহকামের হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের নিকট ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে তারগীব (উৎসাহমূলক) এবং তারহীবের (ভীতিমূলক) হাদীসগুলোও বর্ণনা করা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমি লোকদেরকে যে দিকে আহ্বান করছি তা হচ্ছে এই যে, দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই আমল করা যাবে না, চাই-ফাযায়েলের ক্ষেত্রে হোক বা মুস্তাহাবগুলোর ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্যকিছুর ক্ষেত্রে হোক।

কারণ বিনা মতভেদে আলেমদের নিকট দুর্বল-হাদীস দুর্বল ধারণা অথবা অনুমানের অর্থ বহন করে। যেখানে আল্লাহ তা'আলা একাধিক আয়াতে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমল করাকে অপছন্দ করেছেন সেখানে কীভাবে বলা যায় দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে ঃ

{وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}

অর্থ ঃ "এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসু নয়' (সূরা আন-নাজমঃ ২৭-২৮)।

{إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ}

অর্থ ঃ "তারা কেবল মাত্র অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে" (সূরা আন-নাজম ঃ ২৩)।

আর রসূল (ﷺ) বলেন ঃ

"إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ"

অর্থ ঃ "তোমরা অনুমান করা হতে নিজেদের রক্ষা কর, কারণ অনুমানই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিথ্যা (হাদীস) কথা" (হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

জেনে রাখুন! যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযায়েলের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে এরূপ কথা বলেছেন তাদের পক্ষে কুরআন ও হাদীস হতে কোনই দলীল নেই। দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য এমন ধরনের একটি দলীলও তাদের কোন আলেমের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র একে অপর হতে কতিপয় উক্তি বা মত উল্লেখ করেছেন। যা তর্কের স্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও তাদের ভাষ্যের মধ্যেও মতদ্বন্দ লক্ষণীয়, যেমন ইবনুল হুমাম বলেছেন ঃ "الإِسْتِحْبَابُ يَثْبُتُ بِالضَّعِيْفِ غَيْرَ الْمَوْضُوْعِ" "দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, জাল হাদীস দ্বারা নয়।'

অতঃপর তিনি মুহাক্কেক জালালুদ্দীন আদ-দাওয়ানী হতে নকল করেছেন তিনি বলেন ঃ "اتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَ يَثْبُتُ بِهِ الأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَمِنْهَا الإِسْتِحْبَابُ"। 'আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, দুর্বল হাদীস দ্বারা শরী'য়াতের

পাঁচটি আহকাম (ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম) সাব্যস্ত হয় না, যে পাঁচটির মধ্যের একটি হচ্ছে মুস্তাহাব।

লক্ষ্য করুন! ইবনুল হুমাম বলেন দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, অথচ তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন যে, সকলের ঐক্যমতে পাঁচটি আহকামের কোনটিই সাব্যস্ত হয় না। যার মধ্যে মুস্তাহাবও রয়েছে। অতএব তার কথায় দ্বন্দ স্পষ্ট। তিনি আদ-দাওয়ানী হতে যে বক্তব্য বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক। কারণ ধারণা বা অনুমানের দ্বারা কোন আমল করা হতে শরী‘য়তে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যেটি সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন। যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযীলতের ক্ষেত্রে আমল করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা ধারনার বশবর্তী হয়েই তার উপর শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে বলে মত প্রদান করেছেন। যা সম্পূর্ণ আল্লাহর নির্দেশনা বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিঃ) "আল-কায়েদাতুল জালীলাহ ফিত তাওয়াস্সুলে ওয়াল ওয়াসীলা" (পৃ ৮২) গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"শরী‘য়তের মধ্যে য‘ঈফ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করা জায়েয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সহীহ বা হাসান পর্যায়ভুক্ত এরূপ প্রমাণিত না হবে। তবে ইমাম আহমাদ ও আরো কতিপয় আলেম ফাযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসকে বর্ণনা করা জায়েয বলেছেন যদি মূল আমলটি শার‘ঈ সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে প্রমাণিত হয় এবং উক্ত সাব্যস্ত হওয়া আমলটির ফযীলতে বর্ণিত দুর্বল হাদীসটি মিথ্যা নয় বলে জানা যায়। আর এরূপ হলে হয়তো সওয়াবটি সত্য বলা জায়েয হতে পারে।

কোন ইমামই বলেননি যে, য‘ঈফ হাদীস দ্বারা কোন বস্তুকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হিসাবে সাব্যস্ত করা জায়েয, যে ব্যক্তি এরূপ বলবেন তিনি ইজমার বিপরীত কথা বলবেন।'

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন ঃ 'ইমাম আহমাদ এবং তার ন্যায় কোন ইমাম শরী‘য়াতের মধ্যে এ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর করেননি। যে ব্যক্তি ইমাম আহমাদ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুর্বল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন (যেটি সহীহও নয় আবার হাসান পর্যায়ভুক্তও নয়) তিনি ভুল করেছেন।'

এছাড়া কোন আমলের ফযীলত বর্ণিত হলে, সে ফযীলতটিও মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) কর্মের পর্যায়ভুক্ত। আর আপনারা জেনেছেন যে, সকল ইমামের ঐক্যমতে কোন মুস্তাহাব য‘ঈফ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। অতএব কোন কোন ইমামের নিকট শর্তসাপেক্ষে ফযীলতভুক্ত য‘ঈফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে, এরূপ মতকে গ্রহণ করা মোটেই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না।

শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করাই ওয়াজিব

যার পক্ষে সহীহ হাদীসগুলোকে য'ঈফ হাদীস হতে পৃথক করে জেনে নেয়া সম্ভব, তার উচিত তাই করা এবং শুধুমাত্র সহীহগুলোই বর্ণনা করা। আর যার পক্ষে সরাসরি তা জানা সম্ভব নয় তার উচিত যিনি জানেন তাঁর নিকট হতে জেনে নেয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

{فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ}

অর্থ ঃ "তোমরা না জানলে জ্ঞানীদেরকে প্রশ্ন করে দলীল সহকারে জেনে নাও" (সূরা নহল ৪৩-৪৪)।

তেমনিভাবে কেউ কোন হাদীস বললে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করতে হবে এবং আমলযোগ্য হলে তদানুযায়ী আমল করতে হবে।

কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

{يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا...}

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে..." (সূরা হুজুরাত-৬)।

উক্ত আয়াতে সকল মু'মিনদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। বলা হয়নি কিছু সংখ্যক পরীক্ষা করবে আর কিছু সংখ্যকের পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ {وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} অর্থ ঃ "তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে" (সূরা আত-তালাক-২)।

দ্বিতীয় আয়াতটি প্রমাণ করছে যে ফাসেক ব্যক্তির হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংবাদ পরিবেশন আর হাদীস বর্ণনা করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর তৃতীয় আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, ন্যায়পরায়ণ নয় এমন ব্যক্তির সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস বর্ণনাকারীগণ নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদাণকারীও বটে।

অতএব উপরোল্লেখিত হাদীস ও আয়াতগুলো শুধুমাত্র সহীহ হাদীসই বর্ণনা করতে হবে তারই প্রমাণ বহন করছে।

{এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে "সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা এবং "সহীহু জামে'উস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু" গ্রন্থের ভূমিকা দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ রাখছি।}

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদের মধ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন আরবী পরিভাষা বুঝার জন্য পাঠকবৃন্দের যা জানা একান্ত অপরিহার্য

হাদীস শাস্ত্রের বিধান সম্পর্কীয় যে সব পরিভাষা কিংবা বাক্যের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা জানা যরূরী, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

১। **মুতাওয়াতির** ঃ সেই হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয় যেটিকে সংখ্যায় এ পরিমাণ বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ; বাক্য ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই হতে পারে যাকে বলা হয় 'মুতাওয়াতিরু লাফযী'। যেমন ঃ ''مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ''. এটিকে সত্তরের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

আবার শুধুমাত্র অর্থের দিক দিয়েও হতে পারে। যেমন মুযার উপর মাসাহ করা এবং কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীস।

২। **খবরু ওয়াহিদ** ঃ আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যেটির মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি।

এ খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার ঃ

(ক) **মাশহূর** ঃ আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেও মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসটিকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

(খ) **আযীয** ঃ সেই হাদীসকেই বলা হয় যার সনদের প্রতিটি স্তরে দুইজন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) **গারীব** ঃ যে হাদীসের সনদের কোন এক স্তরে মাত্র একজন বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকে গারীব হাদীস বলা হয়। যেমন ঃ ''إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ...'' নিয়ত সংক্রান্ত এ হাদীসটি।

৩। **মারফূ** ঃ নাবী (ﷺ)-এর কথা বা কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস।

৪। **মওকূফ** ঃ সাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মওকূফ'।

৫। **মাকতূ** ঃ তাবে'ঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাকতূ'।

৬। **মুসনাদ ঃ** যে হাদীসের সনদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী (সাঃ) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে বলা হয় 'মুসনাদ'।

৭। **মুত্তাসিল ঃ** যে মারফূ বা মওকূফ-এর সনদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকেই বলা হয় 'মুত্তাসিল'।

৭। **সহীহ্ ঃ** যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ হাদীস'। এটিকে 'সহীহ্ লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৮। **হাসান ঃ** যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ত্রুটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীস'। এটিকে 'হাসান লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৯। **সহীহ্ লি গায়রিহি** (অন্যের কারণে সহীহ্) ঃ এটি মূলত হাসান লি যাতিহি। কিন্তু হাসানের একাধিক সূত্র পাওয়া গেলে, সে সময় হাসান হতে সহীহার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'সহীহ লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১০। **হাসান লি গায়রিহি** (অন্যের কারণে হাসান) ঃ এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং হাদীসটির বর্ণনাকারী ফাসেক বা মিথ্যার দোষে দোষী হবার কারণে দুর্বল না হয়, তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে 'হাসান'-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'হাসান লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১১। **য'ঈফ ঃ** যে সনদে হাসান হাদীসের সনদের গুণাবলী একত্রিত হয়নি, হাসান-এর সনদের শর্তগুলোর যে কোনটি অনুপস্থিত থাকার কারণে, সে সনদের হাদীসটিকে 'য'ঈফ' বলা হয়।

এ 'য'ঈফে'র স্তরগুলো বিভিন্ন হতে পারে বর্ণনাকারীর মাঝের দুর্বলতা কম বেশী হবার কারণে। (যেমনভাবে সহীহ হাদীসের স্তরে পার্থক্য রয়েছে বর্ণনাকারী নির্ভরশীল বা বেশী নির্ভরশীল হওয়ার কারণে)। দুর্বলের প্রকার গুলোর মধ্যে রয়েছে; য'ঈফ, য'ঈফ জিদ্দান (নিতান্তই দুর্বল), ওয়াহিন, মুনকার, মুযতারিব, মু'যাল, মুরসাল মু'য়াল্লাক ইত্যাদি। তবে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রকার হচ্ছে মাওযূ' (জাল)।

১২। **মু'য়াল্লাক ঃ** যে হাদীসের সনদের শুরুতে একজন বা পর্যায়ক্রমে একাধিক বর্ণনাকারী উল্লেখ করা হয়নি সেই হাদীসকে 'মু'য়াল্লাক' বলা হয়। যেমন সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করে এরূপ বলা যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন কিংবা সাহাবী বা তাবে'ঈ ছাড়া সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করা। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৩। **মুরসাল** ঃ যে সনদের শেষ ভাগে তাবে'ঈর পরের ব্যক্তি অর্থাৎ সাহাবীকে উহ্য রেখে তাবে'ঈ বলবেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন। এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৪। **মু'যাল** ঃ যে সনদের দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত হয়নি সেই সনদের হাদীসকে বলা হয় মু'যাল। এরূপ হাদীস দুর্বলের পর্যায়ভুক্ত, গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫। **মুনকাতি'** ঃ যে হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে তাকেই বলা হয় 'মুনকাতি''। এ বিচ্ছিন্নতা যেভাবেই হোক না কেন। মুরসাল, মু'য়াল্লাক, মু'যাল এসব গুলো এরই অন্তর্ভুক্ত। এটি সকল আলেমের ঐক্যমতে দুর্বল হাদীসের অন্ত র্গত। সনদের মধ্যে অজ্ঞতা থাকার কারণে ।

১৬। **মাতরূক** ঃ সেই হাদীসকে বলা হয় যার সনদে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৭। **মা'রূফ** ঃ নির্ভরশীল বর্ণনাকারী কর্তৃক দুর্বল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় 'মা'রূফ' হাদীস। মারূফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

১৮। **মুনকার** ঃ দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক নির্ভরশীল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় মুনকার হাদীস। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্য ভাষায় মুনকার বলা হয় সেই হাদীসকে যার সনদে এমন এক বর্ণনাকারী আছেন যার বেশী ভুল হয় বা যার অসতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা পাপাচার প্রকাশ পেয়েছে।

১৯। **মাহফুয** ঃ যে হাদীসটি বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

২০। **শায** ঃ যে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছে সেটিকে বলা হয় 'শায'। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২১। **মাজহূল** ঃ যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকেই বলা হয় 'মাজহূল'। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২২। **জাহালাত** ঃ যে সনদের মধ্যের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সনদটিকে জাহালাত সম্বলিত সনদ বলা হয়।

২৩। **তাবে'** ঃ সেই হাদীসকে তাবে' বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তবে একই সাহাবা হতে।

২৪। **শাহেদ** ঃ সেই হাদীসকে শাহেদ বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তবে অন্য সাহাবী হতে।

২৫। **মুতাবা'য়াত** ঃ হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'।

এটি দু' প্রকার ঃ

(ক) **মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ** ঃ যদি সনদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ' বলে।

(খ) **মুতাবা'য়াতু কাসিরা** ঃ যদি সনদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা'।

২৬। **মুদাল্লাস** ঃ সনদের মধ্যের দোষ লুক্কিয়ে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে বর্ণনা করা হাদীসকে 'মুদাল্লাস' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় 'মুদাল্লিস' (দোষ গোপণকারী)।

তাদলীস (সনদের দোষ গোপন করা) দু' প্রকার ঃ

(ক) তাদলীসুল ইসনাদ ঃ রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক তার শাইখকে লুক্কিয়ে তার শায়খের শাইখ হতে অথবা তার সমসাময়িক অন্য কোন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করা, যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে, কিন্তু তার থেকে সে শ্রবণ করেনি।

(খ) তাদলীসুত তাসবিয়া ঃ রাবী কর্তৃক এমন এক দুর্বল বর্ণনাকারী হতে হাদীস বর্ণনা করা, সনদে যার অবস্থান এমন দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝে যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর রাবী কর্তৃক সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে রহিত করে দিয়ে তার নির্ভরযোগ্য শায়খের মাধ্যমে অপর নির্ভরযোগ্য হতে বর্ণনা করা। (অথচ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মাঝের দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা উচিত ছিল)। এটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাদলীস।

*** তাদলীসুশ শয়ুখ** ঃ রাবী কর্তৃক মানুষের নিকট তার শায়খের অপ্রসিদ্ধ নাম বা কুনিয়াত বা উপাধি ইত্যাদি উল্লেখ করার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করা।

মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যদি স্পষ্ট ভাষায় শ্রবণ সাব্যস্ত করে, যেমন বলবে আমি শুনেছি, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্পষ্টভাবে তার শ্রবণ সাব্যস্ত না হয়, (যেমন উমুক হতে উমুক হতে (যেটাকে বলা হয় আন্ আন্ করে) তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৭। **মুরসালুল খাফী** ঃ রাবী কর্তৃক তার সমসাময়িক এমন ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করা যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারটি জানা যায় না।

২৮। **মাওযূ'** ঃ নিজে জাল করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যারোপ করাকেই 'মাওযূ'' হাদীস বলা হয়। (এরূপ বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা হারাম)।

২৯। **মুযতারিব** ঃ আভিধানিক অর্থে মুযতারিব বলা হয় কর্মে ত্রুটিযুক্ত হওয়াকে।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মুযতারিব বলা হয়, যেটি বর্ণিত হয়েছে সমশক্তিতে বিভিন্ন রূপে। যার একটি অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক এবং একটিকে অন্যটির সাথে একত্রিত করেও আমল করা সম্ভবপর হয় না। এরূপ বিভিন্নতা সনদের বর্ণনাকারীদের নাম নিয়েও হতে পারে আবার হাদীসের ভাষাতেও হতে পারে। তবে এরূপ সনদের মধ্যেই বেশী ঘটে থাকে। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০। **মুসাহ্হাফ** ঃ আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয় ঃ শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সংঘটিত হয় সনদ এবং মাতান (হাদীসের ভাষ্য) উভয়ের মধ্যে।

সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীস গ্রহণকারী রাবী তাসহীফ-এর মধ্যে পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজারের (রাহিঃ) নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সনদে ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

৩১। **মুদরাজ** ঃ আভিধানিক অর্থে কোন বস্তুকে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়াকেই 'মুদরাজ' বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে মুদরাজ বলা হয় সনদের মাঝে কারণ বশতঃ বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে কোন কিছু সংযোজন করাকে অথবা হাদীসের বাক্যে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ কিছুর প্রবেশ ঘটিয়ে তার সাথে মিশিয়ে দেয়াকে (পৃথকভাবে উল্লেখ না করে)। মুদরাজ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং হারাম। তবে যদি ব্যাখ্যা মূলক হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়।

م	مراتب الجرح	وحكمه
١	الأولى ما دل على المبالغة نحو: فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو معدنه، أو نحو ذلك.	الحكم في أهل هذه المراتب أنه لا يحتج بأحد من أهل الأربع الأول منها ولا يستشهد به ولا يعتبر.
٢	ثم الثانية ما دون ذلك وإن اشتملت على المبالغة نحو: فلان دجال ، أو كذاب، أو وضاع وكذا يضع الحديث أو يكذب.	
٣	فلان متهم بالكذب أو الوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو ليس بثقة أو نحو ذلك.	
٤	فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جداً أو واه بمرة أو طرحوه أو لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء عند غير ابن معين. لأنه يريد بـــ ليس بشيء ، أن أحاديثه قليلة.	
٥	فلان لا يحتج به أو ضعفوه أو مضطرب الحديث أو ضعيف أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث عند غير البخاري. لأن البخاري إذا قال في الراوي أنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.	وكل من ذكر في الخامسة والسادسة يعتبر بحديث أن يخرج للاعتبار.
٦	فلان فيه مقال أو أدنى مقال أو ينكر مرة ويعرف أخرى أوليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو بعمدة أو ليس بالحافظ أو فيه شيء أو فيه جهالة أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين. أو فلان تكلموا فيه أو فلان فيه نظر أو سكتوا عنه عند غير البخاري. لأن فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه.	
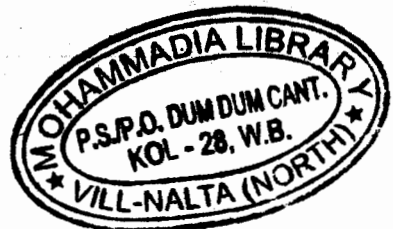
নং	মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দোষনীয় উক্তিগুলোর ছয়টি স্তর	হুকুম
১	যে শব্দ মুবালাগার (বাড়তি অর্থের) প্রমাণ বহন করে: যেমন অমুক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী মিথ্যুক বা সে হচ্ছে মিথ্যার শেষ সীমায় বা সে মিথ্যার স্তম্ভ বা সে মিথ্যার খুনি অথবা এরূপ অর্থবোধক ভাষ্য।	এই চার স্তরের ভাষ্যগুলো হতে যে কোন একটির দ্বারা দোষণীয় কোন বর্ণনাকারীর হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি শাহেদ হিসাবে বা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেও গ্রহণ করা যাবে না।
২	প্রথমটির চেয়ে একটু নীচু পর্যায়ের যদিও এ স্তরের শব্দগুলোও মুবালাগার অর্থ বহণ করে। যেমন: উমুক ব্যক্তি দাজ্জাল বা সে কায্যাব (অত্যাধিক মিথ্যাবাদী) বা অত্যাধিক জালকারী বা হাদীস জাল করে বা মিথ্যা বলে।	
৩	অমুক ব্যক্তি মিথ্যার বা জাল করার দোষে দোষী বা সে হাদীস চুরী করত কিংবা সাকেত বা মাতরূক বা হালেক বা যাহেবুল হাদীস বা তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে পরিত্যাগ করেছেন বা তাকে মূল্যায়ন করা হয় না বা সে নির্ভরযোগ্য নয় অথবা যে সব ভাষ্য অনুরূপ অর্থ বহণ করে।	
৪	অমুক ব্যক্তির হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে বা সে হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যাক্ত বা নিতান্ত ই দুর্বল বা একেবারে দুর্বল বা মুহাদ্দিসগণ তাকে নিক্ষেপ করেছেন বা তার হাদীস লিখার যোগ্য নয় বা তার নিকট হতে বর্ণনা করাই হালাল নয় বা সে কিছুই না। তবে শেষোক্ত ভাষ্য ইবনু মা'ঈন ব্যতীত অন্য সকলের নিকট, কারণ তার নিকট এ ভাষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি কম হাদীস বর্ণনা করেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে।	
৫	অমুক ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না বা তাকে তাঁরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন বা সে মুযতারিবুল হাদীস বা দুর্বল বা তার অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে বা তার বহু অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে বা সে মুনকারুল হাদীস। তবে ইমাম বুখারী কারো সম্পর্কে শেষোক্ত মন্তব্য করলে তার হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়।	৫ ও ৬ নং স্তরের যে কোন একটি ভাষ্য যদি কোন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে তার হাদীস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।
৬	অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে বা কিছু সমালোচনা করা হয়েছে বা তাকে একবার অস্বীকার করা হয়েছে অন্যবার স্বীকার করা হয়েছে বা সে সেরূপ নয় বা সে শক্তিশালী নয় বা সে দৃঢ় নয় বা সে দলীল নয় বা সে ভাল নয় বা সে হাফিয নয় বা তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে বা তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে বা তার মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি রয়েছে বা তার হাদীস প্রায় দুর্বল ভুক্ত বা তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে বা অমুক ব্যক্তির মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন বা তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে বা তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শেষের পরিভাষা দু'টি বলেন, তখন তিনি তা দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন ঐ ব্যক্তিকে যার হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।	
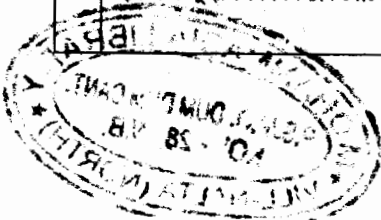
١. (الدِّيْنُ هُوَ الْعَقْلُ، وَ مَنْ لا دِيْنَ لَهُ لا عَقْلَ لَهُ).

১। দ্বীন [ধর্ম] হচ্ছে বিবেক, যার দ্বীন [ধর্ম] নেই তার কোন বিবেক নেই।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি নাসাঈ "আল-কুনা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে দুলাবী "আল-কুনা ওয়াল আসমা" গ্রন্থে (২/১০৪) আবূ মালেক বিশ্‌র ইবনু গালিব সূত্রে যুহরী হতে... প্রথম বাক্যটি ছাড়া মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নাসাঈ হাদীসটি সম্পর্কে বলেনঃ ''هَذَا حَدِيْثٌ بَاطِلٌ مُنْكَرٌ'' এ হাদীসটি বাতিল, মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ বিশর নামক বর্ণনাকারী। কারণ আযদী বলেন ঃ তিনি মাজহূল [অপরিচিত] বর্ণনাকারী। ইমাম যাহাবী "মীযানুল ই'তিদাল" এবং ইবনু হাজার আসকালানী "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হারিস ইবনু আবী উসামা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (কাফ ১০০/১-১০৪/১) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে বিবেকের ফযীলত সম্পর্কে ত্রিশের অধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ সে সবগুলোই জাল (বানোয়াট)।

সেগুলোর একটি হচ্ছে এ হাদীসটি যেমনটি ইমাম সুয়ূতী তার "যায়লুল-লাআলিল মাসনূ'য়াতি ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃ ঃ ৪-১০) উল্লেখ করেছেন। তার থেকে হাদীসটি আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির আল-হিন্দী মাওযূ' গ্রন্থ "তাযকিরাতুল মাওযূ'আত"-এর মধ্যে (পৃঃ ২৯-৩০) উল্লেখ করেছেন।

দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন ঃ হাদীস কী তিনি তাই জানতেন না। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীস [হাদীসকে বিতাড়নকারী], নির্ভরযোগ্য নন। দারাকুতনী বলেনঃ তিনি মাতরূক [অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি]। আব্দুল গনী ইবনু সা'ঈদ দারাকুতনী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ মায়সারা ইবনু আব্দি রাব্বিহি "আল-আকল" নামক গ্রন্থ রচনা করেন আর তার নিকট হতে দাউদ ইবনুল মুহাব্বার তা চুরি করেন। অতঃপর তিনি তার (মায়সারার) সনদের পরিবর্তে নিজের বানোয়াট সনদ জড়িয়ে দেন। এরপর তা চুরি করেন আব্দুল আযীয ইবনু আবূ রাজা এবং সুলায়মান ইবনু ঈসা সাজযী।

মোটকথা বিবেকের ফযীলত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস হয় দুর্বল, না হয় জাল (বানোয়াট)।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম "আল-মানার" গ্রন্থে বলেনঃ (পৃঃ ২৫) ''أَحَادِيْثُ العقل كُلُّهَا كَذِبٌ'' 'বিবেক সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীস মিথ্যা।'

٢. (مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ؛ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ إِلاَّ بُعْدًا).

২। যে ব্যক্তির সলাত তাকে তার নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত করে না, আল্লাহর নিকট হতে তার শুধু দূরত্বই বৃদ্ধি পায়।

হাদীসটি বাতিল।

যদিও হাদীসটি মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তবুও সেটি সনদ এবং ভাষা উভয় দিক দিয়েই সহীহ নয়।

সনদ সহীহ না হওয়ার কারণঃ হাদীসটি তাবারানী "আল মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১০৬/২), কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/৪৩) এবং ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, যেমনটি "তাফসীর ইবনু কাসীর" গ্রন্থে (২/৪১৪) এবং "আল কাওয়াকাবুদ দুরারী" গ্রন্থে (৮৩/২/১) লাইস সূত্রে তাউস-এর মাধ্যমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এ লাইসের কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল -তিনি হচ্ছেন লাইস ইবনু আবী সুলাইম- কারণ তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

হাফিয ইবনু হাজার "তাকরীবুত তাহযীব" গ্রন্থে তার জীবনী লিখতে গিয়ে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, কিন্তু শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার হাদীস পৃথক করা যেত না, ফলে তার হাদীস মাতরূক [অগ্রহণযোগ্য]।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১৩৪) একই কারণ উল্লেখ করেছেন। তার শাইখ হাফিয আল-ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/১৪৩) বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ লাইয়েনুন (দুর্বল)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি ইবনু জারীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (২০/৯২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে অন্য সূত্রে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এটিই সহীহ্ অর্থাৎ সাহাবীর কথা। যদিও তার সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম আহমাদ "কিতাবুল যুহুদ" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৯) আর তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে হাদীসটি ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে মওকূফ হিসাবে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইরাকী বলেন ঃ তার সনদটি সহীহ্। অতএব হাদীসটি মওকূফ।

ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (১/১৯৩) হাদীসটি হাসান বাসরী হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাসান হচ্ছেন মুদাল্লিস্।

হাফিয যাহাবী "মীযানুল ই'তিদাল" গ্রন্থে বলেনঃ

তিনি বেশী বেশী তাদলীস করতেন। তিনি (عَنْ)আন শব্দে বর্ণনা করলে তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করাটা দুর্বল হয়ে যায়। আবূ হুরাইরা (ﷺ) হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ আবূ হুরাইরা (ﷺ) হতে তার হাদীসকে মুনকাতি' হিসাবে গণ্য করেছেন।

তবে হাসান বাসরীর নিজের কথা হিসাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি নাবী (ﷺ) বলেছেন এমন কথা বলেননি। ইমাম আহমাদ "আল-যুহুদ" গ্রন্থে (পৃ:২৬৪) এভাবেই বর্ণনা করেছেন আর তার সনদটি সহীহ্। অনুরূপ ভাবে ইবনু জারীরও বিভিন্ন সূত্রে তার থেকেই (২০/৯২) বর্ণনা করেছেন এবং এটিই সঠিক।

"মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/৪৩) মিকদাম ইবনু দাউদ সূত্রে হাসান বাসরী হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এই মিকদাম সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

মোটকথা নাবী (ﷺ) পর্যন্ত এটির সনদ সহীহ্ নয়। ইবনু মাসউদ (ﷺ) এবং হাসান বাসরী হতে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতেও বর্ণনা করা হয়েছে।

এ কারণেই ইবনু তাইমিয়্যা "কিতাবুল ঈমান" গ্রন্থে (পৃঃ ১২) মওকূফ হিসাবেই উল্লেখ করেছেন।

ইবনু উরওয়াহ্ "আল-কাওয়াকিব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটিই বেশী সঠিক।

ভাষার দিক দিয়ে সহীহ্ না হওয়ার কারণঃ

হাদীসটি যে ব্যক্তি সলাতের শর্ত এবং আরকান সমূহের দিকে যত্নবান হয়ে যথাযথভাবে আদায় করে সে ব্যক্তিকেও সম্পৃক্ত করে। অথচ শারী'য়াত তার সলাতকে বিশুদ্ধ বলে রায় প্রদান করেছে। যদিও এ মুসল্লী কোন গুনাহের সাথে জড়িত থাকে। অতএব কীভাবে এ সলাতের কারণে তার সাথে আল্লাহর দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে? এটি বিবেক বর্জিত কথা। শারী'য়াত এ কথার সাক্ষ্য দেয় না। হাদীসটি মওকূফ হওয়ার ক্ষেত্রেও সলাত দ্বারা এমন সলাতকে বুঝানো হয়েছে যে সলাতে এমন কোন অংশ ছেড়ে দেয়া হয়েছে যা ছেড়ে দিলে সলাত শুদ্ধ হয় না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেনঃ {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} অর্থঃ 'নিশ্চয় সলাত নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে।' ('আনকাবুতঃ ৪৫)।

রসূল (ﷺ)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল অমুক ব্যক্তি সারা রাত ধরে ইবাদাত করে অতঃপর যখন সকাল হয় তখন সে চুরি করে! উত্তরে তিনি উক্ত আয়াতের গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন ঃ

'তুমি যা বলছ তা থেকে অচিরেই তাকে তার সলাত বিরত করবে অথবা বলেন ঃ তাকে তার সলাত বাধা প্রদান করবে।'

হাদীসটি ইমাম আহমাদ, বায্যার, তাহাবী "মুশকিলুল আসার" গ্রন্থে (২/৪৩০), বাগাবী "হাদীসু আলী ইবনুল যা'আদ" গ্রন্থে (৯/৯৭/১) এবং আবূ বাক্র কালাবাযী "মিফতাহু মা'য়ানীল আসার" গ্রন্থে (৩১/১/৬৯/১) সহীহ্ সনদে আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

লক্ষ্য করুন! রসূল (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি তার সলাতের কারণে চুরি করা হতে বিরত থাকবে (যদি তার সলাতটি যথাযথ ভাবে হয়)। তিনি বলেননি যে, তার দূরত্ব বৃদ্ধি করবে, যদিও সে তার চুরি হতে বিরত হয়নি। এ কারণেই আব্দুল হক ইশবীলী "আত-তাহাজ্জুদ" গ্রন্থে (কাফ- ১/২৪) বলেন ঃ

সত্যিকার অর্থে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করবে এবং সলাতকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, তার সলাত তাকে হারামে জড়িত হওয়া এবং হারামে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

অতএব প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাদীসটি সনদ এবং ভাষা উভয় দিক দিয়েই দুর্বল।

এছাড়া আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইয্যুদ্দীন ইবনু আব্দিস সালাম ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর আসারটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ ধরনের হাদীসকে ভীতি প্রদর্শনমূলক হাদীস হিসাবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়।

এ হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থে নেয়া সঠিক হবে না। কারণ তার বাহ্যিক অর্থ সহীহ্ হাদীসে যা সাব্যস্ত হয়েছে তার বিপরীত অর্থ বহন করছে। সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, সলাত গুনাহ্ সমুহকে মোচন করে, অতএব আল্লাহ্ সাথে দূরত্ব বৃদ্ধি করলে সলাত কীভাবে গুনাহ্ মোচনকারী হতে পারে?

আমি (আলবানী) বলছিঃ এরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তবে মওকূফ হিসাবে গণ্য করে, রসূল (ﷺ)-এর বাণী হিসাবে নয়।

উপরের আলোচনার সাক্ষ্য দেয় বুখারীতে বর্ণিত হাদীস। এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে চুমু দিয়ে দেয়। অতঃপর সে রসূল (ﷺ)-এর নিকট ঘটনাটি উল্লেখ করলে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন ঃ {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} "নিঃসন্দেহে সৎ কর্মগুলো অসৎ কর্মগুলোকে মুছে ফেলে" (হুদ:১১৪)।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে (৩/২৯৩) ইবনুয যুনায়েদ হতে বর্ণনা করে (আলোচ্য) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটি মিথ্যা।

٣. (هِمَّةُ الرِّجَالِ تُزِيْلُ الْجِبَالَ)

৩। পুরুষদের ইচ্ছা (মনোবল) পর্বতমালাকে স্থানচ্যুত করতে পারে। এটি হাদীস নয়।

ইসমাঈল আজলুনী "কাশফুল খাফা" গ্রন্থে বলেন ঃ

এটি যে হাদীস তা অবহিত হতে পারিনি। তবে কোন ব্যক্তি শাইখ আহমাদ গাযালীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেনঃ (هِمَّةُ الرِّجَالِ تَقْلَعُ الْجِبَالَ) 'পুরুষদের মনোবল পর্বতমালার উচ্ছেদ ঘটাতে পারে'।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুন্নাতের গ্রন্থগুলো খুঁজেছি এর (হাদীসটির) কোন অস্তিত্ব পাইনি। শাইখ আহমাদ গাযালী কর্তৃক হাদীস বলে উল্লেখ করাটা তাকে সাব্যস্ত করে না। কারণ তিনি মুহাদ্দিসগণের দলভুক্ত নন, বরং তিনি তার ভাই মুহাম্মাদের ন্যায় সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ফাকীহ্ ছিলেন। তার ভাই কর্তৃক রচিত "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে কতইনা হাদীস নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে এগুলো হাদীস। অথচ সেগুলোর কোন ভিত্তিই নেই। যেমনিভাবে হাফিয ইরাকী ও আরো অনেকে বলেছেন। সেগুলোর একটি নিম্নের হাদীসটি ঃ

٤. (الْحَدِيْثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ الْبَهَائِمُ الْحَشِيْشَ).

৪। মসজিদের মধ্যে কথোপকথন পূণ্যগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমনভাবে চতুষ্পদ জন্তুগুলো ঘাস খেয়ে ফেলে।

হাদীসটি ভিত্তিহীন।

গাযালী এটি "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (১/১৩৬)। অথচ তার কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয ইরাকী বলেন ঃ তার কোন ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হইনি।

হাফিয ইবনু হাজার "তাখরীজুল কাশ্‌শাফ" গ্রন্থে ভিত্তি না থাকাকে (৭৩/৯৩, ১৩০/১৭৬) আরো সুস্পষ্ট করেছেন।

আব্দুল ওয়াহাব সুবকী "তাবাকাতুশ-শাফে'ঈয়াহ্" গ্রন্থে (৪/১৪৫-১৪৭) বলেছেনঃ তার কোন সনদ পাইনি।

লোকদের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, মসজিদের মধ্যে বৈধ কথা সৎ কর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমনভাবে খড়িকে আগুন খেয়ে ফেলে।

এটি ও উপরেরটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

٥. (مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئًا لِلّهِ، لا يَتْرُكُهُ إلاَّ لِلّهِ، إلاَّ عَوَّضَهُ مِنْهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ فِي دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ).

৫। কোন বান্দা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন কিছু ত্যাগ করে, তখন আল্লাহ্ তাকে তার দ্বীন ও দুনিয়াবী ক্ষেত্রে তার চাইতেও অতি কল্যাণকর বস্তু প্রতিদান হিসাবে দান করেন।

এ ভাষায় হাদীসটি বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি ১৩৭৯ হিজরী সনের রমাযান মাসে রেডিও দামেস্কে প্রচারিত কোন এক সম্মানিত ব্যক্তির বক্তব্যে শুনি।

হাদীসটি আবূ নো'য়াইম "হিলইয়াতুল আওলিয়া" গ্রন্থে (২/১৯৬), দাইলামী "আল-গারায়েবুল মুলতাকাতাহ্" গ্রন্থে, আস-সিলাফী "আত-তায়ূরীয়াত" গ্রন্থে (২/২০০) এবং ইবনু আসাকির (৩/২০৮/২,১৫/৭০/১) আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ আর-রাকী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

.অতঃপর আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ বানোয়াট, কারণ হাদীসটির সনদে বর্ণিত যুহ্রীর নিচের বর্ণনাকারীগণের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ আর-রাকী ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনাকারীর বিবরণ হাদীসের গ্রন্থসমূহে মিলে না। তিনি পরিচিত, তবে মিথ্যুক হিসাবে!

হাফিয যাহাবী "মীযানুল ই'তিদাল" গ্রন্থে এবং তার অনুসরণ করে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেনঃ

''كَذَّبَهُ الدَّارَقُطْنِيْ وقَالَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيْثَ'' দারাকুতনী তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। আর আহমাদ ইবনু আব্দান তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিতে অন্য একটি সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে বাক্কার ইবনু মুহাম্মাদ। তিনি মাজহূল [অপরিচিত]। ইবনু আসাকির তার জীবনীতে তার সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলেননি।

তবে হ্যাঁ হাদীসটি (في دينه ودنياه) এ শব্দ ছাড়া সহীহ্। যা ওয়াকী' "আল-যুহুদ" নামক গ্রন্থে (২/৬৮/২) এবং তার থেকে ইমাম আহমাদ (৫/৩৬৩) ও কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১১৩৫) নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন ঃ

''إِنَّكَ لَنْ تَدَعْ شَيْئًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَدَّلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ''

'তুমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে কিছু ত্যাগ করলে অবশ্যই আল্লাহ তার প্রতিদান হিসাবে তোমাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন।'

ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ্।

হাদীসটি ইসপাহানীও "আত-তারগীব" গ্রন্থে (১/৭৩) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব (ﷺ) হতে তার একটি শাহেদ [সাক্ষীমূলক] হাদীস এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন, শাহেদ হওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোন সমস্যা নেই।

٦. (تَنَكَّبُوْا الْغُبَارَ؛ فَإِنَّهُ مِنْهُ تَكُوْنُ النَّسَمَةُ).

৬। ধূলিকণা হতে তোমরা বেঁচে চল, কারণ ধূলিকণা হতেই জীবাণু সৃষ্টি হয়।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। ইবনুল আসীর ''نسم'' মাদ্দায় " আন-নেহায়া" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটি হাদীস! কিন্তু মারফূ' হিসাবে এটির কোন ভিত্তি সম্পর্কে জানি না।

তবে আম্র ইবনুল 'আস (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে ইবনু সা'দ "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৮/২/১৯৮) বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ্ মিসরী বলেছেন...।

তা সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে সনদের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ নয় ঃ

১। ইবনু সা'দ মাধ্যম হিসাবে তার শাইখের নাম উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ মু'য়াল্লাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

২। এছাড়া সনদে উল্লেখিত আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ্-এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, যদিও বুখারী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি নিজে সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তার প্রতিবেশীর পক্ষ হতে তার হাদীসে মুনকারের প্রবেশ ঘটেছে। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু খুযায়মাকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিবেশীর সাথে তার শত্রুতা ছিল। এ কারণে প্রতিবেশী ইবনু সালেহের শাইখের উদ্ধৃতিতে নিজের হাতে লিখে হাদীস জাল করত এবং (আব্দুল্লাহর হাতের লিখার সাথে তার হাতের লিখার মিল ছিল) সে হাদীসকে আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহের বাড়ীতে তার গ্রন্থগুলোর উপর ফেলে দিত। ফলে আব্দুল্লাহ্ তার লিখাকে নিজের হাতের লিখা মনে করতেন এবং তিনি তাকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করতেন।

٧. (اثنتان لا تقربهما: الشرك بالله، والإضرار بالناس).

৭। দু'টি বস্তুর নিকটবর্তী হয়ো না, আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা এবং মানুষের ক্ষতি সাধন করা।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি এ বাক্যেই পরিচিতি লাভ করেছে। সুন্নাহের কোন গ্রন্থে এর ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হইনি। হতে পারে এর মূলে আছে গাযালীর "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে (২/১৮৫) বর্ণিত কথিত হাদীস।

হাফিয ইরাকী তার "তাখরীজ" গ্রন্থে বলেনঃ হাদীসটি "ফিরদাউস" গ্রন্থের রচনাকারী আলী (ﷺ)-এর হাদীস হতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার ছেলে তার "মুসনাদ" গ্রন্থে মুসনাদ হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেননি।

এ কারণেই সুবকী সেটিকে সেই সব হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন (৪/১৫৬) যেগুলো "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে এসেছে, অথচ তিনি সেগুলোর কোন সনদ পাননি।

٨.(اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً).

৮। তুমি দুনিয়ার জন্য এমনভাবে কর্ম কর, যেন তুমি অনন্ত কালের জন্য জীবন ধারণ করবে। আর আখেরাতের জন্য এমনভাবে আমল কর, যেন তুমি কালকেই মৃত্যুবরণ করবে।
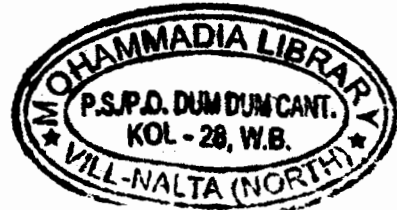
মারফূ' হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যদিও এটি পরবর্তী সময়গুলোতে মুখে মুখে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে মওকূফ হিসাবে হাদীসটির ভিত্তি পেয়েছি। ইবনু কুতায়বা "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে ((১/৪৬/২) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদের বর্ণনাকারী ওবায়দুল্লাহ ইবনু আয়যারের জীবনী কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না। অতঃপর এটি সম্পর্কে "তারীখু বুখারী" গ্রন্থে (৩/৩৯৪) এবং "যারহু ওয়াত তা'দীল" (২/২/৩৩০) গ্রন্থে অবহিত হয়েছি। কিন্তু সনদটি মুনকাতি' [বিচ্ছিন্ন]।

অতঃপর ইবনু হিব্বানকে এটিকে "সিকাতু আতবা'ইত তাবে'ঈন" গ্রন্থে (৭/১৪৮) উল্লেখ করতে দেখেছি।

ইবনুল মুবারাকও অন্য সূত্রে "আল-যুহুদ" গন্থে (২/২১৮) মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটিও মুনকাতি' [অর্থাৎ এর সনদে বিচ্ছন্নতা রয়েছে]।

মারফূ' হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

বাইহাকী তার "সুনান" গ্রন্থে (৩/১৯) আবূ সালেহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন (তবে ভাষায় ভিন্নতা আছে)। কিন্তু এটির সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ সনদের এক বর্ণনাকারী উমার ইবনু আব্দিল আযীযের দাস মাজহূল এবং আবূ সালেহ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ, লাইসের কাতিব [কেরানী]। তার সম্পর্কে ৬ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত ইবনু 'আম্‌রের হাদীসের প্রথম অংশটি বায্‌যার জাবের (ﷺ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন (দেখুন ঃ ১/৫৭/৭৪- কাশফুল আসতার)। হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১/৬২) বলেছেন ঃ এটির সনদে ইয়াহইয়া ইবনুল মুতাওয়াক্কিল (আবূ আকীল) রয়েছেন। তিনি মিথ্যুক।

٩. (أنَا جَدُّ كُلِّ تَقِيٍّ)

৯। আমি প্রত্যেক পরহেজগার (সংযমী) ব্যক্তির দাদা।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয সুয়ূতীকে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন ঃ

আমি এ হাদীসটি চিনি না। তিনি এ কথাটি তার "আল-হাবী লিল ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/৮৯) বলেছেন।

١٠. (إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يَرَى عَبْدَهُ تَعْبًا فِي طَلَبِ الحَلَالِ).

১০। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাকে হালাল রুযি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পরিশ্রান্ত অবস্থায় দেখতে ভালবাসেন।

হাদীসটি জাল।
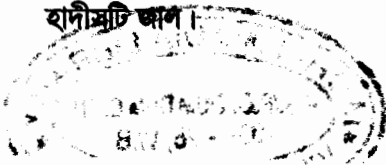
এটিকে আবূ মানসূর দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আলী (ﷺ)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইরাকী (২/৫৬)বলেন ঃ

এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু সাহাল আল-আত্তার নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেনঃ তিনি হাদীস জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি সেই সব হাদীসের একটি যেগুলোকে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন ভূমিকাতে উদ্ধৃত তার নিজ উক্তির বিরোধিতা করে, তিনি বলেছেন ঃ

''صُنْتُهُ عَمَّا تَفَرَّدَ بِهِ وَضَّاعٌ أَوْ كَذَّابٌ''

'আমি কিতাবটি জালকারী ও মিথ্যুকের একক বর্ণনা হতে হেফাযাত করেছি।'

এ গ্রন্থের ভাষ্যকার আব্দুর রউফ আল-মানাবী "ফয়যুল কাদীর" গ্রন্থে বলেনঃ "জামে'উস সাগীর" এর লেখকের হাদীসটিকে তার গ্রন্থ হতে মুছে ফেলা উচিত ছিল।

١١. (إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا).

১১। আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে শিক্ষাদানকারী হিসাবে।

হাদীসটি য'ঈফ (দুর্বল)।

এটি দারেমী (১/৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ সূত্রে (তিনি হচ্ছেন আবূ আব্দির রহমান মাকরী), ইবনু ওয়াহাব "মুসনাদ" গ্রন্থে (৮/১৬৪/২), আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক "আল-যুহ্দ" গ্রন্থে (২/২২০), তার থেকে হারিস তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (পৃঃ ১৬) এবং তায়ালিসী (পৃ: ২৯৮ হাঃ নং ২২৫১) বর্ণনা করেছেন। তারা সকলে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আন'য়াম হতে এবং তিনি আব্দুর রহমান ইবনু রাফে' হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। কারণ আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ এবং ইবনু রাফে' তারা উভয়েই দুর্বল, যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "তাকরীবুত তাহযীব" গ্রন্থে বলেছেন।

ইবনু মাজাহও হাদীসটি (১/১০১) দাউদ ইবনু যাবারকান সূত্রে বাক্র ইবনু খুনায়েস হতে, আর তিনি আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি প্রথমটির চেয়ে বেশী দুর্বল। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ-এর নীচের বর্ণনাকারীগণ সকলেই দুর্বল। তারা নির্ভরশীল বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করেছেন। বূসয়রী "আল-যাওয়াইদ" গ্রন্থে (কাফ ১৬/২) বলেন ঃ এর সনদে দাউদ, বাক্র ও আব্দুর রহমান নামের (তিনজন) বর্ণনাকারী রয়েছেন। তারা সকলেই দুর্বল।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়া" গ্রন্থে বলেন ঃ সনদটি দুর্বল।

১২. (أَوْحَى اللهُ إِلَى الدُّنْيَا أَنْ اخْدِمِيْ مَنْ خَدَمَنِيْ، وَأَتْعِبِيْ مَنْ خَدَمَكِ).

১২। আল্লাহ্ দুনিয়ার নিকট অহী মারফত বলেছেন যে, তুমি খেদমত কর ঐ ব্যক্তির যে আমার খেদমত করে আর কষ্ট দাও ঐ ব্যক্তিকে যে তোমার খেদমত করে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "তারীখ বাগদাদ" গ্রন্থে (৮/৪৪) ও হাকিম "মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস" গ্রন্থে (পৃ:১০১) বিভিন্ন সূত্রে হুসাইন বিন দাউদ হতে, তিনি ফুযায়েল ইবনু আয়ায হতে, ...আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ হতে মারফূ' হিসাবে বর্ননা করেছেন। আল-খাতীব বলেন ঃ

হুসাইন ফুযায়েল হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বানোয়াট। হুসাইন ইবনু দাউদ বাদে হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরশীল। কারণ তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারুণ সূত্রে হুমায়েদ-এর মাধ্যমে আনাস (ﷺ) হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন, যার অধিকাংশই বানোয়াট।

১৩. (أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللهِ فِي أَرْضِهِ يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ حَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيْهِمْ أَنْ يَظْهَرُوْا عَلَى مُؤْمِنِيْهِمْ، وَلاَ يَمُوْتُوْا إِلاَّ غَمًا وَهَمًا).

১৩। শামের অধিবাসীরা আল্লাহ্র পৃথিবীতে তাঁর চাবুক। তিনি তাদের দ্বারা তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে চান শাস্তি দেন। তাদের মু'মিনদের উপর তাদের মুনাফিকদের প্রাধান্য বিস্তারকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। তাদের মুনাফিকরা শুধুমাত্র চিন্তা ও অস্থির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবরানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৪১৬৩) ওয়ালীদ বিন মুসলিম হতে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

দু'টি কারণে হাদীসটি সহীহ্ নয় ঃ

১। ওয়ালীদ আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি 'তাদলীসুত তাসবিয়া' করতেন। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি যখন আন্ আন্ শব্দ দ্বারা ইবনু জুরায়েজ ও আওযা'ঈ হতে বর্ণনা করেন তখন তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করতেন। তবে যখন ''ثنا'' 'আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন' এ শব্দ ব্যবহার করেছেন তখন তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। [তাদলীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি নির্ভরশীল। কিন্তু তিনি বহু তাদলীস এবং তাসবিয়া কারী।

২। মওকূফ ঃ মওকূফ (সাহাবীর বাণী) হিসাবে ইমাম আহমাদ (৩/৪৯৮) বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সহীহ্। ইবনু তাইমিয়্যা সন্দেহ বশত হাদীসটিকে মারফূ বলেছেন। কিন্তু আসলে সেরূপ নয়।

মুনযেরী "তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থে (৪/৬৩) বলেন ঃ হাদীসটি মওকূফ হিসাবেই সঠিক।

١٤. (إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ، فَقِيْلَ: وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوْءِ)

১৪। তোমরা তোমাদেরকে এবং সার দেয়া ভূমির সবুজ বর্ণকে রক্ষা কর। জিজ্ঞাসা করা হল, সার দেয়া ভূমির সবুজ বর্ণ কী? (উত্তরে রসূল) বললেন ঃ নিকৃষ্ট উৎপত্তি স্থল হতে জন্ম গ্রহণ করা সুন্দরী নারী।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটি কাজা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (কাফ ৮১/১) ওয়াকেদী সূত্রে এবং গাযালী "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে (২/৩৮) উল্লেখ করেছেন।

তার তাখরীজকারী ইরাকী বলেন ঃ হাদীসটি দারাকুতনী "আল-আফরাদ" গ্রন্থে এবং রামহুরমুজী "আল-আমসাল" গ্রন্থে আবূ সা'ঈদ খুদরী (ﷺ)-এর হাদীস হতে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ এ হাদীসটি ওয়াকেদী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইবনুল মুলাক্কান "খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর" গ্রন্থে (কাফ ১১৮/১) তার মতই উক্তি করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মাতরূক। ইমাম আহমাদ, নাসঈ ও ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাকে (ওয়াকেদীকে) মিথ্যুক বলেছেন। কোন কোন গোঁড়া ব্যক্তি তাকে নির্ভরযোগ্য বলার চেষ্টা করেছেন, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। কারণ তা মুহাদ্দিসগণের প্রসিদ্ধ সূত্র (ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ অগ্রাধিকার পাবে নির্দোষীতার উপর) বিরোধী। এ জন্য কাওসারী হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

١٥.(الشَّامُ كِنَانَتِي، فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوْءٍ، رَمَيْتُهُ بِسَهْمٍ مِنْهَا).

১৫। শাম দেশ আমার তীর রাখার স্থল। যে তার কোনরূপ অনিষ্ট করার ইচ্ছা করবে, আমি তাকে সেখানকার তীর দ্বারা আঘাত করব।

মারফূ' হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সম্ভবত এটি ইসরাইলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আহলে কিতাবদের বর্ণনাকৃত।

এটি হাফিয আবুল হাসান রিব'ঈ "ফাযায়েলুশ-শাম" গ্রন্থে (পৃ ঃ ৭) আউন ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে উতবা হতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে বর্ণনাকারী মাস'উদী রয়েছেন। তার নাম আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল্লাহ। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার কারণে তিনি দুর্বল। এছাড়া অন্য বর্ণনাকারীদের জীবনী কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

ইমাম সাখাবীও "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ মারফূ' হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

١٦. (صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ إِذَا صَلُحَا صَلُحَ النَّاسُ: الأُمَرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ، {وَفِي رِوَايَةٍ: الْعُلَمَاءُ}).

১৬। আমার উম্মাতের দু'শ্রেণীর লোক যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন মানুষ ভাল হয়ে যাবে। নেতাগণ এবং ফাকীহ্গণ। (অন্য বর্ণনায় এসেছে 'আলেমগণ')।

হাদীসটি জাল।

তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৩৮), আবূ নো'য়াইম "হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৪/৯৬) এবং ইবনু আব্দিল বার "জামেউ' বায়ানিল ইল্ম" গ্রন্থে (১/১৮৪) মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ ইয়াশকুরী সূত্রে ...হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বানোয়াট। এ মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ''كَذَّابٌ، أَعْوَرُ، يَضَعُ الْحَدِيْثَ'' তিনি মিথ্যুক, চোখ টেরা, হাদীস জালকারী।

ইবনু মা'ঈন ও দারাকুতনী বলেনঃ ''كَذَّابٌ'' তিনি মিথ্যুক।

আবূ যুর'আহ ও অন্যরাও তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

সুয়ূতী হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে তার শর্তের বিরোধিতা করে উল্লেখ করেছেন! গাযালী "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে (১/৬) নাবী (ﷺ)-এর হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন! তার তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন ঃ সনদটি দুর্বল।

হাফিয যে বলেছেন সনদটি দুর্বল আর আমরা বলেছি বানোয়াট তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ বানোয়ট হচ্ছে দুর্বল হাদীসের প্রকারগুলোর একটি। যেমনটি হাদীস শাস্ত্রের নীতির উপর রচিত গ্রন্থ সমূহে এসেছে।

এ মিথ্যুকের আরেকটি হাদীস ঃ

١٧. (مَنْ أَذْنَبَ وَهُوَ يَضْحَكُ، دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي).

১৭। যে ব্যক্তি হাসতে হাসতে গুনাহ্ করবে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম (৪/৯৬) উমার ইবনু আইউব সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদেও মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ ইয়াশকুরী রয়েছেন।

এ হাদীসটি সেই সব হাদীসের একটি, যেগুলোর দ্বারা সুয়ূতী তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন। হাদীসটি সম্পর্কে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থের ভাষ্যকার মানাবী বলেন ঃ

এর সনদে বর্ণনাকারী উমার ইবনু আইউব রয়েছেন, তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ ইবনু হিব্বান তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ উমার হচ্ছেন মুযানী। দারাকুতনী তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি "আল-মীযান" এবং "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে। হাদীসটির সনদে মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ ইয়াশকুরীও রয়েছেন। তার দ্বারা দোষ বর্ণনা করাই উত্তম। কারণ তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যুক এবং হাদীস জালকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এ মিথ্যুকের সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে নিম্নের হাদীসটি ঃ

١٨. (اتَّخِذُوْا الْحَمَامَ الْمَقَاصِيْصَ، فَإِنَّهَا تُلْهِي الْجِنَّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ).

১৮। তোমরা পরকাটা কবুতর গ্রহণ কর, কারণ তা তোমাদের বাচ্চাদের (সন্তানদের) থেকে জিনকে বিমুখ করে দেয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/২৮৮), খাতীব বাগদাদী (৫/২৭৮) ও ইবনু আসাকির (১৭/৪৬৯) মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ সূত্রে পূর্বের সনদেই ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটিকেও সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন! তার ভাষ্যকার মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ, ইবনু মা'ঈন প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন ঃ তিনি ছিলেন মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।

ইবনু হাজার বলেন ঃ তাকে তারা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি মিথ্যুক, জালকারী। ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই ইবনুল জাওযী হাদীসটি জাল বলে হুকুম লাগিয়েছেন। ইবনু ইরাক, হিন্দী ও অন্যরাও হাদীসটি জাল বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাদের মধ্যে "আল-মানার" গ্রন্থে (৩৯) জাল আখ্যাদানকারী হিসাবে ইবনুল কাইয়্যিমও রয়েছেন।

এ মিথ্যুকের আরো একটি হাদীস ঃ

١٩. (زَيِّنُوْا مَجَالِسَ نِسَائِكُمْ بِالْمِغْزَلِ).

১৯। তোমরা তোমাদের নারীদের মজলিসগুলো প্রেমালাপের দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/২৮৮) ও খাতীব বাগদাদী (৫/২৮০) ইয়াশকুরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ এ ইয়াশকুরী দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মায়মূন হতে এমন সব মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলো তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার সাথে মিলে হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

খাতীব বাগদাদী সূত্রে হাদীসটি ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৭৭) উল্লেখ করেছেন। আর সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৭৯) তাকে সমর্থন করেছেন।

এ হাদীসের মতই আরো একটি হাদীস ঃ

٢٠. (زَيِّنُوْا مَوَائِدَكُمْ بِالْبَقْلِ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ التَّسْمِيَةِ).

২০। তোমাদের দস্তরখানগুলো সবজি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর, কারণ তা বিসমিল্লা বলে আহার করলে শয়তানকে বিতাড়নকারী যন্ত্র।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আব্দুর রহমান আত-দামেস্কি "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২২৯/১), ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা ওয়াল মাতরূকীন" গ্রন্থে (২/১৮৬) এবং আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/২১৬) 'আলা ইবনু মাসলামা সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি একটি জাল হাদীস। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী এ 'আলা। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন, আযদী বলেছেন ঃ 'আলা হতে বর্ণনা করা বৈধ নয়। কারণ কি বর্ণনা করছেন তিনি তার কোন পরওয়া করতেন না। ইবনু তাহের বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। তিনি আরো বলেন ঃ কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

সুয়ূতী হাদীসটিকে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২৯৮) ইবনু হিব্বান-এর সূত্রে 'আলা ইবনু মাসলামা হতে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ এটির কোন ভিত্তি নেই, 'আলা জালকারী...। এছাড়া "আল-মীযান" গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সে সব কিছুও উল্লেখ করেছেন।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে এ হাদীসটির আরো একটি সূত্র "আল-লাআলিল মাসনূ'য়াহ" গ্রন্থে (২/১২) উল্লেখ করেছেন, যাতে হাসান ইবনু শাবীবুল মাকতাব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন।

তার সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি হচ্ছেন এ হাদীসের সমস্যা। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন।

ইবনুল কাইয়্যিম "আল-মানার" গ্রন্থে (পৃঃ ৩২) বলেছেন ঃ হাদীসটি জাল।

٢١. (حَسْبِي مِنْ سُؤَالِيْ عِلْمُهُ بِحَالِيْ).

২১। আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাত হওয়া আমার চাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এটির কোন ভিত্তি নেই।

কেউ কেউ এটিকে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বাণী বলেছেন। যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন জিবরীল (আঃ) তাকে তার প্রয়োজনীতার কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে সময় তিনি এ কথা দ্বারা তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন। এটি ইসরাইলী বর্ণনা। মারফূ' হিসাবে এর কোন সনদ মিলে না। বাগাবী সূরা আম্বিয়ার তাফসীরের মধ্যে উল্লেখ করে দুর্বল বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এছাড়া এটি কুরআন এবং সহীহ্ হাদীস পরিপন্থী। কারণ কুরআন এবং সহীহ হাদীসে আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর কাছে চাওয়ার ব্যাপারে বহু তাগিদ এসেছে। এছাড়া দোয়ার ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে। ইবৃরাহীম (আঃ) নিজে আল্লাহর নিকট প্রার্থনাও করেছেন।

ইব্‌রাহীম (আঃ) বলেন ঃ

{رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ...}

সূরা ইব্‌রাহীম-এর ৩৭ নং আয়াত হতে ৪১ নং পর্যন্ত সবই দো'আ। এছাড়া কুরআন এবং সুন্নাতের মধ্যে নাবীগণের অগণিত দো'আ এসেছে।

আল্লাহ্ বলছেন ঃ 'তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব...'। (সূরা গাফের: ৬০)

রসূল (ﷺ) বলেন ঃ দো'আই হচ্ছে ইবাদাত। সহীহ আবী দাউদ (১৩২৯)। হাদীসটি সুনান রচনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন।

এমনকি রসূল (ﷺ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকে না আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।' এ হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করে ১/৪৯১ সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন আর যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি হাসান।

আলোচ্য হাদীসটিকে ইবনু ইরাক "তানযীহুশ-শারী'য়াতিল মারফূ'য়াহ আনিল আখবারিশ-শানী'য়াতিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন (১/২৫০) ঃ ইবনু তাইমিয়্যা বলেছেন ঃ হাদীসটি বানোয়াট।

২২. (تَوَسَّلُوْا بِجَاهِيْ ، فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ).

২২। তোমরা আমার সত্তা দ্বারা অসীলা ধর, কারণ আমার সত্তা আল্লাহর কাছে মহান।

এটির কোন ভিত্তি নেই। এ ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়্যা (রহঃ) "আল-কা'য়েদাতুল জালীলাহ" গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন।

কোন সন্দেহ নেই যে, নবী (ﷺ)-এর সত্তা আল্লাহর নিকট মহা সম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বলেন ঃ {وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا} অর্থ ঃ "তিনি আল্লাহর নিকট বড়ই সম্মানিত ছিলেন।" (সূরা আহযাবঃ ৬৯)। আমরা সকলে জ্ঞাত আছি যে, আমাদের নাবী (ﷺ) মূসা (আঃ)-এর চাইতেও উত্তম। কিন্তু এটি এক বিষয় আর তাঁর সত্তার অসীলায় কিছু চাওয়া অন্য বিষয়। দু'টি বিষয়কে এক করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ তাঁর সত্তার অসীলায় যে ব্যক্তি কিছু পাবার ইচ্ছা পোষণ করে, সে এটা কামনা করে যে তাঁর দো'আ কবূল হয়। এ বিশ্বাস (যে তিনি মৃত্যুর পরে কারো জন্য দো'আ করতে সক্ষম) সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজন সহীহ দলীলের। কারণ এটি সম্পূর্ণ গায়েবী ব্যাপার। তার পরেও এটি এমন এক বিষয় যে তা ব্যক্তির বুদ্ধি দ্বারা জানা এবং তা সাব্যস্ত করাও সম্ভব নয়।

আমরা দলীল দেখতে গেলে পাচ্ছি যে, অসীলা সংক্রান্ত হাদীসগুলো দু'ভাগে বিভক্ত, সহীহ ও য'ঈফ। যদি সহীহ হাদীসগুলোর দিকে লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সেগুলোতে তাঁর সত্তা দ্বারা অসীলা গ্রহণকারীর কোন দলীল মিলছে না। ইসতিস্কার সলাতে তাঁর মাধ্যমে অসীলা করা, অন্ধ ব্যক্তির তাঁর মাধ্যমে অসীলা করা, এসব অসীলা ছিল তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর দো'আর দ্বারা, তাঁর সত্তার দ্বারা নয়। অতএব যখন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দো'আর দ্বারা অসীলা করা সম্ভব নয়, তখন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সত্তার দ্বারা অসীলা করাও সম্ভব নয় এবং তা জায়েযও নয়।

যদি তা জায়েয থাকত তাহলে সাহাবীগণ উমার (رضي الله عنه)-এর যুগে ইসতিস্কার সলাতে রাসুল (ﷺ)-এর চাচা আব্বাস (رضي الله عنه)-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দো'আ করতেন না। বরং রাসুল (ﷺ)-এর অসীলায় পানি প্রার্থনা করতেন। কারণ তিনিই সর্ব শ্রেষ্ঠ। তাঁরা (সাহাবীগণ) উমার (رضي الله عنه)-র যুগে আব্বাস (رضي الله عنه)-এর দো'আকে মাধ্যম হিসাবে ধরে তার দ্বারা বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। এ কারণে যে, তাঁরা জানতেন কোন অসীলাটি বৈধ আর কোনটি বৈধ নয়। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে মৃত্যু ব্যক্তির দো'আ বা তার সত্তার অসীলা ধরা বৈধ নয়। সে যে কেউ হোকনা কেন।

যে অন্ধ ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-কে অসীলা ধরেছিলেন, তার দো'আর ভাষা ছিল এরূপ "اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ" হে আল্লাহ তুমি তাঁর শাফা'আতকে (দো'আকে)

আমার ব্যাপারে কবূল কর। অন্ধ ব্যক্তির হাদীসের বিষয় দো'আকে ঘিরেই। বিদ'আতী অসীলার সাথে তার কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এ ধরনের অসীলাকে অস্বীকার করে বলেছেন ঃ ''اَكْرَهُ اَنْ يُسْاَلَ اللهُ اِلاَّ بِاللهِ'' 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো মাধ্যমে চাওয়াকে আমি ঘৃণা করি।' এমনটিই এসেছে "দুররুল মুখতার" সহ হানাফী মাযহাবের অন্যান্য গ্রন্থে।

কাওসারী যে বলেছেন 'ইমাম শাফে'ঈ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অসীলায় তাঁর কবরের নিকট বরকত গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর কাছে চেয়েছেন।' এ মর্মে বর্ণিত কথাটি বাতিল। কারণ তার সূত্রে উমার বিন ইসহাক নামে এক ব্যক্তি আছেন, যার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি মাজহূল [অপরিচিত]। এ জন্য ইবনু তাইমিয়্যা (রহ.) বলেছেন যে, এটি ইমাম শাফে'ঈর উপর মিথ্যারোপ।

ইবনু তাইমিয়্যাহ "ইকতিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম" গ্রন্থে (১৬৫) বলেন ঃ এটি সুস্পষ্ট মিথ্যারোপ... কারণ ইমাম শাফে'ঈ হিজাজ, ইয়ামান, শাম, ইরাক, মিসর ভ্রমনকালে বহু নাবী, সাহাবী ও তাবে'ঈগণের কবর দেখেছেন যাঁরা ইমাম আবূ হানীফা ও তার ন্যায় আলেমগণের চেয়ে বহুগুনে উত্তম, তা সত্ত্বেও তিনি তাদের কারো নিকট দু'আ না করে শুধু আবূ হানীফার নিকট দু'আ করেলেন? এ ছাড়া ইমাম আবূ হানীফার কোন শিষ্য থেকেও এরূপ প্রমাণিত হয়নি ...।

আর দ্বিতীয় প্রকার অসীলা সংক্রান্ত হাদীসগুলো দুর্বল, যেগুলো বিদ'আতী অসীলার প্রমাণ বহন করে, সেগুলো সম্পর্কেও কিছু সতর্কতা মূলক আলোচনা হওয়া দরকার। সেগুলোর কয়েকটির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

٢٣. (اللهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَيَمُوتُ، اغْفِرْ لِأُمِّيْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِيْ، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.....).

২৩। আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি জীবন দান করেন, আবার মৃত্যুও দেন। তিনি চিরঞ্জীব মৃত্যুবরণ করবেন না। তুমি ক্ষমা কর আমার মা ফাতিমা বিনতু আসাদকে। তাকে উপাধি দাও তার অলংকার হিসাবে, তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত কর, তোমার নাবীকে সত্য ও আমার পূর্ববর্তী সকল নাবীকে সত্য জানার দ্বারা। কারণ তুমিই সকল দয়ালুর মাঝে সর্বাপেক্ষা দয়াবান।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২৪/৩৫১,৩৫২) ও "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৫২-১৫৩) বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে আবূ নু'য়াইম "হিলইয়াহতুল আওলিয়া" গ্রন্থে (৩/১২১) উল্লেখ করেছেন। যখন 'আলী (ﷺ)-এর মা ফাতিমা মারা গেলেন, তখন কবর খোঁড়ার পর রসূল (ﷺ) উক্ত দো'আ পড়েন বলে কথিত আছে।

এ হাদীসের সনদে রাওহ্ ইবনু সলাহ্ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে তাবারানী বলেন ঃ তিনি হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বর্ণনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

যেমন ইবনু আদী (৩/১০০৫) বলেছেন ঃ তিনি দুর্বল।

ইবনু ইউনুস বলেন ঃ তার থেকে বহু মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে য'ঈফ।

ইবনু মাকূলা বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

কোন কোন শিথিলতা প্রদর্শনকারী মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যেমন ইবনু হিব্বান ও হাকিম। কিন্তু তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে যখন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে এরূপ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন তাদের দু'জনের কথা গৃহীত হয় না। কারণ তারা বহু অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর হাদীসকেও সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, অথচ হাদীসটি সহীহ্ নয়। তারা উভয়ে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ শাস্ত্রে যারা বেশি বিজ্ঞ তাদের নিকট রাওহ্ দুর্বল। আর হাদীস শাস্ত্রের থিওরি অনুযায়ী ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ প্রাধান্য পাবে যারা কাউকে নির্ভরযোগ্য বলবেন তার উপর।

কাওসারীও তার "আল-মাকালাত" গ্রন্থে (পৃ: ১৮৫) বলেছেন ঃ সহীহ্ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে হাকিম ও ইবনু হিব্বান শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ কথা বলে তিনি হাকিম এবং ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা ব্যক্তির বর্ণনাকৃত হাদীসকে গ্রহণ করেননি। অতএব যেখানে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সেখানে ইবনু হিব্বান ও হাকিম নির্ভরযোগ্য বলেছেন, এ কথা বলে তার (কাওসারী কর্তৃক) এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলা গ্রহণযোগ্য নয়।

٢٤. (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلى الصَّلاةِ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّيْ لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا ... أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ أَلْفُ مَلَكٍ).

২৪। যে ব্যক্তি তার বাড়ী হতে সলাতের জন্য বের হয়, অতঃপর এ দু'আ বলে ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের সত্য জানার দ্বারা, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি আমার এ চলাকে সত্য জানার দ্বারা। কারণ আমি অহংকার করে আর অকৃতজ্ঞ হয়ে বের হইনি ...। তখন আল্লাহ তাঁর চেহারা সমেত তার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তার জন্য এক হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (১/২৬১-২৬২), আমহাদ (৩/২১), বাগাবী "হাদীসু আলী ইবনুল যা'য়াদ" গ্রন্থে (৯/৯৩/৩) ও ইবনুস সুন্নী (নং ৮৩) ফুযায়েল ইবনু মারযূক সূত্রে আতিয়া আল-আওফী হতে বর্ণনা করেছেন।

দু'টি কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল ঃ

১। ফুযায়েল ইবনু মারযূক দুর্বল বর্ণনাকারী। একদল তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর একদল তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি আরো বলেন ঃ তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

হাকিম বলেন ঃ তিনি সহীহার শর্তের মধ্যে পড়েন না। ইমাম মুসলিম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করার কারণে দোষী হয়েছেন। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

ইবনু হিব্বান তার "আস-সিকাত" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি ভুল করতেন। তিনি "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে আরো বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের বিপক্ষে ভুল করতেন এবং আতিয়া হতে জাল (বানোয়াট) হাদীস বর্ণনা করতেন।

লক্ষ্য করুন তাকে আবূ হাতিম ও নাসাঈর সাথে হাকিম এবং ইবনু হিব্বানও দুর্বল বলেছেন, অথচ তারা দু'জন নির্ভরযোগ্য বলার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

কাওসারী যে বলেছেন ঃ শুধুমাত্র আবূ হাতিমই তাকে দুর্বল বলেছেন। কথাটি যে সঠিক নয় তার প্রমাণ মিলে গেছে।

তিনি যে বলেছেন, দোষারোপটি ব্যাখ্যাকৃত নয়, সেটিও ঠিক নয়। কারণ আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি বহু ভুল করতেন। হাফিয ইবনু হাজার তার এ কথার উপর নির্ভর করেছেন।

এছাড়া তিনি বলেছেন যে, বুস্তি তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বুস্তি হচ্ছেন ইবনু হিব্বান। তিনি কি বলেছেন আপনারা তা অবগত হয়েছেন।

২। হাদীসটি দুর্বল হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে আতিয়া আল-আওফী নামক দুর্বল বর্ণনাকারী। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি সত্যবাদী, তবে বহু ভুল করতেন। এছাড়া তিনি একজন শি'য়া মতাবলম্বী মুদাল্লিস বর্ণনাকারী ছিলেন। অতএব তাকে দোষ দেয়াটা ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ।

ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে কতিপয় হাদীস শুনেন। অতঃপর যখন আবু সা'ঈদ (রাঃ) মারা গেলেন, তখন তিনি কালবীর মজলিসে বসা শুরু করলেন। যখন কালবী বলতেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন..., তখন তিনি তা হেফয করে নিতেন। কালবীর কুনিয়াত ছিল আবূ সা'ঈদ। তিনি তার থেকে বর্ণনা করতেন। তাকে যখন বলা হত এ হাদীসটি আপনাকে কে বর্ণনা করেছেন? তখন তিনি বলতেন ঃ আমাকে হাদীসটি বর্ণনা

করেছেন আবূ সা'ঈদ। ফলে লোকেরা ধারণা করত যে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (ﷺ)-কে বুঝাচ্ছেন, অথচ আসলে হবে কালবী। এ জন্য তার হাদীস লিপিবদ্ধ করাই হালাল নয়। তবে আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্যে লিখা যেতে পারে।

যাহাবীও "আল-মীযান" গ্রন্থে তাকে দুর্বল বলেছেন।

ইমাম তিরমিযী আতিয়ার হাদীসকে হাসান বলেছেন। কিন্তু তার একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিরমিযী এ ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে পরিচিত।

ইবনু দাহিয়া বলেন ঃ তিনি বহু জাল এবং দুর্বল হাদীসের সনদকেও সহীহ বা হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

এ কারণে ইমাম যাহাবী বলেন ঃ আলেমগণ ইমাম তিরমিযীর বিশুদ্ধকরণের উপর নির্ভর করেননি।

আবুস সিদ্দীক হাদীসটির মুতাবা'য়াত করেছেন। কিন্তু তার সনদে আব্দুল হাকিম ইবনু যাকুওয়ান রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তাকে আমি চিনি না। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বললেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল হওয়ার তৃতীয় কারণ হচ্ছে ইযতিরাব। একবার এসেছে মারফূ' হিসাবে আরেকবার এসেছে মওকূফ হিসাবে।

এছাড়া ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ্" গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার সনদে বর্ণনাকারী ওয়াযে রয়েছেন, তিনি বিলাল হতে বর্ণনা করেছেন। এ ওয়াযে সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ

তিনি নিতান্তই দুর্বল, তিনি কিছুই না।

তিনি তার ছেলেকে বলেন ঃ তার হাদীসগুলো নিক্ষেপ কর, কারণ সেগুলো মুনকার।

হাকিম বলেন ঃ তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

মোটকথা হাদীসটি উভয় সূত্রেই দুর্বল। একটি সূত্র অন্যটি হতে বেশী দুর্বল। বূসয়রী, মুনযেরী ও অন্যান্য ইমামগণ হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

২৫. (لمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ، قَالَ: يَارَبِّ! اسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِيْ. فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ! وكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا، وَلَمْ اخْلُقْهُ ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! لمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ، وَنَفَخْتَ فِي مِنْ رُوْحِكَ، رَفَعْتُ رَأسِيْ، فَرَأيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلاَّ أحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ. فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ! إِنَّهُ لأحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ادْعُنِيْ بِحَقِّهِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ).

২৫। আদম (আঃ) যখন গুনাহ করে ফেললেন, তিনি বললেন ঃ হে আমার প্রভু! তোমার নিকট মুহাম্মাদকে সত্য জেনে প্রার্থনা করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ বললেন ঃ হে আদম! তুমি কীভাবে মুহাম্মাদকে চিনলে, অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি? (আদম) বললেন ঃ হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে যখন আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমার মধ্যে আপনার আত্মা থেকে আত্মার প্রবেশ ঘটান, তখন আমি আমার মাথা উঁচু করেছিলাম। অতঃপর আমি আরশের স্তম্ভগুলোতে (খুটি) লিখা দেখেছিলাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। আমি জেনেছি যে, আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কাউকে আপনি আপনার নামের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না। সত্যই বলেছ হে আদম! নিশ্চয় তিনি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি। তুমি তাঁকে হক জানার দ্বারা আমাকে ডাক। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। মুহাম্মাদ যদি না হতো আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

হাদীসটি জাল।

ইমাম হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে (২/৬১০) এবং তার সূত্রে ইবনু আসাকির (২/৩২৩/২) ও বাইহাকী "দালায়েলুন নবুওয়াহ" গ্রন্থে (৫/৪৮৮) মারফূ' হিসাবে আবুল হারিস আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহরী সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ হাদীসটির সনদ সহীহ।

যাহাবী তার বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং হাদীসটি বানোয়াট। আব্দুর রহমান দুর্বল আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহ্রী কে তা জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ ফিহরীকে "মীযানুল ই'তিদাল" গ্রন্থে এ হাদীসটির কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (যাহাবী) বলেছেন ঃ হাদীসটি বাতিল।

বাইহাকী বলেন ঃ হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ একক ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল।

ইবনু কাসীর তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (২/৩২৩) তা সমর্থন করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে যাহাবীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেনঃ হাদীসটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনে রাশীদ সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করার দোষে দোষী। তিনি লাইস, মালেক এবং ইবনু লাহি'য়ার উপর হাদীস জাল করতেন। তার হাদীস লিখা হালাল নয়।

হাকিম কর্তৃক এ হাদীসের বর্ণনা তার বিপক্ষেই গেছে। কারণ হাকিম সহীহ বললেও তিনি "আল-মাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহে মিনাস সাকিমে" নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। একই কথা আবূ নু'য়াইমও বলেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যা বলেছেন ঃ এ আব্দুর রহমান ইবনু আসলাম দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসগণ একমত। ইবনুল জাওযী বলেন ঃ আপনি যদি হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতদের কিতাবগুলো খুঁজেন, তাহলে তাকে কেউ দুর্বল বলেননি এরূপ পাবেন না। বরং তাকে আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইবনু সা'দ অত্যন্ত দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম তাহাবী বলেন ঃ তার হাদীসের বিদ্বানদের নিকটে চরম পর্যায়ের দুর্বল।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি না জেনে হাদীসকে উলট পালট করে ফেলতেন। তিনি বহু মুরসাল বর্ণনা ও মওকূফ সনদকে মারফূ' করে ফেলেছেন। এ জন্য তাকে পরিত্যাগ করাই হচ্ছে তার প্রাপ্য।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত হাদীসটি ইসরাইলী বর্ণনা হতে এসেছে। ভুল করে আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ মারফূ' করে ফেলেছেন। কারণ আলোচিত ফেহরী সূত্রেই হাদীসটি মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। আবূ বাক্র আজুরী "আশ-শারী'য়াহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৪২৭) তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবূ মারওয়ান উসমানী সূত্রে উসমান ইবনু খালিদ হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তারা দু'জনই দুর্বল। ইবনু আসাকিরও অনুরূপ ভাবে (২/৩১০/২) মদিনাবাসী এক শাইখ হতে ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর সাথীদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে একাধিক মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

মোটকথা নাবী (ﷺ) হতে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটিকে দু' হাফিয যাহাবী ও আসকালানী বাতিল বলে হুকুম লাগিয়েছেন। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পরবর্তীতে বর্ণিত ৪০৩ নং হাদীসটিও এ হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।[1]

٢٦. (الحِدَّةُ تَعْتَرِيْ خِيَارَ أُمَّتِيْ).

২৬। ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে আমার উম্মাতের উত্তম উত্তম ব্যক্তিগণকে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাবারানী (৩/১১৮/১,১/১২৩), ইবনু আদী (১/১৬৩) ও মুখাল্লেস "আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (৬/৪৪/২) সালামুত তাবীল সূত্রে ফযল ইবনু আতিয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

---

1 *বিঃ দ্রঃ (কাওসারী এ জাল হাদীসকে সাব্যস্ত করার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। তার কথার বহুলাংশই স্ববিরোধীও বটে। এছাড়া তিনি তথ্যগত বহু ভুলও করেছেন। শাইখ আলবানী এ "য'ঈফা" গ্রন্থেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ পরিসরে তা বিষদভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। যার একান্তই প্রয়োজন মূল কিতাব দেখে নেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি)। (অনুবাদক)*

বাগাবী বলেনঃ হাদীসটি মুনকার। সালামুত তাবীল হাদীসের ক্ষেত্রে নিতান্তই দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ সালামুত তাবীল মাতরূক [অগ্রহণযোগ্য] এবং ফযল ইবনু আতিয়াও তার ন্যায়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ফযল ইবনু আতিয়া যদিও দুর্বল তবুও তাকে হাদীস জাল করার মত দোষ দেয়া যায় না। তবে সালামুত তাবীল তার বিপরীত। কারণ তাকে মিথ্যুক ও জালকারী হিসাবে একাধিক ব্যক্তি দোষী করেছেন।

হ্যাঁ তার একটি মুতাবা'য়াত পাওয়া যায় মুহাম্মাদ ইবনু ফযল হতে, যেটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৬১) ও আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১৪/৭৩) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযলও মিথ্যুক। তার মুতাবা'য়াত দ্বারা খুশি হওয়ার কিছু নেই। কারণ তাকে ইবনু মা'ঈন, ফাল্লাস ও অন্যরা মিথ্যুক বলেছেন। [মুতাবা'আতের অর্থ জানা জন্য ৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন]।

তা সত্ত্বেও হাদীসটি জাল এরূপ হুকুম লাগানো যাচ্ছে না। কারণ এর শাহেদ অন্য সনদে মিলছে, যার অবস্থা এটির চেয়ে উত্তম। সেটি হাসান ইবনু সুফিয়ান তার "মুসনাদ" গ্রন্থে, বিশ্‌র ইবনু মাতার তার "হাদীস" গ্রন্থে (৩/৮৯/১), ইবনু মান্দা "মা'রিফাতুস সাহাবা" গ্রন্থে (২/২৬৪/২), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৭) ও আল-খাতীব "আল-মুওয়াযি্যহ" গ্রন্থে (২/৫০) দূরায়েদ ইবনু নাফি'র সূত্রে আবূ মানসূর আল ফারেসী হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও দুর্বল। কারণ আবূ মানসূর সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তার হাদীস মুরসাল।

আলোচ্য হাদীসটি বিভিন্ন ভাষায় ও সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই মিথ্যুক হতে খালী নয়। নিম্নে সেগুলোর তিনটি উল্লেখ করা হলো ঃ

٢٧. (الحِدَّةُ تَعْتَرِيْ حَمَلَةَ القُرْآنِ، لِعِزَّةِ القُرْآنِ فِي اَجْوَافِهِمْ).

২৭। ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে কুরআন বহনকারীদেরকে। তাদের পেটে কুরআনকে ইয্‌যত করার উদ্দেশ্যে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (৭/২৫২৯) ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব সূত্রে নিজ সনদে মু'য়ায ইবনু জাবাল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ

''وَهَبٌ يَضَعُ الحَدِيْثَ'' ওয়াহাব হাদীস জাল করতেন। উকায়লী (৪/৩২৫) বলেনঃ ''اَحَادِيْثُهُ كُلُّهُ بَوَاطِيْلُ'' তার সকল হাদীস বাতিল।

সুয়ূতীও ইবনু আদীর বর্ণনায় "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মানাবী বলেন ঃ তার সনদে ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব ইবনে কাসীর

রয়েছেন। তার সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন, ইবনু মা'ঈন বলেছেনঃ তিনি মিথ্যা বলতেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি জাল করতেন। অতঃপর তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন (যেগুলোর শেষে এটিও রয়েছে) ঃ এ হাদীসগুলো মিথ্যা।

২৮. (الحِدَّةُ لا تَكُونُ إلاَّ فِي صَالِحِي أُمَّتِيْ وَأَبْرَارِهَا، ثُمَّ تَفِيْءُ).

২৮। ধর্মীয় চেতনা শুধুমাত্র আমার উম্মাতের নেককার ও সৎকর্মশীলদের মধ্যেই হবে। অতঃপর তা ফিরে যাবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (২৩/৬৯/২) বিশ্‌র ইবনু হুসাইন সূত্রে ... আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ বিশ্‌র মিথ্যুক। ইমাম সুয়ূতী দাইলামী কর্তৃক "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

যাহাবী বলেন, দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি (বিশ্‌র) মাতরূক।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন, আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি যুবায়ের ইবনু আদীর প্রতি মিথ্যারোপ করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ বিশ্‌র ইবনু হুসাইন জাল হাদীসের পাণ্ডুলিপি হতে বর্ণনা করতেন। তাতে প্রায় একশত পঞ্চাশটি জাল হাদীস ছিল।

এটি সেগুলোরই একটি, যেমনটি যাহাবী তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি উকায়লীও "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/১৪১) বিশ্‌র সূত্রেই উল্লেখ করেছেন। তিনি তার আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সবগুলোই মুনকার।

মানাবী বলেন ঃ তায়ালিসীও তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইমাম সুয়ূতী মু'য়ায এবং আনাস (ﷺ)-এর হাদীস দু'টি "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ২৪) উল্লেখ করা সত্ত্বেও "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি ভূমিকায় বলেছেন যে, তিনি এ গ্রন্থটিকে মিথ্যুক এবং জাল বর্ণনাকারী হতে হেফাযাত করেছেন।

২৯. (خِيَارُ أُمَّتِيْ أحِدَّاؤُهُمْ، إِذَا غَضِبُوْا، رَجَعُوْا).

২৯। আমার উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হচ্ছেন তাদের ধর্মীয় চেতনার অধিকারীগণ। যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন তারা (তা হতে) প্রত্যাবর্তন করে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ২১৭), তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৪৯), ইবনু শাযান "ফাওয়াইদু ইবনু কানে ওয়া গায়রিহি" গ্রন্থে (২/১৬৩) এবং সিলাফী "আত-তায়ূরিয়াত" গ্রন্থে (২/১৪০) আব্দুল্লাহ ইবনু কুমবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেনঃ হাদীসটি সাব্যস্ত করতে আব্দুল্লার অনুসরণ করা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ আব্দুল্লাহ সম্পর্কে আযদী বলেন ঃ ''تركوه'' (মুহাদ্দিসগণ) তাকে গ্রহণ করেননি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি একটি বাতিল হাদীস। আসকালানীও তা স্বীকার করেছেন।

তাবারানী হাদীসটি "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যার সনদে ইয়াগনাম ইবনু সালেম ইবনে কুমবার রয়েছেন। তিনি মিথ্যুক, যেমনটি হায়সামী (৮/৬৮) ও সাখাবী (পৃঃ ১৮৭) বলেছেন।

মোটকথা ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীস জাল। একমাত্র দুরায়েদের হাদীসটি বাদে। যেটি আবূ মানসূর আল ফারেসী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (২৬)। সেটি শুধুমাত্র দুর্বল মুরসাল হওয়ার কারণে।

٣٠. (الْخَيْرُ فِيَّ وَفِي أُمَّتِيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

৩০। আমার ও আমার উম্মাতের মাঝে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী "আল-মাকাসীদ" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

আমাদের শাইখ ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন ঃ হাদীসটি আমি চিনি না।

ইবনু হাজার হায়তামী আল-ফাকীহ "আল-ফাতাওয়াল হাদীসাহ" গ্রন্থে (১৩৪) বলেছেন ঃ এ শব্দ বর্ণিত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কারণে সুয়ূতী "যাইলুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ্" গ্রন্থে (১২২০ নং) উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি হতে আমাদেরকে মুক্ত রাখে নিম্নের সহীহ হাদীস। রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে...'। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

٣١. (الدُّنْيَا خُطْوَةُ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ).

৩১। দুনিয়া হচ্ছে মু'মিন ব্যক্তির এক পদক্ষেপ।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (১/১৯৬) বলেন ঃ

''لايُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا (عَنْ) غَيْرِهِ مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ، وَلا أَئِمَّتِهَا''

এটি নাবী (ﷺ) হতে, এছাড়া উম্মাতের সালাফ (সাহাবী ও তাবে'ঈ) এমনকি ইমামগণ হতেও জানা যায় না। হাদীসটি সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (১১৮৭ নং) উল্লেখ করেছেন।

৩২. (الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الآخِرَةِ، وَالآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ اللهِ).

৩২। আখেরাতের অধিবাসীদের জন্য দুনিয়া হারাম আর দুনিয়ার অধিবাসীদের জন্য আখেরাত হারাম। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই হারাম আল্লাহর ওয়ালাদের জন্য।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি সে সব হাদীসের একটি যার দ্বারা সুয়ূতী তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করে বলেছেন যে, দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এ হাদীসের সনদে জাবালাত ইবনু সুলায়মান নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। যাহাবী তাকে "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সত্যিই যিনি এ হাদীস বর্ণনা করবেন তিনি নির্ভরযোগ্য হবেন না, বরং তিনি হবেন অত্যন্ত নিকৃষ্ট মিথ্যুক। কারণ এ হাদীসটি বাতিল তাতে কোন বিবেকবান মু'মিন সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। কীভাবে রসূল (ﷺ) আখেরাতের অধিবাসী মু'মিনদের উপর দুনিয়াকে হারাম করেন। যার উত্তম উত্তম বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়াকে তাদের জন্য স্বয়ং আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন তাঁর {هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيْعاً} অর্থ ঃ "তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য যমীনের সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন" (সূরাঃ বাক্বারাহ্ ঃ ২৯) এ বাণী দ্বারা, তিনি আরো বলেছেন ঃ

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ}

"আপনি বলে দিন আল্লাহর অলংকারাজী, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পানাহারের হালাল বস্তুগুলোকে কে হারাম করেছে। আপনি বলে দিন সে নে'য়ামাতগুলো মু'মিনদের জন্যেই পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামত দিবসে..." (সূরা আলে ইমরানঃ ৩২)।

অতঃপর কীভাবে বলা সম্ভব যে, রসূল (ﷺ) দুনিয়া ও আখেরাতকে একসাথে হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ ভক্তদের উপর। অথচ আল্লাহ ভক্তরাই হচ্ছেন কুরআনের ভক্ত। যারা তাকে প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর নির্দেশাবলীর উপর আমল করে। আর আখেরাত হয় জান্নাত নয়তোবা জাহান্নাম। আল্লাহ ভক্তদের উপর

জাহান্নামকে আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন। এ সংবাদ তিনি নিজেই দিয়েছেন, যেমনিভাবে তিনি মু'মিনদের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। কীভাবে এ মিথ্যুক বলে যে, রসূল (ﷺ) আখেরাতকে তাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন? অথচ এ আখেরাতেই রয়েছে জান্নাত, যা মুত্তাকীদের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে।

আমার ধারণা এ হাদীসটির জালকারী হচ্ছেন একজন মূর্খ সূফী। তিনি এ দ্বারা মুসলমানদের মাঝে সূফী আক্বীদাহ্ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

অতঃপর আমি দাইলামীর "মুসনাদ" গ্রন্থে এটির সনদ সম্পর্কে (২/১৪৮) অবহিত হয়েছি। তাতে (তিনজন) বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাদেরকে আমি চিনি না। এ ছাড়াও এটি ইবনু যুরায়েজ হতে আন্ আন্ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। [মুদাল্লিস-এর অর্থ দেখুন ৫৭ নং পৃষ্ঠায়]।

٣٣. (الدُّنْيَا ضَرَّةُ الآخِرَةِ).

৩৩। দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের সতীন।

নাবী (ﷺ) হতে এর কোন ভিত্তি নেই। যেমনটি "আল- কাশফ" সহ অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ)-এর বাণী হিসাবেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

٣٤. (احْذَرُوْا الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ).

৩৪। দুনিয়া থেকে তোমরা বেঁচে চল, কারণ তা হচ্ছে হারূত ও মারূতের দেয়েও অধিক যাদুকর।

হাদীসটি মুনকার এর কোন ভিত্তি নেই।

"তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/১৭৭) ইরাকী বলেন ঃ হাদীসটি ইবনু আবিদ-দুনিয়া ও বাইহাকী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে আবুদ-দারদা আর-রাহাবীর বর্ণনা সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী বলেন, তাদের কেউ বলেছেন ঃ আবুদ-দারদা কোন একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। যাহাবী বলেন ঃ আবুদ-দারদা কে তা জানা যায় না? আরো বলেন ঃ এটি মুনকার, এর কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে (৬/৩৭৫) তা সমর্থন করেছেন।

যিনি ধারণা করবেন যে, আবুদ-দারদা সাহাবী তিনি ভুল করবেন। সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" ও "দুররুল মানসূর" গ্রন্থে (১/১০০) এমনটিই বুঝিয়েছেন বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি বলেছেন ঃ আবুদ-দারদা হতে। এ ক্ষেত্রে মানাবীও তার অনুসরণ করেছেন।

মোটকথা হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ আবুদ-দারদাই, তিনি মাজহূল [অপরিচিত], তিনি সাহাবী নন।

٣٥. (مَنْ أَذَّنَ فَلْيُقِمْ).

৩৫। যে আযান দিবে সেই যেন ইকামাত দেয়।

এ শব্দে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। বর্ণিত হয়েছে এ ভাষায় ''من أذن فهو يقيم''. "যে আযান দিবে সে ইকামাত দিবে" এ ভাষাতেও হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/২৬৫,২৬৬) ও ইবনু আসাকির (৯/৪৬৬,৪৬৭) আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আল-ইফরীকী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি এ আল-ইফরীকীর কারণে দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল ছিলেন। ইমাম তিরমিযীও তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন ঃ ''إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الإِفْرِيْقِيِّ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ'' 'এ হাদীসটিকে ইফরীকী সূত্রেই চিনি, তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল।'

হাদীসটিকে বাগাবীও "শারহুস সুন্নাহ" গ্রন্থে (২/৩০২) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম নাবাবীও "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে (৩/১২১) তেমনটিই বলেছেন। বাইহাকী "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (১/৪০০) দুর্বল বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

হাদীসটি অন্য সূত্রেও ইবনু উমার (ﷺ) হতে আব্দু ইবনে হামীদ "আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদিহি" গ্রন্থে (২/৮৮), আবূ উমাইয়্যাহ্ "আত-তারসূসী মুসনাদু ইবনে উমার" গ্রন্থে (১/২০২), ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/৩২৪), বাইহাকী, তাবারানী (৩/২৭/২) ও উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫০) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সূত্রেও হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে বাইহাকীও দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেন ঃ সা'ঈদ ইবনু রাশেদ একক ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজারও "আত-তালখীস" (৩/১০) গ্রন্থে অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেন ঃ আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে এ হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আবী হাতিম "ইলালুল হাদীস" গ্রন্থে (নং ৩২৬) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার, সা'ঈদ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আরেকবার বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইবনু আবী হাতিম হাদীসটি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে (১/২৯৫) বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল ইবনে আতিয়া রয়েছেন। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনু আদী বলেন ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ তার অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করেননি।

٣٦. (حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيْمَانِ).

৩৬। দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।

হাদীসটি জাল। যেমনিভাবে সাগানী (পৃ: ৭) ও অন্যরা বলেছেন ।

এটির অর্থও সহীহ নয়। কারণ এ ভালবাসা নিজকে এবং সম্পদকে ভালবাসার মতই প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই মূলগত ভাবে বিদ্যমান। শারী'য়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ভালবাসার প্রশংসা করা যায় না। এটি ঈমানের জন্য অপরিহার্যও নয়। আপনারা কী দেখছেন না যে, এ ভালবাসায় মু'মিন এবং কাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

٣٧. (يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هُمْ فِيْهِ ذِئَابٌ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذِئبًا، اَكَلَتْهُ الذِّئَابُ).

৩৭। মানুষের মাঝে এমন এক যামানা আসবে যখন তারা বাঘের ন্যায় হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি বাঘ না হতে পারবে তাকে বাঘগুলো খেয়ে ফেলবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৮০) দারাকুতনীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এ সনদে যিয়াদ ইবনু আবী যিয়াদ আল-জাস্‌সাস নামক এক বর্ণনাকারী আছেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ যিয়াদ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরূক [অগ্রহণযোগ্য]।

সুয়ূতী তার "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৫২) বলেন ঃ "আল-মীযান" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যিয়াদ দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, কখনও কখনও ত্রুটি করতেন। তাবারানীও হাদীসটি "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাবারানীর বর্ণনায় হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৭/২৮৭, ৮/৮৯) উল্লেখ করে হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ এর সনদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তি রয়েছেন যাদেরকে চিনি না।

٣٨. (مَنْ اَخْلَصَ ِللهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ظَهَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ عَلَى لِسَانِهِ).

৩৮। যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করবে, তার ভাষায় বিচক্ষনতার ঝর্ণাধারা উদ্ভাসিত হবে।

হাদীসটি দুর্বল।
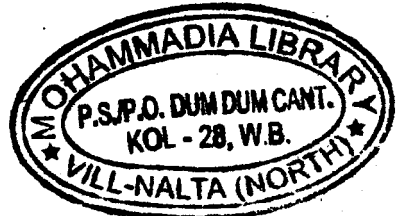
হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" গ্রন্থে (৫/১৮৯) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল সূত্রে আবূ খালেদ ইয়াযীদ ওয়াসেতী হতে, তিনি হাজ্জাজ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া হুসাইন আল-মারওয়াযী "জাওয়ায়েদুয যুহুদ" গ্রন্থে (১/২০৪), ইবনু আবী শাইবাহ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১৩/২৩১) ও হান্নাদ "আল-যুহুদ" গ্রন্থে (৬৭৮ নং) উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/১৪৪) আবূ ন'য়াইম সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেনঃ

হাদীসটি সহীহ নয়। ইয়াযীদ ইবনু আবী ইয়াযীদ আব্দুর রহমান ওয়াসেতী অধিক পরিমাণে ভুল করতেন, হাজ্জাজ ত্রুটি যুক্ত ব্যক্তি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল অপরিচিত এবং আবূ আইউব (رضي الله عنه) হতে মাকহুলের শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৭৬) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়া" গ্রন্থে শুধুমাত্র দুর্বল বলেই খ্যান্ত হয়েছেন। মাকহুল হতে মুরসাল হিসাবে তার অন্য একটি সূত্র রয়েছে, যাতে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ও ইয়াযীদ নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদে বর্ণিত হাজ্জাজ হচ্ছেন ইবনু আরতাত-তিনি মুদাল্লিস, আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও মুরসাল। হাদীসটিকে সাগানী "আহাদীসুল মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃ: ৭) উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটির অন্য একটি সনদ পেয়েটি, সেটি কাযা'ঈ বর্ণনা করেছেন। তাতেও সেওয়ার ইবনু মুস'য়াব নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে নাসাঈ সহ প্রমুখ মহাদ্দিসগণ বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক। সুতরাং হাদীসটি দুর্বল।

٣٩. (مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ، فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ).

৩৯। যে ব্যক্তি আসরের পরে ঘুমাবে, তার জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে সে শুধুমাত্র নিজেকেই দোষারোপ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা ওয়াল মাতরূকীন" গ্রন্থে (১/২৮৩) খালিদ ইবনুল কাসেম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৬৯) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ খালেদ মিথ্যুক। হাদীসটি মূলত ইবনু লাহী'য়ার, খালিদ তা ছিনিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তাকে লাইস-এর সূত্রে গেথে দিয়েছেন।

তৃতীয় সূত্রে মারওয়ান হতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (কাফ ২১১/১) ও সাহমী "তারীখু জুরজান" গ্রন্থে (৫৩) উল্লেখ

করেছেন। মারওয়ান বলেন ঃ আমি লাইস ইবনু সা'দকে এমতাবস্থায় বললাম যে, তিনি রামাযান মাসে আসরের পরে ঘুমাচ্ছিলেন ঃ হে আবূল হারিস! কী হয়েছে আপনার যে আপনি আসরের পরে ঘুমাচ্ছেন? অথচ আমাদেরকে ইবনু লাহী'য়া হাদীস শুনিয়েছেন ...। উত্তরে আবুল লাইস বললেন ঃ আকীল হতে ইবনু লাহী'য়ার হাদীসের কারণে আমি এমন কিছু ছাড়ব না যা আমার উপকার করে! (ইবনু লাহী'য়া মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল)।

বর্তমান যুগের বহু মাশায়েখ আসরের পরে ঘুমাতে নিষেধ করে থাকেন যদিও তার প্রয়োজন হয়। তাকে যদি বলা হয় এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। তাহলে দ্রুত উত্তরে বলেন ঃ ফাযায়েলে আমল-এর ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়।

ভেবে দেখুন পূর্ববর্তীদের চিন্তা-চেতনা আর পরবর্তীদের জ্ঞানের মধ্যে কত বড় পার্থক্য? লাইস ছিলেন মুসলমানদের ইমাম এবং প্রসিদ্ধ এক ফাকীহ। তার কথা প্রমাণ বহন করছে তার চিন্তাচেতনা ও জ্ঞানের গভীরতার, অথচ পরবর্তীগণ কী বলেন?

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা ও আবূ ন'য়াইম "আত-তিব্বুন্নাবাবী" গ্রন্থে (২/১২) আম্‌র ইবনু হুসাইন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ আম্‌রকে খাতীব বাগদাদীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ মিথ্যুক বলেছেন। এ আমরই নিম্নের ডালের হাদীস বর্ণনাকারীঃ

٤٠.(عَلَيْكُمْ بِالْقَرْعِ، فَإِنَّهُ يَزِيْدُ فِي الدِّمَاغِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِيْنَ نَبِيًا).

৪০। তোমরা কদু (লাউ) অপরিহার্য করে নাও, কারণ তা অনুভূতি [জ্ঞান] বৃদ্ধি করে। তোমরা ডালকে অপরিহার্য করে নাও, কারণ তার পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছে সত্তর জন নাবীর ভাষায়।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২২/৬২ নং১৫২) আম্‌র ইবনুল হুসাইন সূত্রে ইবনু 'আলাসা হতে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৫১) বলেছেন ঃ আম্‌র ও তার শাইখ তারা দু'জনই মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন!

যারাকশী "আল-লাআলিল মানসূরা ফিল আহাদীসিল মাশহূরাহ্" (১৪৩ নং) গ্রন্থে বলেন ঃ ইবনুস সালাহ-র হাতের লিখায় পেয়েছি যে, এটি একটি বাতিল হাদীস।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৯৪,২৯৫) কয়েকটি সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং বানোয়াট হিসাবে হুকুম লাগিয়েছেন।

সাগানী “আহাদীসুল মাওযূ‘আহ” গ্রন্থে (পৃ:৯) ও ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া “আল-মানার” গ্রন্থে (পৃ:২০) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সাদৃশ্যপূর্ণ সেই সব জালকারীদের সাথে যারা মান্না ওয়াস সালওয়ার উপর এটিকে পছন্দ করেছেন।

‘আলী আল-কারী তার “মাওযূ‘আত” গ্রন্থে (পৃ: ১০৭) এটিকে বানোয়াট হিসাবেই স্বীকার করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যা “মাজমূ‘উ ফাতাওয়া” গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীসটি জ্ঞানীজনদের ঐক্যমতে মিথ্যা ও বানোয়াট।

এ মিথ্যুক আম্‌রের আরো একটি হাদীস ঃ

٤١. (مَنْ أَصَابَ مَالاً مِنْ نَهَاوِشَ، أَذْهَبَهُ اللهُ فِي نَهَابِرَ).

৪১। যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় (অন্যকে বিপদগ্রস্থ করে) সম্পদ অর্জন করল, আল্লাহ তাকে নরকে নিয়ে যাবেন।

হাদীসটি সহীহ নয়।

হাদীসটি কাযা‘ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (কাফ ২/৩৭) ও রামহুরমুযী “আল-আমসাল” গ্রন্থে (পৃ: ১৬০) আম্‌র ইবনুল হুসাঈন সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি সাকেত [নিক্ষেপযোগ্য]। এ আম্‌র ইবনুল হুসাঈন মিথ্যুক। পূর্বে তার সম্পর্কে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। সাখাবী “আল-মাকাসিদ” গ্রন্থে (নং ১০৬১) বলেছেন ঃ

আম্‌র মাতরূক। আর আবূ সালমা হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু সালাম। তিনি ইয়াহইয়া ইবনু জাবের-এর কাতিব [লেখক], তিনি সাহাবী নন।

এছাড়া আবূ সালমা আল-হিমসী সম্পর্কে মানাবী বলেন ঃ তিনি একজন মাজহূল [অপরিচিত] তাবে‘ঈ।

٤٢.(الأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ، وَالْفُقَهَاءُ سَادَةٌ، وَمَجَالِسُهُمْ زِيَادَةٌ).

৪২। নাবীগণ হচ্ছেন নেতা, ফাকীহগণ হচ্ছেন সর্দার আর তাদের মজলিসগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ:৩২২) এবং কাযা‘ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (১/২৩)... হারিস ইবনু আব্দিল্লাহ হামদানী আল-আওয়ার সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। হারিসকে জামহূর ওলামা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ ‘‘كذاب’’ তিনি মিথ্যুক। শু‘বা বলেন ঃ আবূ ইসহাক তার থেকে মাত্র চারটি হাদীস শ্রবণ করেছেন।

"আল-কাশফ" গ্রন্থে এসেছে (১/২০৫), 'আলী আল-কারী বলেন ঃ এটি বানোয়াট হাদীস। অনুরূপ কথা "খুলাসা" গ্রন্থেও এসেছে।

٤٣.(شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَلاَ يُرْفَعُ إِلَى اللهِ إِلاَّ بِزَكَاةِ الفِطْرِ).

৪৩। আসমান ও যমীনের মাঝে রমাযান মাস ঝুলন্ত থাকে। তাকে যাকাতুল ফিতর প্রদান না করা পর্যন্ত আল্লাহর নিকটে উঠিয়ে নেয়া হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে ইবনু শাহীন তার "আত-তারগীব" গ্রন্থে এবং যিয়া জারীর হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাকে দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

মানাবী তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সহীহ্ নয়। সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়েদ আল-বাসরী নামক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "ইলালুল মুতানাহিয়া" গ্রন্থে (৮২৪) ইবনুল জাওযীর পূর্ণাঙ্গ কথা হচ্ছে ঃ ''ولا يتابع عليه'' তার অনুসরণ করা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে আল-খাতীব (৯/১২১) বর্ণনা করেছেন, তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-ইলাল" গ্রন্থে (৮২৩) এবং ইবনু আসাকির (১২/২৩৯/২) বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু উসমান ইবনে উমার হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ আব্দুর রহমানকে আমি চিনি না। বাহ্যিক ব্যাপার এই যে, তিনি বাকিয়ার মাজহূল শাইখদের একজন। ইবনুল জাওযী ধারণা করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন বাকরাবী। যার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ লোকেরা তার হাদীসকে গ্রহণ করেনি।

٤٤.(مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَدْعُنِي، فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ دَعَانِي فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقَدْ جَفَيْتُهُ، وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ).

৪৪। যে ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগ করল, অতঃপর ওযূ করল না সে আমার সাথে কর্কশ আচরণ করল। যে ব্যক্তি ওযূ করল, অতঃপর সলাত আদায় করল না সে আমার সাথে কর্কশ আচরণ করল। যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল, অতঃপর

আমাকে ডাকলো না, সে আমার সাথে কর্কশ আচরণ করল। যে ব্যক্তি আমাকে ডাকলো আর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম না তার সাথে আমি রূঢ় আচরণ করলাম। অথচ আমি রূঢ় আচরণকারী প্রতিপালক নই।

হাদীসটি জাল। সাগানী (পৃ: ৬) ও অন্যরা এ কথাই বলেছেন।

হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার প্রমাণ এই যে, মল-মূত্র ত্যাগ করার পর ওযূ করা এবং ওযূর পরে সলাত আদায় করা মুসতাহাব কাজের অন্তর্ভুক্ত। অথচ হাদীসটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এ দু'টো ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত ''فقد جفاني'' 'আমার সাথে কর্কশ আচরণ করল' এ কথার কারণে। অথচ এটি কোন অজানা কথা নয় যে, এসব কর্ম মুসতাহাবের অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নের হাদীসটি উপরের হাদীসের ন্যায় ঃ

٤٥.(مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ).

৪৫। যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করল, অথচ আমাকে যিয়ারত করল না, সে আমার ব্যাপারে রূঢ় আচরণ করল।

হাদীসটি জাল। হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" (৩/২৩৭) গ্রন্থে এ কথাই বলেছেন।

সাগানী "আল-আহাদীসুল মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃ: ৬), অনুরূপ ভাবে যারাকশী ও শাওকানী "আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'য়াহ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃ: ৪২) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে নু'মান।

ইবনু আদী (৭/২৪৮০) ও ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/৭৩) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২১৭) উল্লেখ করেছেন। তারা উভয়ে (ইবনু আদী ও ইবনু হিব্বান) বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বড় সমস্যা (মিথ্যা) বহন করে আনতেন এবং দৃঢ়চেতাদের উদ্ধৃতিতে উল্টা পাল্টা হাদীস বর্ণনা করতেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ এ হাদীসটির সনদের মধ্যে দোষনীয় ব্যক্তি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে নু'মান।

এছাড়া হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার প্রমাণ এটিও যে, নাবী (ﷺ)-এর ব্যাপারে রূঢ় আচরণ করা যদি কুফরী নাও হয়, তবুও তা বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে যে তাঁকে যিয়ারত করা ছেড়ে দিবে, সে বড় গুনাহে লিপ্ত হল। এমনটি হলে হাদীসটি যিয়ারত করাকে হজ্জের ন্যায় অপরিহার্য করে। অথচ যিয়ারত করা ওয়াজিব এমন কথা কোন মুসলিম ব্যক্তি বলেননি। যিয়ারত করা যদি নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যমও হয় তবুও তা আলেমদের নিকট মুসতাহাবের গণ্ডি হতে আর বেশী কিছু হবে না। অতএব কীভাবে তাঁর যিয়ারত পরিত্যাগকারী তাঁর সাথে রূঢ় আরচণকারী হয় এবং কীভাবে তাঁর থেকে বিমুখ হয়?

٤٦.(مَنْ زَارَنِيْ وَزَارَ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ).

৪৬। যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইব্‌রাহীমকে একই বছরে যিয়ারত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি জাল।

যারাকশী "আল-লাআলিল মানসূরা" গ্রন্থে (১৫৬ নং) বলেন ঃ কোন কোন হাফিয বলেছেন ঃ হাদীসটি বানোয়াট। হাদীস সম্পর্কে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এটিকে হাদীস বলে বর্ণনা করেননি।

অনুরূপভাবে ইমাম নাবাবী বলেন ঃ এটি বানোয়াট, এর কোন ভিত্তি নেই।

সুয়ূতী এটিকে "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (নং ১১৯) উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ

ইবনু তাইমিয়্যা ও নাবাবী বলেছেন ঃ হাদীসটি জাল, ও ভিত্তিহীন।

শাওকানীও "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (পৃ:৪২) তা সমর্থন করেছেন।

٤٧.(مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ، كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِي حَيَاتِيْ).

৪৭। যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, অতঃপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করবে, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২০৩/২) এবং "আওসাত" গ্রন্থে (১/১২৬/২), ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে, দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃ:২৭৯), বাইহাকী (৫/২৪৬) ও সিলাফী "আস-সানী আশার মিনাল মাশীখাতিল বাগদাদীয়াহ্" গ্রন্থে (২/৫৪) বর্ণনা করেছেন। তারা প্রত্যেকেই হাফস ইবনু সুলায়মান আবী উমার সূত্রে লাইস ইবনু আবী সুলাইম হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দু'টি কারণে হাদীসটির সনদ নিতান্তই দুর্বল ঃ

১। লাইস ইবনু সুলাইম-এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, যেমনটি বলা হয়েছে ২ নং হাদীসের আলোচনায়।

২। হাফস ইবনু সুলায়মান হচ্ছেন আল-কারী, তাকে আল-গাযেরী বলা হয়। তিনি নিতান্তই দুর্বল, যেমনটি ইঙ্গিত দিয়েছেন হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে নিম্নোক্ত কথার দ্বারা ঃ

''متروك الحديث'' তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে মাতরূক [অগ্রহণযোগ্য]।

কারণ তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ ''كان كذابا'' তিনি ছিলেন মিথ্যুক; যেমনটি ইবনু আদীর "আল-কামিল" গ্রন্থে এসেছে।

ইবনু খাররাশ বলেন ঃ ''كذاب، يضع الحديث'' তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন।

এ হাদীসের সনদের সমর্থন সূচক আরো কিছু সনদ দ্বারা হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[২] যেগুলো এটিকে শক্তিশালী করে না। কারণ দুর্বলের দিক থেকে সেগুলোর অবস্থা এটির সনদ চেয়ে কম নয়। রসূল (ﷺ)-এর কবর যিয়ারতের ব্যাপারে আরো হাদীস এসেছে, যেগুলো সুবকী "আল-শেফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর সবই দুর্বলের অন্তর্ভুক্ত, যার একটি অপরটির চেয়ে বেশী দুর্বল।

ইবনু তাইমিয়্যা "আল-কা'য়েদাতুল জালীলা" গ্রন্থে (পৃ:৫৭) বলেনঃ

রসূল (ﷺ)-এর কবর যিয়ারতের ব্যাপারে যে সব হাদীস এসেছে সবই দুর্বল। দ্বীনি বিষয়ে সেগুলোর কোনটির উপরেই নির্ভর করা যায় না। সে কারণেই সহীহ গ্রন্থ এবং "সুনান" গ্রন্থের লেখকগণ এ সংক্রান্ত কোন হাদীস তাদের গ্রন্থগুলোতে বর্ণনা করেননি। সেগুলো বর্ণনা করেছেন তারাই যারা দুর্বল হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। যেমন দারাকুতনী, বায্যার ও আরো অনেকে।

অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন যে, এ হাদীসের মিথ্যাবাদিতা সুস্পষ্ট, এটি মুসলমানদের ধর্ম বিরোধী। কারণ যে ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর জীবিত থাকাকালীন মু'মিন অবস্থায় তাঁকে যিয়ারত করেছে, সে সাহাবীগণের দলভুক্ত, যাদের ফযীলত বর্ণনা করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

কোন ব্যক্তি সাহাবীগণের পরে যে কোন আমলের দ্বারা, যদিও সেটি ওয়াজিব-এর পর্যায়ভুক্ত হয় যেমন হজ্জ, জিহাদ, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ও তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করা তবুও সাহাবগণের সমকক্ষ হতে পারবে না। অতএব কীভাবে তাদের সমকক্ষ হবে এমন একটি আমলের দ্বারা যেটি (তাঁর কবর যিয়ারত) সকল মুসলিমের ঐক্যমতে ওয়াজিব নয়। বরং তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাই শারী'য়াত সম্মত নয়। বরং সেটি নিষিদ্ধ। তবে কেউ যদি তাঁর মসজিদে সলাত কায়েমের উদ্দেশ্যে সফর করে তাহলে তা মুস্তাহাব এবং সে সাথে কবর যিয়ারতও করতে পারবে।

সতর্কবাণী ঃ বহু লোক মনে করেন যে, ইবনু তাইমিয়্যা এবং সালাফীদের মধ্য থেকে যারা তার নীতির অনুসরণ করেছেন শুধামাত্র তারাই বলেন যে, নাবী (ﷺ)-এর কবর যিয়ারত করা নিষেধ। এটি মিথ্যা ও অপবাদ মাত্র। যাদের ইবনু তাইমিয়্যার (কিতাবের) গ্রন্থরাজী সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তারা জানেন যে, ইবনু তাইমিয়্যা নাবী (ﷺ)-এর কবর যিয়ারতকে শারী'য়াত সম্মত এবং মুস্তাহাব বলেছেন। যদি তার সাথে কোন প্রকার শারী'য়াত বিরোধী কর্মকাণ্ড এবং বিদ'আত জড়িত না হয় তাহলেই। যেমন যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাহন প্রস্তুত করা বা শুধু তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা।

---

[২] {যেমনঃ তাবারানী তার "আল-আওসাত" গ্রন্থে (১/১২৬/২) আহমাদ ইবনু রাশদীন সূত্রে 'আলী ইবনুল হাসান ইবনে হারুন আনসারী হতে হাফস ইবনু সুলায়মানের মুতাবা'য়াত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আহমাদ ইবনু রাশদীন সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যুক বলেছেন এবং তার উপর বহুকিছু ইনকার করা হয়েছে। যাহাবী তার কতিপয় বাতিল হাদীস উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও একাধিক মাজহূল বর্ণনাকারীর সমাবেশ ঘটেছে}

রসূল (ﷺ)-এর ব্যাপক ভিত্তিক নিম্নোক্ত হাদীসের কারণে ঃ 'لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد' তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে বাহন প্রস্তুত কর না।

তিনটি মসজিদ ছাড়া শুধুমাত্র অন্য মসজিদগুলোতে যাওয়াকেই বাতিল করা হয়নি, যেমনটি বহুলোকে ধারণা করে থাকেন বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থানে যাওয়াকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চাই সেটি মসজিদ বা কবর বা অন্য কোন স্থান হোক না কেন। এর দলীল আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীস ঃ

বুসরা ইবনু আবূ বুসরা বলেন ঃ আমি তূর পাহাড় হতে ফিরে এসে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা হতে আসলে? আমি বললাম ঃ তূর হতে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি যদি তোমাকে তূরের দিকে বের হওয়ার পূর্বে পেতাম তাহলে তুমি বের হতে না। কারণ আমি রসূলকে (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আরোহী প্রস্তুত কর না তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে বাহন তৈরি করো না। (আল-হাদীস)। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন "আহকামুল জানায়েয"ঃ (পৃঃ ২২৬)।

٤٨.(الوَلَدُ سِرُّ أبِيهِ).

৪৮। সন্তান তার পিতার উত্তম ভূমি।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। ইমাম সাখাবী "মাকাসিদুল হাসানাত" গ্রন্থে (পৃঃ ৭০৬) এ কথা বলেছেন। ইমাম সুয়ূতীও তার "আদ-দুরার" গ্রন্থে (পৃঃ ১৭০) যারাকশীর (আত-তাজকিরাহ পৃঃ ২১১) গ্রন্থের অনুসরণ করে এরূপই বলেছেন। সাগানী "আল-আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৪) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এটির অর্থের প্রয়োগও সহীহ্ নয়। কারণ নাবীগণের মধ্যে এমন আছেন যার পিতা ছিলেন মুশরিক, নাফারমান। যেমন- ইব্‌রাহীম (আ:)-এর পিতা আযর। তাদের মধ্যে এমনও আছেন যার সন্তান ছিলেন মুশরিক। যেমন- নূহ (আ:)-এর পুত্র।

٤٩.(مَنْ زَارَ قَبْرَ أبَوَيْهِ أوْ أحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًا).

৪৯। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর অথবা যে কোন একজনের কবর প্রত্যেক জুম'আর দিবসে যিয়ারত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাকে সৎ কর্মশীলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

হাদীসটি জাল।

ত্বাবারানী হাদীসটি "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৯) এবং "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/৮৪/১) উল্লেখ করেছেন। তার থেকে ইস্পাহানী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/২২৮) মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু 'আলা বাজালী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল করীম আবী উমাইয়াহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি বানোয়াট। এ মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এবং তার অনুসরণ করে "আল-লিসান" গ্রন্থে ইবনু হাজার বলেছেন ঃ ''مجهول، قاله العقيلي، ويحيى متروك'' উকায়লী বলেন ঃ 'তিনি মজহূল এবং ইয়াহইয়া হচ্ছেন মাতরূক [অগ্রহণযোগ্য]।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ ইয়াহইয়ার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। তাকে ওয়াকী' মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ ''كذاب يضع الحديث'' 'তিনি মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।'

ইবনু আদী বলেন ঃ তার বর্ণনাগুলোতে দুর্বলতা সুস্পষ্ট এবং তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

তার শাইখ আব্দুল করীম আবূ উমাইয়াহ ইবনু আবিল মুখারিকও দুর্বল। তবে তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করা যায় না। এ কারণে শুধুমাত্র তার (আব্দুল করীম) কথা উল্লেখ করে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে হাফিয হায়সামী সঠিক কাজটি করেননি।

তিনি বলেছেন ঃ (৩/৬০) তাবারানী হাদীসটি "মু'জামুস সাগীর" এবং "মু'জামূল কাবীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আব্দুল করীম আবূ উমাইয়াহ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, তিনি দুর্বল।

ইমাম সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৩৪) বলেছেন ঃ ''عبد الكريم ضعيف، ويحيى بن العلاء ومحمد بن النعمان مجهولان'' (আব্দুল করীম দুর্বল, ইয়াহ্ইয়া ইবনুল 'আলা এবং মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান দু'জনই মাজহূল)। শুধুমাত্র এভাবে কারণ দর্শিয়ে ঠিক করেননি। কারণ ইয়াহইয়া ইবনুল 'আলা মাজহূল নন বরং তিনি পরিচিত, তবে মিথ্যুক হিসাবে। এছাড়াও হাদীসটির সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। এর কারণও বর্ণনা করা হয়েছে।

٥٠.(مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ {يس}؛ غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْحَرْفٍ).

৫০। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর প্রত্যেক জুম'আর দিবসে যিয়ারত করবে। অতঃপর তাদের উভয়ের নিকট অথবা পিতার কবরের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, প্রতিটি আয়াত অথবা অক্ষরের সংখ্যার বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে ।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আদী (১/২৮৬), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৩৪৪-৩৪৫) ও আব্দুল গনী আল-মাকদেসী "সুনান" গ্রন্থে (২/৯১) ... আম্র ইবনু যিয়াদ সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

কোন মুহাদ্দিস (আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনু মুহিব কিংবা যাহাবী) "সুনানুল মাকদেসী" গ্রন্থের হাশিয়াতে (টীকাতে) লিখেছেন, ''هذا حديث غير ثابت'' এ হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।

ইবনু আদী বলেন ঃ হাদীসটি বাতিল। এ সনদে এটির কোন ভিত্তি নেই। আম্‌র ইবনু যিয়াদ (তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান আস-সাওবানী)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসটির ব্যাপারে উল্লেখিত মন্তব্যটি করেন। সে সব হাদীসের একটি সম্পর্কে বলেন ঃ ''موضوع'' জাল (বানোয়াট)।

অতঃপর বলেন ঃ আম্‌র ইবনু যিয়াদ-এর এ হাদীসটি ছাড়া আরো হাদীস রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে নির্ভরযোগ্যদের থেকে চুরি করা এবং কিছু আছে বানোয়াট। তাকে সেগুলো জালকারী হিসাবে দোষী করা হয়েছে। দারাকুতনী বলেনঃ ''يضع الحديث'' তিনি হাদীস জাল করতেন।

এ কারণে ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২৩৯) ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঠিকই করেছেন। অথচ সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৪৪০) বলেছেন ঃ

হাদীসটির সমর্থনে শাহেদ আছে। অতঃপর তিনি এ হাদীসটিতে পূর্বের হাদীসের সনদটিই উল্লেখ করেছেন। যেটি সম্পর্কে আপনি জেনেছেন যে, সেটিও জাল হাদীস। যদিও বলা হয়েছে সেটি শুধু দুর্বল। তা সত্ত্বেও সেটিকে এ হাদীসের শাহেদ হিসাবে ধরা যেতে পারে না। কারণ এটির সাথে সেটির ভাষার মিল নেই। আর জাল হাদীসের শাহেদ হিসাবে জাল হাদীস উল্লেখ করাতে কোন উপকারীতাও নেই। [শাহেদ অর্থ জানতে দেখুন ঃ ৫৬ নং পৃষ্ঠা]।

উল্লেখ্য কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এ মর্মে সহীহ সুন্নাহ হতে কোন প্রমাণ মিলে না। বরং সহীহ সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, কবর যিয়ারতের সময় মৃত্যু ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সালাম প্রদান করা এবং আখেরাতকে স্বরণ করাই হচ্ছে শারী'য়াত সম্মত। সালাফে সালেহীনের 'আমল এর উপরেই হয়ে আসছে। অতএব কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা ঘৃণিত বিদ'আত। যেমনটি স্পষ্ট ভাবে পূর্ববর্তী একদল ওলামা বলেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণ, কারণ এ মর্মে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।

ইবনু উমার হতে দাফনের সময় সূরা বাকারার প্রথম এবং শেষ অংশ পাঠের যে কথা বলা হয়েছে তা সহীহ সনদে প্রমাণিত হয়নি। যদি ধরেইনি সহীহ তাহলে তা শুধু মাত্র দাফনের সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। [কিন্তু ধরে নিয়ে সহীহ্ বানানো কী সঠিক]।

অতএব আমাদেরকে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে আর বিদ'আত হতে সতর্ক হয়ে তা হতে বেঁচে চলতে হবে। যদিও লোকেরা বিদ'আতকে ভাল কাজ হিসাবে দেখে। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

৫১. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ).

৫১। বহু সন্তানের পিতা দরিদ্র সৎ মু'মিন বান্দাকে আল্লাহ ভালবাসেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২/৫২৯) এবং উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ৩৬১) হাম্মাদ ইবনু ঈসার সূত্রে মূসা ইবনু ওবায়দাহ হতে, তিনি কাসিম ইবনু মিহরান হতে ...বর্ণনা করেছেন। উকায়লী কাসেম-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

''لا يَثْبُتُ سِمَاعُهُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ عَنْهُ مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَهُوَ مَتْرُوْكٌ''. 'কাসেম কর্তৃক ইমরান ইবনু হুসাইন হতে শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি এবং তার থেকে হাদীসটি বর্ণনাকারী মূসা ইবনু ওবায়দাহ মাতরূক।'

বূসয়রী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৫৩) উকায়লীর একথাকে সমর্থন করে বলেছেন ঃ এ সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ উকায়লীর কথা হতে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দু'টি কারণ স্পষ্ট হয়েছে। কারণ দু'টি হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা এবং ইবনু ওবায়দার দুর্বলতা।

এটির তৃতীয় কারণ হচ্ছে কাসেম ইবনু মিহরানের মাজহূল হওয়া। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মাজহূল [অপরিচিত]।

চতুর্থ কারণ হাম্মাদ ইবনু ঈসা ওয়াসেতী সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ তিনি দুর্বল। এ কারণে হাফিয ইরাকী বলেন ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল, যেমনভাবে মানাবী উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিকে সাখাবীও "আল-মাকাসিদ" গ্রন্থে (২৪৬) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির আরেকটি সূত্র পেয়েছি। কিন্তু সেটির দ্বারা শুধু এটির দুর্বলতাই বৃদ্ধি পায়। কারণ এটি মুহাম্মাদ ইবনু ফযল-এর সূত্রে যায়েদ ইবনু 'আমী মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনু আদী (১/২৯৫) ও আবূ নু'য়াইম (২/২৮২) উল্লেখ করেছেন।

এটি দুর্বল হওয়ার পিছনে তিনটি কারণ ঃ

১। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন ও ইমরান ইবনু হুসাইনের মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ তিনি ইমরান হতে শুনেননি, যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন।

২। যায়েদ আল-'আমী, তিনি হচ্ছেন ইবনুল হাওয়ারী, তিনি দুর্বল।

৩। মুহাম্মাদ ইবনু ফযল; তিনি একজন মিথ্যুক, যেমনভাবে ফাল্লাস ও আরো অনেকে বলেছেন।

৫২. (إِذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ، أَوْسَاءَ خُلُقُ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؛ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ).

৫২। তোমাদের কারোর উপর যখন তার পশুটি বোঝা স্বরূপ হয়ে যাবে অথবা তার স্ত্রীর চরিত্র অথবা তার পরিবারের যে কোন একজনের চরিত্র মন্দ হয়ে যাবে, তখন সে যেন তার কানে আযান দেয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি গাযালী দৃঢ়তার সাথে নাবী (ﷺ)-এর কথা বলে "ইয়াহইয়াউল উলূমিদ-দ্বীন" গ্রন্থে (২/১৯৫) উল্লেখ করেছেন।

তার তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন ঃ হাদীসটি আবূ মানসূর আদ-দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে হুসাইন ইবনু 'আলী ইবনে আবী তালিব (رضي الله عنه) হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (৩/৫৫৮) হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ ''مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ؛ فَأَذِّنُوْا فِيْ أُذُنَيْهِ'' 'মানুষ অথবা পশুর মধ্য হতে যার চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে তোমরা তার কান দু'টোতে আযান দিবে।'

٥٣. (عَلَيْكُمْ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ).

৫৩। তোমরা বৃদ্ধদের ধর্মকে আঁকড়ে ধর।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী "আল-মাকাসিদ" গ্রন্থে এরূপই বলেছেন। সাগানী "আল-আহাদীসুল মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃ:৭) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমাম গাযালী মারফূ' হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন!

তার তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন ঃ ইবনু তাহের "কিতাবুত তাযকিরাহ" গ্রন্থে (৫১১) বলেন ঃ সাধারণ লোকদের মাঝে হাদীসটি পরিচিত, অথচ সহীহ্ বা দুর্বল বর্ণনাতেও এটির কোন ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারিনি।

٥٤. (إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَاخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ؛ فَعَلَيْكُمْ بِدِيْنِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالنِّسَاءِ).

৫৪। যখন কেউ শেষ যামানায় এসে যাবে এবং মতামতগুলো বিভিন্নরূপ হয়ে যাবে, তখন তোমরা মফস্বলবাসী ও নারীদের ধর্মকে ধারণ করবে।

হাদীসটি জাল।

ইবনু তাহের বলেন ঃ এটির সনদে ইবনুল বাইলামানী রয়েছেন। তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে এমন এক কপি বর্ণনা করেছেন, যেটিকে জাল করার দোষে তাকে দোষী করা হয়েছে।

হাফিয ইরাকী বলেন ঃ এ সূত্রেই ইবনুল বাইলামানীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনু হিব্বান হাদীসটি "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান-এর সূত্রে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২৭১) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির অন্য সমস্যা হচ্ছে ইবনু আব্দির রহমান বাইলামানী হতে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস হারেসী; তিনি দুর্বল। ইবনু আদী (২/২৯৭) হাদীসটি ইবনু আব্দির রহমান বাইলামানী হতে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-হারেসীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ ''وعامة ما يرويه غير محفوظ'' 'তার বর্ণনাকৃত অধিকাংশ হাদীস মাহফূয নয় (নিরাপদ নয়)।'

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়। মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস কিছুই না এবং তার শাইখ ইবনুল বাইলামানী তার ন্যায়। তিনি তার পিতা হতে জাল কপির মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটিকে উমার ইবনু আব্দিল আযীয-এর ভাষ্য হিসাবে জানা যায়।

সুয়ূতী "আল-লাআলিল মাসনূ'য়াহ" গ্রন্থে তার এ কথাকে সমর্থন করে বলেছেনঃ

মুহাম্মাদ ইবনু হারিস সুনান ইবনু মাজাহর বর্ণনাকারীদের একজন। "আল-মীযান" গ্রন্থে বলা হয়েছে এ হাদীসটি তার অদ্ভুত বর্ণনাগুলোর একটি।

ইবনু হারিস সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করে এখানে ইবনুল বাইলামানীর সম্পর্কে বলাই উত্তম। কারণ সকলেই তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে একমত। আর কেউ কেউ ইবনু হারিসকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন।

অতএব এ হাদীসের সমস্যা হচ্ছে-ইবনুল বাইলামানী। যার সম্পর্কে সাখাবীও "আল-মাকাসিদ" গ্রন্থে ইবনু তাহেরের ভাষ্যের ন্যায় বলেছেন।

শাইখ 'আলী আল-কারী বলেন ঃ ''حديث موضوع'' হাদীসটি বানোয়াট।

তা সত্ত্বেও হাদীসটি সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৫৫. (سُرْعَةُ الْمَشْيِ تُذْهِبُ بَهَاءَ الْمُؤْمِنِ).

৫৫। দ্রুত চলা মু'মিনের উজ্জলতাকে বিতাড়িত করে দেয়।

হাদীসটি নিতান্তই মুনকার।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা, ইবনু উমার, আনাস ও ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমতঃ আবু হুরাইরা (ﷺ)-এর হাদীস; এটি তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

প্রথম সূত্র ঃ হাদীসটি আবূ সা'ঈদ আল-মালীনী "আল-আরবা'উন ফি শুয়ূখিস সূফিয়া" গ্রন্থে (৫/১), আবূ নু'য়াইম "হিলইয়াহ্" গ্রন্থে (১০/২৯০), আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১/৪১৭) এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "আল-

ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১১৭৮) উল্লেখ করেছেন। যাহাবী মুহাম্মাদ ইবনুল আসমা'ঈর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

হাদীসটি নিতান্তই মুনকার। অতঃপর তিনি হাদীসটির সনদ উল্লেখ করে বলেনঃ এটি সহীহ্ নয়। হাফিয ইবনু হাজারও "আল-লিসান" গ্রন্থে তার (যাহাবীর) কথাকে সমর্থন করেছেন। [মুনকার অর্থ জানার জন্য দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠা]।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ প্রথম সূত্রটি দুর্বল হওয়ার কারণ তিনটি ঃ

১। এতে মুহাম্মাদ ইবনু আসমা'ঈ নামক একজন বর্ণনাকরী রয়েছেন। তিনি মাজহূল [অপরিচিত]।

২। ইবনু আসমা'ঈ হতে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব আল-ফারাজীর জীবনী পাচ্ছি না।

৩। আবূ মাশার যার নাম নাজীহ ইবনু আব্দির রহমান সিন্দী, সবার ঐক্যমতে তিনি দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ তাকে নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইমাম বুখারীও বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (৫/৭২), তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (২/২১৯) আব্দুল্লাহ ইবনু সালেম সূত্রে আম্মার ইবনু মাতার রাহাবী হতে বর্ণনা করে ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ

হাদীসটি সহীহ নয়। এ সূত্রের বর্ণনাকারী আম্মার ইবনু মাতার রাহাবী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনু আদী বলেন ঃ তার হাদীসগুলো বাতিল। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

তৃতীয় সূত্র ঃ ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (৫/৭২) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী আবূ শিহাব আব্দুল কুদ্দূস সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ ''له أكاذيب وضعها'' তার বহু মিথ্যা [হাদীস] রয়েছে যেগুলো তিনি জাল করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে এটিকে মুনকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

এ তিনটি সুত্রের প্রথমটি উত্তম তা সত্ত্বেও সেটি দুর্বল বহুবিধ কারণে।

দ্বিতীয়ত ঃ ইবনু উমার (ﷺ)-এর হাদীস;

এটি আব্বাস দাওরী "তারীখু ইবনু মা'ঈন" গ্রন্থে (কাফ ২/৪১), ইবনু আদী (৫/১৩, ৭/৭৭), আল-খাতীব "আল-জামে'" গ্রন্থে (৫/৯১/২), ওয়াহেদী "ওয়াসীত" গ্রন্থে (৩/১৯৪/১০), সা'লাবী "তাফসীর" গ্রন্থে (৩/৭৮/২) ও ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১১৭৭) বর্ণনা করেছেন।

এর সনদে ওয়ালীদ ইবনু সালামা (জর্দানের কাজী) এবং উমার ইবনু সহবান নামক দু'জন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

এ উমার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এ উমারের হাদীসগুলোর অনুসরণ করেননি। তার অধিকাংশ হাদীস মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি খুবই দুর্বল। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

তার থেকে বর্ণনাকারী ওয়ালীদ ইবনু সালামা তার চাইতেও মন্দ। তার সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তি বলেছেন ঃ তিনি বড়ই মিথ্যুক।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ ''يَضَعُ الْحَدِيْثَ عَلَى الثِّقَاتِ''. তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন।

তৃতীয়ত ঃ আনাস (ﷺ)-এর হাদীস; হাদীসটি ইবনু বিশরান "আল-'আমালী" গ্রন্থে (২৩/৬৯/২) ও আল-খাতীব "আল-জামে'" গ্রন্থে (২/২২/১) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস সূত্রে ইউসুফ ইবনু কামেল হতে, তিনি আব্দুস সালাম ইবনু সুলায়মান আযদী হতে, তিনি আবান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বাতিল। এ সনদে উল্লেখিত কোন ব্যক্তিই নির্ভরযোগ্য নয়।

আবান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

শু'বা বলেন ঃ ''لأن يَّزْنِيَ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ أن يَّرْوِيَ عَنْ أَبَانَ'' আবানের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করার চেয়ে কোন ব্যক্তির যেনা করাটা বেশী উত্তম (অর্থাৎ জালহাদীস বর্ণনা করা যেনার চেয়েও জঘন্য)। এ কথাটিই প্রমাণ করে যে তিনি মিথ্যুক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আব্দুস সালাম ইবনু সুলায়মান আল-আযদী মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)।

তিনি একজন শামী বর্ণনাকারী। অথচ এ সনদটি শামী নয়। অতএব তিনি এ হাদীসের বর্ণনাকারী নন এটিই সুস্পষ্ট।

ইউসুফ ইবনু কামিল আল-আত্তার; তার সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলা হয়নি। অর্থাৎ তিনি মাজহূল [অপরিচিত]।

মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস; তিনি হচ্ছেন কুদাইমী।

তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ ''قَدْ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ'' তাকে (হাদীস) জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ সম্ভবত তিনি হাজারাধিক হাদীস জাল করেছেন।

আবূ দাউদ, মূসা ইবনু হারুণ এবং কাসিম ইবনু মুতাররীয তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

দারাকুতনী বলেনঃ তাকে হাদীস জাল করার ব্যাপারে দোষারোপ করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীস;

সুয়ূতী তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি ইবনু নাজ্জারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সনদটি পাইনি। আমার বেশীর ভাগ ধারণা এটিও অন্যান্যটির ন্যায় দুর্বল ।

এক কথায় এ হাদীসটি সম্পর্কে বর্ণিত সকল সনদ নিতান্তই দুর্বল। এ জন্য একটি সনদ অপরটিকে শক্তিশালী করে না।

শাইখ 'আলী আল-কারী "শারহুশ শামায়েল" গ্রন্থে (১/৫২) এটিকে যুহ্রীর বাণী বলে উল্লেখ করেছেন।

এটি যে হাদীস নয় তার জন্য এ কথাই যথেষ্ট যে, রসূল (ﷺ) চলার সময় দ্রুত চলতেন। (দেখুন তিরমিযীর "মুখতাসারুশ শামায়েল" (পৃঃ ৭১ ও ২০), ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ" (১১৯), তাবাকাতু ইবনু সা'দ (১/৩৭৯-৩৮০) এবং "মাজমা'উয যাওয়াইদ" (৮/২৭৩,২৮১)। এটি সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে। উমারও (ﷺ) দ্রুত চলতেন। দেখুন "তাবাকাতু ইবনে সা'দ" (১/৩৭৯-৩৮০)।

٥٦. (لَوْلَا النِّسَاءُ؛ لَعُبِدَ اللهُ حَقًّا حَقًّا).

৫৬। যদি নারী জাতি না থাকত, তাহলে সত্যিই সত্য আল্লাহর ইবাদাত করা হত।

হাদীসটি জাল।

এটির দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

প্রথম সূত্রটিতে বর্ণনাকারী আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-'আমী রয়েছেন। তিনি তার পিতা যায়েদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী হাদীসটি (কাফ ১/৩১২) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাদীসটি মুনকার। এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটিকে চিনি না। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-'আমীর কোন হাদীসকে সমর্থন করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন ঃ ''تركوه'' মুহাদ্দিসগণ তাকে গ্রহণ করেননি।

ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি একজন মিথ্যুক, খবীস।

আবূ হাতিম বলেন ঃ তার হাদীস ছেড়ে দেয়া উচিত, তিনি মুনকারুল হাদীস। তিনি তার পিতাকে দোষী করতেন। তার থেকে তিনি মহা বিপদ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার পিতা যায়েদ দুর্বল।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৫৫) ইবনু আদীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এর কোন ভিত্তি নেই। আব্দুর রহীম ও তার পিতা উভয়েই মাতরূক।

সুয়ূতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১৫৯) বলেছেন ঃ এটির শাহেদ রয়েছে, কিন্তু তার এ সমালোচনা যথার্থ নয়। কারণ এর শাহেদ হিসাবে যে হাদীসটি উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটি আলোচ্য হাদীসটির চেয়ে উত্তম নয়। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

''لَوْلاَ النِّسَاءُ؛ دَخَلَ الرِّجَالُ الْجَنَّةَ''.

'নারীরা যদি না থাকত, তাহলে পুরুষরা জান্নাতে প্রবেশ করত।'

কারণ এটির সনদে বিশ্‌র ইবনু হুসাইন নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তিনি মাতরূক, মিথ্যা বলতেন।

"মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে হাদীসটির ভাষা এভাবে এসেছে,

''لَوْلاَ النِّسَاءُ؛ لَعُبِدَ اللهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ''. 'যদি নারী জাতি না থাকত তাহলে যথাযথ আল্লাহর ইবাদাত করা হতো।' সুয়ূতী বিশ্‌র সম্পর্কে বলতে গিয়ে শুধুমাত্র বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক।

এ জন্য তার সমালোচনা করে ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২/২০৪) বলেছেন ঃ ''بَلْ كَذَّابٌ وَضَّاعٌ ، فلا يَصلُحُ حَدِيثُهُ شَاهِدًا'' 'বরং তিনি মিথ্যুক, জালকারী, তার হাদীস অন্য হাদীসের সমর্থনে শাহেদ হবার যোগ্য নয়।'

এ বিশ্‌র সম্পর্কে ২৮ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

٥٧. (اخْتِلاَفُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ).

৫৭। আমার উম্মাতের মতভেদ রহমত স্বরূপ।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির সনদ বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। শেষে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

সম্ভবত কোন হুফ্‌ফায-এর গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তা আমাদের নিকট পৌঁছেনি!

আমার নিকট এটি অসম্ভবমূলক কথা, কারণ এ কথা এটাই সাব্যস্ত করে যে, রসূল (ﷺ)-এর কিছু হাদীস উম্মাতের মধ্য হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোন মুসলিম ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মানাবী সুবকীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ

এ হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের নিকট পরিচিত নয়। এটির কোন সহীহ, দুর্বল এমনকি জাল সনদ সম্পর্কেও অবহিত হতে পারিনি।

শাইখ জাকারিয়া আল-আনসারী "তাফসীরে বায়যাবী" গ্রন্থের টীকাতে (কাফ ২/৯২) মানাবীর কথাটি সমর্থন করেছেন।

এছাড়া এ হাদীসের অর্থও বিচক্ষণ আলেমগণের নিকট অপছন্দনীয়। ইবনু হায্ম "আল-ইহ্কাম ফি উসূলিল আহ্কাম" গ্রন্থে (৫/৬৪) এটি কোন হাদীস নয় এ ইঙ্গিত দেয়ার পর বলেন ঃ

এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট কথা। কারণ যদি মতভেদ রহমত স্বরূপ হত, তাহলে মতৈক্য অপছন্দনীয় হত। এটি এমন একটি কথা যা কোন মুসলিম ব্যক্তি বলেন না।

তিনি অন্য এক স্থানে বলেন ঃ "بَاطِلٌ مَكْذُوْبٌ" এটি বাতিল, মিথ্যারোপ।

এ বানোয়াট হাদীসের কুপ্রভাবে বহু মুসলমান চার মাযহাবের কঠিন মতভেদগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। কখনো কিতাবুল্লাহ ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করেন না। অথচ সে দিকে তাদের ইমামগণ প্রত্যাবর্তন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তাদের নিকট এ চার মাযহাব যেন একাধিক শরী'য়াতের ন্যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}

অর্থঃ "যদি (এ কুরআন) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তাহলে তারা তাতে বহু মতভেদ পেত।" সূরা নিসাঃ ৮২।

আয়াতটি স্পষ্ট ভাবে জানাচ্ছে যে, মতভেদ আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নয়। অতএব কীভাবে এ মতভেদকে অনুসরণীয় শারী'য়াত বানিয়ে নেয়া সঠিক হয়? আর কীভাবেই তা নাযিলকৃত রহমত হতে পারে?

মোটকথা শারী'য়াতের মধ্যে মতভেদ নিন্দনীয়। ওয়াজিব হচ্ছে যতদূর সম্ভব তা থেকে মুক্ত হওয়া। কারণ এটি হচ্ছে উম্মাতের দুর্বলতার কারণসমূহের একটি। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}
অর্থঃ "এবং তোমরা আপোসে বিবাদ করো না, কারণ তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে আর তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে" (আনফালঃ ৪৬)।

অতএব মতভেদে সন্তুষ্ট থাকা এবং রহমত হিসাবে তার নামকরণ করা সম্পূর্ণ আয়াত বিরোধী কথা, যার অর্থ খুবই স্পষ্ট। অপরপক্ষে মতভেদের সমর্থনে সনদ বিহীন (রসূল (ﷺ) হতে যার কোন ভিত্তি নেই) এ জাল হাদীস ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন, অথচ তারা লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাদেরকে কি উল্লেখিত এ নিন্দা সম্পৃক্ত করে না।

ইবনু হায্‌ম তার উত্তরে বলেন ঃ কক্ষনও নয়। তাদেরকে এ নিন্দা সম্পৃক্ত করবে না। কারণ তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পথ এবং হকের পক্ষকে গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ভুল করেছেন তিনি তাতেও সওয়াবের অধিকারী এবং একটি সওয়াব পাবেন। সুন্দর নিয়্যাত এবং উত্তম ইচ্ছা থাকার কারণে। তাদের উপর হতে তাদের ভুলের গুনাহ উঠিয়ে নয়া হয়েছে। কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেননি আর সত্যকে জানার গবেষণার ক্ষেত্রে তারা অলসতাও করেননি। ফলে তাদের মধ্যে যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি দু'টি সওয়াবের অধিকারী। এমন ধারা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ধর্মীয় ঐসব বিষয়ের ক্ষেত্রে যেগুলোর সমাধান লুকায়িত, যা আমাদের নিকট এখনও পৌছেনি।

উল্লেখিত নিন্দা ও ভীতি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে আল্লাহর রজ্জুর সম্পর্ককে (কুরআনকে) এবং নাবীর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে, তার নিকট স্পষ্টভাবে দলীল পৌছা ও প্রতীয়মান হওয়ার পরেও। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে পরিত্যাগ করার মানসে অন্য ব্যক্তির সাথে সে সম্পর্ক স্থাপন করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে মতভেদের অন্ধ অনুসরণ করে, গোঁড়ামী ও অজ্ঞতার দিকে আহ্বানকারী হিসাবে। সে এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, তার দাবীর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসের যে কথাটি মিলে সেটি গ্রহণ করে আর যেটি তার বিপরীতে যায় সেটি পরিত্যাগ করে। এরাই হচ্ছে নিন্দনীয় মতভেদকারী।

৫৮. (أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ).

৫৮। আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আব্দিল বার "জামে'উল ইলম" (২/৯১) ও ইবনু হায্‌ম "আল-ইহকাম" (৬/৮২) গ্রন্থে সালাম ইবনু সুলাইম সূত্রে হারিস ইবনু গোসাইন হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সুফিইয়ান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আব্দিল বার বলেন ঃ

''هَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُوْمُ بِهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الْحَارِثَ بْنَ غُصَيْنٍ مَجْهُوْلٌ''.

'এ সনদটি দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না, কারণ এ সনদের বর্ণনাকারী হারিস ইবনু গোসাইন মাজহূল।'

ইবনু হাযম বলেন ঃ

এ বর্ণনাটি নিম্ন পর্যায়ের। তাতে আবূ সুফিইয়ান রয়েছেন, তিনি দুর্বল আর হারিস ইবনু গোসাইন হচ্ছেন মাজহূল। আর সালাম ইবনু সুলাইম কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে সেগুলোর একটি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সালাম ইবনু সুলাইমকে বলা হয় ইবনু সুলায়মান আত-তাবীল, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত।

এমনকি তার সম্পর্কে ইবনু খাররাশ বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ ''رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوْعَةً'' তিনি কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হারিস মাজহূল হলেও আবূ সুফিইয়ান দুর্বল নয় যেমনভাবে ইবনু হায্‌ম বলেছেন। তিনি বরং সত্যবাদী যেরূপ ইবনু হাযার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ নয়, যেমনভাবে ইবনু কুদামার "আল-মুনতাখাব" গ্রন্থে (১০/১৯৯/২) এসেছে।

তবে হাদীসটি জাল হওয়ার জন্য সালামই যথেষ্ট।

৫৯. (مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ؛ فَالْعَمَلُ بِهِ لاَ عُذْرَ لِاَحَدِكُمْ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؛ فَسُنَّةٌ مِنِّيْ مَاضِيَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّةٌ مِنِّيْ مَاضِيَةٌ؛ فَمَا قَالَ أَصْحَابِيْ، إِنَّ أَصْحَابِيْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيُّهَا أَخَذْتُمْ بِهِ؛ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلاَفُ أَصْحَابِيْ لَكُمْ رَحْمَةٌ).

৫৯। যখনই তোমরা কিতাবুল্লাহ্ হতে কিছু প্রাপ্ত হবে তখনই তার উপর 'আমল করবে। তা ছেড়ে দিতে তোমাদের কারো ওযর চলবে না। যদি কিতাবুল্লাতে (সমাধান) না থাকে, তাহলে আমার নিকট হতে (সমাধান হিসাবে) প্রাপ্ত অতীত সুন্নাহকে গ্রহণ করতে হবে। যদি আমার পক্ষ হতে অতীত কোন সুন্নাতে সমাধান না মিলে, তাহলে আমার সাহাবীগণ যা বলেছেন তা গ্রহণ করবে। কারণ আমার সাহাবীগণ আসমানের নক্ষত্রের ন্যায়। অতএব তোমরা যে কোন জনের কথা গ্রহণ করলেই হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আমার সাহাবীগণের মতভেদ তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াহ্" গ্রন্থে (পৃঃ ৪৮) এবং আবুল আব্বাস আল-আসাম তার "হাদীস" গ্রন্থে (নং ১৪২) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তার থেকে বাইহাক্বী "আল-মাদখাল" গ্রন্থে (নং ১৫২), দাইলামী (৪/৭৫) ও ইবনু আসাকির (৭/৩১৫/২) সুলায়মান ইবনু আবী কারীমা সূত্রে যুওয়াইবির হতে, আর তিনি যহ্হাক হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি অত্যন্ত দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (২/১/১৩৮) সুলায়মান ইবনু আবী কারীমা সম্পর্কে বলেছেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

যুওয়াইবির ইবনু সা'ঈদ আল-আযদী মাতরূক, যেমনভাবে দারাকুতনী, নাসাঈ ও অন্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন। ইবনুল মাদীনী তাকে নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর যহ্হাক; তিনি হচ্ছেন ইবনু মাজাহিম আল-হিলালী। ইবনু আব্বাস (ﷺ)-র সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

বাস্তব কথা হচ্ছে এ যে, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে যুওয়াইবির-এর কারণে খুবই দুর্বল। যেমনভাবে সাখাবী "আল-মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে বলেছেন। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এটি বানোয়াট।

সুয়ূতী বলেন যে, হাদীসটির মধ্যে কিছু ফায়েদাহ রয়েছে। কথা হচ্ছে যেটি হাদীস হিসাবে সাব্যস্তই হচ্ছে না সেটিতে ফায়েদা খুঁজার যৌক্তিকতা কোথায়?

٦٠. (سَأَلْتُ رَبِّيْ فِيْمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ أَصْحَابِيْ مِنْ بَعْدِيْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ ، بَعْضُهَا أَضْوَأُ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ ؛ فَهُوَ عِنْدِيْ عَلَى هُدًى).

৬০। আমার মৃত্যুর পরে যে বিষয়ে আমার সাথীগণ মতভেদ করেছে, সে বিষয়ে আমি আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাই তিনি আমাকে অহী মারফত জানিয়েছেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার সাথীগণ আমার নিকট আসমানের নক্ষত্রতুল্য। যাদের কতকজন অন্যজনের চেয়ে অতি উত্তম। অতএব যে ব্যক্তি তাদের মতভেদকৃত বস্তু থেকে কিছু গ্রহণ করেছে সে আমার নিকট সঠিক পথের উপরেই রয়েছে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু বাত্তা "আল-ইবানাহ্" গ্রন্থে (৪/১১/২) এবং আল-খাতীবও বর্ণনা করেছেন। এছাড়া নিযামুল মুলক "আল-'আমালী" গ্রন্থে (১৩/২), দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১৯০), যিয়া "আল-মুনতাকা" গ্রন্থে (২/১১৬) ও ইবনু আসাকির (৬/৩০৩/১) নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ সূত্রে আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-'আমী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদটি বানোয়াট। কারণ নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি বহু ভুল করতেন।

আর আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-'আমী; মিথ্যুক। তার সম্পর্কে ৫৬ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

"জামে'উস সাগীর" গ্রন্থের ভাষ্যকার মানাবী বলেন ঃ

ইবনুল জাওযী "আল-ইলাল" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। কারণ নু'য়াইম দোষণীয় ব্যক্তি আর আব্দুর রহীম সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল।

٦١. (إِنَّمَا أَصْحَابِيْ مِثْلُ النُّجُوْمِ، فَأَيُّهُمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ؛ اهْتَدَيْتُمْ).

৬১। অবশ্যই আমার সাথীগণ নক্ষত্রতুল্য। অতএব তোমরা তাদের যে কারো কথা গ্রহণ করলে সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আব্দিল বার মু'য়াল্লাক্ব হিসাবে (২/৯০) বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে ইবনু হাযম মারফূ' হিসাবে আবূ শিহাব হান্নাত সূত্রে হামযা যাযারী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া আব্দু ইবনে হুমায়েদ "আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ" (১/৮৬) গ্রন্থে, এবং ইবনু বাত্তা "আল-ইবানাহ্" গ্রন্থে (৪/১১/২) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আব্দিল বার বলেছেন ঃ ''هَذَا إِسْنَادٌ لاَ يَصِحُّ، وَلاَ يَرْوِيْهِ عَنْ نَافِعٍ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ''. 'এ সনদটি সহীহ নয়, হাদীসটি নাফে' হতে এমন কেউ বর্ণনা করেননি যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হামযা হচ্ছে আবূ হামযার ছেলে; দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

ইবনু আদী বলেন ঃ ''عامة مروياته موضوعة'' তার অধিকাংশ বর্ণনা জাল [বানোয়াট]।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ ''يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوْعَاتِ، حَتَّى كَأَنَّهُ الْمُتَعَمِّدُ لَهَا، وَلاَ تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ''. 'তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে জাল (বানোয়াট) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন। সুতরাং তার থেকে হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার জাল হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর একটি হচ্ছে এটি।

ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে ৬/৮৩) বলেন ঃ

এটিই স্পষ্ট হয়েছে যে, এ বর্ণনাটি আসলে সাব্যস্ত হয়নি। বরং বর্ণনাটি যে মিথ্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আল্লাহ তাঁর নাবী (ﷺ)-এর গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেনঃ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى} অর্থঃ "আর তিনি মনোবৃত্তি হতে কিছু বলেন না। তাঁর উক্তি অহী ছাড়া অন্য কিছু নয়।" (সূরা নাজমঃ ৩-৪)

যখন নাবী (ﷺ)-এর সকল কথা শরীয়তের মধ্যে সত্য এবং তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, তখন তিনি যা বলেন তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট হতেই বলেন। আর আল্লাহর নিকট হতে যা আসে তাতে মতভেদ থাকতে পারে না, তাঁর এ বাণীর কারণে।

{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا}

অর্থঃ "আর যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হতো, তাহলে তারা তাতে বহু মতভেদ পেত।" (সূরা নিসাঃ ৮২)

আল্লাহ তা'আলা মতভেদ ও দ্বন্দ্ব করতে নিষেধ করেছেন, তাঁর এ বাণী দ্বারা ঃ {ولا تنازعوا} "আর তোমরা আপোষে বিবাদ করো না।" আনফালঃ ৪৬।

অতএব এটি অসম্ভবমূলক কথা যে রসূল (ﷺ) তার সাহাবীগণের প্রত্যেকটি কথার অনুসরণ করার নির্দেশ দিবেন, অথচ তাদের মধ্য হতে কেউ কোন বস্তুকে হালাল বলেছেন আবার অন্যজন সেটিকে হারাম বলেছেন।

ইবনু হায্ম এ বিষয়ে আরো বলেছেন ঃ সাহাবীগণের মধ্য হতে এমন মতামতও আছে যে, রসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তারা তাতে ভুল করেছেন সুন্নাত বিরোধী হওয়ার কারণে। অতঃপর (৬/৮৬) বলেছেন ঃ কীভাবে সম্ভব তাদের অন্ধ অনুসরণ করা যারা ভুল করেছেন, আবার সঠিকও করেছেন?

ইবনু হায্ম মতভেদ নিন্দনীয় অধ্যায়ে (৫/৬৪) আরো বলেন ঃ

আমাদের উপর ফরয হচ্ছে আল্লাহর নিকট হতে কুরআনের মধ্যে যা এসেছে ইসলাম ধর্মের শারী'য়াত হিসাবে তার অনুসরণ করা এবং নাবী (ﷺ) হতে সহীহ বর্ণনায় যা এসেছে তার অনুসরণ করা। কারণ সেগুলোও আল্লাহর নির্দেশ হিসাবে তাঁর নিকট ধর্মের ব্যাখ্যায় এসেছে। অতএব মতভেদ কখনও রহমত হতে পারে না, আবার তা গ্রহণীয় হতে পারে না।

মোটকথা হাদীসটি মিথ্যা, বানোয়াট, বাতিল, কখনও সহীহ নয়, যেমনটি ইবনু হায্ম বলেছেন।

٦٢. (أَهْلُ بَيْتِيْ كَالنُّجُوْمِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ).

৬২। আমার পরিবারের সদস্যগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের যে কোন জনের অনুসরণ করলে সঠিক পথ লাভ করবে।

হাদীসটি জাল।

এটি মিথ্যুক আহমাদ ইবনু নুবায়েতের কপিতে রয়েছে। আমি অবহিত হয়েছি যে, এ বর্ণনাটি আবূ নু'য়াইম আসবাহানীর। তার সনদে আহমাদ ইবনু কাসিম আল-মিসরী আল-লোকাঈ এবং আহমাদ ইবনু ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আল-আশযা'ঈ রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ আহমাদ উক্ত কপিতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

যাহাবী এ কপি সম্পর্কে বলেন ঃ ''فِيْهَا بَلَايَا! وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ'' 'তাতে বহু সমস্যা রয়েছে! আহমাদ ইবনু ইসহাক দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয়, কারণ তিনি একজন মিথ্যুক।'

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে যাহাবীর কথাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আহমাদ ইবনু ইসহাক হতে বর্ণনাকারী অপর ব্যক্তি আহমাদ ইবনু কাসেম লোকাঈ দুর্বল।

ইবনু আররাক হাদীসটি সুয়ূতীর "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থের (পৃঃ ২০১) অনুসরণ করে "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২/৪১৯) উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া শাওকানীও "ফাওয়াইদুল মাযমূ'য়াহ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৪) উল্লেখ করেছেন।

٦٣. (إِنَّ الْبَرَدَ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلاَ بِشَرَابٍ).

৬৩। শীলা খাদ্যও না আবার পানিয় দ্রব্যও না।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি তাহাবী "মুশকিলুল আসার" গ্রন্থে (২/৩৪৭), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (কাফ ২/১৯১), সিলাফী "আত-তায়ূরিয়াত" গ্রন্থে (৭/১-২) ও ইবনু আসাকির (৬/৩১৩/২) 'আলী ইবনু যায়েদ ইবনু যাদ'আন সূত্রে আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল, কারণ 'আলী ইবনু যায়েদ ইবনে যাদ'আন দুর্বল; যেরূপভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

শু'বা ইবনু হাজ্জাজ বলেন ঃ আমাদেরকে হাদীসটি 'আলী ইবনু যায়েদ ইবনে যাদ'আন বর্ণনা করেছেন। তিনি মওকূফকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনাকারী।

অর্থাৎ ঃ তিনি ভুল করতেন, মওকূফ হাদীসকে মারফূ' করে ফেলতেন এটিই হচ্ছে এ হাদীসটির সমস্যা। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এটিকে আনাস (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এখানে মওকূফকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করাটাই হচ্ছে মুনকার।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/২৭৯) ও ইবনু আসাকির (৬/৩১৩/২) শু'বা সূত্রে ...আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন ঃ একদা শীলা বৃষ্টি হল, তখন আবূ তালহা সওম অবস্থায় ছিলেন। তিনি তা থেকে খাওয়া শুরু করলেন। তাকে বলা হল ঃ আপনি সওম অবস্থায় শীলা খাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এটিতো বরকত স্বরূপ।

শাইখায়নের শর্তানুযায়ী এটির সনদ সহীহ। ইবনু হায্ম "আল-ইহকাম" গ্রন্থে (৬/৮৩) সহীহ বলেছেন।

তাহাবীও অন্য দু'টি সূত্রে আনাস (ﷺ) হতেই বর্ণনা করেছেন।

ইবনু বায্যারও মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ এটি সা'ঈদ ইবনু মুসায়্যাব-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি তা অপছন্দ করেন এবং বলেন যে, এটি তৃষ্ণাকে দূর করে।

সুয়ূতী হাদীসটি "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ১১৬) দাইলামীর সূত্রে উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, এটি মাওযূ' হাদীস।

কিন্তু ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (১/১৫৯) তার বিরোধিতা করে বুঝিয়েছেন যে, এটি মাওযূ' নয়, তবে এটি দুর্বল। কারণ ইবনু হাজার বলেছেন যে, এটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটি মওকূফ হিসাবে সহীহ্ হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি ছিল আবূ তালহার অভিমত। অন্যরা তার এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তার এ মতের সাথে কেউ ঐক্যমতও পোষণ করেননি।

٦٤. (نِعْمَ اَوْ نِعْمَتِ الْاُضْحِيَةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ).

৬৪। মেষ শাবক (যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে) কতই না উত্তম কুরবানী।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/৩৫৫), বাইহাকী (৯/২৭১) ও ইমাম আহমাদ (২/৪৪৪,৪৪৫) উসমান ইবনু ওয়াকিদ সূত্রে কিদাম ইবনু আব্দির রহমান হতে আর তিনি আবূ কাব্বাশ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ ''حديث غريب'' হাদীসটি গারীব। একথা দ্বারা বুঝিয়েছেন এটি দুর্বল।

এ জন্য হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারীর" মধ্যে (১০/ ১২) বলেছেন ঃ ''وَفِيْ سَنَدِهِ ضُعْفٌ'' 'এটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।'

ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে (৭/৩৬৫) বলেন ঃ উসমান ইবনু ওয়াকিদ মাজহূল আর কিদাম ইবনু আব্দির রহমান জানি না সে কে।

আবূ কাব্বাশ সম্পর্কে যা বলেছেন তা যেন ইঙ্গিত করছে যে, তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে অপবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি। কিন্তু তিনি কিদামের ন্যায় একজন মাজহূল, যেরূপভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন।

উসমান ইবনু ওয়াকিদ; অপরিচিত নয়। কারণ তাকে ইবনু মা'ঈন ও অন্যরা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যদিও আবূ দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন।

হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার সনদে ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম আল-হুনায়নী রয়েছেন। বাইহাকী তার সম্পর্কে বলেন ঃ ''تفرد به، وفي حديثه ضعف'' 'তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইসহাক আল-হুনায়নী দুর্বল এ বিষয়ে সকলে একমত। উকায়লী তাকে "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর তার একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটির কোন ভিত্তি নেই।

অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ''يروي عن زياد بن ميمون -وكان يكذب -عن أنس'' 'তিনি যিয়াদ ইবনু মায়মূন হতে আনাস (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে মিথ্যা বর্ণনা করতেন।'

ইবনুত তুরকুমানী বাইহাক্বীর উপরোক্ত কথার সমালোচনা করে বলেন ঃ

হাদীসটি হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে উল্লেখিত ইসহাক সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটির সনদ সহীহ!

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ শাস্ত্রের প্রত্যেক বিজ্ঞজন জ্ঞাত আছেন যে, সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে হাকিম শিথিলতা প্রদর্শনকারী। এ জন্য তার দিকে কেউ দৃষ্টি দেন না। বিশেষ করে যখন তিনি অন্যদের বিপরীতে বলেছেন। এ কারণেই যাহাবী তার এ সহীহ্ বলাকে "তালখীস" গ্রন্থে সমর্থন করেননি, বরং বলেছেন (৪/২২৩) ঃ

ইসহাক ধবংসপ্রাপ্ত আর হিশাম নির্ভরযোগ্য নন।

ইবনুত তুরকুমানী সম্ভবত হানাফী হওয়ার কারণে হাদীসটি সহীহ্ বলার চেষ্টা চালিছেন। এটি এ ধরনের আলেমের ক্ষেত্রে বড় দোষ।

٦٥. (يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَةً).

৬৫। মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী দেয়া জায়েয।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২/২৭৫), বাইহক্বী ও ইমাম আহমাদ (৬/৩৩৮) উম্মু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া সূত্রে তার মা হতে, তার মা উম্মু বিলাল বিনতে হিলাল হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল উম্মু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া মাজহূল হওয়ার কারণে, যেমনভাবে ইবনু হাযম (৭/৩৬৫) বলেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ উম্মু বিলাল বিনতে হিলালও মাজহূলা। রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারটি জানা যায় না।

সিন্দী বলেন, দামায়রী বলেছেন ঃ ইবনু হায্ম প্রথমটিতে ঠিক করেছেন দ্বিতীয়টিতে ঠিক করেননি। কারণ উম্মে বিলালকে ইবনু মান্দা, আবূ নু'য়াইম ও ইবনু আব্দিল বার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার পরেও যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তাকে চেনা যায় না। অথচ আযালী তাকে নির্ভরশীল বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সম্পর্কে ইবনু হাযম যা বলেছেন সেটিই সঠিক। কারণ তাকে একমাত্র এ হাদীসেই চেনা যায়। নাবী (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারটি স্পষ্ট নয়। যেমনটি জানা যায় তার সনদে অজ্ঞতাও রয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, হাদীসটির মধ্যে দুর্বলতা সাব্যস্ত হওয়ার পরেও "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে ইমাম যায়লা'ঈ (৪/২১৭,২১৮) চুপ থেকেছেন!

এ অধ্যায়ে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো ইবনু হায্‌ম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে (৭/৩৬৪-৩৬৫) উল্লেখ করেছেন এবং সবগুলোকেই দুর্বল বলেছেন।

উকবা ইবনু 'আমের-এর হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসকে তার দুর্বল বলার সিদ্ধান্তটি সঠিক। উকবার হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ''ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ'' 'আমরা রসূল (ﷺ)-এর সাথে মেষ শাবক যবেহ করেছি'।

হাদীসটি নাসাঈ (২/২০৪) ও বাইহাকী (৯/২৭০) বর্ণনা করেছেন। তাদের সনদটি ভাল।

উকবার ক্ষেত্রে মেষ শাবক কুরবানী দেয়ার বিষয়টি তার জন্যই খাস ছিল, এ মর্মে হাদীসে বিবরণ এসেছে বা ওযরের কারণে ছিল। যেমন মুসিন্নার (যে ছাগল দু'বছর পার হয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে) দুষ্প্রাপ্যতা বা মূল্য বেশী হওয়ার কারণে। এটিই সঠিকের নিকটবর্তী। আসিম ইবনু কুলাঈব কর্তৃক তার পিতা হতে বর্ণনাকৃত হাদীসের কারণে। তার পিতা বলেন ঃ

''كُنَّا نُؤْمَرُ عَلَيْنَا فِي الْمَغَازِيْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، كُنَّا بِفَارِسٍ، فَغَلَتْ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ الْمُسَانُّ، فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ، فَقَامَ فِيْنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَقَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ ﷺ، فَأَصَبْنَا مِثْلَ هَذَا الْيَوْمِ، فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ''إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّيْ مِمَّا يُوَفِّي الثَّنِيُّ''.

"আমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীগণ কর্তৃক যুদ্ধের মধ্যে আদেষ্টিত হয়েছিলাম। আমরা ছিলাম অশ্বারোহী। কুরবানীর দিন মুসিন্নাগুলোর দাম বেড়ে গেলে, একটি মুসিন্নাহ দু'টি/তিনটি মেষ শাবক-এর বিপরীতে গ্রহণ করতাম। আমাদের মধ্য হতে মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেনঃ আমরা রসূল (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। আজকের দিনের ন্যায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম, তখন আমরা একটি মুসিন্নাহ দু'টি/তিনটি মেষ শাবকের পরিবর্তে গ্রহণ করতাম। রসূল (ﷺ) বললেন ঃ মুসিন্নাহ যাতে যথেষ্ট হয় মেষ শাবকও তাতে যথেষ্ট হবে।

হাদীসটি নাসাঈ, হাকিম (৪/২২৬) ও ইমাম আহমাদ বর্ণণা করেছেন। হাকিম বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ্। হাদীসটি তেমনই যেমনটি হাকিম বলেছেন।

ইবনু হায্‌ম বলেন (৭/২৬৭) ঃ হাদীসটি অত্যন্ত সহীহ্।

হাদীসটি আবূ দাউদ (২/৩), ইবনু মাজাহ্ (২/২৭৫) ও বাইহাক্বী (৯/২৭০) সংক্ষিপ্তাকারে মুশাজে' ইবনু মাস'উদ আস-সুলামী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, মেষ শাবক কুরবানী দেয়া যাবে তখনই যখন মুসিন্নার দাম বেড়ে যাবে এবং তা দুস্প্রাপ্য হবে।

এ ব্যাখ্যাকে জাবির (ﷺ)-এর নিম্নের হাদীসটি সমর্থন করছে ঃ

''لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن''

"তোমরা মুসিন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু যবেহ কর না, তবে তোমাদের জন্য যদি তা দুস্প্রাপ্য হয়ে যায় তাহলে তোমরা মেষ শাবক যবেহ কর।"

হাদীসটি মুসলিম (৬/৭২) ও আবূ দাউদ (২/৩) (৩/৩১২,৩২৭) বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারীর" মধ্যে বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ্।

জাবির হতে বর্ণিত হাদীসটি আসলে সহীহ নয়। কারণ আবূ যুবায়ের যখন জাবির হতে বা অন্যদের থেকে ''عن عن'' আন আন শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার হাদীসটি যদি লাইস ইবনু সা'দ কর্তৃক তার থেকে বর্ণিত না হয়, তাহলে আবূ যুবায়ের-এর শ্রবণ জাবির হতে সাব্যস্ত হয় না। এ হাদীসটিতে এদু'টোই বিদ্যমান। এ কারণে হাদীসটি দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জাবির হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত না হয় অথবা সাক্ষীমূলক হাদীস না মিলে যা তার হাদীসকে শক্তি যোগাবে।

আমি (আলবানী) প্রথমে মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী করা যাবে না এ মতকে সমর্থন করেছি। কিন্তু এখন তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এবং উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেছি তাও প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। বিশেষ করে মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী করা যাবে এ মতকে সমর্থন করছি এবং শেষবধি বলছি যে, উম্মে হিলাল সূত্রে বর্ণিত হাদীস যদিও সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয় তবুও সেটি অর্থের দিক দিয়ে সহীহ্। যার সাক্ষী দিচ্ছে উকবা এবং মুশাজে'র হাদীস।

তবে যদি ছাগল ছানা হয় তাহলে তার দ্বারা কুরবানী করা যাবে না। কারণ বারা (ﷺ)-এর হাদীসে এসেছে; তিনি বলেন ঃ

''ضَحَّى خَالِيْ أَبُوْبُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ عِنْدِيْ جَذْعَةً مِنَ الْمَعِزِ، فَقَالَ: ضَحِّ بِهَا، وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ''.

وَفِيْ رِوَايَةٍ ''اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ''.

وَفِيْ أُخْرَى: ''وَلاَ تَجْزِيُ جَذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ''.

আমার খালু আবূ বুরদা সলাতের (কুরবানীর সলাতের) পূর্বেই কুরবানী করেছিলেন, ফলে রসূল (ﷺ) বললেন ঃ "সেটি গোশতের ছাগল"। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকটে একটি ছাগল ছানা রয়েছে। রসূল (ﷺ)

বললেন ঃ "সেটিই কুরবানী কর, তবে তা তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হবে না।"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ

"তাই যবেহ কর, তবে তোমার পরে আর কারো পক্ষ হতে তা যথেষ্ট হবে না।"

অপর এক বর্ণনায় এসেছে ঃ

ছাগল ছানা তোমার পরে আর কারো পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে না।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৬/৭৪-৭৬) এবং বুখারী তার ন্যায়।

ফায়েদাঃ ''المسنة'' 'মুসিন্না 'দ্বারা বুঝানো হচ্ছে দুই বা তারও বেশী নতুন দাঁতধারী উট, গরু ও ছাগলকে। গরু ও ছাগলের মধ্যে যেটির বয়স দু' বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে আর উটের ক্ষেত্রে যেটি সবে মাত্র ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করেছে সেটিকে।

আর ''الجذع من الضأن'' মেষ শাবক (ভেড়ার বাচ্চা) বলতে বুঝানো হচ্ছে যেটির বয়স আরবী ভাষাবিদ ও জামহূরে আহলে ইলমের প্রসিদ্ধ মতানুসারে এক বছর পূর্ণ হয়েছে সেটিকে।

(মোটকথাঃ ছাগলের এক বছরের বাচ্চা দিয়ে কুরবানী বিশুদ্ধ হবে না, তবে এক বছরের ভেড়া দিয়ে কুরবানী করা যাবে)।

٦٦. (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ).

৬৬। যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয সাখাবী "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৮) বলেন ঃ

আবূ মুযাফ্ফার ইবনুস সাম'য়ানী বলেন ঃ মারফূ' হিসাবে এটিকে জানা যায় না। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মু'য়ায আর-রাযীর ভাষ্য হিসাবে বলা হয়ে থাকে। ইমাম নাবাবী বলেছেন ঃ এটি সাব্যস্ত হয়নি।

সুয়ূতী হাদীসটি "যায়লুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ২০৩) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নাবাবীর কথাটি উল্লেখ করে তাকে সমর্থন করেছেন। তিনি তার "আল-কাওলিল আশবাহ্" গ্রন্থে (২/৩৫১) বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ নয়।

শাইখ আল-কারী তার "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ৮৩) ইবনু তাইমিয়্যা হতে নকল করে বলেছেন ঃ হাদীসটি বানোয়াট।

ফিরোযাবাদী বলেন ঃ যদিও অধিকাংশ লোক এটিকে নাবী (ﷺ)-এর হাদীস বলে চালাচ্ছেন, তবুও এটি নাবী (ﷺ)-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর ভিত্তিই সহীহ নয়। এটি ইসরাইলীদের বর্ণনায় বর্ণিত একটি কথা।

মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের উপর উল্লেখিত হুকুম লাগালেও পরবর্তী হানাফী ফাকীহ্গণের মধ্য হতে জনৈক ফাকীহ্ এটির ব্যাখ্যায় পুস্তক রচনা করেছেন, অথচ হাদীসটির কোন অস্তিত্বই নেই।

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে এ ঘটনা প্রমাণ করছে যে, ঐসব ফাকীহ্গণ-মুহাদ্দিসগণ সুন্নাতের খিদমাতে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা হতে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেননি। এ জন্য তাদের গ্রন্থসমূহে দুর্বল এবং জাল হাদীসের সমারোহের আধিক্যতা দেখা যায়।

٦٧. (مَنْ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِـــ (أَلَمْ نَشْرَحْ)، وَ(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ)؛ لَمْ يَرْمَدْ).

৬৭। যে ব্যক্তি ফজরের সলাতে সূরা "আলাম নাশরাহ্" এবং সূরা "আলাম তারা কাইফা" পাঠ করবে; সে চোখে ঝাপসা দেখবে না।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে (পৃঃ২০০) বলেছেনঃ

এটির কোন ভিত্তি নেই। চাই ফজর দ্বারা সকালের সুন্নাত অথবা সকালের ফরয সলাত ধরা হোক না কেন। উভয়টিতে কিরায়াত পাঠের সুন্নাত এটির বিপরীতে হওয়ার কারণে।

তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, ফজরের সুন্নাত সলাতে সুন্নাত হচ্ছে (প্রথম রাক'আতে) কুল ইয়া-আইউহাল কাফিরুন আর (দ্বিতীয় রাক'আতে) কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করা। আর ফজরের ফরয সলাতে ষাট বা ততোধিক আয়াত পাঠ করা।

অতএব হাদীসটি সঠিক নয়।

٦٨. (قِرَاءَةُ سُوْرَةِ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) عَقِبَ الْوُضُوْءِ).

৬৮। ওযুর পরে "ইন্না আনযালনাহু" সূরা পাঠ করতে হয়।

হাদীটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনটি সাখাবী বলেছেন।

তিনি বলেন ঃ আমি এটি দেখি হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূল লাইস-এর "আল-মুকাদ্দিমা" গ্রন্থে। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাতে (মুকাদ্দিমাতে) এটির প্রবেশ ঘটেছে। এটি সহীহ্ সুন্নাতকে বিতাড়িত করে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কারণ ওযূর পরের সুন্নাত হচ্ছে, এ দু'আ পাঠ করাঃ

''أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ''.

এটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, তবে বাক্যগুলো তিরমিযীর।

অথবা বলবে ঃ ''سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ'' এটি হাকিম ও অন্যরা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ (আলোচ্য) হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। এ কথাতে সন্দেহ হতে পারে যে, এর কোন সনদ নেই। আসলে তা নয়, সনদ আছে তবে তা সঠিক নয়, যা ১৪৪৯ নং হাদীসে আসবে।

٦٩. (مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ).

৬৯। গর্দান মাসাহ করা নিরাপত্তা বিধান করে বন্দি হওয়া থেকে।

হাদীসটি জাল।

ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব" গ্রন্থে বলেনঃ ''هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم'' 'এটি জাল, নাবী (ﷺ)-এর কথা নয়।'

সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ২০৩) ইমাম নাবাবীর উক্ত কথা বর্ণনা করে তা সমর্থন করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "তালখীসুল হাবীর" গ্রন্থে (১/৪৩৩) বলেন ঃ

এটি আবূ মুহাম্মাদ আল-যুওয়াইনী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ এটির সনদে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। গাযালীও "আল-ওয়াসীত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনুস সালাহ্ তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এ হাদীসটি নাবী (ﷺ) হতে জানা যায়নি। এটি সালাফদের কোন ব্যক্তির কথা।

হাফিয আরো বলেন ঃ হতে পারে এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই হাদীসটিকে যেটি "কিতাবুত তাহূর"-এর মধ্যে আবূ ওবায়েদ মাস'উদী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এটি মওকূফ।

তথাপিও গৃহীত হত যদি সূত্রে মাস'উদী না থাকত। কারণ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার হাদীস যদি মারফূ'ও হয় তাহলে গৃহীত হয় না। অতএব মওকূফ হলে কীভাবে গৃহীত হবে?

হাফিয ইবনু হাজার (১/৪৩৪-৪৩৫) বলেন ঃ আবূ নু'য়াইম "তারীখু আসবাহান" গ্রন্থে ও রূইয়ানী "আল-বাহার" গ্রন্থে পৃথক পৃথক সনদে একই ভাবার্থে আলাদা আলাদা ভাষায় ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর উদ্ধৃতিতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিন্তু "আল-বাহারে" বর্ণিত হাদীসটির সনদে ইবনু ফারেস এবং ফুলাইহ ইবনু সুলায়মান রয়েছেন। তারা উভয়েই সমস্যার স্থল। তাতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

"তারীখু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১১৫) উল্লেখিত ইবনু উমারের (رضي الله عنه) হাদীসটিকে শাইখ 'আলী আল-কারী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ৭৩) দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর কারণ তার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র আল-আনসারী রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন আবূ সাহাল আল-বাসরী। সকলে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ তাকে নিতান্তই দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি হাসান হতে ধ্বংসাত্মক বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম-এর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদও দুর্বল। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ দারাকুতনী তার থেকে বর্ণনা করে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ ধরনের হাদীসকে মুনকার হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ হাদীসটি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত ওযূর পদ্ধতি বর্ণনাকারী সকল সহীহ হাদীস বিরোধী। কেননা সেগুলোর কোনটিতেই গর্দান মাসাহ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

হ্যাঁ একটিতে বলা হয়েছে; যেটি বর্ণিত হয়েছে তালহা ইবনু মুসাররাফ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে গর্দান পর্যন্ত মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে। হাদীসটি আবূ দাঊদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে ইবনু ওয়াইনা হাদীসটি অস্বীকার করতেন। সেটিই হক, কারণ এটির সনদে তিনটি সমস্যা একত্রিত হয়েছে। একেকটিই তার দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ জন্য নাবাবী, ইবনু তাইমিয়্যা, আসকালানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এটিকে আমি য'ঈফু সুনানে আবী দাঊদ গ্রন্থে ১৫ নং হাদীসে বর্ণনা করেছি।

٧٠. (مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْزًا حَتَّى يُشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يَرْوِيَهُ؛ بَعَّدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ، بُعْدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ).

৭০। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রুটি খাওয়াবে। তৃষ্ণা না মিটা পর্যন্ত পানি পান করাবে। তাকে আল্লাহ্ সাত খন্দক সমপরিমাণ জাহান্নাম হতে দূরে সরিয়ে দিবেন। দু' খন্দকের মধ্যের দূরত্ব হবে পাঁচশত বছরের চলার পথের সমপরিমাণ।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি দুলাবী "আল-কুনা" গ্রন্থে (১/১১৭), ইয়াকূব আল-ফুসাবী "আত-তারীখ" গ্রন্থে (২/৫২৭), ইবনু আবী হাকাম "ফতূহে মিসর" গ্রন্থে (পৃ:২৫৪), হাকিম (৪/১২৯), তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (১/৯৫/১) ও ইবনু আসাকির (৬/১১৫/২) ইদরীস ইবনু ইয়াহ্ইয়া খাওলানী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদে রাজা ইবনু আবী আতা নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন।

হাকিম হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ সহীহ! আর তার সাথে সুর মিলিয়েছেন হাফিয যাহাবী!

এটি তাদের দু'জনের মারাত্মক ভুল। কারণ এ রাজাকে কেউ নির্ভরশীল বলেননি, বরং তিনি একজন মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি।

শুনুন স্বয়ং হাকিম নিজে তার সম্পর্কে কি বলেছেন, যাহাবী নিজেই যা "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

নিজে তাকে কিঞ্চিৎ ভাল বলার পর বলেছেন, হাকিম বলেন ঃ তিনি মিসরী-জাল হাদীসের স্রোতা।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি জাল হাদীস বর্ণনাকারী। অতঃপর এ হাদীসটি মিসরীদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/১৭২) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৮৭) তা সমর্থন করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীসটি ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ এটি জাল। হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ সহীহ্। আবার তিনি নিজেই তার বর্ণনাকারী (রাজা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ তিনি জালের স্রোতা।

মোটকথা হাদীসটি জাল (বানোয়াট) এটিই সঠিক।

٧١. (التَّكْبِيْرُ جَزْمٌ).

৭১। তাকবীর হচ্ছে পৃথক পৃথক ভাবে। (অর্থাৎ আযানের তাকবীর)।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এমনই বলেছেন হাফিয ইবনু হাজার, সাখাবী ও সুয়ূতী। তবে সুয়ূতী এটিকে ইব্রাহীম নাখ'ঈর কথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ তাকবীর দ্বারা বুঝিয়েছেন সলাতের তাকবীর। আযানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, যেমনভাবে কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেছেন। মিসরের একদল লোক এ হাদীসের উপর 'আমল করে পৃথক পৃথক ভাবে আযান দিয়ে থাকেন। যদিও এ পদ্ধতিতে আযান দেয়ার কোন ভিত্তি সুন্নাতের মধ্যে নেই। কারণ আযানে দু' তাকবীরকে একসাথে জোড়া জোড়া করে বলার ব্যাপারে সহীহ্ সুন্নাতে প্রকাশ্য ইঙ্গিত এসেছে। যা সহীহ্ মুসলিমে উমার (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٧٢. (أَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ).

৭২। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, অতঃপর আমার শিষ্টাচারে সুন্দর রূপ দান করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল। ইবনু তাইমিয়্যা "মাজমূ'আতুর রাসায়েলিল্ কুবরা" গ্রন্থে (২/৩৩৬) বলেন ঃ হাদীসটির অর্থ সহীহ্, কিন্তু তার সনদ সম্পর্কে জানা যায় না।

সাখাবী ও সুয়ূতী তাঁর একথাকে সমর্থন করে শক্তিশালী করেছেন। দেখুন "কাশফুল খাফা" (১/৭০)।

٧٣. (مَسَحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أَنْمِلَتَيْ السَّبَابَتَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ ... إلخ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتُهُ صلى الله عليه وسلم).

৭৩। যে ব্যক্তি তর্জুনী অংগুলি দু'টোর ভিতরের অংশ দ্বারা মুয়াযযিন কর্তৃক আশ-হাদু-আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ ...বলার সময় দু' চোখ মাসাহ করবে; তার জন্য রসূল (ﷺ)-এর সুপারিশ অপরিহার্য হয়ে যাবে।

হাদীসটি সহীহ নয়।

হাদীসটি দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আবূ বাক্র (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু তাহির "আত-তাযকীরাহ্" গ্রন্থে বলেন ঃ এটি সহীহ নয়।

শাওকানী "আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃ: ৯) অনুরূপ কথাই বলেছেন। সাখাবীও "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থের মধ্যে অনুরূপ বলেছেন।

٧٤. (عَظِّمُوْا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ).

৭৪। তোমরা মোটা-তাজা শক্তিশালী পশু দ্বারা কুরবানী কর; কারণ তা হবে পুল-সিরাতের উপর তোমাদের বাহন।

এ ভাষায় হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু সালাহ্ বলেন ঃ ''هَذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَعْرُوْفٍ وَلاَ ثَابِتٍ'' এ হাদীসটি পরিচিতও না এবং সাব্যস্তও হয়নি।

হাদীসটি ইসমাঈল আল-আজলূনী "আল-কাশফ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার পূর্বে ইবনুল মুলাক্কিন "আল-খুলাসা" গ্রন্থে (১৬৪/২) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। এটি সম্পর্কে ২৬৮৭ নং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। ইনশাআল্লাহ।

٧٥. (عَجِّلُوْا بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْفَوْتِ، وَعَجِّلُوْا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ).

৭৫। সলাত ছুটে যাবার পূর্বেই দ্রুত তোমরা তা আদায় কর এবং মৃত্যু গ্রাস করার পূর্বেই দ্রুত তাওবাহ্ কর।

হাদীসটি জাল।

তবে তার অর্থটি সঠিক। সাগানী "আল-আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃ: ৪-৫) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٧٦. (النَّاسُ كُلُّهُمْ مَوْتَى؛ إِلاَّ العَالِمُوْنَ، وَالعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكَى؛ إِلاَّ العَامِلُوْنَ، وَالعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ غَرْقَى؛ إِلاَّ المُخْلِصُوْنَ وَالمُخْلِصُوْنَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ).

৭৬। আলেমগণ ব্যতীত সব মানুষ মৃত, 'আমলকারীগণ ব্যতীত সব আলেম ধ্বংসপ্রাপ্ত, মুখলেসগণ ব্যতীত সব 'আমলকারী ডুবে রয়েছে। আর মুখলেসগণ মহা বিপদে নিপতিত।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি সাগানী "আল-আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৫) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ এটি একটি মিথ্যারোপ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সূফীদের কথার সাথে এটির সাদৃশ্যতা রয়েছে।

٧٧. (لاَ مَهْدِيَّ إِلاَّ عِيْسَى).

৭৭। একমাত্র ঈসা (আঃ)-ই হচ্ছেন মাহদী।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/৪৯৫), হাকিম (৪/৪৪১), ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১৪৪৭), ইবনু আব্দিল বার "জামে'উল ইলম" গ্রন্থে (১/১৫৫), আবূ আম্র আদ্দানী "আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল ফিতান" গ্রন্থে, সিলাফী "আত-তায়ূরিয়াত" গ্রন্থে (৬২/১) এবং খাতীব বাগদাদী (৪/২২১) মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ জানাদী সূত্রে আবান ইবনু সালেহ হতে, তিনি হাসান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ তিনটি কারণে দুর্বল ঃ

১। হাসান বাসরী কর্তৃক আন্ আন্ ''عن عن'' শব্দ দ্বারা বর্ণনাকৃত। কারণ তিনি কখনও কখনও তার শাইখের নাম গোপন করতেন (তাদলীস করতেন)।

২। সনদে বর্ণিত মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ আল-জানাদী মাজহূল; যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

৩। হাদীসটির সনদে বিভিন্নতা।

বাইহাক্বী বলেন ঃ হাসান বাসরী সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে হাদীসটি মুনকাতি'।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ ''إنه خبر منكر'' 'এ হাদীসটি মুনকার।' তিনি এটিকে মুরসালও বলেছেন।

সাগানী বলেন ঃ হাদীসটি জাল; যেমনভাবে শাওকানীর "আল-আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৫) এসেছে।

সুয়ূতী "আল-ওরফুল ওয়ারদী ফী আখবারিল মাহদী" (২/২৭৪) গ্রন্থে কুরতুবীর উদ্ধৃতিতে বলেন, তিনি "তাযকিরা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটির সনদ দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারীর" মধ্যে (৬/৩৮৫) ইঙ্গিত দিয়েছেন এ হাদীসটি মারদূদ (পরিত্যাক্ত) মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিরোধী হওয়ার কারণে।

٧٨. (سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ).

৭৮। মু'মিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে আরোগ্য।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

শাইখ আহমাদ আল-গাযাযী আল-'আমেরী "আল-যাদ্দুল হাসীস" গ্রন্থে (১৬৮) বলেন ঃ ''ليس بحديث'' এটি কোন হাদীস নয়।

তার একথাকে শাইখ আজলূনী "কাশফুল খাফা" গ্রন্থে (১/৪৫৮) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ শাইখ 'আলী আল-কারী তার "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ৪৫) বলেছেন ঃ অর্থের দিক দিয়ে হাদীসটি সহীহ্। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসাবে "আল-আফরাদ" গ্রন্থে দারাকুতনীর নিম্নের বর্ণনার কারণেঃ

''مِنَ التَّوَاضُعِ أَن يَّشْرِبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيْهِ'' أيْ الْمُؤْمِنِ''.

'কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার মু'মিন ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে পানি পান করা বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত।'

কিন্তু ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর মারফূ' হাদীসটিও সহীহ নয়। তার বিবরণ একটু পরেই আসবে। যদি সহীহ্ হত তাহলেও এটি মূলহীন হাদীসের সাক্ষী [শাহেদ] হতে পারতো না। কীভাবে হবে? যাতে মু'মিনের উচ্ছিষ্ট আরোগ্য স্বরূপ একথাটি না স্পষ্টভাবে আছে আর না পরোক্ষভাবে আছে।

٧٩. (مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيْهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيْهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى؛ رُفِعَتْ لَهُ سَبْعُوْنَ دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَبْعُوْنَ خَطِيْئَةً، وَكُتِبَ لَهُ سَبْعُوْنَ دَرَجَةً).

৭৯। কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে পান করা নম্রতার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পান করবে, তার মর্যাদা সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং তার সত্তরটি গুনাহ (অপরাধ) মোচন করে দেয়া হবে এবং তার জন্য সত্তরটি মর্যাদা লিখা হবে।

হাদীসটি জাল।

ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৪০) দারাকুতনীর বর্ণনায় নূহ ইবনু মারইয়াম সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ

নূহ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি মাতরূক।

কিন্তু সুয়ূতী "আল-লাআলিল মাসনূ'য়াহ" গ্রন্থে (২/২৫৯) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

এটির মুতাবা'য়াত পাওয়া যায়। কিন্তু ইসমাঈলী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (২/১২৩) এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে ইব্‌রাহীম ইবনু আহমাদ আল-বালখী এবং হাসান ইবনু রাশীদ আল-মারওয়াযী নামক দুই বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাসান মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হাজার আসকালানীর "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে; উকায়লী বলেন ঃ তার হাদীসে সন্দেহ রয়েছে। তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন। অতঃপর ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর সেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যেটিকে ইবনু আবী হাতিম মুনকার বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ হাদীসটি বাতিল, তার কোন ভিত্তি নেই।

আবূ বাক্‌র আল-ইসমাঈলী বলেন ঃ ইব্‌রাহীম ইবনু আহমাদ আল-বালখী ও হাসান ইবনু রাশীদ আল-মারওয়াযী তারা উভয়েই মাজহূল [অপিরিচিত]।

অতএব, সুয়ূতীর পক্ষ হতে সমর্থন সূচক হাদীস রয়েছে এ দাবীকরণ সঠিক নয়। কারণ সেটিও সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ নূহ ছিলেন জ্ঞানীদের একজন। আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ফিকাহ জমা করার কারণে আল-জামে' নামে তার নামকরণ করা হয়। কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি। তার সম্পর্কে আবূ আলী নাইসাপূরী বলেন ঃ

''كان كذابا'' 'তিনি ছিলেন একজন মিথ্যুক।'

আবূ সা'ঈদ আন-নাক্কাশ বলেন ঃ তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তার সম্পর্কে হাকিম বলেন ঃ সত্যবাদিতা ব্যতীত তাকে সব কিছু দান করা হয়েছিল। আল্লাহর নিকট তার পদস্খলনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইবনু হিব্বানও অনুরূপ কথা বলেছেন।

হাফিয বুরহান উদ্দীন হালাবী "কাশফুল হাসীস" গ্রন্থে তাকে হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এছাড়া হাদীসটির আরো একটি সমস্যা আছে, তা হচ্ছে ইবনু যুরায়েজ কর্তৃক তাদলীস। তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মুদাল্লিস ছিলেন।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ কিছু কিছু জাল হাদীসকে ইবনু যুরায়েজ মুরসাল হিসাবে চালিয়ে দিতেন। তিনি কোথা হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন এ ব্যাপারে বে-পারওয়া ছিলেন। যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এমনটিই এসেছে।

দারাকুতনী বলেন ঃ ইবনু যুরায়েজের তাদলীস (শাইখকে গোপন করা) হতে বেঁচে থাকুন। কারণ তিনি জঘন্যতম তাদলীস করতেন। তিনি তাদলীস করতেন একমাত্র ঐ ব্যক্তি হতে যিনি দোষণীয়।

"আত-তাহযীব" গ্রন্থেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

٨٠. (المَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ عَمِّيْ).

৮০। মাহ্দী হবে আমার চাচা আব্বাসের সন্তানদের থেকে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে দারাকুতনী "আল-আফরাদ" গ্রন্থে (২/ নম্বর ২৬) উল্লেখ করেছেন। তার থেকে দাইলামী (৪/৮৪) ও ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১৪৩১) মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ আল-কুরাশী সূত্রে...উল্লেখ করেছেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ হাদীসটি গারীব, মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ এককভাবে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনু আদী বলেন ঃ ''كان يضع الحديث'' 'তিনি হাদীস জাল করতেন।'

আবূ আরূবাহ বলেন ঃ ''كذاب'' 'তিনি মিথ্যুক।'

ইবনুল জাওযীর উদ্ধৃতিতে মানাবী একই কারণ দর্শিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ এই যে, এটি রসূল (ﷺ)-এর কথা বিরোধী। তিনি বলেন ঃ "মাহদী আমার মেয়ে ফাতিমার সন্তানদের মধ্য থেকে হবে।" এটিকে আবূ দাঊদ (২/২০৭-২০৮), ইবনু মাজাহ (২/৫১৯), হাকিম (৪/৫৫৭), আবূ আম্র আদ্দানী ও উকায়লী যিয়াদ ইবনু বায়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٨١. (يَا عَبَّاسُ! إِنَّ اللهَ فَتَحَ هَذَا الأَمْرَ بِيْ، وَسَيَخْتِمُهُ بِغُلَامٍ مِنْ وَلَدِكَ، يَمْلَؤُهَا عَدْلاً؛ كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً، وَهُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ بِعِيْسَى).

৮১। হে আব্বাস! নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে এ কর্ম উন্মোচন করেছেন, যার সমাপ্তি টানবেন তোমার সন্তানদের মধ্য হতে এক যুবকের মাধ্যমে। তিনি ইনসাফ দ্বারা তাকে (যমীনকে) পরিপূর্ণ করে দিবেন; যেমনি ভাবে তাকে (যমীনকে) অত্যাচার দ্বারা পূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি ঈসা (আঃ)-এর সাথে সলাত কায়েম করবেন (তাঁর ইমামতী করবেন)।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৪/১১৭) উল্লেখ করেছেন এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১৪৩৭) উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদে আহমাদ ইবনু হাজ্জাজ নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তাকে যাহাবী এ হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

তার এ কথার সাথে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাদীসটি সুয়ূতী "আল-লাআলিল মাসনূ'য়াহ" গ্রন্থে (১/৪৩১-৪৩৪) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন।

ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/৩৭) উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি জাল।

খাতীব বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে অন্য এক সনদে (৪/১১৭) উল্লেখ করেছেন এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "ইলালুল মুতানাহিয়াহ" গ্রন্থে (২/৩৭৫/১৪৩৮) উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ এটির সনদে সমস্যা নেই।

কিন্তু এটির সনদে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। আব্দুস সামাদ ইবনু 'আলী, তিনি হাশেমী; তাকে উকায়লী (৩/৮৪/১০৫৩) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

২। মুহাম্মাদ ইবনু নূহ্ ইবনে সা'ঈদ আল-মুয়াযযিন; তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ তার এ হাদীসটি মিথ্যা এবং তার পিতা মাজহূল।

٨٢. (أَلاَ أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَتَحَ بِيْ هَذَا الأَمْرَ، وَبِذُرِّيَّتِكَ يَخْتِمُهُ).

৮২। হে আবুল ফযল! তোমাকে কী সুসংবাদ দেব না? নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে এ কর্ম উন্মোচন করেছেন এবং তা তোমার সন্তান দ্বারা সমাপ্ত করবেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/১৩৫) লাহিয ইবনু জা'ফার আত-তাইমী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ লাহিয মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ

তিনি বাগদাদী মজহূল। তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন।

অতঃপর আলী (ﷺ)-এর ফযীলত বর্ণনায় তার একটি হাদীস উল্লেখ করে ইবনু আদী বলেন ঃ ''وهذا باطل'' 'এ হাদীসটি বাতিল।'

যাহাবী বলেন ঃ আল্লাহর কসম এটি সর্বাপেক্ষা বড় জাল হাদীস। (আল্লাহর অভিশাপ সেই ব্যক্তিকে যে আলী (ﷺ)-কে মুহাব্বাত করে না)।

৮৩. (نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ، وَإِنَّ أَفْضَلَ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ الأَرْضُ، وَمَا أَنْبَتَتْهُ الأَرْضُ).

৮৩। তাসবীহ্ পাঠের যন্ত্র দ্বারা তাসবীহ্ পাঠক কতইনা ভাল ব্যক্তি। নিশ্চয় সর্বোত্তম বস্তু সেটিই যমীনে যার উপর সাজদাহ করা হয় এবং যমীন যা উৎপাদন করে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (৪/৯৮) বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া সুয়ূতী তার "আল-মিনহা ফিস সিবহা" গ্রন্থে (২/১৪১) এবং তার থেকে শাওকানী "নাইলুল আওতার" গ্রন্থে (২/১৬৬-১৬৭) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তারা উভয়ে (কোন হুকুম না লাগিয়ে) চুপ থেকেছেন!

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদে রয়েছে একগুচ্ছ অন্ধকার যার একটির চেয়ে অন্যটি বড়। তার অধিকাংশ বর্ণনাকারী মাজহূল, এমনকি তাদের কেউ কেউ মিথ্যার দোষে দোষী।

এটির সনদে উম্মুল হাসান বিনতু জা'ফার ইবনুল হাসান রয়েছেন। কে তার জীবনী রচনা করেছেন পাচ্ছি না।

সনদে আরো রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনু হারুন ইবনে ঈসা ইবনে মানসূর আল-হাশেমী, তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে বলেন ঃ ''يضع الحديث'' 'তিনি হাদীস জাল করতেন।' অতঃপর তিনি তার একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন ঃ এটি তার জালকৃত হাদীস।

অনুরূপ ভাবে খাতীব বাগদাদীও তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। তিনি (৭/৪০৩) বলেনঃ এ হাশেমীকে ইবনু বোরাই নামে চেনা যায়। তিনি যাহেবুল হাদীস। তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

সনদে আরো রয়েছেন আব্দুস সামাদ ইবনু মূসা, তিনি হাশেমী। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে খাতীব বাগদাদীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

অতঃপর যাহাবী বলেন ঃ ''يروي مناكير عن جده محمد بن إبراهيم الإمام'' 'তিনি তার দাদা মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আল-ইমাম হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন।'

আমার নিকট কতিপয় কারণে এ হাদীসের অর্থও বাতিল ঃ

১। তসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ পাঠ করা বিদ'আত। কারণ তা নাবী (ﷺ)-এর যুগে ছিল না। এটি আবিষ্কার হয়েছে পরবর্তীতে। কীভাবে তিনি তাঁর

সাথীদেরকে এমন একটি কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন যেটিকে তারা চিনতেন না।

এর দলীল; ইবনু মাস'উদ (ﷺ) এক মহিলাকে তসবীহ্ দানা দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতে দেখে তা কেটে ও ছুড়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে পাথর দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতে দেখে তিনি তাকে তার পা দ্বারা প্রহার করেন। অতঃপর বলেন ঃ তোমরা আমাদের চেয়ে অগ্রণী হয়ে গেছ! অত্যাচার করে বিদ'আত-এর উপর আরোহন করেছ এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে নাবী (ﷺ)-এর সাথীগণকেও ছাড়িয়ে গেছ!

২। এটি নাবী (ﷺ)-এর দিক নির্দেশনা বিরোধী। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু আম্‌র (ﷺ) বলেন ঃ ''رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه'' 'আমি রসূল (ﷺ)-কে ডান হাতের মুষ্টি বেধে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি।' হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও বাইহাক্বী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৩। এছাড়া রসূল (ﷺ)-এর নির্দেশেরও বিরোধী। তিনি মহিলাদেরকে অংগুলীগুলো মুষ্টি বেধে তাসবীহ ... পাঠের নির্দেশ দেন...। হাদীসটি হাসান। এটি আবূ দাউদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। এটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন আর নাবাবী ও আসকালানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

কেউ যদি বলেন যে, কোন কোন হাদীসে পাথর দ্বারা তাসবীহ পাঠের কথা এসেছে এবং রসূল (ﷺ) তা সমর্থন করেছেন। আর তাসবীহ দানা ও পাথরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যেমনভাবে শাওকানী বলেছেন?

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মেনে নেয়া যেত যদি পাথর দিয়ে তাসবীহ পাঠের হাদীসগুলো সহীহ্ হতো। কিন্তু সেগুলো সহীহ্ নয়। এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুয়ূতী হাদীস দু'টো বর্ণনা করেছেন।

একটি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (ﷺ) হতে আর দ্বিতীয়টি সাফিয়া (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, দাওরাকী, মুখাল্লিস ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান। হাকিম বলেছেন ঃ সনদ সহীহ্। যাহাবী তাতে তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে ভুল করেছেন। কেননা এর সনদে খুযাইমা নামক এক বর্ণনাকারী আছেন তিনি মাজহূল। যাহাবী নিজেই বলেছেন ঃ তার পরিচয় জানা যায় না এবং তার থেকে সা'ঈদ ইবনু আবী হিলাল এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনটিই বলেছেন ঃ হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে ''إنه لا يعرف'' 'তার পরিচয় জানা যায় না।' এছাড়া সা'ঈদ ইবনু আবী হিলাল নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। ইয়াহ্‌ইয়াও তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া কোন কোন নির্ভরশীল বর্ণনাকারী সনদে খুযাইমাকে উল্লেখ করেননি। ফলে সনদটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্নতা) ভুক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় হাদীস, যেটি সাফিয়্যা (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে। সেটি ইমাম তিরমিযী, আবূ বাক্‌র আশ-শাফে'ঈ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে তিনি সহীহুল ইসনাদ বলেছেন আর যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। এটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। কারণ তিনি হাশিম ইবনু সা'ঈদকে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি যে পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অনুসরণ করা যায় না। এ জন্য ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি দুর্বল আর সাফিয়ার মাওলা কিনানা তিনি মাজহূলুল হাল, তাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ নির্ভরশীল বলেননি।

এছাড়া এ দু'টি পাথরের হাদীস দুর্বল হওয়ার আরো কারণ হচ্ছে, উল্লেখিত হাদীস দু'টির ঘটনা ইবনু আব্বাস (ﷺ) সূত্রে সহীহ বর্ণনায় যুওয়াইরিয়াহ হতে বর্ণিত হয়েছে। যাতে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এটি ইমাম মুসলিম (৮/৮৩-৮৪), তিরমিযী (৪/২৭৪) (এবং তিনি সহীহ বলেছেন), নাসাঈ "আমালুল ইয়াওয়ম ওয়াল লাইলা" গ্রন্থে (১৬১-১৬৫), ইবনু মাজাহ (১/২৩) ও আহমাদ (৬/৩২৫,৪২৯-৪৩০) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি দু'টি বিষয়ের প্রমাণ বহন করে ঃ

১। পূর্বে যে ঘটনার সাথে সাফিয়ার কথা বলা হয়েছে সেটি আসলে সাফিয়া নয় বরং সেটি হচ্ছে যুওয়াইরিয়ার ঘটনা।

২। ঘটনায় পাথরের উল্লেখ মুনকার। মুনকার হওয়াকে শক্তিশালী করছে কিছু লোককে পাথর গণনা করতে দেখে ইবনু মাস'উদ (ﷺ) কর্তৃক তা ইনকার করা। এছাড়া তার মাদ্‌রাসা হতে শিক্ষাগ্রহণকারী ইব্‌রাহীম আন-নাখ'ঈ তার মেয়েকে মহিলাদেরকে তসবীর সূতা (তা দ্বারা তাসবীহ পাঠ করার জন্য) পাকিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছিলেন। এটি ইবনু আবী শায়বাহ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (২/৮৯/২) ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন।

٨٤. (كُلُّكُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ).

৮৪। তার থেকে তোমরা সকলে উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

সুন্নাতের গ্রন্থ সমূহে এটি পাচ্ছি না। এটি ইবনু কুতাইবা "উয়ূনুল আখবার" গ্রন্থে (১/২৬) দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির ঘটনা নিম্নরূপ ঃ আশ'য়ারীদের একটি দল কোন এক সফরে ছিল। তারা যখন ফিরে আসল, তখন তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রসূলের পরে অমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কোন উত্তম ব্যক্তি নেই। সে দিনে সওম পালন করে, আর আমরা যখন কোন স্থানে অবতরণ করি তখন সে দাঁড়িয়ে গিয়ে সলাত শুরু করে, সে স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত! (রসূল) বললেন ঃ তার কাজ কে

করেছে? তারা বললেনঃ আমরা। (রসূল) বললেন ঃ ''كلكم أفضل منه'' তোমরা প্রত্যেকে তার চাইতে উত্তম।

সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরশীল, কিন্তু হাদীসটি মুরসাল। কারণ মুসলিম ইবনু ইয়াসার বাসরী উমাবী একজন তাবে'ঈ। তার জীবনীতে বলা হয়েছে যে, তার অধিকাংশ বর্ণনা আবুল আশ'য়াস সান'য়ানী এবং আবূ কিলাবা হতে বর্ণিত হয়েছে। তার এ হাদীসটি আবূ কিলাবার সূত্রে। আবূ কিলাবা এবং মুসলিম ইবনু ইয়াসার তারা উভয়ে একশ হিজরীর কিছু পরে মারা গেছেন। কিন্তু আবূ কিলাবা বর্ণনাকারী হিসাবে একজন মুদাল্লিস।

যাহাবী বলেন ঃ তিনি মুদাল্লিস যার সাথে মিলিত হয়েছেন তার থেকে এবং যার সাথে মিলিত হননি তার থেকেও। তার কতিপয় সহীফা ছিল, তিনি সেগুলো হতে হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তাদলীস করতেন। এ জন্য হাফিয বুরহানুদ্দীন আল-আজামী আল-হালাবী তার "আত-তাবে'ঈন লি আসমাঈল মুদাল্লিসীন" গ্রন্থে (পৃ:২১) তাকে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ ভাবে হাফিয ইবনু হাজারও তাকে "তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন" গ্রন্থে (পৃ: ৫) উল্লেখ করেছেন।

٨٥. (يُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ؛ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لا يَصِيرُ إِلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّوْدُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِق، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئاً لا أَحْفَظُهُ، فَقَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ؛ فَبَايِعُوْهُ، وَلَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ المَهْدِيُّ).

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّوْدَ خَرَجَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ؛ فَأْتُوْهَا، وَلَوْ حَبْواً.... إلخ).

৮৫। তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদের নিকট তিনজনকে হত্যা করা হবে। তারা প্রত্যেকে খলীফার পুত্র। অতঃপর তা তাদের মধ্যের একজনের জন্যও হবে না। অতঃপর প্রাচ্যের দিক থেকে এক বিরাট দলের ঝাণ্ডা প্রকাশ পাবে। তারা তোমাদের এমন ভাবে হত্যা করবে, যেরূপ হত্যাযজ্ঞের সম্মুখীন কোন জাতি হয়নি। অতঃপর তিনি কিছু উল্লেখ করলেন তা আমি হেফয করতে পারিনি। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি তাকে দেখতে পাও তাহলে তার সাথে বাই'য়াত করবে। যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও তা করতে হয়। কারণ তিনিই হচ্ছেন আল্লাহর প্রতিনিধি মাহদী।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ তোমরা বড় দলের ঝাণ্ডাগুলো দেখতে পাবে খুরাসানের দিক থেকে বের হয়েছে। তখন তোমরা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার নিকট আসবে।

হাদীসটি মুনকার।

ইবনু মাজাহ ৫১৮-৫১৯), হাকিম (৪/৪৬৩-৪৬৪) দু'টি সূত্রে খালেদ আল-হাযা সূত্রে আবূ কিলাবা হতে ... হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম আহমাদ (৫/২৭৭) 'আলী ইবনু যায়েদ সূত্রে এবং হাকিম আব্দুল ওয়াহাব সূত্রে ...তার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী "আল-আহাদীসুল ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১৪৪৫) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হাজার "আল-কাওলুল মুসাদ্দাদ..." গ্রন্থে বলেন ঃ 'আলী ইবনু যায়েদ দুর্বল।

মানাবীও "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে একই কারণ দর্শিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহমাদ ও অন্যরা তাকে দুর্বল (য'ঈফ) আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর যাহাবী বলেন ঃ ''أراه حديثاً منكراً'' আমি এ হাদীসটিকে মুনকারই মনে করি।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার "মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার বলেন ঃ

জাল হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করাটা সঠিক হয়নি। কারণ এ হাদীসের সনদে এমন কোন ব্যক্তি নেই যাকে মিথ্যার দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তবে ইবনুল জাওযী তার জাল হাদীস গ্রন্থে (২/৩৯) যে সনদে উল্লেখ করেছেন, সে সনদের দিকে লক্ষ্য করলে, তার জাল হিসাবে উল্লেখ করাটা সঠিক হয়েছে। অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেন ঃ এটির ভিত্তি নেই। আম্‌র কিছুই না। তিনি হাসান হতে শুনেননি এবং হাসান আবূ ওবায়দা হতে শুনেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ ওবায়দা তার পিতা ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতেও শুনেননি।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৪৩৭) বলেন ঃ

তার ইসনাদ সহীহ্। হাকিম শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। অথচ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ আমি হাদীসটিকে মুনকার হিসাবেই দেখছি।

মুনকার হওয়াটাই সঠিক। তিনি এটিকে সহীহ্ বলেছেন মুনকার হওয়ার কারণ ভুলে যাওয়ায়। সেটি হচ্ছে আবূ কিলাবার আন্ আন্ সূত্রে বর্ণনা করা। কেননা তিনি মুদাল্লিসদের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি উল্লেখ করেছেন যাহাবী ও অন্যরা। এ জন্যই ইবনু ওলাইয়্যাহ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন যেমনভাবে ইমাম আহমাদ "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/৩৫৬) ইবনু ওলাইয়্যাহ হতে তা বর্ণনা করে তাকে সমর্থন করেছেন।

তবে''فإنه خليفة الله المهدي'' 'কারণ তিনিই হচ্ছেন আল্লাহর প্রতিনিধি মাহদী' এ অংশটুকু বাদ দিয়ে হাদীসটির অর্থ সঠিক। কারণ এ অংশটুকু সাব্যস্ত করার মত কোন বিশুদ্ধ সূত্র নেই। আবূ বাকরকে (রাঃ) খালীফাতুল্লাহ বলে

সম্বোধন করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর খলীফা নই বরং আমি রসূল (ﷺ)-এর খালীফা। এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে। আল্লাহ্ অন্যের খালীফা হন, কেউ তাঁর খালীফা হতে পারেন না।

٨٦. (الطَّاعُوْنُ وَخَزُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ).

৮৬। প্লেগ (উদরাময়) তোমাদের ভাই জিনদের এক অংশ।

হাদীসটির এ বাক্যে কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটি ইবনুল আসীর "আন-নেহায়া" গ্রন্থে '' وخز '' মূলের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি ইমাম আহমাদ "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/৩৯৫,৪১৩,৪১৭), তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ১৭) এবং হাকিম (১/৫০) আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী হতে নিম্নের ভাষায় মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

''الطَّاعُوْنُ وَخَزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ''.

অর্থঃ প্লেগ (উদরাময়) তোমাদের দুশমন জিনদের এক অংশ।

হাকিম এটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ ভাষায় হাদীসটি সহীহ্। তবে মুসলিমের শর্তানুযায়ী এ কথাটি সঠিক নয়।

মোটকথা হাদীসটি ''... وخز أعدائكم'' এ শব্দে সহীহ, ''وخز إخوانكم'' শব্দে সহীহ্ নয়।

তবে ''طعام إخوانكم من الجن'' এ শব্দে সহীহ্, যেটি ইমাম মুসলিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। দেখুন "নাইলুল আওতার"। সম্ভবত কারো নিকট একটি অন্যটির সাথে গোলমাল হয়ে গেছে।

٨٧. (إِذَا صَعِدَ الْخَطِيْبُ الْمِنْبَرَ؛ فَلاَ صَلاَةَ، وَلاَ كَلاَمَ).

৮৭। খতীব যখন মিম্বারে উঠে যাবে; তার পর সলাতও নেই, কোন কথাও নেই।

হাদীসটি বাতিল। এ বাক্যটি মুখে মুখে পরিচিতি লাভ করেছে, কিন্তু তার কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসাবে নিম্নের এ ভাষায় উল্লেখ করেছেন ঃ

''إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، وَالإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلاَ صَلاَةَ، وَلاَ كَلاَمَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ''

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে এমতাবস্থায় যে, ইমাম মিম্বারের উপরে, তখন ইমামের খুৎবা শেষ না করা পর্যন্ত আর কোন সলাত পড়া যাবে না এবং কোন কথাও বলা যাবে না।"

এ হাদীসের সনদে আইউব ইবনু নাহীক নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" গ্রন্থে (১/১/২৫৯) বলেনঃ

আমি আমার পিতা হতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। আবূ যুর'য়াহ হতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আইউব ইবনু নাহীক হতে আমি হাদীস বর্ণনা করব না এবং তার হাদীস আমাদের নিকট পড়াও হয় না। অতঃপর বলেছেন ঃ তিনি একজন মুনকারুল হাদীস।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/১৮৪) বলেন ঃ ''وهو متروك، ضعفه جماعة..'' 'তিনি মাতরূক, তাকে মুহাদ্দিসগণের এক জামা'আত দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।'

এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারীর" মধ্যে (২/৩২৭) বলেছেন ঃ হাদীসটি দুর্বল।

আমি হাদীসটি বাতিল বলে হুকুম লাগিয়েছি। কারণ তার সনদে দুর্বলতা থাকা ছাড়াও এটি দু'টি সহীহ হাদীস বিরোধীঃ

١ـ ''إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا''.

১। "তোমাদের কেউ জুম'আর দিবসে যখন (মসজিদে) আসবে এমতাবস্থায় যে, ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তখন সে যেন সংক্ষেপে দু'রাকা'আত সলাত আদায় করে।"

হাদীসটি মুসলিম শরীফে (৩/১৪/১৫) এবং আবূ দাউদে (১০২৩) বর্ণিত হয়েছে। বুখারী এবং মুসলিম-এর বর্ণনাতেও জাবের (ﷺ) হতে অনুরূপ হাদীস এসেছে।

٢ـ قوله صلى الله عليه وسلم: ''إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ''.

২। রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "তুমি যদি তোমার সঙ্গীকে জুম'আর দিবসে ইমাম খুৎবা দেয়ার সময় বল চুপ কর, তাহলে তুমি কটু কথা বললে।"

প্রথম হাদীসটি অত্যন্ত স্পষ্ট, যা তাগিদ দিচ্ছে খুৎবা চলাকালীন সময়ে দু' রাকা'আত সলাত আদায় করার জন্য। রসূল (ﷺ)-এর হাদীসের বিরোধিতা করে কিছু অজ্ঞ ইমাম/খতীব খুৎবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে যে ব্যক্তি দু' রাকা'আত সলাত আদায় করতে চাই তাকে নিষেধ করেন।

আমার ভয় হয় তারা রসূলের হাদীসের বিরোধিতা করার কারণে নিম্নে বর্ণিত আয়াত দু'টিতে বর্ণিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কি না।

{أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى}

অর্থঃ "কোন বান্দা যখন সলাত আদায় করে তখন তাকে যে নিষেধ করে তার সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কী?" (সূরা আ'লাকঃ ৯-১০)।

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

অর্থঃ "যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদেরকে কোন বিপদ গ্রাস করবে বা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল হবে" (সূরা নূর ঃ ৬৩)।

দ্বিতীয় হাদীসটি হতে বুঝা যাচ্ছে ইমাম খুৎবা শুরু করলে কথা বলা নিষেধ। খুৎবা শুরু না করে মিম্বারে বসে থাকা অবস্থায় কথা বললে তা নিষেধ নয়। কারণ উমার (ﷺ)-এর যুগে তিনি যখন মিম্বারের উপর বসতেন তখনও লোকেরা মুয়ায্যিন চুপ না হওয়া পর্যন্ত কথা বলতে থাকতেন। যখন তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে যেতেন তখন দু' খুৎবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কেউ কথা বলতেন না।

অতএব মিম্বারে উঠলেই কথা বলা নিষেধ এটি সঠিক নয়।

٨٨. (الزَّرْعُ لِلزَّارِعِ، وَإِنْ كَانَ غَاصِبًا).

৮৮। শস্য কৃষকের জন্য, যদিও তা ছিনিয়ে নিয়ে থাকে।

হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

সান'আনী "সুবুলুস সালাম" গ্রন্থে (৩/৬০) বলেন ঃ কেউ এটিকে উল্লেখ করেননি। "আল-মানার" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ এ হাদীসটিকে খুজাখুজি করেছি, কিন্তু পাইনি।

শাওকানী "নাইলুল আওতার" গ্রন্থে বলেন ঃ এটির ব্যাপারে অবহিত হইনি, এটিতে দৃষ্টি দেয়া দরকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমি এটির ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়েছি, কিন্তু তার ভিত্তি পাইনি। বরং এটিকে সহীহ হাদীসের বিপরীতে পেয়েছি।

١ـ ''مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ''.

১। "যে ব্যক্তি মৃত যমীন জীবিত করবে (আবাদ করবে) তা তার জন্যেই। অত্যাচারীর জন্য এতে কোন হক নেই।"

হাদীসটি সহীহ্ সনদে আবূ দাউদে (২/৫০) বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী (২/২২৯) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

২ــ "مَنْ زَرَعَ فِيْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ".

২। "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের যমী তাদের বিনা অনুমতিতে চাষ করবে, তার সেই ক্ষেত হতে কোন অংশ নেই। তাকে তার খরচগুলো দিয়ে দিতে হবে।"

হাদীসটি আবূ দাউদ (২/২৩), তিরমিযী (২/২৯১), ইবনু মাজাহ (২/৯০), তাহাবী "আল-মুশকিল" গ্রন্থে (৩/২৮০), বাইহাক্বী (৬/১৩৬) ও ইমাম আহমাদ (৪/১৪১) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এটিকে হাসান বলেছেন। এটি সহীহ অনুরূপ অর্থের বহু হাদীস থাকার কারণে। দেখুন "ইরওয়াউল গালীল" (হাঃ নংঃ ১৫১৯)।

৮৯. (صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ؛ إِلاَّ أَن يَكُوْنَ ضَعِيْفًا يَعْجِزُ عَنْهُ، فَيُعِيْنُهُ أَخُوْهُ الْمُسْلِمُ).

৮৯। বস্তুর মালিকই তার বস্তুটি বহন করার অধিক হকদার। তবে সে যদি দুর্বলতার কারণে তা বহন করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে তার মুসলিম ভাই সহযোগিতা করবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (২৩৫/১-২), ইবনু বিশরান "আল-'আমালী" গ্রন্থে (২/৫৩-৫৪) ও মুহাম্মাদ ইবনু নাসীর "আত-তানবীহ" গ্রন্থে (১৬/১-২) ইউসুফ ইবনু যিয়াদ আল-বাসরী সূত্রে তার শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আন'আম হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি একেবারেই নিম্ন পর্যায়ের। উক্ত ইউসুফ সম্পর্কে "তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৪/২/৩৮৮) ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৪৭) ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাদীসটি সহীহ নয়। দারাকুতনী "আল-আফরাদ" গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে ইউসুফ ইবনু যিয়াদ। কারণ তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। আর তিনি ছাড়া ইফরীকী হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

মানাবী তার "আল-ফায়য" গ্রন্থে বলেন, হাফিয ইরাকী ও ইবনু হাজার বলেছেন ঃ তিনি দুর্বল। সাখাবী বলেন ঃ তিনি নিতান্তই দুর্বল। ইবনুল জাওযী হাদীসটির ব্যাপারে জাল হিসাবে হুকুম লাগিয়ে বলেছেন যে, তাতে ইউসুফ ইবনু যিয়াদ আল-বাসরী রয়েছেন, তিনি আব্দুর রহমান আল-ইফরীকী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার নিকট হতে একমাত্র বর্ণনাকারী।

সুয়ূতী বলেন ঃ তিনি আব্দুর রহমান হতে একক বর্ণনাকারী নন, বরং বাইহাক্বী তার "আল-শু'য়াব" গ্রন্থে এবং "আল-আদাব" গ্রন্থে হাফস ইবনু আব্দির রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর উত্তরে বলতে হচ্ছে যে আমরা আব্দুর রহমান আল-ইফরীকীর কথা বলছি।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ ''يَرْوِي الْمَوْضُوْعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ فَهُوَ كَافٍ بِالْحُكْمِ بِوَضْعِهِ'' 'তিনি (ইউসুফ) নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী। অতএব তিনিই হাদীসটি জাল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হক হচ্ছে ইবনুল জাওযীর সাথে (তার কথাই ঠিক)। যারা ইউসুফকে শুধু দুর্বল বলেছেন, তারা তিনি যে, নিতান্তই দুর্বল তা না বলে ভুল করেছেন। এছাড়া (দ্বিতীয় কারণ) শাইখ আব্দুর রহমান আল-ইফরীকীও যে নিতান্তই দুর্বল এটি বলতেও তারা ভুলে গেছেন।

খাতীব বাগদাদী তার "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১৪/ ২৯৫-২৯৬) ইউসুফ সম্পর্কে বলেন, নাসাঈ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। বুখারী ও সাজী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিমও এরূপ কথাই বলেছেন, যেমনভাবে তার ''আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৪/২২২) এসেছে। তিনি হচ্ছেন মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত।

সাখাবী হাদীসটি "ফাতাওয়াল হাদীসাহ্" গ্রন্থে (কাফ ৮৬/১) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

٩٠. (عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوْفِ؛ تَجِدُوْا حَلاوَةَ الْإِيْمَانِ فِي قُلُوْبِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوْفِ؛ تَجِدُوْا قِلَّةَ الْأَكْلِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوْفِ؛ تُعْرَفُوْنَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنَّ لِبَاسَ الصُّوْفِ يُوْرِثُ الْقَلْبَ التَّفَكُّرَ، وَالتَّفَكُّرُ يُوْرِثُ الْحِكْمَةَ، وَالْحِكْمَةُ تَجْرِيْ فِي الْجَوْفِ مَجْرَى الدَّمِ، فَمَنْ كَثُرَ تَفَكُّرُهُ؛ قَلَّ طَعْمُهُ، وَكَلَّ لِسَانُهُ، وَرَقَّ قَلْبُهُ، وَمَنْ قَلَّ تَفَكُّرُهُ؛ كَثُرَ طَعْمُهُ، وَعَظُمَ بَدَنُهُ، وَقَسَا قَلْبُهُ، وَالْقَلْبُ الْقَاسِي بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ).

৯০। তোমরা পশমী পোশাক গ্রহণ কর, তাহলে তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ঈমানের মধুরতা পাবে। তোমরা পশমী পোশাক গ্রহণ কর, তাহলে সল্প খাদ্য প্রাপ্ত হবে। তোমরা পশমী পোশাক গ্রহণ কর; তাহলে তা দ্বারা তোমাদেরকে আখেরাতে চেনা যাবে। পশমী পোশাক হৃদয়কে গবেষণার অধিকারী করে আর গবেষণা বিচক্ষণতার অধিকারী করে এবং বিচক্ষণতা প্রবাহিত হয় রক্তনালীর মধ্যে। অতএব যে ব্যক্তির গবেষণা বৃদ্ধি পাবে, তার খাদ্য কমে যাবে, তার জিহ্বা অকেজো হয়ে যাবে এবং তার অন্তর পাতলা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তির গবেষণা কমে যাবে তার খাদ্য বৃদ্ধি পাবে, তার শরীর মোটা হয়ে যাবে এবং তার হৃদয়

শক্ত হয়ে যাবে। এ শক্ত হৃদয় দূরে সরে যাবে জান্নাত হতে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ বাক্র ইবনুন নাকূর "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১৪৭-১৪৮), ইবনু বিশরান "আল-'আমালী" গ্রন্থে (২/৯/১), দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (২/২৮১) এবং ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৪৮) আল-খাতীব-এর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদায়মী হতে, তিনি তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু দাউদ আল-ওয়াসেতী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়। কুদায়মী হাদীস জাল করতেন এবং তার শাইখ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সুয়ূতী তার এ মতকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৬৪) সমর্থন করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, হাদীসটিতে ইদ্‌রাজ করা হয়েছে (যা তার মধ্যে হওয়ার কথা নয় তা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে)। তিনি তার "মুদরাজ ইলাল মুদরাজ" গ্রন্থে (২/৬৪) একটি বাক্য নকল করে বলেন ঃ এটি বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন যে, এটি হতে মারফূ' হচ্ছে শুধুমাত্র এ অংশটুকু ঃ ''عَلَيْكُمْ بِلِبَاس الصُّوْفِ؛ تَجِدُوْا حَلاوَةَ الْإِيْمَان فِي قُلُوْبِكُمْ'' অবশিষ্ট অংশ অতিরিক্ত মুনকার।

এ জন্যেই তিনি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাকিম ও বাইহাক্বীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সূত্রেও জালকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ সম্ভবত তিনি দু'হাজারেরও বেশি হাদীস জাল করেছেন।

এছাড়াও হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটিও সহীহ নয়।

মোটকথা এটির কোন সূত্রই সঠিক নয়। এটির সনদে ইবনু হাবীব মারওয়াযী রয়েছেন; তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন এবং আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। আমার ধারণা তিনি প্রসিদ্ধ মিথ্যুক এবং তার ভাই মুহাম্মাদ মাজহূল।

৭১. (لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ وَأَكْذِبَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ اللهِ وَأَصْدُقَ).

৯১। আল্লাহর নাম ধরে কসম করে মিথ্যা কথা বলা আমার নিকট অতিপ্রিয়, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করে সত্য বলা হতে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/২৬৭) এবং "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৮১) উল্লেখ করে "আখবার" গ্রন্থে বলেছেন ঃ লোকেরা এটিকে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর "হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়াবিয়া একক ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন নাইসাপূরী। দারাকুতনী তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু মা'ঈনও বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

তবে এটি ইবনু মাস'উদ (ﷺ)-এর বাণী, যেমনভাবে আবূ নু'য়াইম উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারানীও "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৭/২) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি এসেছে "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৪/১৭৭)। অর্থাৎ এটি মওকূফ হিসাবে সহীহ্।

٩٢. (ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوْكِ).

৯২। তিনটি বস্তু যার মাঝে থাকবে, তার বক্ষকে আল্লাহ প্রশস্ত করে দিবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। দুর্বলকে দয়া করা, পিতা-মাতার প্রতি নম্র ব্যবহার করা এবং অধীনস্তদের প্রতি ইহসান করা।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (৩/৩১৬) আব্দুল্লাহ ইবনু ইব্রাহীম আল-গিফারী আল-মাদীনী সূত্রে তার পিতা হতে ...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান এ আব্দুল্লাহ সম্পর্কে বলেছেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। হাকিম বলেন ঃ তিনি দুর্বল সম্প্রদায় হতে বহু জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেগুলো তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার পিতা মাজহূল, যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। অতএব হাদীসটি এ সনদে জাল।

٩٣. (يُصَفُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوْفاً، فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَقُوْلُ: يَا فُلاَنُ!أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ، فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً ؟ قَالَ: فَيَشْفَعُ لَهُ.وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ:أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُوْراً؟ فَيَشْفَعُ لَهُ. وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ:يَا فُلاَنُ! أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِيْ فِي حَاجَةِ كَذَا وَ كَذَا، فَذَهَبْتُ لَكَ؟ فَيَشْفَعُ لَهُ).

৯৩। কিয়ামত দিবসে লোকদের কাতার বন্দি করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের কোন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অতিক্রম করবে আর বলবে ঃ হে ব্যক্তি! তুমি কী স্মরণ করতে পারছ না সেই দিনটিকে যেদিন তুমি (আমার নিকট) পানি চেয়েছিলে? অতঃপর আমি তোমাকে একবার পানি পান করিয়েছিলাম। তিনি বলেন ঃ অতঃপর তার জন্য সুপারিশ করা হবে। অন্য এক ব্যক্তি অতিক্রম করবে আর বলবে ঃ হে ব্যক্তি! তুমি কী স্মরণ করতে পারছ না সেই দিনটিকে যেদিন আমি তোমাকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি দিয়েছিলাম? অতঃপর তার জন্য সুপারিশ করা হবে। অন্য এক ব্যক্তি অতিক্রম করবে আর বলবে যে, হে ব্যক্তি! তুমি কী স্মরণ করতে পারছ না সেই দিনটিকে যেদিন তুমি আমাকে এ এ প্রয়োজনে প্রেরণ করেছিলে আর আমি তোমার জন্য গিয়েছিলাম? অতঃপর তার জন্য সুপারিশ করা হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২/৩৯৪) ইয়াযীদ রুকাশী সূত্রে আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হচ্ছেন ইয়াযীদ ইবনু আবান; তিনি দুর্বল, যেরূপভাবে ইবনু হাজার ও অন্যরা বলেছেন। তিনি ছাড়া অন্য ব্যক্তিও হাদীসটি আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর কোন একটিও সহীহ নয়। দেখুন "আত-তারগীব" (২/৫০-৫১)।

٩٤. (عُرَى الإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ؛ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ ، وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ).

৯৪। ইসলামের হাতল ও দিনের স্তম্ভ হচ্ছে তিনটি। যেগুলোর উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি সেগুলো হতে একটি পুরিত্যাগ করবে, সে তা দ্বারা কুফরীকারী হিসাবে গণ্য হবে, যার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল। সত্যিকার

অর্থে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই-এর সাক্ষ্য প্রদান, ফরয সলাত ও রমাযানের সওম।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (কাফ ১২৬/২) এবং লালকাঈ তার "সুন্নাহ" গ্রন্থে (১/২০২/১) মুয়াম্মিল ইবনু ইসমাঈল সূত্রে ...আম্র ইব্নু মালেক আন-নুকারী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আম্র ইবনু মালেককে ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস নির্ভরযোগ্য বলেননি। তিনি নির্ভরযোগ্য বলতে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের একজন। এমনকি মাজহূল ব্যক্তিদেরকেও তিনি নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এছাড়া তিনি নিজেই এ মালেক সম্পর্কে বলেন ঃ

তার ছেলে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনা ব্যতীত অন্য বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ভুল করতেন এবং গারীব বর্ণনা করতেন। অতএব এ হাদীসটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না অন্য সনদে তা বর্ণিত না হওয়া পর্যন্ত।

এছাড়া মুয়াম্মিল ইবনু ইসমাঈল সত্যবাদী, কিন্তু বহু ভুল করতেন। এরূপই বলেছেন আবূ হাতিম ও অন্যরা।

এছাড়া হাদীসটি সকলের ঐক্যমতের সহীহ্ হাদীস বিরোধী। যেটিতে ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি উল্লেখ করা হয়েছে অথচ এটিতে বলা হয়েছে তিনটি। সহীহ্ হাদীসটির মধ্যে বলা হয়নি যে, কোন একটি স্তম্ভকে ছেড়ে দিলে সে কাফের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এটিতে বলা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি (তিনটির) একটি ছেড়ে দিবে সে কাফির। তবে অন্য দলীল হতে বুঝা যায় যে, আশংকা আছে কেউ যদি সলাতের ব্যাপারে অলসতা করে তাহলে সে কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করবে এবং লাইলাহা ইল্লাল্লার সাক্ষী প্রদান করা ব্যতীত কোন কিছুই উপকারে আসবে না।

অতএব মুনযেরী (১/১৯৬) এবং হায়সামী (১/৪৮) কর্তৃক আলোচ্য হাদীসের সনদটি হাসান বলা প্রশ্নবোধক।

৭০. (التَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ).

৯৫। তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।

এ শব্দে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। গাযালী "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৪/৪৩৪) নাবী (ﷺ)-এর কথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন!

অথচ শাইখ তাজুদ্দীন সুবকী "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (৪/১৪-১৭০) বলেন ঃ "لم أجد له إسنادا" এর কোন সনদ পাচ্ছি না।

এটির ন্যায় নিম্নের হাদীসটিও ঃ

٩٦. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ).

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন পথভ্রষ্ট তওবাকারী মু'মিন বান্দাকে।

হাদীসটি জাল।

এটি আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ "যাওয়াইদুল মুসনাদ" গ্রন্থে (নং ৬০৫,৮১০) এবং তাঁর সূত্রে আবূ নু'য়াইম "হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৩/১৭৮-১৭৯) উল্লেখ করেছেন।

এ সূত্রে আবূ আব্দিল্লাহ মাসলামা আর-রাযী রয়েছেন। তিনি আবূ আম্র আল-বাজালী হতে আর তিনি আব্দুল মালেক ইবনু সুফিয়ান আস-সাকাফী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি জাল। কারণ আবূ আব্দিল্লাহ মাসলামা আর-রাযীর জীবনী পাচ্ছি না। হাফিয ইবনু হাজার তাকে তার "তা'জীলুল মানফা'য়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

আবূ আম্র আল-বাজালী সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার "আত-তা'জীল" গ্রন্থে বলেন ঃ বলা হয় তার নাম আবীদা, তার থেকে হারামী ইবনু হাফ্স হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

হাফিয ইবনু হাজার দৃঢ়তার সাথে "আল-কুনা" গ্রন্থে "লিসানুল মীযান"-এর উদ্ধৃতিতে (৬/৪১৯) বলেছেন ঃ তিনি হচ্ছেন আবীদা ইবনু আব্দির রহমান।

তাকে ইবনু হিব্বান উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

আব্দুল মালেক ইবনু সুফিইয়ান আস-সাকাফী সম্পর্কে হুসাইনী বলেন ঃ তিনি মাজহূল। হাফিয ইবনু হাজার তার এ কথাকে "আত-তা'জীল" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

এছাড়া হাদীসটি ওয়াকেদী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একজন মিথ্যুক। অতএব হাদীসটি বানোয়াট।

٩٧. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبَ).

৯৭। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী যুবককে ভালবাসেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাফিয ইরাকী "আত-তাখরীজ" গ্রন্থে (৪/৪-৫) বলেন ঃ

এটিকে ইবনু আবিদ-দুনিয়া "আত-তাওবাহ" গ্রন্থে এবং আবূশ শাইখ "কিতাবুস সাওয়াব" গ্রন্থে আনাস (ﷺ)-এর হাদীস বলে দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন।

৯৮. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الشَّابَّ الَّذِي يُفْنِيْ شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ).

৯৮। নিশ্চয় আল্লাহ সেই যুবককে ভালবাসেন যে, তার যৌবন কালকে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত করে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম (৫/৩৬০) এবং তার সূত্রে দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (১/২/২৪৭ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল ইবনু আতিয়া সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি জাল। কারণ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল মিথ্যুক।

এর পরেও সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার আশংকা করছি, উমার ইবনু আব্দিল আযীয এবং ইবনু উমার (ﷺ)-এর মধ্যে। কারণ ইবনু উমার (ﷺ)-এর মৃত্যুর দিন উমারের বয়স ছিল ১৩ বছর মত।

৯৯. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيْفَ).

৯৯। নিশ্চয় আল্লাহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে ইবাদাতকারীকে ভালবাসেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১০/১১-১২) আব্দুল্লাহ ইবনু ইব্‌রাহীম আল-গিফারী সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি জাল। কারণ গিফারী জাল করার দোষে দোষী আর তার শাইখ মুনকাদির ইবনু মুহাম্মাদ লাইয়েনুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল), যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

এ হাদীসটি এবং পূর্বের হাদীসটি "জামে'উস সাগীর"-এর জাল হাদীস গুলোর অন্তর্ভুক্ত।

১০০. (حَسَنَاتُ الأبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ).

১০০। সদাচারণকারীদের উত্তম কর্মগুলো হচ্ছে নৈকট্য অর্জন কারীগণের মন্দ কর্ম।

হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৪/৪৪) ''قال القائل الصادق:..'' এ ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

সুবকী (৪/১৪৫-১৭১) বলেন ঃ এটি যদি হাদীস হয় তাহলে তা দেখার প্রয়োজন আছে। কারণ লেখক তার উল্লেখিত কথা দ্বারা কাকে বুঝিয়েছেন তা দেখতে হবে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাহ্যিকভাবে যা দেখা যাচ্ছে, গাযালী হাদীস হিসাবে এটিকে উল্লেখ করেননি। এ জন্য হাফিয ইরাকী "তাখরীজু আহাদীসে ইহ্ইয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। গাযালী ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি আবূ সা'ঈদ আল-খাররাজ আস-সূফীর কথা। ইবনুল জাওযী "সাফওয়াতুস সাফওয়া" গ্রন্থে (২/১৩০/১) অনুরূপভাবে ইবনু আসাকিরও উল্লেখ করেছেন, যেমনটি "আল-কাশফ" গ্রন্থে (১/৩৫৭) এসেছে। অতঃপর বলেছেন ঃ কোন কোন ব্যক্তি এটিকে হাদীস হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু তেমনটি নয়।

যারা এটিকে হাদীস হিসাবে গণ্য করেছেন, তাদের একজন হচ্ছেন আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শাফে'ঈ তার "জিল্লুল মওরেদ" গ্রন্থে (কাফ ১/১২)। তবে তিনি দুর্বল শব্দ দিয়ে (রোগাক্রান্ত শব্দে) উল্লেখ করেছেন।

তার এ দাবী সঠিক নয়। কারণ এটির কোন ভিত্তিই নেই।

অর্থের দিক দিয়েও এটি সঠিক নয়। কারণ কখনই ভালকর্ম খারাপ কর্মে পরিণত হতে পারে না।

١٠١. (أَمَّا إِنِّيْ لاَ أَنْسَى، وَلَكِنْ أُنَسَّى لأَشْرَعَ).

১০১। আমি ভুলিনা, কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয় যাতে করে আমি বিধান রচনা করতে পারি।

হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে উক্ত ভাষায় গাযালী "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৪/৩৮) নাবী (ﷺ)-এর হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইরাকী বলেন ঃ ইমাম মালেক হাদীসটি বিনা সনদে তার নিকট পৌঁছেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আব্দিল বার বলেন ঃ হাদীসটি "আল-মুওয়াত্তা" গ্রন্থে সনদহীন মুরসাল হিসাবে পাওয়া যায়।

হামযা আল-কিনানী বলেন ঃ ইমাম মালেক ছাড়া অন্য কারো সূত্রে এটি বর্ণিত হয়নি।

আবূ তাহের আনমাতী বলেন ঃ এটিকে আমি দীর্ঘ সময় খুঁজেছি, ইমাম এবং হাফিযগণকে এটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু সফলকাম হইনি এবং কারো নিকট শুনিনি যে, তিনি সফল হয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ যারকানী "শরহুল মুওয়াত্তা" গ্রন্থে (১/২০৫) উল্লেখ করেছেন। এর কোন ভিত্তি নেই।

এছাড়া হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নের সহীহ হাদীস বিরোধী।

''إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ''.

অর্থঃ 'আমি মানুষ; আমি ভুলে যাই যেরূপভাবে তোমরা ভুলে যাও। অতএব আমি যখন ভুলে যাব তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।'

١٠٢. (النَّاسُ نِيَامٌ، فَإِذَا مَاتُوْا؛ انْتَبَهُوْا).

১০২। লোকেরা ঘুমিয়ে রয়েছে, যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে; তখন তারা সতর্ক হবে (জাগ্রত হবে)।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী এটিকে মারফূ' বলে উল্লেখ (৪/২০) করেছেন।

হাফিয ইরাকী এবং তার অনুসরণ করে সুবকী বলেন (৪/১৭০-১৭১) ঃ কিন্তু মারফূ' হিসাবে হাদীসটি পাচ্ছি না। এটিকে আলী ইবনু আবী তালিব (رضي الله عنه)-এর কথা হিসাবে বলা হয়েছে।

অনুরূপ কথা "আল-কাশফ" গ্রন্থেও (২/৩১২) এসেছে।

١٠٣. (جَالِسُوْا التَّوَّابِيْنَ؛ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً).

১০৩। তোমরা তওবাকারীদের সাথে বস। কারণ তারা অতি নরম হৃদয়ের অধিকারী।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী এটিকে মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন! হাফিয ইরাকী এবং তার অনুসরণ করে সুবকী (৪/১৭১) বলেছেন ঃ এটিকে মারফূ' হিসাবে পাচ্ছি না।

হাফিয ইরাকী বলেন ঃ এটি 'আওন ইবনু আব্দিল্লাহ্‌র কথা; যা ইবনু আবিদ-দুনিয়া "আত-তওবা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٠٤. (مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ؛ فَلْيَلْعَنِ الْيَهُوْدَ).

১০৪। যার নিকট সাদাকা করার মত কিছু থাকবে না, সে যেন ইয়াহুদীদের অভিশাপ দেয়।

হাদীসটি জাল।

খাতীব বাগদাদী এটিকে "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১৪/২৭০) উল্লেখ করেছেন।

এর সনদে ইয়াকূব ইবনু মুহাম্মাদ আয-যুহরী আছেন। তিনি সত্যবাদী, কিন্তু তিনি যার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন তার ব্যাপারে তিনি বেপরওয়া। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ

''هَذَا كَذِبٌ وَبَاطِلٌ، لا يُحَدِّثُ بِهَذَا أَحَدٌ يَعْقِلُ''.

এটি মিথ্যা ও বাতিল, যার আক্‌ল আছে তিনি এটি বর্ণনা করতে পারেন না।

ইবনুল জাওযী এটিকে তার "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/১৫৭) আল-খাতীবের সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ বর্ণনাকারী ইয়াকূব সম্পর্কে আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন ঃ তিনি কোন কিছুই না।

সুয়ূতী তার (ইবনুল জাওযীর) সমালোচনা করেছেন এবং ইয়াকূবকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু এ বাতিল হাদীসটির কারণ প্রকাশ করতে পারেননি। সেটি হচ্ছে ইনকিতা' (সনদে বিচ্ছন্নতা) ।

যাহাবী ইয়াকূবের জীবনীতে বলেন ঃ যিনি এ কথা বলবেন যে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে বর্ণনা করেছেন তিনি ভুল করবেন। কারণ তিনি তার সাথে মিলিতই হননি। সম্ভবত তার জন্মই হয়েছে হিশামের মৃত্যুর পরে।

অতঃপর বলেন ঃ আরো নিকৃষ্ট সেটি যেটিকে তিনি এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন, আর সে ব্যক্তি হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত যে ব্যক্তির নাম নেয়া হয়নি, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে যাযান আল-মাদানী। এর সূত্রেই ইবনু আদী, সাহমী "তারীখু

জুরজান" গ্রন্থে (২৮২) এবং যিয়া "আল-মুনতাকা" গ্রন্থে (২/৩৩) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তার (আব্দুল্লাহর) সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তার এমন হাদীস রয়েছে যেগুলো সংরক্ষিত [নিরাপদ] নয়।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি হালেক [ধ্বংস প্রাপ্ত]। অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন ঃ এটি মিথ্যা।

তার এ কথাকে ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

খাতীব বাগদাদী অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি (১/২৫৮) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আত-তালহী, সুলাইম আল-মাক্কী ও তালহা ইবনু আম্‌র রয়েছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ নয়, তারা সকলে মাতরূক।

তালহা এবং সুলাইমকে নাসাঈ মাতরূকুল হাদীস বলেছেন।

তবে তালহী মাতরূক নয়।

শাইখ 'আলী আল-কারী এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন (পৃঃ ৮৫) ঃ এটি সঠিক নয়। অর্থাৎ এটি জাল।

١٠٥. (مَنْ وَافَقَ مِنْ اَخِيْهِ شَهْوَةً؛ غَفَرَ اللهُ لَهُ).

১০৫। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের চাহিদানুযায়ী সংহতি প্রকাশ করবে, তাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি জাল।

এটিকে উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৩৬,৪৩৭), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৬৬) নাসর ইবনু নাজীহ আল-বাহিলী সূত্রে উমার আবূ হাফ্‌স হতে ...বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ নাস্‌র এবং উমার উভয়েই বর্ণনার দিক দিয়ে মাজহূল। হাদীসটি নিরাপদ নয়।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/১৭১) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ''موضوع، عمر متروك'' এটি বানোয়াট, উমার একজন মাতরূক বর্ণনাকারী।

হাফিয ইরাকী তার এ কথাকে "তাখরীজুল ইহ্‌ইয়া" গ্রন্থে (২/১১) সমর্থন করেছেন।

কিন্তু সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৮৭) তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ হাদীসটিকে বায্‌যার এবং তাবারানী বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ আবূ হাফস শক্তিশালী ছিলেন না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার (সুয়ূতীর) এ কথায় খুবই শিথিলতা করা হয়েছে। কারণ তিনি (আবূ হাফস) খুবই দুর্বল, এমনকি তার সম্পর্কে ইবনু খাৱাশ বলেন ঃ ''كذاب، يضع الحديث'' তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন।

অতঃপর সুয়ূতী তার শাহেদ হিসাবে নিম্নের হাদীসটি উল্লেক করেছেন। যাতে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছেন। অতএব তার এ সমালোচনা অর্থহীন।

١٠٦. (مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ شَهْوَتَهُ؛ حَرَّمَهُ اللهُ النَّارَ).

১০৬। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে তার চাহিদানুযায়ী পানাহার করাবে, আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন।

হাদীসটি জাল।

বাইহাক্বী এটিকে "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে তার সনদে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ হাদীসটি এ সনদে মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর কারণ হচ্ছে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিস সালাম (তিনি হচ্ছেন ইবনুন নু'মান)। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ

''كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْكَذِبَ'' 'তিনি সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা মিথ্যা বলাকে হালাল জানতেন।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুয়ূতী এ হাদীসটিকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৮৭) উপরেরটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ সেটিও জাল। আর তিনি দু'টিকেই "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٠٧. (مَنْ لَذَّذَ أَخَاهُ بِمَا يَشْتَهِي؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَى عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَأَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثَلاثِ جَنَّاتٍ: جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، وَجَنَّةِ عَدْنٍ، وَجَنَّةِ الْخُلْدِ).

১০৭। যে ব্যক্তি তার ভাইকে তার চাহিদানুযায়ী তৃপ্তি দিবে, আল্লাহ্ তার জন্য দশ লক্ষ সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন, তার নিকট হতে দশ লক্ষ মন্দ কর্মকে মুছে ফেলবেন, তার জন্য দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং আল্লাহ্ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস, জান্নাতু আদ্‌ন ও জান্নাতুল খুলদ এ তিনটি জান্নাত থেকে পানাহার করাবেন।

হাদীসটি জাল।

এটিকে গাযালী "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১১) নাবী (ﷺ)-এর হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

সুবকী "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি এটির কোন সনদ পাননি।

তবে হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে বলেন ঃ এটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে আবূ যুবায়ের হতে মুহাম্মাদ ইবনু না'ঈমের বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন ঃ এটি বাতিল ও মিথ্যা।

অনুরূপ কথা যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এবং ইবনু হাজারের "লিসানুল মীযান" গ্রন্থেও বলা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তবে ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে (২/১৭২) ''ألف ألف حسنة ...'' এ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি সম্পর্কে তার মন্তব্যকে সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/৮৭) গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। অতঃপর ইবনু আররাকও "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২/২৬২) তা সমর্থন করেছেন। হাদীসটি মুয়াফ্ফাক উদ্দীন ইবনু কুদামা "আল-মুন্তাখাব" গ্রন্থে (১০/১৯৬/১) উল্লেখ করে ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ ''هذا كذب، هذا باطل'' এটি মিথ্যা, এটি বাতিল।

١٠٨. (كَانَ يَأكُلُ العِنَبَ خَرَطًا).

১০৮। তিনি আংগুর খেতেন টুকরো টুকরো করে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/২৮০) গ্রন্থে এবং বাইহাক্বী তার সূত্রে "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/২০১/১) উল্লেখ করেছেন। এ সনদে সুলায়মান ইবনু রাবী', কাদিহ্ ইবনু রাহমা এবং হুসাইন ইবনু কাইস রয়েছেন।

ইবনু আদী কাদিহ সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা নিরাপদ নয় এবং তার সনদ এবং মতনগুলোর কোনটিরই অনুসরণ করা যায় না।

ইবনুল জাওযী ইবনু আদী সূত্রে তার "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৮৭) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হুসাইন কিছুই না, কাদিহ মিথ্যুক এবং সুলায়মানকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

বাইহাক্বী এবং ইবনুল জাওযী উকায়লী সূত্রে দাউদ ইবনু আব্দিল জাব্বার আবূ সুলায়মান আল-কূফী হতে হাদীসটি নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

''رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأكُلُ العِنَبَ خَرَطًا''

এটি সম্পর্কে উকায়লী বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি নেই। দাউদ নির্ভরযোগ্য নন, তার অনুসরণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার (উকায়লী) সূত্রে হাদীসটি আবূ বাক্র আশ-শাফে'ঈ "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১১০) ও তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৭৪/২) উল্লেখ করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২১১০) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটিকে তাবারানী এবং বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর (বাইহাক্বী) বলেছেন ঃ তার কোন শক্তিশালী সনদ নেই। ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে হাদীসটিকে শুধু দুর্বল বলেই ক্ষ্যান্ত হয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইরাকী এবং বাইহাক্বীর দুর্বল আখ্যা প্রদান ব্যাখ্যা সম্বলিত নয়। কারণ এ দাউদ সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন।

অতএব তার মত ব্যক্তির হাদীস, মিথ্যুক কাদিহের হাদীসের জন্য শাহেদ হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ জন্য যাহাবী ও আসকালানী উকায়লী কর্তৃক "لا أصل له" 'এটির কোন ভিত্তি নেই' একথাকে সমর্থন করেছেন।

এ কারণেই সুয়ূতী কর্তৃক হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করা তার শর্তানুযায়ী সঠিক হয়নি।

١٠٩. (عَمَلُ الأبْرَار مِنَ الرِّجَال مِنْ أمَّتِيْ الخِيَاطَةُ، وَعَمَلُ الأبْرَار مِنْ أمَّتِيْ مِنَ النِّسَاءِ المِغْزَلُ).

১০৯। আমার উম্মাতের সৎকর্মশীল পুরুষদের কর্ম হচ্ছে দরজীর কাজ আর আমার উম্মাতের সৎ কর্মশীলা মহিলাদের কর্ম হচ্ছে চরকায় সূতা কাটা।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/১৫৩), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/৩০৩) এবং ইবনু আসাকির (১৫/২৬১/১) আবূ দাউদ আন-নাখ'ঈ সুলায়মান ইবনু আম্‌র সূত্রে তার শাইখ আবূ হাযিম হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ এটি সুলায়মান ইবনু আম্‌র কর্তৃক আবূ হাযিমের উপর জালকৃত হাদীসগুলোর একটি।

সুয়ূতী- তাম্মাম, খাতীব বাগদাদী ও ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূত্রে আবূ দাউদ আন-নাখ'ঈ রয়েছেন। মানাবী বলেন ঃ তার সম্পর্কে আল-খাতীব নিজে বলেছেন ঃ তিনি একজন মিথ্যুক, জালকারী, দাজ্জাল। যাহাবী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, দাজ্জাল। তিনি তার "আল-মীযান" গ্রন্থে ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। ইয়াহ্ইয়া তার সম্পর্কে বলেন ঃ "كَانَ اَكْذَبُ الحَدِيْثِ" 'তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক ছিলেন। ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার এ কথাকে সমর্থন করেছেন। ইবনুল জাওযী জাল হিসাবেই হুকুম লাগিয়েছেন।

সুয়ূতী এ হাদীসটি "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৫৪) এবং "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/১০৭) তাম্মামের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। যার সনদে মূসা ইবনু ইব্‌রাহীম আল-মারওয়াযী রয়েছেন।

তাকে ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তার মুতাবা'য়াত দ্বারা আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। এ জন্য ইবনু আররাক হাদীসটিকে জাল-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ হাদীসটি সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ ''قَبَّحَ اللهُ مَنْ وَضَعَهُ'' 'আল্লাহ খারাপ পরিণতি করুন সেই ব্যক্তির যিনি হাদীসটি জাল করেছেন।'

١١٠. (لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا؛ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ).

১১০। যদি এ হৃদয় বিনয়ী হয়, তবে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ গুলোও বিনয়ী হবে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে হাকীমের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

শাইখ জাকারিয়া আনসারী বলেন ঃ হাদীসটির সনদ য'ঈফ। কিন্তু এটি তার চাইতেও আরো দুর্বল।

যাইন আল-ইরাকী "শারহুত তিরমিযী" গ্রন্থে বলেন ঃ এটির সনদে সুলায়মান ইবনু আম্র রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন আবূ দাঊদ আন-নাখ'ঈ। তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। এটিকে জানা যায় ইবনুল মুসাইয়্যাবের কথা হিসাবে।

যেমনটি "আল-মুগনী" গ্রন্থে (১/১৫১) উল্লেখ করা হয়েছে ঃ এটির সনদ দুর্বল এবং সা'ঈদের কথা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

যায়লা'ঈ বলেছেন ঃ ইবনু আদী বলেন যে, তিনি (সুলায়মান) হাদীস জাল করতেন এ কথার উপর মুহাদ্দিসগণ একমত হয়েছেন ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক এটিকে "আল-যুহুদ" গ্রন্থে (১/২১৩) সা'ঈদ হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদে একজন ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সনদটি মাজহূল।

আব্দুর রায্যাক "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (২/২২৬) মাজহূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি হচ্ছেন আবান, কিন্তু আবানও দুর্বল বর্ণনাকারী।

সূতরাং হাদীসটি মারফূ' হিসাবে জাল আর মওকূফ হিসাবে দুর্বল।

তবে মওকূফ হিসাবে এটির শাহেদ পাওয়া যায়। যার সনদটি ভাল। সেটি ইমাম আহমাদের পুত্রের "মাসায়েল" গ্রন্থে (পৃ: ৮৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

١١١. (كَذَبَ النَّسَّابُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا).

১১১। বংশ পরিচয় দানকারীগণ মিথ্যা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "এবং তাদের মধ্যবর্তী বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি।"

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুয়ূতী তার "আল-জামে'" গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে ইবনু সা'য়াদ এবং ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন ।

মানাবী "জামে'উস সাগীর-এর শারাহ্তে" দু'টি স্থানে এ হাদীসটি সম্পর্কে চুপ থেকেছেন। সম্ভবত তিনি এটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হননি, অন্যথায় তার এরূপ চুপ থাকা সঠিক হয়নি।

ইবনু সা'য়াদ হাদীসটি "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (১/১/২৮) হিশাম সূত্রে তার পিতা মুহাম্মাদের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হিশাম হচ্ছেন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সাঈব আল-কালবী। তিনি মাতরূক, যেমনভাবে দারাকুতনী প্রমুখ বলেছেন।

তার পিতা মুহাম্মাদ তার চেয়েও নিকৃষ্ট। জুযজানী ও অন্যরা তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

মুহাম্মাদ নিজে স্বীকার করেছেন যে, তিনি মিথ্যা বর্ণনা করেছেন। বুখারী সহীহ্ সনদে সুফিইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন তিনি (সুফিইয়ান) বলেন ঃ

কালবী আমাকে বলেছেন যে, আমি তোমার নিকট যে সব হাদীস আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছি সেগুলো মিথ্যা।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে আবূ সালেহ-এর সূত্রে তাফসীর বর্ণনা করেছেন। অথচ আবূ সালেহ ইবনু আব্বাসকে (ﷺ) দেখেননি আর কালবী আবূ সালেহ হতে শুনেননি।

١١٢. (الْجَرَادُ نَثْرَةُ حُوتٍ فِي الْبَحْرِ).

১১২। ফড়িং (পতঙ্গ) সামুদ্রিক মাছের হাঁচি।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২/২৯২) যিয়াদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আলাসা সূত্রে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ হতে বর্ণনা করেছেন... (এ অংশটুকু বর্ণিত হাদীসের অংশ বিশেষ)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ খুবই দুর্বল। এ মূসা ইবনু মুহাম্মাদ হচ্ছেন তাইমী মাদানী। তিনি মুনকারুল হাদীস; যেমনভাবে নাসাঈ ও অন্যরা বলেছেন। হাদীসটিকে যাহাবী তার মানাকীর গুলোর একটি মুনকার হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/১৪) মূসার সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ্ নয়, মূসা মাতরূক।

সুয়ূতী তার এ কথাকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৩৩৩) সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু কুতায়বা হাদীসটি "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (৩/১১৪) আবূ খালিদ আল-ওয়াসেতী সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটিও মারফূ'টির ন্যায়। কারণ এর সনদও নিতান্তই দুর্বল। কেননা এ আবূ খালিদ হচ্ছেন আম্র ইবনু খালিদ, তিনি মাতরূক। ওয়াকী' তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি ইসরাইলী বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

١١٣. (اتَّقُوْا مَوَاضِعَ التُّهَمِ).

১১৩। অপবাদমূলক স্থানগুলো হতে বেঁচে চল।

এটির কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি গাযালী "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৩১) উল্লেখ করেছেন। তার তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন ঃ হাদীসটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

সুবকী "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (৪/১৬২) অনুরূপ কথাই বলেছেন। এছাড়া একইভাবে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন যুবাইদীর "শারহুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থ (৭/২৮৩)।

١١٤. (مَنْ رَبَّى صَبِيًّا حَتَّى يَقُوْلَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ؛ لَمْ يُحَاسِبْهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ).

১১৪। যে ব্যক্তি কোন শিশুকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা পর্যন্ত লালনপালন করবে; আল্লাহ্ তার হিসাব কিতাব নিবেন না।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (পৃঃ ৭৫), ইবনু আদী (২/১৬২) এবং ইবনুন নাজ্জার "যায়লু তারীখে বাগদাদ" গ্রন্থে (১০/১৬৩/২) আবূ উমাইর আব্দুল কাবীর ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে তার শাইখ সুলায়মান আশ-শাযকূনী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটির সনদ জাল। এ আব্দুল কাবীর ও তার শাইখ শাযকূনী তারা উভয়ে মিথ্যার দোষে দোষী। হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/১৭৮) বর্ণনাকারী আব্দুল কাবীর হতে ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়।

ইবনু আদী বলেন ঃ সম্ভবত এটির বিপদ হচ্ছে আবূ উমাইরের নিকট হতে। তিনি বলেন ঃ এটিকে ইব্রাহীম ইবনু বারা শাযকুনী হতে বর্ণনা করেছেন। এ ইব্রাহীম বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এ ইব্রাহীমের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, উকায়লী বলেন ঃ ''يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْبَوَاطِيْلِ'' 'তিনি নির্ভরযোগ্যদের

উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী।' ইবনু হিব্বান বলেন ঃ ''يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوْعَاتِ...'' 'তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সমালোচনা করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাকে উল্লেখ করাই বৈধ নয়'।

এ হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে; যেটি সুয়ূতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৯/৯১) উল্লেখ করেছেন। যাতে আশ'য়াস ইবনু মুহাম্মাদ আল-কালাঈ নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাকে শুধুমাত্র এ হাদীসের সনদেই চেনা যায়। এ জন্যেই যাহাবী তাকে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

''أتى بخبر موضوع''. 'তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।'

যাহাবীর এ কথাকে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

এ হাদীসটি বাতিল এ মর্মে হাফিযগণ (ইবনু হিব্বান, ইবনু আদী, যাহাবী, আসকালানী) ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

١١٥. (أَذِيْبُوْا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ، وَلَاتَنَامُوْا عَلَيْهِ؛ فَتَقْسُوْا قُلُوْبُكُمْ).

১১৫। তোমরা তোমাদের খাদ্যকে আল্লাহর যিক্‌র ও সলাত দ্বারা পরিপূর্ণ রাখ, তোমরা তার উপর নিদ্রা যেওনা; কারণ তাহলে তোমাদের হৃদয়গুলো কঠিন হয়ে যাবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু নাস্‌র "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯-২০), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ৯৬), ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/৪০), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/৯৬), ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইআহ্" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৬ নং ৪৮২) ও বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/২১১/১) বাযী' আবূল খালীল সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি জাল। উকায়লী বলেন ঃ বাযী' অনুসরণযোগ্য নয়।

ইবনু আদী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ সব হাদীসগুলো মুনকার। কোন ব্যক্তিই তার অনুসরণ করেননি।

বাইহাক্বী বলেন ঃ এটি মুনকার, বাযী' একক ভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট কিছু (হাদীস) বর্ণনা করেছেন, যেন তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন।

"লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এসেছে; বুরকানী দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ তিনি (বাযী') মাতরূক। তার সব কিছুই বাতিল।

হাকিম বলেন ঃ তিনি জালা হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তা নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৬৯) এ সূত্রে ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি অন্য বর্ণনায় আসরাম ইবনু হাওশাব সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ এটি জাল। বাযী' মাতরূক এবং আসরাম মিথ্যুক।

١١٦. (تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ؛ فَإِنْ تَرْكَ الْعِشَاءِ مَهْرَمَةٌ).

১১৬। তোমরা নৈশ খাদ্য গ্রহণ কর যদিও তা নিকৃষ্ট মানের খাদ্যের এক হাতের তালু পরিমাণও হয়। কারণ নৈশ খাদ্য পরিত্যাগ করা বার্ধক্যের কারণ।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৩/১০০) ও কাযা'ঈ (১/৬৩) আম্বাসা ইবনু আব্দির রহমান আল-কুরাশী সূত্রে আব্দুল মালেক ইবনু 'আল্লাক হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি মুনকার, এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে এটিকে চিনি না। আম্বাসা হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আর আব্দুল মালেক মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ আম্বাসা সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ ''كان يضع الحديث''. 'তিনি হাদীস জাল করতেন; যেমনভাবে যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "হিলইয়্যাহ" গ্রন্থে (৮/ ২১৪-২১৫), খাতীব বাগদাদী (৩/৩৯৬), ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/১১) ও ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/২৩২) আম্বাসা সূত্রেই তার শাইখের নাম বিভিন্নরূপে উল্লেখ পূর্বক বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কারণেই উক্ত বর্ণনাগুলো হতে সনদটি আম্বাসা সূত্রে মুযতারিব এটাই সুস্পষ্ট। কারণ তিনি তার শায়খের নাম একবার বলছেন আব্দুল মালেক ইবনু আল্লাক আরেক বার বলছেন মুসলিম, আরেক বার বলছেন আল্লাক ইবনু মুসলিম, আবার বলছেন মূসা ইবনু উকবা। এরূপ ইযতিরাব হওয়াটাও হাদীসটি দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ। [মুযতারিবের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৭-৫৮) পৃষ্ঠায়।

হাদীসটি সাগানী তার "আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১২) এবং তার পূর্বে ইবনুল জাওযী (৩/৩৬) তিরমিযীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু মাজাহ্ (২/৩২২) অনুরূপ অর্থের হাদীস জাবির (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইব্‌রাহীম ইবনু আব্দিস সালাম ও আব্দুল্লাহ ইবনু মায়মূন রয়েছেন। কিন্তু সেটি সহীহ্ নয় বরং নিতান্তই দুর্বল। কারণ ইব্‌রাহীম মাতরূকদের দলভুক্ত; যেমনভাবে "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে।

যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে ঃ ইবনু আদী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ আমার নিকট তার অবস্থান হাদীস চোর হিসাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মায়মূন যদি কাদাহ হন, তাহলে তিনি মাতরূক। আর যদি অন্য কেউ হন তাহলে তিনি মাজহূল।

ইবনুন নাজ্জার তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে হাদীসটি আবুল হায়সাম আল-কুরাশী সূত্রে মূসা ইবনু উকবা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ আবুল হায়সামের বর্ণনা মূসা হতে। আবুল ফাতাহ আল-আযদী বলেন ঃ ''كذاب'' 'তিনি মিথ্যুক।' "লিসানুল মীযান" গ্রন্থেও অনুরূপ কথা এসেছে।

١١٧. (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكَثِّرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ).

১১৭। যে ব্যক্তি তার ঘরে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অধিক কল্যাণ কামনা করে, সে যেন তার দুপুরের খাবার উপস্থিত হওয়ার সময় ওযূ করে এবং যখন তা উঠিয়ে নেয়া হবে তখনও ওযূ করে।

হাদীসটি মুনকার ।

এটি ইবনু মাজাহ্ (৩২৬০), আবুশ শাইখ "কিতাবুল আখলাকিন নাবী (ﷺ) ওয়া আদাবুহু" (পৃঃ ২৩৫) গ্রন্থে, ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (১/২৭৫) ও ইবনুন নাজ্জার "যায়লু তারীখে বাগদাদ" গ্রন্থে (১০/১৫৩/২) বিভিন্ন মাধ্যমে কাসীর ইবনু সুলাইম সূত্রে আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আদী এ কাসীরের জীবনীতে বলেন ঃ সাধারণত আনাস (ﷺ) হতে তার এ বর্ণনাগুলো নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কাসীর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। বরং তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ ''متروك'' তিনি মাতরূক।

বূসয়রী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে বলেছেন ঃ যাবারা ও কাসীর তারা উভয়েই দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/১১) বলেন ঃ

আবূ যুর'য়াহ বলেন ঃ হাদীসটি মুনকার।

١١٨. (لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ).

১১৮। মৃত্যু বস্তুর কোন কিছু দ্বারা তোমরা উপকার গ্রহণ কর না।

হাদীসটি দুর্বল। (কিন্তু পরবর্তীতে তা সহীহ্ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে)।

হাদীসটি ইবনু ওয়াহাব তার "আল-মুসনাদ" গ্রন্থে যাম'য়াহ ইবনু সালেহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। এ যাম'য়াহ বিতর্কিত; যেমনভাবে "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (১/১২২) এসেছে।

এটির সনদ দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। এ যাম'য়াহ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" ও "তালখীস" গ্রন্থে (১/২৯৭) বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

২। আবুয যুবায়ের; তিনি মুদাল্লিস ।

এছাড়া এ হাদীসটি সহীহ হাদীস বিরোধী।

নির্দেশিকাঃ

হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছি এবং বলেছি যে, এটি সহীহ হাদীস বিরোধী যা "ইরউয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরবর্তিতে আবুয যুবায়েরের সুস্পষ্ট শ্রবণ পেয়েছি এবং এটির শক্তিশালী শাহেদ আব্দুল্লাহ ইবনু উকায়েম হতে এ শব্দেই পেয়েছি। যা আমি "ইরউয়া" গ্রন্থে স্পষ্ট করেছি। অতঃপর পুনরায় আমি এটির সনদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি এবং এটি যে সহীহ্ এ মর্মে নিশ্চিত হয়েছি। এ জন্যই আমি এটিকে সহীহার মধ্যে (৩১৩৩) নাম্বারে উল্লেখ করেছি।

١١٩. (عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللهُ بِهَلَاكِ القُرَى).

১১৯। ধনীদের মোরগ গ্রহণ করার সময় আল্লাহ্ গ্রামগুলোকে ধ্বংসের ঘোষণা দেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২/৪৮) ও আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (১৭৬/১/২) বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (১২/২৩৮/১) উসমান ইবনু আব্দির রহমান সূত্রে 'আলী ইবনু উরওয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

সিন্দী ইবনু মাজার হাশিয়াতে বলেন ঃ "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে এসেছে এটির সনদে 'আলী ইবনু উরওয়া রয়েছেন। যাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ ''يضع الحديث'' 'তিনি হাদীস জাল করতেন।' আর উসমান ইবনু আব্দির রহমান মাজহূল।

ইবনুল জাওযী হাদীসটির ভাষা "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তাকে (উসমান ইবনু আব্দির রহমানকে) সালেহ্ যাযারা ও অন্যরা মিথ্যুক বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ উসমান মাজহূল নন। তিনি হচ্ছেন পরিচিত হাররানী। হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি সত্যবাদী, কিন্তু তার বেশীর ভাগ বর্ণনা দুর্বল এবং মাজহূল বর্ণনাকারীদের থেকে হওয়ায় তাকে দুর্বল বলা হয়েছে। এমনকি ইবনু নুমায়ের তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। অথচ তাকে ইবনু মা‘ঈন নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

ইবনুল জাওযী (২/৩০৪) হাদীসটি ইবনু আদীর সূত্রে (৫/১৮৫১) আলী ইবনু উরওয়ার বর্ণনা ছাড়াও উকায়লীর সূত্রে গিয়াস ইবনু ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

হাদীসটি সহীহ্ নয়। কারণ ‘আলী ইবনু উরওয়া এবং গিয়াস ইবনু ইব্‌রাহীম তারা উভয়েই হাদীস জাল করতেন।

সুয়ূতী যে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২২৭) অন্য সূত্র আছে বলে তার সমালোচনা করেছেন, ইবনু আররাক এ সমালোচনাকে অমূলক বলেছেন, এ মিথ্যুক ‘আলী ইবনু উরওয়া সনদে থাকার কারণে।

উকায়লী “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে (৩৫১) বলেছেন ঃ এ গিয়াস সম্পর্কে ইবনু মা‘ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক; তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদও নন।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ (মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে) তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

١٢٠. (يَا حُمَيْرَاءُ! مَنْ أعْطَى نَاراً؛ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا نَضِجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أعْطَى مِلحاً؛ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ المِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مَسلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوْجَدُ المَاءُ؛ فَكَأَنَّمَا أعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لا يُوْجَدُ؛ فَكَأَنَّمَا أحْيَاهَا).

১২০। হে হুমাইরা (আয়েশা [ﷺ])! যে ব্যক্তি (অন্যকে) আগুন দান করল, সে যেন সাদকাহ্ করল সেই সব বস্তুকে যেগুলোকে সে আগুন পাকিয়েছে। যে ব্যক্তি (অন্যকে) লবন দান করল সে যেন সাদকা করল সেই সব বস্তুকে লবন যেগুলোকে পবিত্র করেছে। যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে তার নিকট প্রাপ্ত পানি পান করালো, সে যেন একটি দাসী মুক্ত (স্বাধীন) করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে পানি পান করালো এমতাবস্থায় যে, তা ছিল দুষ্প্রাপ্য, সে যেন তাকে জীবন দান করলো।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২/৯২) ‘আলী ইবনু গোরাব সূত্রে যুহায়ের ইবনু মারযূক হতে, তিনি ‘আলী ইবনু যায়েদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

'আলী ইবনু গোরাব মুদাল্লিস। যুহায়ের ইবনু মারযূক সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেনঃ তাকে চিনি না। বুখারী তার সম্পর্কে বলেন ঃ ''منكر الحديث، مجهول'' 'তিনি মুনকারুল হাদীস, মাজহূল।'

'আলী ইবনু যায়েদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনুল জাওযী হাদীসটির দ্বিতীয়াংশ অন্য এক সনদে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/১৭০) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

ইবনু আদী বলেছেন ঃ এটি জাল। কারণ বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী হচ্ছে তার সমস্যা।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির তৃতীয় সূত্রও পেয়েছি যেটি ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" (২/১৫৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এটির সূত্রও একাধিক সমস্যা জর্জরিত যার জন্য সনদটি দুর্বল।

১। বর্ণনাকারী ওবায়েদ ইবনু ওয়াকেদ হচ্ছেন দুর্বল।

২। আরজী ইবনু যিয়াদের জীবনী মিলছে না।

৩। তার শাইখ আব্দু কাইস মাজহূল।

١٢١. (قَلَّ مَا يُوْجَدُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دِرْهَمٌ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ أَخٌ يُوْثَقُ بِهِ).

১২১। শেষ যামানায় হালাল পন্থায় দিরহাম অর্জন কমে যাবে বা এমন ভাই মিলা কমে যাবে যার উপর নির্ভর করা যায়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল অথবা জাল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম (৪/৯৪) মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ আল-হাররানী সূত্রে আবূ ফারওয়া আর-রাহাবী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আইউব আর-রাকী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ আল-হাররানী সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি কে জানি না।

আবূ ফারওয়া আর-রাহাবী; তার নাম ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ। ইবনু আবী হাতিম তার জীবনী উল্লেখ করলেও তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। তিনি তার পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করতে খুবই গাফিল ছিলেন। যদিও তিনি একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন, ...।

তার সম্পর্কে বুখারী বলেন ঃ ''يروي عن أبيه مناكير'' 'তিনি তার পিতা হতে মুনকারগুলো বর্ণনা করতেন।'

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

মুহাম্মাদ ইবনু আইউব আর-রাকী সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (৩/২/১৯৭) বলেন ঃ আমার পিতা [আবূ হাতিম] বলেছেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে অন্য এক মুহাম্মাদ ইবনু আইউব আর-রাকীর কথা উল্লেখ করেছেন। যিনি মালেক হতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আইউব আর-রাকী মালেক ইবনু আনাস হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

আমার কাছে যা স্পষ্ট হচ্ছে তা এই যে, তারা একজনই, দু'জন নয়।

١٢٢. (نَهَى عَنِ الْغِنَاءِ، وَالاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ، وَنَهَى عَنِ الْغِيْبَةِ، وَعَنِ الاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِيْبَةِ، وَعَنِ النَّمِيْمَةِ، وَعَنِ الاسْتِمَاعِ إِلَى النَّمِيْمَةِ).

১২২। তিনি গান গাওয়া ও গান শ্রবণ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি গীবাত করা ও গীবাত শ্রবণ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং তিনি পরনিন্দা করা ও পরনিন্দা শ্রবণ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৮/২২৬), তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" ও "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে এবং আবূ নু'য়াইম (৪/৯৩) গেনা শব্দ ছাড়া ফুরাত ইবনু সাঈব সূত্রে... উল্লেখ করেছেন।

ফুরাত সম্পর্কে নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। হায়সামীও বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ ''منكر الحديث'' 'তিনি মুনকারুল হাদীস।'

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি মুহাম্মাদ ইবনু তাহানের ন্যায়। তাকে যে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়, তিনি সেই দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ মুহাম্মাদ ইবনু তাহান ইবনু যিয়াদ ইয়াশকুরীকে ইমাম আহমাদ ও অন্যরা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমনভাবে ১৬ ও ১৯ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

পরনিন্দা এবং গীবাত হারাম মর্মে সহীহ্ হাদীস এসেছে। অতএব এ য'ঈফ হাদীসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

তবে গানের ক্ষেত্রে সব গানই হারাম নয়। যেগুলোতে হারাম স্থান, বস্তু বা কথার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোই হারাম। যেগুলোতে এসব কিছু নেই সেগুলো হারাম নয়।

তবে বাদ্যযন্ত্র; সেগুলোর সবই হারাম, এ মর্মে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٢٣. (إِنَّ اللهَ يَسْأَلُ عَنْ صُحْبَةِ سَاعَةٍ).

১২৩। আল্লাহ্ তা'আলা এক ঘন্টা সঙ্গ দেওয়া সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন।

হাদীসটি বানোয়াট। হাদীসটি এভাবেই মুখে মুখে পরিচিতি লাভ করেছে। এটিকে এ শব্দে চিনি না। এটি আগত হাদীসটির অর্থবোধক।

١٢٤. (مَا مِنْ صَاحِبٍ يَصْحَبُ صَاحِباً وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ؛ إِلاَّ سُئِلَ عَنْ صُحْبَتِهِ: هَلْ أَقَامَ فِيهَا حَقَّ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ؟).

১২৪। কোন ব্যক্তি যদি তার সাথীদের সাথে সঙ্গ দেয় এবং তা যদি দিবসের একটি মুহূর্তের জন্যও হয়; তবুও তাকে তার সঙ্গদানের মুহূর্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। সে তাতে আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠা করেছে না নষ্ট করেছে?

হাদীসটি জাল।

গাযালী হাদীসটি "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১৫৪) উল্লেখ করেছেন।

"আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থের তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারিনি। সুবকী "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (৪/১৫৬) একই কথা বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির ভিত্তি পেয়েছি। কিন্তু সেটি জাল (বানোয়াট)। কারণ এটি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উমারের বর্ণনাকৃত, যার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম তার জীবনীতে (১/১/৭১) বলেছেন ঃ

আমি তার সম্পর্কে আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন ঃ তিনি আমাদের নিকট এসেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মিথ্যুক। তার নিকট হতে লিখেছি কিন্তু তার থেকে হাদীস বর্ণনা করিনি।

١٢٥. (سُوْءُ الْخُلُقِ ذَنْبٌ لاَ يُغْفَرُ، وَسُوْءُ الظَّنِّ خَطِيْئَةٌ تَفُوْحُ).

১২৫। খারাপ চরিত্র এমন এক গুনাহ যা ক্ষমা করা হবে না আর কু-ধারণা এমন এক ত্রুটি যা দূর্গন্ধ ছড়ায়।

হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে গাযালী "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৪৫) উল্লেখ করেছেন।

যদি ধরে নেই যে, এ হাদীসটি হাদীস হিসাবে বাতিল একথাটি তার (গাযালী) নিকট লুক্কায়িত ছিল; তা বোধগম্য। কিন্তু জানি না হাদীসটি ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকেও যে বাতিল, এ বিষয়টি তার নিকট কীভাবে লুক্কায়িত থাকল?!

কারণ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে আয়াত বিরোধী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاءُ)

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তার সাথে শরীক স্থাপন করাকে, তবে তা ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে চান ক্ষমা করে দিবেন" (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৮)।

সম্ভবত এর মাঝে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য যিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শিথিলতা করেন এবং মুহাদ্দিসগণের তরীকায় সহীহ্ হাদীস হিসাবে সাব্যস্ত না করেই নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে তা বর্ণনা করেন।

সুবকী "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (৪/১৬২) এ হাদীসটি "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থের ঐ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যেখানে সেই হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর সনদ নেই।

١٢٦. (مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ لَهُ تَوْبَةٌ؛ إِلاَّ صَاحِبُ سُوْءِ الْخُلُقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَتُوْبُ مِنْ ذَنْبٍ؛ إِلاَّ عَادَ فِي شَرٍّ مِنْهُ).

১২৬। অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যতীত এমন কোন গুনাহ্ নেই যার জন্য তওবা নেই। কারণ সে যখনই গুনাহ্ হতে তওবা করে তখনই সে তার চেয়েও নিকৃষ্ট গুনাহের মধ্যে পতিত হয়।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ১১৪) এবং ইস্পাহানী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (১/১৫১) আম্‌র ইবনু জামী' সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি বানোয়াট। কারণ আম্‌র সম্পর্কে নাক্কাশ বলেন ঃ ''أَحَادِيْثُهُ مَوْضُوْعَةٌ، وَكَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ'' তার হাদীসগুলো বানোয়াট এবং তাকে ইহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ ''كَانَ يُتَّهَمُ بِالْوَضْعِ'' তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হত।

হাফিয হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৮/২৫) বলেছেন ঃ এটিকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এ সনদে মিথ্যুক আম্‌র ইবনু জামী' রয়েছেন।

সুয়ূতী হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা তার শর্ত মোতাবেক হয়নি। সনদে মিথ্যুক ব্যক্তি এককভাবে বর্ণনা করার কারণে।

"তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৪৫) ইরাকী কর্তৃক শুধুমাত্র হাদীসটির সনদ দুর্বল বলেই শেষ করাও ঠিক হয়নি। তবে যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলে থাকেন যে, জাল তো দুর্বল হাদীসেরই একটি প্রকার, তাহলে সমস্যা নেই।

١٢٧. (صَلاَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، وَجُمْعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمْعَةٍ بِغَيْرِ عِمَامَةٍ. إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَيَشْهَدُوْنَ الْجُمْعَةَ مُعْتَمِّيْنَ، وَلاَ يَزَالُوْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ).

১২৭। পাগড়ী পরে একটি সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশটি সলাত আদায় করার সমতুল্য। পাগড়ী সহ একটি জুম'আহ পাগড়ী ছাড়া সত্তরটি জুম'আর

সমতুল্য। ফেরেশতাগণ পাগড়ী পরা অবস্থায় জুম'আতে উপস্থিত হন এবং পাগড়ীধারীদের প্রতি সূর্যাস্ত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে রহমত কামনা করতে থাকেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনুন নাজ্জার তার সনদে মহাম্মাদ ইবনু মাহদী আল-মারওয়াযী পর্যন্ত ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে (৩/২৪৪) বলেছেন ঃ

এ হাদীসটি জাল। এটির সনদে আব্বাস ইবনু কাসীর রয়েছেন। তার বিবরণ ইবনু ইউনুসের "আল-গুরাবা" এবং তার "আয-যায়ল" নামক গ্রন্থে দেখছিনা। বর্ণনাকারী আবূ বিশ্‌র ইবনু সায়্যারকে আবূ আহমাদ হাকিম তার "আল-কুনা" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। এছাড়া আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু মাহদী আল-মারওয়াযীকে চিনি না। আর মাহদী ইবনু মায়মূনকে সালিম হতে বর্ণনাকারী হিসাবে চিনি না, তিনি বাসরীও নন।

সুয়ূতী তার "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১১০) হাদীসটি উল্লেখ করে আসকালানীর কথাকে সমর্থন করেছেন। ইবনুল আররাকও (২/১৫৯) তার অনুসরণ করেছেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

'আলী আল-কারী হাদীসটি তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ৫১) মানূফী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ ''هَذَا حَدِيْثٌ بَاطِلٌ'' 'এ হাদীসটি বাতিল।'

١٢٨. (رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلَا عِمَامَةٍ).

১২৮। পাগড়ী সহ দু'রাকা'য়াত সলাত আদায় বিনা পাগড়ীতে সত্তর রাকা'য়াত সলাত আদায় করার চাইতেও উত্তম।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামীর বর্ণনায় জাবের (رضي الله عنه) হতে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটি তার "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে উল্লেখ করা উচিত ছিল। যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের ক্ষেত্রে করেছেন। কারণ এটিতে পূর্বেরটির চেয়ে বেশী ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এর উপর জালের হুকুম লাগানোটা বেশী উপযোগী ছিল।

এটির সনদে তারেক ইবনু আব্দির রহমান নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তাকে যাহাবী দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন ঃ

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

বুখারী তাকে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ তিনি হেফযের ক্ষেত্রে ক্রটিযুক্ত ছিলেন।

এ কারণে সাখাবী বলেন ঃ এ হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তারেক ইবনু আব্দির রহমান দু'জন রয়েছেন। একজন হচ্ছেন বাজালী কূফী। তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন। অপরজন হচ্ছেন কুরাশী হিজাজী। তিনি 'আলা ইবনু আব্দির রহমান হতে বর্ণনা করেছেন। এ দ্বিতীয়জন সম্পর্কে জানা যায় না। তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। এ হাদীসের সনদে এ দ্বিতীয়জনই রয়েছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে নাসীবীর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু নু'য়াইম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাকে বলা হয়েছিল তিনি সোহাইল হতে, আর সোহাইল তার পিতা হতে, তার পিতা আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে, আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। 'পাগড়ী সহ সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে সত্তরবার সলাত আদায় করার চেয়েও উত্তম? উত্তরে তিনি (আহমাদ ইবনু হাম্বাল) বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, এটি বাতিল হাদীস।

١٢٩. (الصَّلاةُ فِي عِمَامَةٍ تَعْدِلُ بِعَشَرَةِ آلافِ حَسَنَةٍ).

১২৯। পাগড়ীসহ সলাত পড়া দশ হাজার ভাল কর্মের সমতুল্য।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১১১) দাইলামীর বর্ণনায় (২/২৫৬) উল্লেখ করেছেন। এ সূত্রে আবান নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। অতঃপর তিনি (সুয়ূতী) বলেন ঃ আবান মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২/২৫৭) তার এ কথার অনুকরণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সাখাবী "মাকাসীদুল হাসানা" গ্রন্থে (পৃঃ ১২৪) তার শাইখ হাফিয ইবনু হাজারের অনুকরণ করে বলেন ঃ অবশ্যই হাদীসটি জাল।

মানূফী বলেন ঃ অবশ্যই উক্ত হাদীসটি বাতিল, যেমনভাবে শাইখ আল-কারী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ৫১) বলেছেন।

উল্লেখ্য এ হাদীসটিসহ উপরের হাদীস দু'টি বাতিল তাতে আমার নিকট কোন সন্দেহ নেই। কারণ জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের চেয়েও পাগড়ী পরে সলাত আদায় করলে তা বেশী সাওয়াব হবে এটি বোধগম্য নয়। কারণ পাগড়ী সম্পর্কে সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে এটি মুস্তাহাব। এমনকি পাগড়ী পরা অভ্যাসগত সুন্নাত ইবাদাতগত সুন্নাত নয়, এটিই সঠিক। অতএব এরূপ ফযীলত সম্বলিত হাদীস বাতিল হওয়ারই উপযোগী।

١٣٠. (إِنَّ اللهَ تَعَالَى لا يُعَذِّبُ حِسَانَ الْوُجُوْهِ، سُوْدُ الْحَدَقِ).

১৩০। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা চোখে কালো মনি বিশিষ্ট সুন্দর চেহারার অধিকারীদেরকে শাস্তি দিবেন না।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি দাইলামী বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে বেনজীর ইবনু মানসূর, জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ আল-আবহারী, 'আলী ইবনু আহমাদ আল-হাররী, জা'ফার ইবনু আহমাদ আর-দাকাক এবং আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ আর-রুকাশী রয়েছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১১৩-১১৪) উল্লেখ করে এটি সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন।

আমি এটি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি এর সমস্যা কি তা প্রকাশ করার জন্য। আমাকে এটি সম্পর্কে আমার অতি আপনজন আমার পিতা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

আমি বলছি ঃ এ হাদীসটির সনদে রুকাশীর নীচের বর্ণনাকারীগণ সকলেই মাজহূল। তাদের কারো সম্পর্কে আমার নিকট যে সব আসমায়ে রিজালের [বর্ণনাকারীদের তথ্য সম্বলিত] গ্রন্থ রয়েছে সে সবের কোনটিতেই (তাদের) আলোচনা পাইনি।

তবে এ রুকাশীর জীবনী সম্পর্কে "তাহযীবুত তাহযীব" (৬/৪১৯-৪২১) এবং "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১০/৪২৫-৪২৭) আলোচনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন ইবনু মাজার এক বর্ণনাকারী।

তিনি সত্যবাদী হলেও যখন তিনি বাগদাদে আগমন করেন তখন তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। ফলে তার হাদীসের সনদ এবং মতনগুলোতে বহু ভুলের সমাহার ঘটে। সম্ভবত এ হাদীসটি সেগুলোর একটি। নতুবা এটি সে সব মাজহূল বর্ণনাকারীদের কোন একজনের তৈরিকৃত।

ইবনুল আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (১/১৭৪) বলেন ঃ তার সনদে জা'ফার ইবনু আহমাদ আদ-দাকাক রয়েছেন। তিনিই হচ্ছেন হাদীসটির বিপদ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করছি না। কারণ এটি শরীয়তে যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে বিরোধপূর্ণ। যেমন বলা হয়েছে প্রতিদান দেয়া হবে অর্জন এবং কর্মের উপর ভিত্তি করে।

{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

অর্থঃ "যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ বদ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল আয়াতঃ ৭-৮)

এমন কিছুর উপর ভিত্তি করে নয় যা মানুষের কৃত নয় এবং যাতে মানুষের কোন হাত নেই, যেমন ভাল-মন্দ। এ দিকেই ইঙ্গিত করে রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

(إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ).

অর্থঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন না তোমাদের শরীর এবং তোমাদের আকৃতির দিকে, বরং দৃষ্টি দিবেন তোমাদের অন্তর ও তোমাদের কর্ম সমূহের দিকে।'

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অতএব আলোচ্য হাদীসটি যে বানোয়াট তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

١٣١. (عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوْهِ الْمِلاَحِ، وَالْحِدَقِ السُّوْدِ؛ فَإِنَّ اللهَ يَسْتَحِي أَن يُعَذِّبَ وَجْهاً مَلِيحاً بِالنَّارِ).

১৩১। তোমরা সুন্দর (সুশ্রী) চেহারা এবং চোখে কালো মনি বিশিষ্ট রূপ ধারণ কর। কারণ আল্লাহ সুশ্রী চেহারার অধিকারীকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে লজ্জা পান।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৭/২৮২-২৮৩) হাসান ইবনু আলী ইবনু জাকারিয়ার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটির সমস্যা হচ্ছে হাসান ইবনু 'আলী ইবনু জাকারিয়া আল-আদাবী। কারণ তিনি হাদীস জালকারী।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১১৩) বলেন ঃ তিনি প্রসিদ্ধ জালকারীদের একজন।

শাইখ আল-কারী (পৃ:১১০) বলেন ঃ ''فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى وَاضِعِهِ الْخَبِيْثِ'' আল্লাহর অভিশাপ এ হাদীসের জালকারী খবীসের উপর।

হাদীসটি অন্য একটি সূত্রেও পেয়েছি, যাতে একাধিক সমস্যাধারী বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ কারণে এ সনদটি পূর্বোল্লেখিত হাদীসের সনদের মতই অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এতে রয়েছেন ঃ

১। ইব্রাহীম ইবনু সুলায়মান আয-যাইয়াত; তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

২। মুহাম্মাদ ইবনু তালহা আরুকী এবং তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী; তাদের দু'জনকেই চিনি না।

৩। লাহেক ইবনু হুসাঈন; তিনি এ হাদীসের সমস্যা। কারণ তিনি একজন মিথ্যুক, জালকারী।

হাফিয ইদরীসী বলেন ঃ তিনি ছিলেন মিথ্যুক, নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারী। আমাদের যুগে তার মত মিথ্যুক দ্বিতীয় কাউকে চিনি না।

মিথ্যুক হাসান ইবনু 'আলী আল-আদাবীর হাদীসগুলোর একটি নিম্নের হাদীসটিও ঃ

١٣٢. (النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيْحِ يُوْرِثُ الْكَلَحَ).

১৩২। সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিদান চোখকে উজ্জ্বল করে আর কুৎসিত চেহারার দিকে দৃষ্টিদান মুখমণ্ডলে ভীতির চিহ্নের উদ্ভব ঘটায়।

হাদীসটি জাল।

খাতীব বাগদাদী হাদীসটি (৩/২২৬) উল্লেখ করেছেন এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৬২-১৬৩) হাসান ইবনু 'আলী আল-আদাবীর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩১ নং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়ও তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ সম্ভবত তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এক হাজারেরও বেশী জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ তিনিই হাদীসটি জাল করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ আবূ সা'ঈদই যে, হাদীসটি জাল করেছেন তাতে কোন সন্দেহ করছি না।

١٣٣. (النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيْدَانِ فِي الْبَصَرِ).

১৩৩। সুন্দর চেহারার অধিকারিণী নারী এবং সুন্দর ঘাসের দিকে দৃষ্টিদান দৃষ্টিশক্তিকে বৃদ্ধি করে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "হিলইয়্যাহ" গ্রন্থে (৩/২০১-২০২) উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে দাইলামী (৪/১০৬) বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে ইব্‌রাহীম ইবনু হাবীব ইবনে সালাম আল-মাক্কী রয়েছেন। তার জীবনী পাচ্ছিনা। একই অবস্থা তার থেকে বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু হুসাইনের ক্ষেত্রেও। কিন্তু তার মুতাবা'য়াত পাওয়া গেছে। মুহাম্মাদ ইবনু ই'য়াকূব এবং মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ কাযী বুরানী তার মুতাবা'য়াত করেছেন। তারা সকলেই ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১১৬) উল্লেখ করেছেন। এ বুরানীর জীবনী আল-খাতীব (১/২৯৫) উল্লেখ করে দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ

তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি দুর্বল শাইখদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে ইব্‌রাহীম। হাদীসটি যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আবুল ফযলের জীবনী

বর্ণনা করতে গিয়ে ইব্‌রাহীমের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "خَبَرٌ بَاطِلٌ" হাদীসটি বাতিল।

সাগানী হাদীসটি "আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৭) উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন ঃ এ হাদীসসহ অনুরূপ হাদীসগুলো যিন্দীকদের (নাস্তিকদের) জালকৃত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুয়ূতী তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এটি এবং পরবর্তী হাদীসটি উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

١٣٤. (ثَلاَثَةٌ يَزِدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ الْجَارِيْ، وَإِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ).

১৩৪। তিনটি বস্তু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করেঃ সবুজ বর্ণ, প্রবাহিত পানি ও সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টি দান।

হাদীসটি জাল।

ইবনুল জাওযী এটিকে "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৬৩) ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব সূত্রে ...উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "بَاطِلٌ، وَهَبٌ كَذَّابٌ" হাদীসটি বাতিল ওয়াহাব একজন মিথ্যুক।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গন্থে (১/১১৫-১১৭) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটির একাধিক সূত্র রয়েছে। যা হাদীসটিকে জালের পর্যায় হতে বের করে নিয়ে আসে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সুত্রগুলোতে হয় দুর্বল, না হয় মাজহূল, না হয় মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম তার "আল-মানার" গ্রন্থে জাল হাদীস চেনার উপায় বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ (যা শাইখ আল-কারী তার "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ১০৯) উল্লেখ করেছেন) হাদীসটি নাবীদের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না, এমনকি সাহাবীদের কথার সাথেও মিলবে না, যেমন বলে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর শাইখ আল-কারী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটি দুর্বল জাল নয়।

আমি বলছি ঃ তাদের উভয়ের কথার মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কারণ এটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল এবং মতনের (ভাষার) দিক দিয়ে জাল।

١٣٥. (إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ؛ فَصَدِّقُوْا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ؛ فَلاَتُصَدِّقُوْا بِهِ ،وَإِنَّهُ يَصِيْرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ).

১৩৫। যখন তোমরা কোন পাহাড় সম্পর্কে শুনবে যে, পাহাড়টি স্থানচ্যুত হয়েছে, তখন তোমরা তা বিশ্বাস করবে, আর যখন শুনবে কোন ব্যক্তির চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে, তখন তোমরা তা বিশ্বাস করবে না। কারণ সে চলবে সেই ছাঁচে যার উপর তাকে তৈরি করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৬/৪৪৩) যুহ্রীর সূত্রে আবুদ-দারদা (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি মুনকাতি' [বিচ্ছিন্ন]।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৭/৬৯৬) এ কারণই দর্শিয়েছেন। মানাবী "শারহুল জামে'ইস সাগীর" গ্রন্থে তার অনুসরণ করে বলেন ঃ হায়সামী বলেছেন ঃ সনদের বর্ণনাকারীগণ সহীহার বর্ণনাকারী। কিন্তু যুহ্রী আবুদ-দারদা (ﷺ)-কে পায়নি।

সাখাবীও বলেছেন ঃ হাদীসটি মুনকাতি'।

আজলুনী "আল-কাশফ" গ্রন্থে (১/৮৭) বলেছেন ঃ এটিকে সহীহ্ সনদে ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তিনি অন্যত্র (১/৮২) উল্লেখ করে কোন হুকুম লাগাননি। অতঃপর তৃতীয় স্থানে (১/২৫৯) উল্লেখ করে "আল-মাকাসিদ" গ্রন্থ হতে নকল করে বলেছেন ঃ এটি মুনকাতি'। এ ঘটনা প্রমাণ করছে যে, আজলুনী একজন মুকাল্লিদ, নকল করে বর্ণনাকারী।

এ হাদীসটির মধ্যে জাবরিয়াদের আক্বীদার গন্ধ পাওয়া যায়। কারণ তাদের নিকট মুসলিম ব্যক্তি তার চরিত্র ভাল করার অধিকারী নয়। কেননা সে তার কিছু পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়।

অথচ চরিত্র ভাল করার জন্য হাদীসে তাগাদা এসেছে। যেমন রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ ''أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ'' 'আমি সেই ব্যক্তির জন্য একটি ঘরের জিম্মাদার যে, তার চরিত্রকে সুন্দর করেছে।'

আবূ দাউদ (২/২৮৮) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ সহীহ।

এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীসটি মুনকার।

١٣٦. (مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا، فَعَطِسَ عِنْدَهُ؛ فَهُوَ حَقٌّ).

১৩৬। যে ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করবে। অতঃপর তার নিকট হাঁচি দেয়া হবে, সে ব্যক্তি (তার কথাই) সত্য।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/১৪৮) উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ ভাবে তিরমিযী, হাকিম, আবূ ই'য়ালা, তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গন্থে এবং ইবনু শাহীন বাকিয়া সূত্রে মু'য়াবিয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে ইবনু শাহীন-এর সূত্রে উল্লেখ করে (৩/৭৭) বলেছেন ঃ এটি বাতিল। মু'য়াবিয়া একক ভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি কিছুই না। আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফার আল-মাদীনী আবূ আলী তার মুতাবা'য়াত করেছেন, কিন্তু এ আব্দুল্লাহ মাতরূক।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৮৬) কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। যেগুলোর কোনটি মারফূ' আবার কোনটি মওকূফ, আবার কোনটি 'আমভাবে হাঁচি প্রদানকারীর ফযীলত বর্ণনায় এসেছে। সেগুলো এটির শাহেদ হতে পারে না যদিও সহীহ্ হয়।

এছাড়া ইমাম নাবাবী কর্তৃক তার "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (পৃ ঃ ৩৬-৩৭) 'এটির সনদ ভাল ও হাসান বলা এবং একমাত্র বাকিয়া ব্যতীত সকলে নির্ভরশীল; এছাড়া তিনি যখন শামীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন তার হাদীসকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং মু'য়াবীয়া শামী' এ বক্তব্যটি তার ধারণা মাত্র। কারণ বাকিয়া তাদলীসের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। মু'য়াবিয়া হতে আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ সহ আরো অনেকে বলেছেন ঃ

তিনি যখন বলবেন ঃ ''حدثنا'' و ''أخبرنا'' আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তখন তিনি নির্ভরযোগ্য।

একাধিক ব্যক্তি বলেছেন ঃ তিনি যখন আন্ দিয়ে হাদীস বর্ণনা করবেন তখন তিনি গ্রহণযোগ্য নন।

এ জন্য আবূ মুসহের বলেছেন ঃ বাকিয়ার হাদীসগুলো পরিচ্ছন্ন নয়, তার হাদীসগুলো হতে বেঁচে থাকুন।

যাহাবী বলেন ঃ বাকিয়া দুর্বল এবং মুনকারের অধিকারী।

মু'য়াবীয়া নিতান্তই দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি হালেক, কিছুই না।

আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি দুর্বল, তার হাদীসে ইনকার রয়েছে।

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাকিম আবূ আহমাদ বলেন ঃ তার হাদীসগুলো মুনকার, জালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সাজী বলেন ঃ হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই দুর্বল।

সকলেই তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৩৪২) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে মু'য়াবিয়া হতে বাকিয়ার এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ এ হাদীসটি মিথ্যা।

ইবনুল কাইয়্যিমও হাদীসটিকে জাল হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অর্থের দিক দিয়েও হাদীসটি সহীহ্ নয়। কারণ যদি একশত ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর হাদীসের নিকটে হাঁচি দেয়, তবুও তাকে সহীহ্ বলে হুকুম লাগানো যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির সাক্ষীর সাথে যদি তারা হাঁচি দেয় তাহলেও তাকে

সত্যবাদী হিসাবে হুকুম দেয়া যাবে না। মিথ্যা তার কর্ম চালিয়েই যাবে। অতএব কোন লোক যদি বলে যে, সনদটি সহীহ্ তবুও হাদীসটি বানোয়াট অনুভূতি এমনই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

١٣٧. (أَصْدَقُ الْحَدِيْثِ مَا عُطِسَ عِنْدَهُ).

১৩৭। যে কথার নিকট হাঁচি দেয়া হয় সেটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সত্য কথা।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৯১/২/৩৫০২) আম্মারা ইবনু যাযান সূত্রে সাবেত হতে, তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

সাবেত হতে একমাত্র আম্মারাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ আম্মারা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি সাবেতের সূত্রে আনাস (ﷺ) হতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এটিই হচ্ছে এ হাদীসের সমস্যা। হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/৫৯) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

অর্থের দিক দিয়েও যে হাদীসটি বাতিল তা পূর্বের হাদীসেই আলোচনা করা হয়েছে।

١٣٨. (ثَلاَثٌ يَفْرَحُ بِهِنَّ الْبَدَنُ، وَيَرْبُوْ عَلَيْهَا: الطِّيْبُ، وَالثَّوْبُ اللَّيِّنُ، وَشُرْبُ الْعَسَلِ).

১৩৮। তিনটি বস্তু দ্বারা শরীর আনন্দিত (পরিতৃপ্ত) হয় এবং তার উপর ভর করেই বৃদ্ধি লাভ করে; সুগন্ধি, মোলায়েম কাপড় এবং মধু পান করা।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা ওয়াল মাতরূকীন" গ্রন্থে (৩/১৪১) এবং আবূ নু'য়াইম (৬/৩৪০) তাবারানী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ আল-কাতাইরী হতে, তিনি ইউনুস ইবনু হারূণ আল-আযদী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ মালেক হতে তার পিতার উদ্ধৃতিতে হাদীসটি গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনুস সাম'য়ানী মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু ইউনুসও বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

দারাকুতনী তার এবং তার শাইখ ইউনুস ইবনু হারূণ সম্পর্কে বলেন ঃ তারা দু'জনই দুর্বল। তিনি "গারায়েবে মালেক" গ্রন্থে বলেন ঃ মালেক হতে হাদীসটি সহীহ্ নয়।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ ইউনুস আশ্চর্যজনক কিছু বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। মালেক তার পিতা ও তার দাদা হতে কিছুই বর্ণনা করেননি।

١٣٩. (اشْقَى الأَشْقِيَاءِ: مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ).

১৩৯। হতভাগ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী সেই ব্যক্তি যার মাঝে দুনিয়া ও আখেরাতের দরিদ্রতা একত্রিত হয়েছে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম (৪/৩২২), বাইহাক্বী "সুনান" গ্রন্থে (৭/১৩) ও তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২/২৯৪/১/৯৪২৩) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে আব্দির রহমান সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ তিনি এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি দুর্বল, মিথ্যার দোষে দোষী। তবে তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। এ আলোচনা একটু পরেই আসবে।

হাকিম বলেন ঃ এটির সনদ সহীহ্। যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি তাদের দু'জনের অশোভনীয় ধারণা মাত্র।

কারণ এ খালেদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ''ليس بشيء'' 'তিনি কিছুই না।'

ইবনু আবিল হাওয়ারী বলেন ঃ আমি ইবনু মা'ঈনকে বলতে শুনেছি যে, শাম দেশে একটি কিতাব আছে সেটি গেড়ে দেয়া উচিত। সেটি হচ্ছে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে আবী মালেক-এর 'কিতাবুদ দিয়াত'। তিনি তার পিতার উপর মিথ্যারোপ করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এমনকি সাহাবীগণের উপরেও মিথ্যারোপ করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহ্ ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (১/২/৩৫৯) বলেন ঃ আমার পিতাকে এ খালেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।

এ হাদীসটি দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই জাল বর্ণনাকারী হতে মুক্ত নয়।

١٤٠. (الزِّنَا يُوْرِثُ الفَقْرَ).

১৪০। ব্যভিচার (যেনা) দরিদ্রতার অধিকারী করে।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (৭/২) উল্লেখ করেছেন। দু'টি কারণে এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল ঃ

১। বর্ণনাকারী লাইস ইবনু আবী সুলাইম দুর্বল।

২। অপর বর্ণনাকারী আল-মাযী ইবনু মুহাম্মাদ মাজহূল, মুনকারুল হাদীস।

যাহাবী বলেছেন ঃ তার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে এটি **সেগুলোর একটি।**

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/৪১০-৪১১) বলেছেন ঃ আমার পিতা এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটি বাতিল হাদীস, মাযীকে আমি চিনি না।

এছাড়াও অন্য এক সূত্রে হাদীসটি বাইহাক্বীর "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে (৬/৪৩২) এবং দাইলামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (২/৯৯/২) বর্ণিত হয়েছে। সেটিতে একাধিক মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

١٤١. (إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا؛ فَإِنَّ فِيهِ سِتُّ خِصَالٍ؛ ثَلاثًا فِي الدُّنْيَا، وَثَلاثًا فِي الآخِرَةِ، فَأَمَّااللَّوَاتِي فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ، وَيُوْرِثُ الْفَقْرَ، وَيَنْقِصُ الرِّزْقَ، وَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الآخِرَةِ؛ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ سَخَطَ الرَّبِّ، وَسُوْءِ الْحِسَابِ، وَالْخُلُوْدَ فِي النَّارِ).

১৪১। তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত রয়েছে; যার তিনটি ঘটবে দুনিয়ায় আর তিনটি আখেরাতে। যেগুলো দুনিয়াতে ঘটবে সেগুলো হচ্ছে; তা (যেনা) উজ্জলতা নিয়ে যায়, দরিদ্রতার অধিকারী বানায় এবং রিযক কমিয়ে দেয়। আর যেগুলো আখেরাতে ঘটবে সেগুলো হচ্ছে; তা প্রভুর ক্রোধ, মন্দ হিসাব-কিতাব এবং স্থায়ী জাহান্নামী বানিয়ে দেয়।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনু আদী (২০/২৩) ও আবূ নু'য়াইম (৪/১১১) আ'মাশ হতে মাসলামা ইবনু 'আলী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ হাদীসটি আ'মাশ হতে নিরাপদ নয়, এটি মুনকার।

আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ মাসলামা আ'মাশ হতে এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মাসলামা মাতরূক হবার বিষয়ে সকলে একমত। বরং হাকিম বলেছেন ঃ তিনি আওযা'ঈ এবং যুবায়দীর উদ্ধৃতিতে মুনকার ও জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী তার বহু মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। তার অন্য একটি হাদীস সম্বন্ধে আবূ হাতিম বলেছেন ঃ এটি বাতিল, জাল।

ইবনুল জাওযী আলোচ্য হাদীসটিকে তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/১০৭) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ মাসলামা মাতরূক। তার মুতাবা'য়াতকারী আবান ইবনু নাহশাল হচ্ছেন নিতান্তই মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি অন্য কোন সূত্রেও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি।

١٤٢. (إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا؛ فَإِنَّ فِي الزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ؛ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ، فَأَمَّااللَّوَاتِي فِي دَارِ الدُّنْيَا؛ فَذِهَابُ نُوْرِ الْوَجْهِ، وَانْقِطَاعُ الرِّزْقِ، وَسُرْعَةُ الْفَنَاءِ،وَأَمَّااللَّوَاتِي فِي الْآخِرَةِ؛ فَغَضَبُ الرَّبِّ، وَسُوْءُ الْحِسَابِ، وَالْخُلُوْدُ فِي النَّارِ؛ إِلاَّ أَن يَّشَاءَ اللهُ).

১৪২। তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত রয়েছে; যার তিনটি ঘটবে দুনিয়ায় আর তিনটি আখেরাতে। যেগুলো দুনিয়াতে ঘটবে সেগুলো হচ্ছে; তাতে (যেনাতে) চেহারার নূর লোপ পাবে, রিযূক বন্ধ হয়ে যাবে এবং দ্রুত বিনাশ হয়ে যাবে। আর যেগুলো আখেরাতে ঘটবে সেগুলো হচ্ছে; প্রভুর ক্রোধ, মন্দ হিসাব-কিতাব এবং স্থায়ী জাহান্নামী হওয়া। তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে বাদ দিয়ে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" (১২/৪৯৩) গ্রন্থে এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/১০৭) কা'য়াব ইবনু আম্র আল-বালখী সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

আল-খাতীব ও ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ কা'য়াব ইবনু আম্র আল-বালখী ছাড়া এ হাদীসটির অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

মুহাম্মাদ ইবনু আবুল ফাওয়ারিস বলেন ঃ হাদীসের ক্ষেত্রে তার মন্দ অবস্থা ছিল।

ওতায়কী বলেন ঃ হাদীসের ক্ষেত্রে তার মধ্যে শিথিলতা ছিল।

সুয়ূতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে হাদীসটির অন্য একটি সনদ "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৯১) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটির সনদে আবুদ-দুনিয়া নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মিথ্যুক। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি একজন মিথ্যুক। তিনি তিনশত হিজরীর পরের, তা সত্ত্বেও 'আলী ইবনু আবী তালিব (ﷺ) হতে শুনেছেন এরূপ দাবী করতেন। তার নাম উসমান ইবনু খাত্তাব আবূ আম্র।

সুয়ূতী কর্তৃক মিথ্যুকের বর্ণনা দ্বারা শাহেদ পেশ করা প্রমাণ করছে যে, তিনি হাদীসের উপর হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে নরমপন্থীদের একজন। [শাহেদ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়]।

١٤٣. (إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا؛ فَإِنَّ فِيْهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ مِنَ الْوَجْهِ، وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ، وَيُسْخِطُ الرَّحْمَنَ، وَالْخُلُوْدَ فِي النَّارِ).

১৪৩। তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে চারটি খাসলত রয়েছে; যেগুলো চেহারা থেকে উজ্জলতা নিয়ে যায়, রিযূক বন্ধ করে দেয়, দয়াময় আল্লাহকে রাগান্বিত করে এবং স্থায়ী জাহান্নামী বানায়।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (২/১৪৪/২/৭২৩৪) এবং ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/১০৬) ইবনু আদীর সূত্রে আম্‌র ইবনু জামী' হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ আম্‌র একজন মিথ্যুক। তাকে ইবনুল জাওযী মিথ্যুক বলেছেন। ১২৬ নং হাদীসের মধ্যে তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া তার একটি মুতাবা'য়াত মিলেছে। কিন্তু সে সনদটিতে তিনটি সমস্যা রয়েছে। ফলে তা হাদীসটিকে জাল হওয়া থেকে মুক্ত করতে পারেনি। তাতে রয়েছেন ইসমা'ঈল বাসরী; তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। মুখতার ইবনু গাস্‌সান; তাকে কোন ব্যক্তিই নির্ভরযোগ্য বলেননি, এবং ইব্‌রাহীম ইবনু ইসমা'ঈল; কে তার জীবনী বর্ণনা করেছেন তা পাচ্ছিনা। এছাড়া হাদীসটি ইবনু যুরায়েজ কর্তৃক আন্‌ আন্‌ শব্দে বর্ণনাকৃত। তিনি মুদাল্লিস। [মুতাবা'আত শব্দের ব্যাখ্যা (৫৭) পৃষ্ঠায়]।

١٤٤. (أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ الصَّبَّاغُوْنَ وَالصَّوَّاغُوْنَ).

১৪৪। লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক হচ্ছে বস্ত্রাদিতে রংকারীরা এবং অলংকারাদী প্রস্তুত কারীরা।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তায়ালীসী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/২৬২) হুমাম-এর মাধ্যমে ফারকাদ আস-সাবখী হতে ...উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া ইবনু মাজাহ (২/৬), ইমাম আহমাদ (২/২৯২,৩২৪,৩৪৫) ও আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (২/৭৮) বিভিন্ন সূত্রে হুমাম হতে বর্ণনা করেছেন।

এ ফারকাদ ব্যতীত এটির সনদের সকলেই নির্ভরযোগ্য। এ ফারকাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তার হাদীসে মুনকার রয়েছে।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার মুনকার হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর প্রথমটি হচ্ছে এটি। এ জন্য ইবনুল জাওযী "আল-ইলাল" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৭৮) অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ সনদে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সালাম রয়েছেন, তিনি উসমান ইবনু মুকসিম হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ আমার পিতা বলেছেন যে, এ হাদীসটি মিথ্যা।

এ উসমান হচ্ছেন বাররী, তাকে ইবনু মা'ঈন এবং জুযজানী মিথ্যুক বলেছেন।

এছাড়াও দারাকুতনী ইয়াহ্ইয়া ইবনু সালামকে দুর্বল বলেছেন।

অন্য একটি সূত্রে ইবনু আদী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাতে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদায়মী রয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ কুদায়মীর বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে, তার দুর্বলতা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই।

একথা দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি একজন মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।

তাছাড়া ইবনু আদী মুহাম্মাদ ইবনু ওয়ালীদ ইবনে আবান সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা (২/৩১৫) করেছেন। কিন্তু এ সনদটি বাতিল। কারণ ইবনুল ওয়ালীদ আল-কালানিসী হাদীস জাল করতেন।

ইবনু তাহের হাদীসটি "তাযকেরাতুল মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫) উল্লেখ করেছেন।

١٤٥. (كَانَ لَا يَعُوْدُ مَرِيْضاً إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ).

১৪৫। তিনি শুধুমাত্র তিন দিন পর রোগীর সেবা করতে (দেখতে) যেতেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৪৩৯), আবূশ শাইখ "আল-আখলাক" গ্রন্থে (২৫৫) এবং ইবনু আসাকির (১৬/২২৬/২, ১৯/১৩১/১) মাসলামা ইবনু 'আলীর সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

এ মাসলামা সম্পর্কে ১৪১ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি মাতরূক, মিথ্যার দোষে দোষী, মুনকার এবং জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

এছাড়া ইবনু যুরায়েজ মুদাল্লিস। তিনি দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে তাদলীস করতেন। [তাদলীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে দেখুন (৫৭) পৃষ্ঠায়]।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৩১৫) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটি একটি বাতিল, জাল হাদীস।

তার এ কথাকে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী এটি উল্লেখ করে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে মাসলামার মুনকারগুলো উল্লেখ করেছেন।

١٤٦. (لَا يُعَادُ الْمَرِيْضُ إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ).

১৪৬। রোগীর সেবা করতে হবে (দেখতে যেতে হবে) তিন দিন পরে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারনী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/২০০/১/৩৬৪৭) নাস্‌র ইবনু হাম্মাদ (আবুল হারিস আল-ওররাক) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাওহ ইবনু জানাহ হতে... বর্ণনা করেছেন। তাবারানী বলেন ঃ

আবুল হারিস এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এ আবুল হারিস আল-ওররাক সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ ''كذاب'' 'তিনি মিথ্যুক।'

ইমাম বুখারী বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনা করেছেন।

আর রাওহ হচ্ছেন মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২০৫) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ্ নয়, রাওহ এবং নাস্‌র দু'জনই মাতরূক।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৪০৩) হাদীসটির শাহেদ উল্লেখ করেছেন। এর সূত্রে নূহ ইবনু আবী মারইয়াম এবং আবান রয়েছেন। নূহ মিথ্যার দোষে দোষী আর আবানও নূহের মতই। তিনি হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়াশ।

١٤٧. (تَزَوَّجُوْا وَلاَ تُطَلِّقُوْا؛ فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ).

১৪৭। তোমরা বিবাহ কর তবে তালাক দিওনা; কারণ তালাকের জন্য আরশ কেঁপে উঠে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১২/১৯১) এবং তার সূত্রে ... ইবনুল জাওযী (২/২৭৭) উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদে আম্‌র ইবনু জামী' রয়েছেন। তিনি যুওয়াইবীর হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ

এ আম্‌র প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস এবং নির্ভযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। [মুনকারের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়]।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি একজন মিথ্যুক এবং যুওয়াইবীর নিতান্তই দুর্বল। এ কারণই দর্শিয়ে ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়।

হাদীসটি সাগানী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃ: ৭) উল্লেখ করেছেন।

সুয়ূতী ইবনুল জাওযীর কথাকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৭৯) সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

কীভাবে এ হাদীসটি সহীহ্ হয় যেখানে সালাফদের একদল তাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এমনকি নাবী (ﷺ) নিজেও হাফসা বিনতু উমার (رضي الله عنها)-কে তালাক দিয়েছিলেন।

١٤٨. (تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ). وَفِي لَفْظٍ: (إِذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ؛ غُسِلَ الثَّوْبُ، وَأُعِيدَتِ الصَّلَاةُ).

১৪৮। (কাপড়ে) এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে পুনরায় সলাত আদায় করতে হবে।

অন্য এক ভাষায় এসেছে ঃ

'যদি কাপড়ে এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত থাকে, তাহলে কাপড়টি ধুয়ে নিতে হবে এবং সলাতটি পুনরায় আদায় করতে হবে।'

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/২৯৮), দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৪) এবং বাইহাক্বী (২/৪০৪) রাওহ ইবনু গুতাঈফ হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ

হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। রসূল (ﷺ) এটি বলেননি। কূফাবাসীরা এটি তৈরি করেছেন। রাওহ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (১/২১২) এবং ইবনুল মুলাক্কান "আল-খুলাসা" গ্রন্থে (কাফ ৩০/১) তার (ইবনু হিব্বানের) কথাকে সমর্থন করেছেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ যুহ্রী হতে রাওহ ইবনু গুতাঈফ ছাড়া অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করেননি। তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইমাম বুখারী "তারীখুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৮) বলেন ঃ তার অনুসরণ করা যায় না।

উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১৩৩) হাদীসটি এ সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমাকে আদাম হাদীসটি শুনিয়েছেন, তিনি বলেন ঃ আমি বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এ হাদীসটি বাতিল এবং এ রাওহ মুনকারুল হাদীস।

উকায়লীর সূত্রে হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/৭৬) উল্লেখ করেছেন, আর সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন।

অতঃপর ইবনুল আররাকও "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২/৪২৮) তাকে সমর্থন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তার পরেও সুয়ূতী কীভাবে হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন!

١٤٩. (الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ؛ يُغْسَلُ، وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ).

১৪৯। রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে সলাত পুনরায় আদায় করতে হবে।

হাদীসটি জাল।

'খাতীব বাগদাদী হাদীসটি "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৯/৩৩০) উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে ইবনুল জাওযীও (২/৭৫) নূহ ইবনু আবী মারইয়াম সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদটি জাল, নূহ ইবনু আবী মারইয়াম মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ নূহ মিথ্যুক।

যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (১/২১২) এবং সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৩) তার (ইবনুল জাওযীর) এ কথাকে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন!

١٥٠. (ثَلَاثٌ لَا يُعَادُ صَاحِبُهُنَّ: الرَّمَدُ، وَصَاحِبُ الضِّرْسِ، وَصَاحِبُ الدُّمَّلَةِ).

১৫০। তিন ধরণের রোগীর সেবা করা যায় না (দেখতে যাওয়া যায় না); চোখ উঠা রোগী, দাঁতের রোগী এবং ফোঁড়াধারী রোগী।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১১/১/১৫০), উকায়লী (৪২১) ও ইবনু আদী (২/৩১৯) মাসলামা ইবনু 'আলী আল-খুশানীর সূত্রে ... উল্লেখ করেছেন।

তাবারানী ও ইবনু আদী বলেন ঃ হাদীসটি আওযা'ঈ হতে মাসলামা ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মাসলামা মিথ্যার দোষে দোষী।

তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২০৮) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি জাল (বানোয়াট)। এটিকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীরের কথা হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

হাফিয ইবনু হাজার খুশানীর মুনকারগুলো "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আবূ হাতিম বলেন ঃ এটি বাতিল, মুনকার।

সুয়ূতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৪০৬) বলেছেন ঃ মাসলামা মিথ্যার দোষে দোষী নন, তাকে বাইহাক্বী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হক হচ্ছে ইবনুল জাওযীর কথায়। কারণ এ মাসলামা জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। দেখুন ১৪১ এবং ১৪৫ নং হাদীস। এ কারণে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ঠিক কাজ করেননি।

বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (৬/৫৩৫/৯১৯০) বলেছেন ঃ সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি ইয়াহ্ইয়ার কথা।

এটি জাল হওয়ার প্রমাণ এই যে, নাবী (ﷺ) চোখ উঠা রোগী দেখতে যেতেন। যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ)-এর চোখ উঠলে তিনি তাকে দেখতে যান। যেটি 'আলী ইবনু জা'য়াদ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৮৪৪/২৩৩৫) এবং হাকিম (১/৩৪২) (তবে অন্য সূত্রে) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সেটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা দু'জনে যেমনটি বলেছেন সেটি তেমনই।

এছাড়া এ যায়েদ-এর হাদীস হতেই এটির শাহেদ রয়েছে। যেটিকে হাকিম এবং যাহাবী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। সেটিকে আমি "সহীহ আবী দাউদ"-এর মধ্যে (২৭১৬) উল্লেখ করেছি।

١٥١. (العَنْكَبُوْتُ شَيْطَانٌ مَسَخَهُ اللهُ؛ فَاقْتُلُوْهُ).

১৫১। মাকড়সা হচ্ছে শয়তান আল্লাহ্ তার রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তাকে হত্যা কর।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৩২০) মাসলামা ইবনু 'আলী আল-খুশানী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এ মাসলামা সম্পর্কে ১৪১, ১৪৫, ১৫০ নং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ এই যে, এটি সহীহ্ হাদীস বিরোধী।

সহীহ হাদীসে এসেছে, ''إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخِ اللهِ نَسْلاً وَلاَعَقِبًا'' "আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক রূপ পরিবর্তনকৃত জীবের কোন বংশধর এবং পরবর্তী প্রজন্ম রাখেননি।" হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৮/৫৫) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে (৭/৪৩০) বলেন ঃ বানর ও শুকর ব্যতীত যে সব প্রাণীর রূপ পরিবর্তন মর্মে হাদীস এসেছে সেগুলো বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট।

সুয়ূতী অভ্যাসগতভাবে তার বিরোধিতা করে হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٥٢. (اسْتَشْفُوْا بِمَا حَمَدَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ خَلْقُهُ، وَبِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ:{الْحَمْدُ لِلّٰهِ}، وَ{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، فَمَنْ لَمْ يُشْفِهِ الْقُرْآنُ، فَلا شَفَاهُ اللهُ).

১৫২। তোমরা সুস্থতা প্রার্থনা কর ঐ বস্তু দ্বারা যার দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর নিজের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সৃষ্টি কর্তৃক তাঁর প্রশংসা করার পূর্বেই এবং ঐ বস্তু দ্বারা যা দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর নিজের প্রশংসা করেছেন। তথা আলহামদু লিল্লাহ ও কুলহু আল্লাহু আহাদ। যে ব্যক্তিকে কুরআন সুস্থ করতে পারে না, আল্লাহ তাকে শেফা দান করবেন না।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল "ফাযায়েল কুল-হু আল্লাহু আহাদ" গ্রন্থে (২/১৯৮) উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ওয়াহিদী তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে (২/১৮৫/২) ও সা'লাবী বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে ইবনু হাজার-এর "তাখরীজ আহাদীসিল কাশ্শাফ" গ্রন্থে (পৃঃ ১০৩ নং ৩০৪) এসেছে।

এটির সনদে আহমাদ ইবনুল হারিস আল-গাস্সানী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" গ্রন্থে (১/১/৪৭) বলেন ঃ

আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস। [মুনকার শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়]।

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

বুখারী ও দুলাবী বলেন ঃ তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

উকায়লী বলেন ঃ তার বহু মুনকার রয়েছে। সেগুলোর অনুসরণ করা যায় না।

এছাড়া আরেক বর্ণনাকারী রাজা আল-গানাবীর কোন বর্ণনা সম্পর্কে জানা যায় না। সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎও ঘটেনি।

যাহাবী "তারীখুস সাহাবা" গ্রন্থে এ হাদীসটি সহীহ্ নয় এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

সহীহ হাদীসের মধ্যে রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঔষুধ সেবন কর, কারণ আল্লাহ তা'আলা যে রোগই নাযিল করেছেন তার ঔষুধও নাযিল করেছেন।' হাদীসটি সহীত সনদে হাকিম বর্ণনা করেছেন। "গায়াতুল মারাম" গ্রন্থে (২৯২) এটির তাখরীজ করা হয়েছে।

١٥٣. (مَنْ اسْتَشْفَى بِغَيْرِ الْقُرْآنِ؛ فَلَا شَفَاهُ اللهُ تَعَالَى).

১৫৩। যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সুস্থতা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ্ তাকে সুস্থ করবেন না।

হাদীসটি জাল।

সাগানী এটিকে "আল-আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১২) উল্লেখ করেছেন। শাইখ আজলুনীও এটিকে "আল-কাশফ" গ্রন্থে (২/৩৩২) জাল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির মূলটি পূর্বের হাদীসেই আলোচিত হয়েছে।

١٥٤. (السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ،وَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ عَابِدٍ بَخِيلٍ).

১৫৪। দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, নিকটবর্তী জান্নাতের এবং নিকটবর্তী মানুষের আর দূরবর্তী জাহান্নামের। অপর পক্ষে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং লোকদের থেকেও দূরে আর নিকটবর্তী জাহান্নামের। অজ্ঞ দানশীল আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয় বখীল আবেদ থেকে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটি তিরমিযী (৩/১৪৩), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১৫৪), ইবনু হিব্বান "রাওযাতুল ওকালা" গ্রন্থে (পৃঃ২৪৬), ইবনু আদী (২/১৮৩) এবং তাবারী "আত-তাহযীব" গ্রন্থে (মুসনাদু উমার ১০০/১৬৩) সা'ঈদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ওররাক সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

তিরমিযী বলেছেন ঃ এ হাদীসটি গারীব, সা'ঈদ ইবনু মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে এটিকে চিনি না, এ কথার দ্বারা তিনি এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ সা'ঈদ সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না [তাকে মূল্যায়ন করা হয় না]।

ইবনু সা'য়াদ ও অন্যরা বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

এছাড়া এটির সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। একবার একজন হতে বর্ণনা করেছেন আবার অন্যজন হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/১৮০) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ্ নয়। অতঃপর তিনি সহীহ্ না হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন।

আবূ হাতিম ওররাকের এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ হাদীসটি মুনকার।

ইমাম আহমাদও অনুরূপ কথা বলেছেন।

আবূ হাতিম হাদীসটির অন্য সূত্রটির সময় বলেছেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল।

١٥٥. (رَبِيْعُ اُمَّتِيْ الْعِنَبُ وَالْبِطِّيْخُ).

১৫৫। আমার উম্মাতের শাক-সবজি হচ্ছে আংগুর এবং তরমুজ।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১৭৬-১৭৭) এবং ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মাহদী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু যাউ ইবনে দালহামাস হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু যাউ মিথ্যুক অসৎ চরিত্র প্রকাশকারী।

সুয়ূতী তার (ইবনুল জাওযীর) এ কথাকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২১০) এবং ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২/৩১৭) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মাহদী নিতান্তই দুর্বল, যেরূপভাবে দারাকুতনী বলেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" এবং "আল-মানার" গ্রন্থে (পৃঃ ২১) উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আল-কারীও তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ১০৭-১০৮) হাদীসটি যে জাল তা সমর্থন করেছেন।

১৬৭ নং হাদীসের শেষে সাখাবী বলেছেন ঃ তরমুজের ফযীলতে বর্ণনাকৃত সকল হাদীস বাতিল।

١٥٦. (احْتَرِسُوْا مِنَ النَّاسِ بِسُوْءِ الظَّنِّ).

১৫৬। মন্দ ধারণা পোষণের দ্বারা তোমরা লোকদের থেকে নিরাপদে থাক।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/৩৬/১/৫৯২) এবং ইবনু আদী (৬/২৩৯৮) বাকিয়ার সূত্রে মু'য়াবিয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/৮৯) বলেন ঃ বাকিয়া মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তাছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি যেমনটি বলেছেন সেরূপই। মু'য়াবিয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া নিতান্তই দুর্বল। তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। তার সম্পর্কে ১৩৬ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া হাদীসটি ঈসা ইবনু ইব্রাহীম সূত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ ঈসা হচ্ছেন হাশেমী, তিনি নিতান্তই দুর্বল।

এছাড়াও অন্য সনদে উমার (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে। সেটিও দুর্বল। এটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/২০২) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু সা'দ এটিকে (২/১৭৭) হাসান বাসরীর কথা হিসাবে সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমার নিকট হাদীসটি মুনকার। এটি বহু সহীহ্ হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে। যেগুলোতে রসূল (ﷺ) মন্দ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ ''إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ...'' "তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করা হতে বেঁচে থাক, কারণ মন্দ ধারণা পোষণ সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা কথা... "।

এটি ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া খারাপ ধারণা পোষণ করে মানুষের সাথে কোন প্রকার মু'য়ামালাত করাও সম্ভব নয়।

অতএব তিনি কীভাবে খারাপ ধারণা করার নির্দেশ দিতে পারেন।

١٥٧. (الاِقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ المَعِيْشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلى النَّاسِ نِصْفُ العَقْلِ، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ العِلْمِ).

১৫৭। খরচ করতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন হচ্ছে জীবন ধারণের অর্ধেক। লোকদেরকে ভালবাসা হচ্ছে বিবেকের অর্ধেক এবং উত্তমরূপে প্রশ্ন করা হচ্ছে জ্ঞানের অর্ধেক।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে তাবারানীর "মাকারিমুল আখলাক" এবং বাইহাকীর "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী এটির উপর হুকুম লাগানো হতে চুপ থেকেছেন, অথচ এটি দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৮৪) বলেন ঃ

আমি আমার পিতাকে মাখীস ইবনু তামীম এবং তার শাইখ হাফস ইবনু উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটি বাতিল হাদীস, মাখীস এবং হাফস তারা উভয়েই মাজহূল [অপরিচিত]।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ অনুরূপ কথা যাহাবী মাখীসের জীবনীতে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তার থেকে হিশাম ইবনু আম্মার মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হাদীসটি কাযা'ঈ "মুসনাদুশ-শিহাব" গ্রন্থে (১/৫৫/৩৩) হাদীসটি এ সূত্রেই উল্লেখ করেছেন।

١٥٨. (اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ كَأْسًا بِدِينَارٍ).

১৫৮। এক দীনারের বিনিময়ে এক গ্লাস পানি দ্বারা হলেও তোমরা জুম'আর দিবসে গোসল কর।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/১০৪) বর্ণনাকারী ইবনু হিব্বান পর্যন্ত আযদীর বর্ণনায় তার সনদে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ ইবনু হিব্বান হচ্ছেন ইব্রাহীম ইবনুল বুহতারী। তিনি সাকেত [নিক্ষিপ্ত], তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন ইব্রাহীম ইবনু বাররা। তার একটি জাল হাদীস পূর্বে (নং ১১৪) আলোচিত হয়েছে। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী। সেখানে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৬) ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটির অন্য সূত্রও রয়েছে, যেটি ইবনু আদী বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সনদে হাফস্ ইবনু উমার রয়েছেন। তিনি একজন মিথ্যুক, যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন। সেটিকে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি তার কতিপয় অন্য হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

এ কারণেই ইবনু আররাক বলেন (২/২৪৮) ঃ এটি শাহেদ হবার উপযোগী নয়।

হাদীসটি সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে ইবনু আবী শায়বাও (১১/২০/২) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এটির সনদে যিয়াদ ইবনু আব্দিল্লাহ নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তিনি দুর্বল, যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

মোটকথা হাদীসটি মারফূ' হিসাবে জাল (বানোয়াট) আর মওকূফ হিসাবে য'ঈফ।

যেখানে জুম'আর দিবসে গোসল করার ব্যাপারে সহীহ্ হাদীসে নির্দেশ এসেছে, সেখানে জাল-দুর্বল হাদীসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

١٥٩. (إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

১৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুম‘আর দিবসে পাগড়ী ধারীদের প্রতি দয়া করেন।

হাদছটি জাল।

তাবারানী “আল-মু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে এবং আবূ নু‘য়াইম তার সূত্রে “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৫/১৮৯-১৯০) ‘আলা ইবনু আম্‌র হানাফী সূত্রে আইউব ইবনু মুদরেক হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযূ‘আত” গ্রন্থে (২/১০৫) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটির কোন ভিত্তি নেই। আইউব এককভাবে এটির বর্ণনাকারী। আযদী তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ হাদীসটি তিনিই জাল করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন আর দারাকুতনী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি হায়সামী “আল-মাজমা‘” গ্রন্থে (২/১৭৬) তাবারানীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তার সনদে আইউব ইবনু মুদরেক রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু মা‘ঈন বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক। এ কথাটি তার থেকে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হাজার-এর “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে এসেছে;

উকায়লী বলেন ঃ তিনি এমন সব মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর অনুসরণ করা যায় না। তিনি পাগড়ীর হাদীসের ক্ষেত্রে বলেন ঃ তার অনুসরণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আইউব হতে বর্ণনাকারী ‘আলা ইবনু আম্‌র হানাফী মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনু আদী অন্য একটি সনদে হাদীসটি (১/১৮) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার।

١٦٠. (أَحِبُّوْا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ؛ لأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ).

১৬০। আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী। এ তিনিটি কারণে তোমরা আরবদের মুহাব্বাত কর।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি হাকিম “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে (৪/৮৭) এবং “মারিফাতু উলূমিল হাদীস” গ্রন্থে (পৃঃ ১৬১-১৬২), উকায়লী “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে (৩২৭), তাবারানী “মু‘জামুল কাবীর” (৩/১২২/১) ও “আল-আওসাত” গ্রন্থে, তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২২) এবং তার সূত্রে যিয়া আল-মাকদেসী “সিফাতুল জান্নাহ” গ্রন্থে (৩/৭৯/১), বাইহাকী “শু‘য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে, ওয়াহেদী তার “আত-তাফসীর”

গ্রন্থে (১/৮১) এবং ইবনু আসাকির ও আবূ বাক্‌র আল-আম্বারী "ইযাহুল ওয়াকফ ওয়াল ইবতিদা'" গ্রন্থে 'আলা ইবনু আম্‌র হানাফী সূত্রে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়াযীদ আল-আশ'য়ারী হতে, তিনি ইবনু যুরায়েজ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ তিনটি কারণে বানোয়াট।

১। 'আলা ইবনু আম্‌র; যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়। অতঃপর তার এ হাদীসটি উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেন ঃ এটি বানোয়াট।

আবূ হাতিম বলেন ঃ এটি মিথ্যা।

অতঃপর তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন ঃ এটিও মিথ্যা।

হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেন, আযদী বলেছেন ঃ তার হাদীস লিখা যাবে না।

ইবনু হিব্বান তাকে "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

আবূ হাতিম বলেন ঃ তার নিকট হতে লিখেছি, ভাল ছাড়া তার মধ্যে অন্য কিছু দেখিনি।

সম্ভবত ইবনু হিব্বান ও আবূ হাতিম কর্তৃক দু'ধরনের কথা এ কারণে এসেছে যে, তারা তার জাল হাদীস বর্ণনা করা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পূর্বেই তার ব্যাপারে ভাল মন্তব্য করেছিলেন। অতঃপর তার সম্পর্কে জানার পর খারাপ মন্তব্য করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম উক্ত হাদীসটি "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৩৭৫-৩৭৬) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে যে হাদীসটি 'আলা হানাফী বর্ণনা করেছেন সেটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি তাকে উত্তরে বলতে শুনেছি ঃ এ হাদীসটি মিথ্যা।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেন ঃ উকায়লী হাদীসটির তাখরীজ করে বলেছেন ঃ এটি মুনকার, মতনটি (ভাষাটি) দুর্বল। এর কোন ভিত্তি নেই। অতঃপর তিনি (ইবনু হাজার) তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/৫২) বলেন ঃ 'আলা ইবনু আম্‌র দুর্বল এ মর্মে সকলে একমত।

২। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি দুর্বল। ইবনু নুমায়ের বলেন ঃ তিনি একটি খেজুরের সমতুল্যও নন।

আবূ যুর'য়াহ বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তাকে সাজী, উকায়লী ও ইবনু জারূদ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। তার সমালোচনা করে যাহাবী বলেন ঃ তাকে ইমাম আহমাদও দুর্বল বলেছেন। অন্য সূত্রে তার স্থলে মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল এসেছে, তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। আমার ধারণা হাদীসটি বানোয়াট।

হাফিয ইরাকীও তার সমালোচনা করে বলেন ঃ তিনি যা বলেছেন তেমনটি নয়, বরং তিনি দুর্বল। কারণ ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াযীদ ও তার থেকে বর্ণনাকারী 'আলা ইবনু আম্র তারা উভয়েই দুর্বল।

৩। ইবনু যুরায়েজ একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ এসব হাদীসগুলোর কতিপয় হাদীসকে ইবনু যুরায়েজ মুরসাল হিসাবে উল্লেখ করতেন। সেগুলো বানোয়াট। তিনি কোথা হতে গ্রহণ করছেন তার পরওয়া করতেন না। অনুরূপ কথা "আল-মীযান" গ্রন্থেও এসেছে।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/৪১) উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

উকায়লী বলেছেন ঃ এটি মুনকার, এর কোন ভিত্তি নেই।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া উলট পালটকৃত হাদীস বর্ণনা করতেন।

সুয়ূতী ইবনু হিব্বান সহ অন্য যারা হাদীসটি সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেছেন তা "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৪৪২) উল্লেখ করে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করেননি যে, এক ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল এবং খারাপ মন্তব্য উভয়টি হলে খারাপ মন্তব্যটিই অগ্রাধিকার পায়।

١٦١. (أنَا عَرَبِيٌّ، وَالقُرْآنُ عَرَبِيٌّ،وَلِسَانُ أهْلِ الجَنَّةِ عَرَبِيٌّ).

১৬১। আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী।

হাদীসটি জাল।

তাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে হাদীসটি (২/২৮৫/১/৯৩০১) উল্লেখ করেছেন। তার সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান রয়েছেন, তিনি তার শাইখ শিব্ল ইবনু 'আলা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ আব্দুল আযীয এটিকে শিব্ল হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী এটিকে পূর্বে উল্লেখিত হাদীসটির শাহেদ হিসাবে "আল-লাআলী" (১/৪৪২) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, যাহাবী "আল-মুগনী" গ্রন্থে বলেছেন ঃ শিব্‌ল সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তার কতিপয় মুনকার রয়েছে।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/৫২-৫৩) এটিকে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ শিবল হতে বর্ণনাকারী আব্দুল আযীয মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাফিয ইরাকী "আল-মুহাজ্জা" (১/৫৬) গ্রন্থে বলেন ঃ আব্দুল আযীয মাতরূক। নাসাঈ ও অন্যরাও এ কথা বলেছেন। তার সম্পর্কে বুখারী বলেন ঃ "لا يكتب حديثه" 'তার হাদীস লিখা যাবে না।' অতএব হাদীসটি সঠিক নয়।

ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২০৯) উক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

হাদীসটি বাতিল হওয়ার আরো প্রমাণ এই যে, এর মধ্যে রসূল (ﷺ) কর্তৃক আরবী হওয়ার অহংকার ফুটে উঠেছে। যা শরী'য়াতের মধ্যে দুর্বল বিষয়। কারণ আল্লাহ বলেন ঃ "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ" "যে তোমাদের মধ্যে বেশী মুত্তাকী সেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি" (সূরা হুজুরাতঃ ১৩)।

এছাড়া সহীহ্ হাদীসে এসেছে, "কোন আরবের অনারবের উপর প্রাধান্য নেই ...একমাত্র তাকওয়া ব্যতীত।" এটি ইমাম আহমাদ (৫/৪১১) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। (সিলসিলাতুস সাহীহা হাঃ নংঃ ২৭০০)।

١٦٢. (لَمَّا تَجَلَّى اللهُ لِلْجَبَلِ- يَعْنِي : جَبَلَ الطُّوْرِ- طَارَتْ لِعَظَمَتِهِ سِتَّةُ جِبَالٍ، فَوَقَعَتْ ثَلَاثَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ، وَثَلَاثَةٌ بِمَكَّةَ، بِالْمَدِيْنَةِ: أُحُدٌ، وَوَرْقَانُ، وَرَضْوَى، وَوَقَعَ بِمَكَّةَ حِرَاءٌ ، وَثَبِيْرٌ، وَثَوْرٌ).

১৬২। আল্লাহ যখন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নিজের আলোক রশ্মি প্রকাশ করলেন, অর্থাৎ তুর পাহাড়ের জন্য। তখন ছয়টি পাহাড় তাঁর সম্মানার্থে উড়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনটি গিয়ে পড়ে মদীনায় আর তিনটি মক্কায়। মদীনায় হচ্ছে উহুদ, ওরাকান ও রাযওয়া, আর মক্কায় হচ্ছে হেরা, সবীর ও সাওর।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি মাহামিলী "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/১৭২/১) বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে খাতীব বাগদাদী "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১০/৪৪০-৪৪১), ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (২/১৬৬) এবং ইবনু আবী হাতিম তার "আত-তাফসীর"

গ্রন্থে আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান সূত্রে মু'য়াবিয়া ইবনু আব্দিল্লাহ হতে, তিনি জিলদ ইবনু আইউব হতে ....বর্ণনা করেছেন।

ইবনু কাসীর হাদীসটি সম্পর্কে তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে (২/২৪৫) বলেন ঃ এটি গারীব হাদীস, বরং মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান, কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তার সম্পর্কে ১৬১ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া এটির সনদে জিলদ ইবনু আইউব রয়েছেন। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১২০) খাতীব বাগদাদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ এটি বানোয়াট, আব্দুল আযীয মাতরূক। তিনি প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।

١٦٣. (إِذَا ذَلَّتِ الْعَرَبُ؛ ذَلَّ الإِسْلَامُ).

১৬৩। যখন আরবদের পদস্খলন ঘটবে তখন ইসলামেরই পদস্খলন ঘটবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৩৪০) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৩/৪০২/১৮৮১) বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাব বাসরী ও তার শাইখ 'আলী ইবনু যায়েদ রয়েছেন।

ইবনু আবী হাতিমও "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৩৭৬) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

আমি আমার পিতাকে মানসূর ইবনু আবী মাযাহিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার পিতাকে উত্তরে বলতে শুনেছি ঃ এ হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটির সমস্যা দু'টি ঃ

১। মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাব; তিনি মাজহূলুল হাল। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৩/২/২৪৬) বলেন ঃ আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমি তাকে চিনি না।

"আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে, আযদী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করে মুনকার হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেন।

ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বললেও তার নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। এ মর্মে পূর্বে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে যখন তার বিরোধী মতামত থাকবে।

২। মুহাম্মাদের শাইখ 'আলী ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু জাদ'আন, তিনি দুর্বল।

١٦٤. (المُدَبَّرُ لا يُبَاعُ وَلايُوْهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ).

১৬৪। মুদাব্বার দাস (যাকে তার মালিক নিজের মৃত্যুর পর মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে) বিক্রি করা যাবে না, হেবা করাও যাবে না, এক তৃতীয়াংশ হতে সে স্বাধীন (মুক্ত)।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি দারাকুতনী (পৃঃ ৩৮৪) ও বাইহাকী (১০/৩১৪) আবীদা ইবনু হাসসান হতে, তিনি আইউব হতে...বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ আবীদা ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। আর আবীদা হচ্ছেন দুর্বল। এটি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ হাতিম বলেন ঃ আবীদা মুনকারুল হাদীস।

তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (২/১৮৯) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

নিঃসন্দেহে এটি সে সব জালগুলোর একটি। কারণ বুখারী (৫/২৫) এবং মুসলিম শরীফে (৫/৯৭) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে; রসূল (ﷺ) নিজে মুদাব্বার দাস বিক্রি করেছেন।

আলোচ্য হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২/১০৪), উকায়লী, দারাকুতনী ও বাইহাকী 'আলী ইবনু যিবইয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু মাজাহ্ বলেছেন ঃ এর কোন ভিত্তি নেই। অর্থাৎ ঃ মারফূ' হিসাবে।

উকায়লী বলেন ঃ 'আলী ইবনু যিবইয়ান ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে এটি জানা যায় না।

তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৪৩২) বলেন ঃ আবূ যুর'য়াহকে এ 'আলীর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল, তা পাঠ করা হতে বিরত থাক।

١٦٥. (كُلُوا التِّيْنَ، فَلَوْ قُلْتُ: إِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ بِلا عَجَمٍ؛ لَقُلْتُ: هِيَ التِّيْنُ، وَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَوَاسِيْرِ، وَيَنْفَعُ مِنَ النِّقْرِسِ).

১৬৫। তোমরা তীন ফল (ডমুর) খাও। আমি যদি বলি যে, জান্নাত হতে বীচি ছাড়া একটি ফল নাযিল হয়েছে, তাহলে বলব ঃ সেটি হচ্ছে তীন ফল (ডমুর)। তা অর্শ রোগকে দুরিভূত করে এবং নুকরাস নামক রোগের জন্য উপকার করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনুস সুন্নী এবং আবূ নু'য়াইম-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৬/৪৭) আবূ যার (ﷺ) হতে বিনা সনদে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী বলেন ঃ তারা সকলে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর-এর হাদীস হতে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে আবূ যার (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি দুর্বল, কারণ নামহীন এ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কে তা জানা যায় না।

এ জন্য ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'য়াদ" গ্রন্থে (৩/২১৪) বলেছেন ঃ এটি সাব্যস্ত হতে বিরূপ মন্তব্য আছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমার বেশীর ভাগ ধারণা এ হাদীসটি জাল।

শাইখ আজলুনী "আল-কাশফ" গ্রন্থে (১/৪২৩) বলেন ঃ ফাকিহা (ফল-মূল) সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবই জাল (বানোয়াট)। সম্ভবত তিনি বুঝিয়েছেন ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীস হয়েছে।

١٦٦. (إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَقِلُّ طُعْمُهُمْ، فَتَسْتَنِيرُ بُيُوتُهُمْ).

১৬৬। আহলে বাইতের খাদ্য কমে যায়, ফলে তাদের ঘর আলোকিত হয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আবিদ-দুনিয়া "কিতাবুল জু" গ্রন্থে (১/৫), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (২২২), এবং তার নিকট হতে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৩৫), ইবনু আদী (১/৮৯) ও তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (২/১৫/৫২৯৮) আব্দুল্লাহ ইবনু মুতাল্লিব আল-আজালী সূত্রে হাসান ইবনু যাকুওয়ান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু মুতাল্লিব ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি হাসান হতে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী তাকে (আব্দুল্লাহকে) "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তাকে চেনা যায় না।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ এটি সহীহ্ নয়। উকায়লী বলেন ঃ আব্দুল্লাহ মাজহূল, তার হাদীস মুনকার, নিরাপদ নয়। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ হাসান ইবনু যাকুওয়ান-এর হাদীসগুলো বাতিল।

হাফিয সুয়ূতী তার এ কথাকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/ ২৫৩) সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাবারানীর বর্ণনায় "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এ একই সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৫) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ এ হাদীসটি মিথ্যা আর আব্দুল্লাহ মাজহূল।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার।

তার এ কথাকে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

١٦٧. (البِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلاً، وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلاً).

১৬৭। খাদ্য গ্রহণের পূর্বে তরমুজ খেলে তা পেটকে ধৌত করে এবং রোগকে সমূলে বিনাশ করে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (২/২৮২, ১০/২৮৭) বর্ণনা করেছেন এবং যাহাবী আহমাদ ইবনু ইয়াকূব ইবনে আব্দিল জাব্বার আল-জুরজানীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আসাকির বলেন ঃ এটি শায, সহীহ্ নয়। [শায সম্পর্কে দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়]।

মানাবী "আত-তায়সীর" গ্রন্থে বলেন ঃ আসলেই এটি সহীহ নয়।

তিনি "আল-ফায়য" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাইহাকী বলেন ঃ আহমাদ ইবনু ইয়াকূব বহু মাওযূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে সব থেকে কিছু বর্ণনা করা আমি বৈধ মনে করি না। এটি সেগুলোর একটি। হাকিম বলেন ঃ এ আহমাদ হাদীস জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ জাল হাদীসটি "আল-মীযান" গ্রন্থ হতে নকল করা হয়েছে। এটি জাল হওয়ার বিষয়ে তার সাথে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

সুয়ূতী নিজেও হাদীসটি তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৬/৬৪৫) উল্লেখ করে জাল হওয়ার কারণ দর্শিয়েছেন সেভাবে যেভাবে ইবনু আসাকির ও যাহাবী বলেছেন। তার সাথে ইবনু আররাকও (১/৩৩১) ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাফিয সাখাবী "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে বলেছেন (আরেক দল তার অনুসরণ করেছেন) ঃ আবূ আম্‌র নূকানী তরমুজের ফযীলত বর্ণনা করে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। এর সবগুলোই বাতিল।

١٦٨. (بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ).

১৬৮। খাদ্যের বরকত হচ্ছে তার পূর্বে ও পরে ওযূ করাতে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তায়ালিসী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৬৫৫) উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া আবূ দাউদ (৩৭৬১) ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হতে বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ" গ্রন্থে (৩/১৮৭/১), হাকিম (৪/১০৬-১০৭) ও ইমাম আহমাদ (৫/৪৪১) বিভিন্ন সূত্রে কায়স ইবনু রাবী' হতে...হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদ বলেন ঃ তিনি দুর্বল। তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি শুধুমাত্র কায়স ইবনু রাবী' হতেই চিনি। এ কায়স হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

যাহাবী বলেন ঃ কায়স দুর্বল হওয়া ছাড়াও এটি মুরসাল।

ইমাম আহমাদকে এ হাদীসটি সম্পর্কে মুহান্না জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বলেন ঃ এটি মুনকার। কায়স ইবনু রাবী' ব্যতীত অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করেননি।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/১০) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন ঃ এটি মুনকার হাদীস।

কোন কোন সিথিলতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি এটিকে হাসান বলার চেষ্টা করেছেন, যেমন মুনযেরী। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়, সেই সব মুহাদ্দিসগণের কারণে যারা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবার তারা সেটিকে দুর্বলও বলেছেন। তারাই এ বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞ।

"আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/১০) এসেছে; আবূ হাতিম বলেন ঃ এ হাদীসটির সাদৃশ্যতা রয়েছে আবূ খালিদ ওয়াসেতী (আম্‌র ইবনু খালিদ)-এর হাদীসের সাথে। তার নিকট আবূ হাশিম হতে এরূপ জাল হাদীস রয়েছে। তিনি হচ্ছেন একজন মিথ্যুক। হাদীসটি যদি তার হয় তাহলে এটি বানোয়াট।

সুফিয়ান সাওরী খাবারের পূর্বে ওযূ করাকে অপছন্দ করতেন। বাইহাক্বী বলেন ঃ মালিক ইবনু আনাস ওযূ করাকে (খাবারের পূর্বে ওযূ করাকে) মাকরূহ মনে করতেন। ইমাম শাফে'ঈ ওযূ ছেড়ে দেয়াকে মুস্তাহাব জানতেন। তারা তাদের সমর্থনে মুসলিম, আবূ দাউদ এবং তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (ﷺ)-এর নিকট খাবার উপস্থিত করা হলে কেউ বলল ঃ আপনি কী ওযূ করবেন না? তখন তিনি বললেন ঃ "আমি তো (এখন) সলাত আদায় করব না যে, তার জন্য ওযূ করব।" এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী। অন্য বর্ণনায় এসেছে:

"যখন আমি সলাতের জন্য দাঁড়াব তখন আমাকে ওযূ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)। এ হাদীসটি আলোচ্য হাদীসটি যে দুর্বল তার প্রমাণ বহন করছে।

١٦٩. (إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ (يس)، مَنْ قَرَأَهَا؛ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ).

১৬৯। প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসিন। যে ব্যক্তি তা পাঠ করল, সে যেন দশবার কুরআন পাঠ করল।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (৪/৪৬) ও দারেমী (২/৪৫৬) হামীদ ইবনু আব্দির রহমান সূত্রে ...হারূণ আবূ মুহাম্মাদ হতে, তিনি মুকাতিল ইবনু হায়য়ান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির দুর্বলতা সুস্পষ্ট বরং এটি এ হারূণের কারণে বানোয়াট। যাহাবী তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিরমিযী হতে তার মাজহূল হওয়ার উক্তিটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

আমি তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করছি সেই হাদীস দ্বারা যেটি কাযা'ঈ তার "মুশনাদুশ-শিহাব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ এ মুকাতিল হচ্ছেন ইবনু সুলায়মান। আমি এ হাদীসটি সেই কিতাবের প্রথমে দেখেছি যেটি মুকাতিল ইবনু সুলায়মান জাল করেছিলেন। হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ মুকাতিল ইবনু হায়য়ান নন বরং তিনি হচ্ছেন ইবনু সুলায়মান, যেমনভাবে আবূ হাতিম দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী ও দারিমী কর্তৃক মুকাতিলকে ইবনু হায়য়ান হিসাবে উল্লেখ করা সম্ভবত কোন বর্ণনাকারী হতে ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছে। যেটিকে কাযা'ঈর বর্ণনা শক্তি যোগাচ্ছে। আবুল ফাতাহ আল-আযদী বলেন ঃ এ মুকাতিল ইবনু হায়য়ান সম্পর্কে ওয়াকী' বলেন ঃ তাকে মিথ্যুক বলা হয়েছে।

এছাড়া যাহাবী বলেন ঃ আবুল ফাতহ এরূপই বলেছেন। আমার ধারণা তার মধ্যে ইবনু হায়য়ান না ইবনু সুলায়মান এ দু'য়ের ব্যাপারে গড়মিল সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ইবনু হায়য়ান হচ্ছেন একজন সত্যবাদী বর্ণনাকারী। আর ওয়াকী' যাকে মিথ্যুক বলেছেন তিনি হচ্ছেন ইবনু সুলায়মান। অতএব আমি (যাহাবী) বলছি ঃ

এ মুকাতিল হচ্ছেন ইবনু সুলায়মান।

আমি আলবানী বলছি ঃ এটি যখন প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি ইবনু সুলায়মান তখন বলতে হচ্ছে যে, হাদীসটি জাল।

এছাড়া বর্ণনাকারী হামীদ একজন মাজহূল, যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

١٧٠. (إنَّ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الأَرْضِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: أيْ رَبِّ! (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ)؛ قَالُوْا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْمَلائِكَةِ: هَلُمُّوْا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ، حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا الْأَرْضَ، فَنَنْظُرْ كَيْفَ يَعْمَلانِ؟ قَالُوْا: رَبَّنَا! هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ، فَأُهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ، وَمُثِّلَتْ لَهُمَا الزُّهْرَةُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَتْهُمَا، فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لا وَاللهِ حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ، فَقَالا: وَاللهِ لا نُشْرِكُ بِاللهِ ، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا؛ قَالَتْ: لا وَاللهِ حَتَّى تَقْتُلا هَذَا الصَّبِيَّ، فَقَالا: وَاللهِ لا نَقْتُلُهُ أَبَداً، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحِ خَمْرٍ، فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا، قَالَتْ: لا وَاللهِ حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ، فَشَرِبَا، فَسَكِرَا، فَوَقَعَا عَلَيْهَا، وَقَتَلا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئاً مِمَّا أَبَيْتُمَا عَلَيَّ إِلاَّ قَدْ فَعَلْتُمَا حِيْنَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرَا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا).

১৭০। আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ:)-কে যমীনে নামিয়ে দিলেন, ফেরেশতারা বললেন ঃ হে প্রভু! "আপনি যমীনে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা ফ্যাসাদ করবে ও রক্তারক্তি করবে- এমতাবস্থায় যে আমরা আপনার প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ বললেন ঃ আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" তারা বলল ঃ হে প্রতিপালক! আমরা আদম সন্তানদের চেয়ে তোমার জন্য বেশী আনুগত্যশীল। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ ফেরেশতাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে নিয়ে আস, তাদের দু'জনকে যমীনে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর আমরা দেখব তারা কেমন 'আমল করে? তারা বলল ঃ হে আমাদের রব! হারূত ও মারূত। অতঃপর তাদের দু'জনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হল। তাদের দু'জনের সম্মুখে মানবকুলের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী হিসাবে যুহ্‌রাকে দাঁড় করানো হলো। সে তাদের দু'জনের নিকট আসল। অতঃপর তারা দু'জনে তার নিকট তাকে চাইল। সে বলল ঃ আল্লাহর কসম তা হবে না যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের উক্তি না করবে।

তারা দু'জনে বলল ঃ আল্লাহর কসম আমরা আল্লাহর সাথে শির্ক করতে পারব না। অতঃপর সে দু'জনের নিকট হতে চলে গেল। তার পর একটি শিশুকে বহন করে পুনরায় আসল। তারা দু'জনে তাকে পাবার জন্য চাইল। সে বলল ঃ আল্লাহর কসম তা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দু'জনে এ শিশুটিকে হত্যা না করবে। তারা বলল ঃ আল্লাহর কসম আমরা তাকে কখনও হত্যা করব না। সে চলে গেল। তারপর এক পিয়ালা মদ নিয়ে পুনরায় আসল। অতঃপর তারা দু'জনে তাকে পেতে চাইল। কিন্তু সে বলল ঃ আল্লাহর কসম তা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ মদ পান না করবে। এরপর তারা দু'জনে মদ পান করে মাতাল হয়ে গেল। অতঃপর সেই রমণীর সাথে দু'জনে যেনায় লিপ্ত হল, শিশুটিকে হত্যা করল। অতঃপর যখন জ্ঞান ফিরে আসল, তখন রমণীটি বলল ঃ আল্লাহর কসম তোমরা দু'জনে যখন মদ পান করে মাতাল হয়ে গেলে তখন আমার নিকট যে সব কর্ম করতে অস্বীকার করেছিলে সে সব কর্ম করা হতে কিছুই ছাড়লেনা। অতঃপর তাদের দু'জনকে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির মধ্য হতে একটি শাস্তি গ্রহণ করার জন্য স্বাধীনতা দেয়া হল। তারা দু'জনে দুনিয়ার শাস্তি পছন্দ করল।

মারফূ' হিসাবে হাদীসটি বাতিল।

এটিকে ইবনু হিব্বান, আহমাদ, আব্দু ইবনে হামীদ, ইবনু আবিদ-দুনিয়া, বায্যার, ইবনুস সুন্নী যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে মূসা ইবনু যুবায়ের হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মওকূফ হিসাবে সহীহ, যার বিবরণ কিছু পরেই আসবে।

ইবনু কাসীর তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে (১/২৫৪) বলেন ঃ মূসা ইবনু যুবায়ের হচ্ছেন আনসারী। তাকে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৪/১/১৩৯) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তার অবস্থা অস্পষ্ট (মাসতুরুল হাল)। তিনি এককভাবে নাফে' হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান তাকে "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বলেছেন ঃ ''كَانَ يُخْطِئُ، وَيُخَالِفُ'' "তিনি ভুল করতেন এবং অন্যের বিরোধিতা করতেন।"

ইবনু হিব্বান যদি কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে চুপ থাকেন তাহলে তার উপর নির্ভর করা যায় না। তিনি নরমপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে। অথচ এখানে তিনি বলেছেন ঃ তিনি ভুল করতেন এবং বিরোধিতা করতেন।

এছাড়া যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ সহীহাইনের বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তার হেফযের ব্যাপারে বহু কথা আছে। এ কারণেই তাকে একদল দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বায্যার তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাফিয ছিলেন না।

তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (১/২/৫৯০) বলেন ঃ তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে তিনি যে হাদীস শাম দেশে বলেছেন সেটি ইরাকে অস্বীকার করেছেন। ফলে তিনি তার কিতাব হতে যা বর্ণনা করেছেন তা সহীহ্ আর তার হেফয হতে যা বর্ণনা করেছেন তাতে ভুল করেছেন।

ইবনু কাসীর বিবরণ দিয়েছেন যে, এ ঘটনাটি ইসরাইলীদের বানোয়াট ঘটনা। মারফূ' হাদীস হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি। এটি কা'য়াব আল-আহবার হতে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (ﷺ) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ একদল পূর্ববর্তী ইমাম এ হাদীসটিকে মুনকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ এটি মুনকার, এটি কা'য়াব হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটি মুনকার হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মারফূ' হিসাবে বাতিল হওয়ার প্রমাণ এই যে, এটিকে ইবনু উমার (ﷺ) হতে সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের এবং মুজাহিদ মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমনভাবে সুয়ূতীর "দুররুল মানসূর" গ্রন্থে (১/৯৭-৯৮) এসেছে।

١٧١. (مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً تَبَرُّكاً بِهِ؛ كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ).

১৭১। যে ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হল, অতঃপর তার নাম রাখল মুহাম্মাদ তাঁর দ্বারা বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে। তাহলে সেই ব্যক্তি ও তার নবজাতক জান্নাতী হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বুকায়ের "ফাযলু মান ইসমুহু আহমাদ ওয়া মুহাম্মাদ" নামক (কাফ ১/৫৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্র হতে ইবনুল জাওযী তার "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৫৭) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ এটির সনদে সমালোচিত ব্যক্তি রয়েছেন।

এটির সনদে ইবনু বুকায়ের-এর শাইখ হামেদ ইবনু হাম্মাদ ইবনুল মুবারাক আল-আসকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি ইসহাক ইবনু ইয়াসার আন-নাসীবী হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিই হচ্ছেন এ হাদীসটির সমস্যা।

তার এ কথাকে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। এ কারণেই ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল।

শাইখ আল-কারী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে হাদীসটি (পৃ:১০৯) উল্লেখ করে যাহাবীর কথাকে সমর্থন করেছেন।

তা সত্ত্বেও হাদীসটিকে সুয়ূতী হাসান বলেছেন। তিনি মাকহূলকে নির্ভলশীল বলে কারণ দর্শিয়েছেন অথচ সমস্যা তার নীচের ব্যক্তি হামেদ-এর ক্ষেত্রে।

ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (১/৮২) সুয়ূতীর সমালোচনা করেছেন, যেরূপ আমি তার সমালোচনা করেছি।

١٧٢. (قَالَ اللهُ لِدَاوُدَ : يَا دَاوُدُ! ابْنِ لِيْ فِي الْأَرْضِ بَيْتاً، فَبَنَى دَاوُدُ بَيْتاً لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ الَّذِيْ أُمِرَ بِهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: يَا دَاوُدُ! بَنَيْتَ بَيْتَكَ قَبْلَ بَيْتِي؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ! هَكَذَا قُلْتَ فِيمَا قَضَيْتَ: مَنْ مَلَكَ؛ اسْتَأْثَرَ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا تَمَّ سُوْرُ الْحَائِطِ؛ سَقَطَ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ تَبْنِيَ لِيْ بَيْتاً! قَالَ: أَيْ رَبِّ! وَلِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَرَى عَلَى يَدَيْكَ مِنَ الدِّمَاءِ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! أَوَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي هَوَاكَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ عِبَادِيْ وَإِمَائِيْ، وَأَنَا أَرْحَمُهُمْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: لاَ تَحْزَنْ، فَإِنِّيْ سَأَقْضِيْ بِنَاءَهُ عَلَى يَدِ ابْنِكَ سُلَيْمَانَ...).

১৭২। আল্লাহ তা'আলা দাউদকে বললেন ঃ হে দাউদ! আমার জন্য পৃথিবীতে একটি ঘর বানাও। অতঃপর তাকে যে ঘর বানানোর নির্দেশ দেয়া হলো সেটির পূর্বেই দাউদ তার নিজের জন্য একটি ঘর বানালেন। ফলে তার নিকট আল্লাহ অহী করলেন, হে দাউদ! তুমি আমার ঘর বানানোর পূর্বেই তোমার ঘর বানালে? তিনি বললেন ঃ হে প্রভু! তুমি তোমার ফয়সালাতে এমনই বলেছ; যে ব্যক্তি মালিক বনে যায় সে নিজের জন্য কিছু বস্তু নির্ধারিত করে নেয়। অতঃপর তিনি (দাউদ) মসজিদ তৈরি করা শুরু করলেন। যখন প্রাচীরের দেয়াল সমাপ্ত হল; তখন তা পড়ে গেল! ফলে তিনি সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করলেন। আল্লাহ তার নিকট অহী মারফত জানালেন, তুমি আমার জন্য যে ঘর তৈরি করবে তা সঠিকভাবে হবে না! (দাউদ) বললেন ঃ হে প্রভু কেন? (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমার সম্মুখে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে। তিনি বললেন ঃ হে প্রভু! সেটি কী তোমার ইচ্ছা মাফিক ছিল না? (আল্লাহ) বললেন ঃ হ্যাঁ। কিন্তু তারাতো আমার দাস-দাসী এবং আমিই তো তাদেরকে দয়া করে থাকি। (এ কথা শুনার পর) তা তার উপর মুশকিল হয়ে গেল। ফলে আল্লাহ তার নিকট অহী মারফত জানালেন তুমি চিন্তা করো না, কারণ আমি তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার পুত্র সুলায়মানের হাতে।

হাদীসটি বাতিল ও জাল।

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৫/১২) এবং "মুসনাদুশ শামিয়ীন" গ্রন্থে (পৃঃ ৬২,৯৯), ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/৩০০) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২০০) মুহাম্মাদ ইবনু আইউব

ইবনে সুওয়াইদ হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ হাদীসটি জাল।

ইবনু হিব্বান এ মুহাম্মাদ ইবনু আইউব সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/১৭০) গ্রন্থে তার এ কথাকে সমর্থন করে বলেছেন ঃ এটিকে তাবারানী ও ইবনু মারদুবিয়া তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। "আল-মীযান" গ্রন্থের লেখক যাহাবী হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আবূ যুর'য়াহ বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু আইউবকে তার পিতার গ্রন্থসমূহে বানোয়াট কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটাতে দেখেছি। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। দাউদ-এর ঘটনা সে সবেরই একটি বানোয়াট ঘটনা।

১৭৩. (فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً).

১৭৩। এক ঘন্টা গবেষণা করা ষাট বছরের ইবাদাত থেকেও অতি উত্তম।

হাদীসটি জাল।

আবুশ শাইখ এটিকে "আল-আযমাহ" গ্রন্থে (১/২৯৭/৪২) উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/১৪৪) গ্রন্থে উসমান ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কুরাশী সূত্রে ইসহাক ইবনু নাজীহ আল-মালতী হতে...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

উসমান ও তার শাইখ তারা উভয়েই মিথ্যুক।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২২৭) তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে হাদীসটিকে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন তার শাহেদ রয়েছে। [শাহেদ শব্দের ব্যাখ্যা (৫৬) পৃষ্ঠায় দেখুন]।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি (ইরাকী) দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৪৬) নিজ সনদে সা'ঈদ ইবনু মায়সারা হতে বর্ণনা করেছেন, সা'ঈদ আনাস (ﷺ) হতে শুনেছেন, তাতে আনাস (ﷺ) বলেন ঃ "রাত ও দিনের বিবর্তনের মাঝে এক ঘন্টা গবেষণা করা হাজার বছর ইবাদাত করা হতেও উত্তম।"

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মওকূফ এবং এটিও জাল।

এ সা'ঈদ সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ তার ব্যাপারটি অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

তার সম্পর্কে হাকিম বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকে ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

অতএব এরূপ সনদের হাদীস শাহেদ হতে পারে না।

١٧٤. (إِذَا بَنَى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ سَبْعَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَيْنَ تَذْهَبُ يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِيْنَ؟!).

১৭৪। কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন সাত বা নয় গজ বিশিষ্ট ঘর তৈরি করবে, তখন আসমান হতে আহবানকারী তাকে ডাক দিয়ে বলবে, কোথায় যাচ্ছ হে সর্বাপেক্ষা বড় দুষ্কর্মকারী?

হাদীসটি জাল।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৩/৭৫) তাবারানীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটি হাসান, ইয়াহ্ইয়া ও আওযা'ঈ হতে গারিব হাদীস। ওয়ালীদ ইবনু মূসা আল-কুরাশী এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল। তিনি ওয়ালীদ ইবনু মূসা আদ-দামেশকীর মত নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ ওয়ালীদ হচ্ছেন কুরাশী। তার সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। অন্যরা বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক। ওকায়লী ও ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি য'ঈফ, তার বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

সম্ভবত এ হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কারণ স্পষ্টত এটি জাল।

সুয়ূতী হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন ঃ যে লেখক (মুসান্নিফ) এটি বর্ণনা করবেন তিনি সর্বাপেক্ষা বড় গাফিল।

١٧٥. (مَنْ بَنَى بِنَاءً فَوْقَ مَا يَكْفِيْهِ؛ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَمْلِهِ عَلَى عَاتِقِهِ).

১৭৫। যে ব্যক্তি তার জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট তার চেয়ে উঁচু করে ইমারাত তৈরি করবে, কিয়ামতের দিন তার কাঁধে তা বহন করার দ্বারা তাকে কষ্ট দেয়া হবে।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে তাবারানী (৩/৭১/২), ইবনু আদী (৩৩৩/১-২) ও আবূ নু'য়াইম (৮/২৪৬) মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ সূত্রে তার শাইখ ইউসুফ ইবনু আসবাত হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম ও ইবনু আদী বলেন ঃ সাওরী হতে হাদীসটি গারীব। এটিকে মুসাইয়্যাব ইউসুফ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি ইউসুফের কারণে দুর্বল। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ

তিনি একজন আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। তার গ্রন্থগুলো দাফন করে দিয়েছিলেন। তিনি বহু ভুল করতেন। তবে তিনি ব্যক্তি হিসাবে সৎ ছিলেন। কিন্তু তার হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণীয় নয়, যেমনভাবে "আল-জারহু..." গ্রন্থে (৪/২/৪১৮) এসেছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ও হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৪/৭০) উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি কোন সনদেই সহীহ নয়। এটির আরেকটি সমস্যা রয়েছে তা হচ্ছে সনদে আবূ ওবায়দা ও তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। কারণ আবূ ওবায়দা ইবনু মাস'উদ (ﷺ) হতে শ্রবণ করেননি। হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৪/২০৪) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

যাহাবী মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/১১৫,১১৬) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে সেই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেটি মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ ইউসুফ ইবনু আসবাত হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি উত্তরে বলেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল, এ সনদে এর কোন ভিত্তি নেই।

١٧٦. (لا تُسْقُوْنِي حَلْبَ امْرَأَةٍ).

১৭৬। তোমরা আমাকে মহিলার দুধ পান করিয়ো না।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ওয়াকী' "আল-যুহুদ" গ্রন্থে (৩/৪৯৪/৪০৮) উল্লেখ করেছেন ।

এছাড়া ইবনু সা'দ "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (৬/৪৩) কায়স ইবনু রাবী' হতে অন্য দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির একাধিক বর্ণনাকারীর মধ্যে সমস্যা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দুর্বল, অন্ধকারাচ্ছন্ন। বর্ণনাকারী ইবনু আবিশ শাইখ আল-মুহারেবীকে এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে চেনা যায় না।

ইবনুল আসীর প্রমুখ এ ভাবেই তাকে সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এছাড়া বর্ণনাকারী আসিম ইবনু বুহায়েরের জীবনী পাচ্ছি না।

যাহাবী তার "আল-মীযান" গ্রন্থে আরেক বর্ণনাকরী ইমরুল কায়েস সম্পর্কে বলেন, আযদী বলেছেন ঃ তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন যা সহীহ নয়। অনুরূপ কথা "লিসানুল মীযান" গ্রন্থেও বলা হয়েছে।

বর্ণনাকারী কায়স ইবনু রাবী' সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী। কিন্তু যখন বয়স্ক হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তার

পরিবর্তন সাধিত হয়। তার ছেলে যে হাদীস তার না সেটিকে তার উদ্ধৃতিতে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সনদের হাদীসটি তার ছেলে কর্তৃক প্রবেশ ঘটানো হাদীসগুলোর একটি হওয়াটা অবাস্তব নয়।

١٧٧. (مَنْ بَنَى بُنْيَاناً فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْساً فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ؛ كَانَ أَجْرُهُ جَارِياً مَا انْتَفَعَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى).

১৭৭। যে ব্যক্তি অট্টালিকা (ইমারাত) তৈরি করল অত্যাচার ও সীমালংঘন না করে বা কোন গাছ লাগাল অত্যাচার ও সীমালংঘন না করে, তার সাওয়াব অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দয়াময় আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলার সৃষ্টি থেকে একজন তা দ্বারা উপকৃত হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৩/৪৩৮), তাহাবী তার "আল-মুশকিল" গ্রন্থে (১/৪১৬-৪১৭) ও তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২০/১৮৭/নং ৪১০, ৪১১) যুবান ইবনু ফায়েদ সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল যুবান হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল হওয়ার কারণে, যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

তাকে ইমাম আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আবূ হাতিম তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

١٧٨.(مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ؛ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ).

১৭৮। যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন গুনাহের কারণে ভৎসনা করবে, সে ব্যক্তি সে কর্ম না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (৩/৩১৮), ইবনু আবিদ-দুনিয়া "যাম্মুল গীবা" গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/২৯৬) ও খাতীবুল বাগদাদী (২/৩৩৯-৩৩০) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব। এটির সনদ মুত্তাসিল নয়। খালিদ ইবনু মি'দান মু'য়ায ইবনু জাবাল (ﷺ)-কে পাননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাহলে কীভাবে এটি হাসান। এ মুহাম্মাদ ইবনু হাসানকে ইবনু মা'ঈন ও আবূ দাউদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এ কারণেই সাগানী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ৬) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার পূর্বে ইবনুল জাওযী (৩/৮২) ইবনু আবিদ-দুনিয়ার সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। মুহাম্মাদ ইবনু হাসান মিথ্যুক।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৯৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, এটি তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটি হাসান গারীব এবং তার শাহেদ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার শাহেদটি মারফূ' নয়। তবুও এটির সনদটি দুর্বল সালেহ্ ইবনু বাশীর আল-মুররীর কারণে। তিনি দুর্বল যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয় দুর্বল এবং মারফূ' না হওয়ার কারণে।

এছাড়া মারফূ' হিসাবেও শাহেদ এসেছে, কিন্তু সেটিও দুর্বল। দেখুন "মিশকাত" গ্রন্থের শেষে (৩য় খন্ড)।

١٧٩.(الدُّعَاءُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ).

১৭৯। মু'মিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আসমান ও যমীনের আলো হচ্ছে দো'আ।

হাদীসটি জাল।

এটিকে আবূ ই'য়ালা (৪৩৯), ইবনু আদী (২/২৯৬), হাকিম (১/৪৯২) ও কাযা'ঈ (৪/২/১) হাসান ইবনু হাম্মাদ আয-যাবী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু হাসান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ এটি সহীহ্ হাদীস। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু হাসান হচ্ছেন আত-তাল। তিনি কূফীদের অন্তর্ভুক্ত একজন সত্যবাদী ।

যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এটি যাহাবী হতে দু'টি কারণে মারাত্মক ভুল ঃ

১। এটির সনদে ইনকিতা' অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। যা যাহাবী নিজে তার "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে আলী ইবনু হুসাইন ও তার দাদা 'আলী ইবনু আবী তালিব (رضي الله عنه)-এর মধ্যে।

২। এ মুহাম্মাদ- ইবনুল হাসান হামদানী। তিনি আত-তাল নন, সত্যবাদীও নন যেমনভাবে হাকিম বলেছেন। বরং তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু আবী ইয়াযীদ আল-হামাদানী, তিনি মিথ্যুক। যার সম্পর্কে পূর্ববর্তী হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রমাণ হিসাবে নিম্নের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

১। যাহাবী নিজেই হাদীসটি তার (মুহাম্মাদের) জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, তাকে ইবনু মা'ঈন প্রমুখ ব্যক্তি কর্তৃক মিথ্যুক হিসাবে আখ্যায়িত করার পরে। অনুরূপভাবে ইবনু আদীও তার জীবনী বর্ণনা করার সময় হাদীসটি

উল্লেখ করেছেন। অতএব সুয়ূতী কর্তৃক হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করাটা ভুল।

২। হায়সামী হাদীসটি "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/১৪৭) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটিকে আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু আবী ইয়াযীদ রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

৩। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আত-তাল-এর শাইখ হিসাবে জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদকে উল্লেখ করা হয়নি। তাকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হামাদানীর শাইখ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। এ সনদে যে বলা হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু যুবায়ের, যুবায়ের শব্দটি "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থের কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে বিকৃত করে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণে হাকিম তাকে তাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে তিনি ভুল করেছেন।

١٨٠. (ألا أدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيَدُرُّ لَكُمْ أرْزَاقَكُمْ؟ تَدْعُوْنَ اللهَ لَيْلَكُمْ وَنَهَارَكُمْ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ).

১৮০। তোমাদেরকে কী আমি নির্দেশনা দিব না এমন বস্তুর যা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে রক্ষা করবে এবং তোমাদের জন্য রিয্ক বর্ধিত করবে? (তা হচ্ছে) তোমরা দিনে ও রাতে আল্লাহকে ডাকবে। কারণ দো'আ হচ্ছে মু'মিনের হাতিয়ার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ ই'য়ালা (৩/৩৪৬/১৮১২) সাল্লাম ইবনু সুলাইম সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/১৪৭) বলেন ঃ এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ নামক বর্ণনাকারী আছেন। তিনি দুর্বল।

এ হাদীসটি সহীহ্ না হওয়ার পিছনে আরো একটি কারণ আছে, সেটি হচ্ছে সাল্লাম ইবনু সুলাইম। তিনি হচ্ছেন তাবিল আল-মাদানী, তিনি মাতরূক, জাল বর্ণনা করার দোষে দোষী। তাকে উল্লেখ করে এ হাদীসের সমস্যা বর্ণনা করাই উত্তম। পূর্বে তার একটি জাল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে (নং ৫৮) সেখানে তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তার আরেকটি দুর্বল হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে ২৬ নাম্বারে মুতাবা'য়াত থাকার কারণে। তবে এটি পূর্বেরটির ন্যায় শুধু দুর্বল নয়, বরং জালও বটে।

অতএব এ হাদীসটি কেউ সহীহ্ বললে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৮১. (إِنَّ الرِّزْقَ لاَ تُنْقِصُهُ الْمَعْصِيَةُ، وَلاَ تُزِيْدُهُ الْحَسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ).

১৮১। অবাধ্যতা রিয্ক কমিয়ে দেয় না এবং তাকে (রিয্ককে) সৎকর্ম বৃদ্ধিও করে না। আর দো'আ ছেড়ে দেয়া হচ্ছে নাফারমানী (অবাধ্যতা)।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৭) এবং ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (১১/২) ইসমাঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া আত-তাইমী সূত্রে...উল্লেখ করেছেন।

এ সনদটি জাল এ ইসমাঈল মিথ্যুক হওয়ার কারণে, যেমনভাবে আবূ 'আলী আন-নাইসাপুরী, দারাকুতনী ও হাকিম বলেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার সবই বাতিল।

এছাড়া আতিয়া আল-আওফী দুর্বল। তার সম্পর্কে ২৪ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মানাবী "জামে'উস সাগীর"-এর শারাহ্র মধ্যে বলেন, হায়সামী বলেছেন ঃ আওফী দুর্বল। সাখাবী বলেন ঃ এটির সনদ দুর্বল।

কিন্তু হাদীসটির মূল কারণ উদঘাটন করতে তারা সকলে ভুলে গেছেন। সেটি হচ্ছে ইসমা'ঈলের মিথ্যুক হওয়া। এ কারণেই সম্ভবত সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে রসূল (ﷺ)-এর নিম্নের সহীহ্ হাদীসটি। যেটিকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

''مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ''

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি তার রিয্ক বৃদ্ধি করা ও তার হায়াত বৃদ্ধি পাওয়াকে ভালবাসে, সে যেন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।"

১৮২. (خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ؛ مَالَمْ يَأْثَمْ).

১৮২। তোমাদের সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে, তার নিজ বংশের পক্ষে অন্যকে প্রতিরোধ করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহ না করবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ দাউদ (নং ৫১২০) আইউব ইবনু সুওয়াইদ সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আইউব ইবনু সুওয়াইদ-এর কারণে এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। তাকে আহমাদ, আবূ দাউদ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৩১) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ঃ আইউব ইবনু সুওয়াইদ-এর প্রথম যে বস্তুটি আমরা ইনকার করি সেটি হচ্ছে সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব হতে উসামা ইবনু যায়েদ সূত্রের এ হাদীসটি। উসামা সা'ঈদ হতে কিছু বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।

তিনি অন্যত্র (২/২০৯) বলেন ঃ ইবনু মা'ঈনকে এ আইউব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ তিনি কিছুই না। সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব সুরাকা হতে কিছু বর্ণনা করেননি। এ হাদীসটি জাল, এর দরজা হচ্ছে ওয়াকেদীর হাদীস।

মুনযেরী "মুখতাসারুস সুনান" গ্রন্থে (৮/১৮) আইউব ইবনু সুওয়াইদকে এবং সনদের মধ্যে সা'ঈদ এবং সুরাকার মধ্যে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) হওয়াকে হাদীসটির সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মানাবী শুধুমাত্র আইউব ইবনু সুওয়াইদকে দুর্বলতার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

١٨٣. (لا صَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلاَّ فِي المَسْجِدِ).

১৮৩। মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সলাত হবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী (পৃঃ ১৬১), হাকিম (১/২৪৬) ও বাইহাকী (৩/৫৭) সুলায়মান ইবনু দাউদ আল-ইয়ামামী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ সুলায়মান, কারণ তিনি নিতান্তই দুর্বল।

তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

যাহাবী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ যার সম্পর্কে আমি মুনকারুল হাদীস বলেছি তার হাদীস বর্ণনা করা হালাল নয়।

হাদীসটি সাগানী তার "আল-মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৬) এবং ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/৯৩) উল্লেখ করেছেন।

দারাকুতনী মুহাম্মাদ ইবনু সিক্কীন আশ-শাকারী সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ মুহাম্মাদের কারণে হাদীসটি দুর্বল। কেননা তার সম্পর্কে আবূ হাতিম "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" গ্রন্থে (৩/২/২৮৩) বলেন ঃ

তিনি মাজহূল [অপরিচিত], তার হাদীসটি মুনকার।

যাহাবী বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না, তার খবর হচ্ছে মুনকার।

দারাকুতনী তার হাদীসকে দুর্বল বলেছেন।

এছাড়া হাদীসটি অন্যান্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই দুর্বলতার সমস্যা হতে মুক্ত নয়।

١٨٤. (إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ، فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ).

১৮৪। তোমরা যখন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে, তখন তাকে তার মৃত্যুর ব্যাপারে সান্ত্বনা দাও। কারণ তা তার কিছুই প্রতিরোধ করবে না, তবে তা তার হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৩/১৭৭), ইবনু মাজাহ্ (১/৪৩৯) ও ইবনু আদী (২/৩২৪) মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তাইমী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

"এটি গারীব" তিরমিযী তার এ কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন হাদীসটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সমস্যা হচ্ছে এ মূসা। ইবনুল জাওযী তার হাদীসকে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং সুয়ূতী তাকে সমর্থন করেছেন, যেমনভাবে ১১২ নাম্বার হাদীসে আলোচিত হয়েছে। যাহাবী তার জীবনী আলোচনা করার সময় তার মুনকারগুলো উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

মানাবী ইমাম নাবাবী হতে নকল করেছেন, তিনি তার "আল-আযকার" গ্রন্থে বলেন ঃ এটির সনদ দুর্বল।

ইবনুল জাওযী তার "ইলালুল মুতানাহিয়া" গ্রন্থে (২/৩৮৮) বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তার সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৪১) বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটি মুনকার হাদীস, এটি যেন বানোয়াট, মূসা নিতান্তই দুর্বল।

١٨٥. (الْحَمْدُ لِلَّهِ، دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ).

১৮৫। আল-হামদুলিল্লাহ, মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইয়াকূব আল-ফাসাবী "আল-মা'রিফাহ্" (৩/১৫৯) গ্রন্থে, তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (৩/১৪৪/২), "আল-আওসাত" গ্রন্থে (১/৭৬/২) ও "মুসনাদুশ শামেয়ীন" (২৪০৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বাযযার, আবুল কাশিম আল-মেহরানী, খাতীব বাগদাদী, কাযা'ঈ এবং ইবনু আসাকিরও 'আরাক ইবনু খালিদ ইবনে ইয়াযীদ সূত্রে উসমান ইবনু আতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ নাবী (ﷺ) হতে এ সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে হাদী[illegible] বর্ণনা করা হয়নি।

মেহরানী বলেন ঃ এটি গারীব। উসমান ইবনু আতা এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২৩৬) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ নয়। উসমান দুর্বল। তার পিতা হেফযের দিক দিয়ে নিম্নমানের। আরাক ইবনু খালিদ শক্তিশালী নন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-কুরাশী দুর্বল, তিনি হাদীস চুরি করতেন। তিনি আরো বলেন ঃ আমি আমার শাইখ আব্দুল ওয়াহাব ইবনু আনমাতী হতে শুনেছি; তিনি আল্লাহর নামে কসম করে বলেন ঃ এ সংক্রান্ত বিষয়ে রসূল (ﷺ) কখনও কিছুই বলেননি।

সুয়ূতী তার (ইবনুল জাওযীর) এ বক্তব্যকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৪৩৮) সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে "জামে'উস সাগীর"-এর ভাষ্যকার মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

সাগানী হাদীসটি তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃ:৮) উল্লেখ করেছেন।

١٨٦. (دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ).

১৮৬। মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/৮০) এবং খাতীব বাগদাদী (৭/২৯১) হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দুর্বল। হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন। হাদীসটি নিরাপদ নয়।

আবূ দাঊদ বলেন ঃ এটি দুর্বল।

ইবনুল জাওযী হাদীসটির এ কারণই বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২৩৫) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হুমায়েদ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন।

সুয়ূতী তার (ইবনুল জাওযীর) এ বক্তব্যকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৪৩৮) সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে ইবনু আদীর কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

ইবনুল জাওযী এটিকে জাল হিসাবে হুকুম লাগিয়েছেন। যাহাবী এবং লেখক (সুয়ূতী) তার এ কথাকে সমর্থন করেছেন।

١٨٧. (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ- مَسْجِدِ مَكَّةَ- فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ رَحْمَةٍ: سِتِّيْنَ لِلطَّائِفِيْنَ، وَأَرْبَعِيْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ، وَعِشْرِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ).

১৮৭। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এ মসজিদের (মক্কার মসজিদ) অধিবাসীদের জন্য প্রত্যেক দিনে ও রাতে একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন। ষাটটি তাওয়াফ কারীদের জন্য, চল্লিশটি সলাত আদায়কারীদের জন্য আর বিশটি দৃষ্টিদান কারীদের জন্য।

হাদীসটি য'ঈফ।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/১২৩/২) ও "আল-কাবীর" গ্রন্থে (১১৪৭৫) ইউসুফ ইবনু ফায়েয হতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইবনু আসাকির (৯/৪৭৬/২) ও যিয়া "আল-মুনতাকা মিন মাসমূ'আতিহী বিমারূ" গ্রন্থে হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনু সাফর আত-দামেস্কী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি সম্পর্কে তাবারানী বলেন ঃ এটি আওযা'ঈ হতে ইবনুস সাফর ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন।

ইবনু আসাকির আব্দুর রহমান ইবনুস সাফরের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করে ইবনু মান্দার উদ্ধৃতিতে বলেছেন যে, তিনি (আব্দুর রহমান) মাতরূক [অগ্রহণযোগ্য]। যাহাবীও তার অনুসরণ করেছেন।

ইবনুল জাওযী "ইলালুল মুতানাহিয়া" গ্রন্থে (২/৮২-৮৩) বলেছেন ঃ

হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ ইউসুফ ইবনুস সাফর এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরূক, যেমনভাবে দারাকুতনী ও নাসাঈ বলেছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার দ্বারা হাদীস গ্রহণ করা হালাল নয়। ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

হায়সামীও তাকে মাতরূক হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাকে বলা হয় ইবনুল ফায়েয। ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/১৩৬-১৩৭) ও আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১১৬, ৩০৭) এরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ

ইউসুফ ইবনু ফায়েয আওযা'ঈ হতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/২৮৭) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার, ইউসুফ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মাতরূকের ন্যায়।

তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি বহু বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন ঃ তাকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনিই হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনুস সাফর।

ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন ঃ কেউ কেউ তার নাম এমনই রেখেছেন। সঠিক নাম হচ্ছে ইউসুফ ইবনুস সাফর। তিনি মাতরূক। তাকে ইমাম বুখারী উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি আব্দুর রহমান ইবনুস সাফর, তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া যে সব সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর কোনটিই সহীহ্ নয়।

১৮৮- (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ رَحْمَةٍ، سِتِّيْنَ مِنْهَا عَلَى الطَّائِفِيْنَ بِالْبَيْتِ، وَعِشْرِيْنَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، عِشْرِيْنَ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ).

১৮৮। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতি দিন একশতটি রহমত নাযিল করেন। তার ষাটটি বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ কারীদের জন্য, বিশটি মক্কাবাসীদের জন্য এবং বিশটি সকল মানুষের জন্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/৩১৪), খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৬/২৭) ও বাইহাক্বী (৩/৪৫৪-৪৫৫) মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়াবিয়া সূত্রে ... উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ ইবনু মু'য়াবিয়া সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন ও দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

দারাকুতনী আরো বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

যাহাবী তার জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

১৮৯- (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تُبْلِي الثَّوْبَ، وَتُنْتِنُ الرِّيْحَ، وَتُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِيْنَ).

১৮৯। তোমরা তোমাদেরকে সূর্যের মাঝে বসা হতে রক্ষা কর। কারণ সে কাপড়কে পুরাতন করে দেয়, বাতাসকে দুর্গন্ধযুক্ত করে দেয় এবং লুক্কায়িত রোগকে প্রকাশ করে দেয়।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে (৪/৪১১) মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ আত-তাহান সূত্রে উল্লেখ করেছেন। হাকিম হাদীসটির উপর হুকুম লাগানো হতে চুপ থেকেছেন।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটি তাহান কর্তৃক জালকৃত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটিকে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী যাহাবীর ঐ কথা দ্বারা তাঁর সমালোচনা করেছেন।

অতঃপর মানাবী বলেছেন ঃ লেখকের উচিত ছিল এটিকে মুছে ফেলা।

১৯০। (مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَفِي رَأْسِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ تَنْعَرُ، فَإِذَا هَاجَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ الزُّكَامَ، فَلاَ تَدَاوَوْا لَهُ)

১৯০। প্রত্যেকের মাথায় কুষ্ট রোগের ভিত্তি রয়েছে যা (ঘুমন্তাবস্থায়) গড় গড় শব্দ করে। অতঃপর তা যখন অস্থিরতায় ভুগে তখন আল্লাহ্ তার উপর সর্দি চাপিয়ে দেন। অতএব তোমরা তার জন্য ওষুধ ব্যবহার করো না।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম (৪/৪১১), অনুরূপভাবে কাসিম আস-সারকাসতী "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (২/১৫৪/১) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুরাশী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটির উপর কোন প্রকার হুকুম লাগানো হতে চুপ থেকেছেন।

এ কারণে যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন, আমি বলছি ঃ সম্ভবত এটি বানোয়াট। কুদায়মী (কুরাশী) মিথ্যার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২০৫) কুদায়মী পর্যন্ত তার সনদে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ্ নয়। মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস হচ্ছেন কুদায়মী, তিনি হাদীস জালকারী।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৪০২) তার এ কথাকে সমর্থন করা সত্ত্বেও তিনি হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি দাইলামী (৪/২২) ইবনু লাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মানসূর রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মানসূর অথবা তার শাইখ হুসাইন ইবনু ইউসুফ আল-ফাহহাম আমার নিকট মিথ্যার দোষে দোষী। তার এ শাইখকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে ইবনু আসাকির মাজহূল [অপরিচিত] বলেছেন।

যাহাবী বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আবূ হাফস ফাল্লাসের উদ্ধৃতিতে রাফেযী এবং জাহমিয়াদের অভিশাপ করতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। জানা যায় না তিনি কে? অনুরূপভাবে তার থেকে বর্ণনাকারীকেও চিনি না।

١٩١. (الجُمُعَةُ حَجُّ الفُقَرَاءِ، وَفِي لَفْظٍ: المَسَاكِينُ).

১৯১। জুম'আহ হচ্ছে ফকীরদের হজ্জ, (অন্য ভাষায়) মিসকীনদের হজ্জ।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৯০), কাযা'ঈ (নং ৭৯) ও ইবনু আসাকির (১১/১৩২) ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে প্রথম শব্দে এবং ইবনু যানজুবিয়াহ ও কাযা'ঈ (৭৮) দ্বিতীয় শব্দে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে।

এটির সনদে ঈসা ইবনু ইব্রাহীম হাশেমী ও তার শাইখ মুকাতিল রয়েছেন।

হাফিয ইরাকী বলেন ঃ সনদটি দুর্বল।

যাহাবী হাদীসটি ঈসার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস, মাতরূক। সাখাবী বলেন ঃ মুকাতিল দুর্বল, অনুরূপভাবে তার থেকে বর্ণনাকারী ঈসাও দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুকাতিল মিথ্যুক, যেমনভাবে তার সম্পর্কে ওয়াকী' হতে নকল কারা হয়েছে এবং তার থেকে বর্ণনাকারী ঈসা ইবনু ইব্রাহীম নিতান্তই দুর্বল। বুখারী ও নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

এ জন্যেই সাগানী হাদীসটিকে "আহাদীসুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৭) উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযীও "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী নিজে তা সমর্থন করেছেন, তবে নিম্নের বাক্যে ঃ

١٩٢. (الدَّجَاجُ غَنَمُ فُقَرَاءِ أُمَّتِي، وَالجُمُعَةُ حَجُّ فُقَرَائِنَا).

১৯২। মোরগ হচ্ছে আমার উম্মাতের দরিদ্রদের ছাগল এবং জুম'আহ হচ্ছে আমাদের দরিদ্রদের হজ্জ।

হাদীসটি জাল।

ইবনু হিব্বান কর্তৃক "মাজরূহীন" গ্রন্থের (৩/৯০) বর্ণনা হতে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৮) হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ-মাহমাশ আন-নাইসাপুরী সূত্রে হিশাম ইবনু ওবায়দিল্লাহ হতে ...উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ ইবনু হিব্বান বলেন ঃ এটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। হিশাম হচ্ছেন এমন এক বর্ণনাকারী যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

দারাকুতনী বলেন ঃ হাদীসটি মিথ্যা, মাহমাশ হাদীস জাল করতেন।

সয়ুতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৮) তা সমর্থন করেছেন।

ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২/২৩৬) বলেন ঃ হাফিয যাহাবী "তাবাকাতুল হুফ্ফায" গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন হাদীসটি সহীহ নয়।

সহীহ্ নয় এ কথা দ্বারা হাদীসটি জাল নয় এমন কিছু বুঝানো ঠিক হবে না, দু'টি কারণে ঃ

১। হাদীসটি স্পষ্টত জাল এ কারণই তার প্রমাণ বহন করছে। কারণ এটিকে একজন জালকারী বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া দারাকুতনী স্পষ্ট করেই বলেছেন ঃ এটি মিথ্যা হাদীস এবং ইবনু হিব্বান বলেছেন বাতিল।

২। 'এটি সহীহ নয়' কথাটি হাদীসটি জাল এ কথা বিরোধী নয়, বরং বহু সময় দেখা যায় এ শব্দটি জাল শব্দের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, এখানেও সেরূপ। কারণ যাহাবী নিজেই হিশাম ইবনু ওবায়দিল্লার জীবনীতে ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় এ হাদীসটিসহ আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ উভয়টিই বাতিল।

মানাবী যাহাবী হতে নকল করেছেন (৬/১৬৩) যে, তিনি "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ দু'টো হাদীসই বানোয়াট। অতএব ইবনু আররাক কর্তৃক এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, যাহাবী জাল হিসাবে উল্লেখ করেননি, সঠিক নয়।

١٩٣. (مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ).

১৯৩। পুরুষের সৌভাগ্য রয়েছে তার হালকা পাতলা দাড়িতে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/৩৬০), তাবারানী (৩/২৮২/১), ইবনু আদী (২/৩৫৮) ও খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১৪/২৯৭) ইউসুফ ইবনু গারাক সূত্রে সুকায়েন ইবনু আবী সিরাজ হতে, তিনি মুগীরা ইবনু সুওয়াইদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন ঃ সুকায়েন মাজহূল, মুনকারুল হাদীস। মুগীরা ইবনু সুওয়াইদও মাজহূল। এ হাদীসটি সহীহ নয়। এছাড়া ইউসুফ ইবনু গারাক মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ সুকায়েন নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটি হায়সামী "আল-মাজমা" গ্রন্থে (৫/১৬৪-১৬৫) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইউসুফ ইবনু সারাক রয়েছেন। তার সম্পর্কে আযদী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৬৬) সুওয়াইদ ইবনু সা'ঈদ সূত্রে বাকিয়া ইবনু ওয়ালীদ হতে উল্লেখ করেছেন। এ সুওয়াইদ ইবনু সা'ঈদকে ইয়াহ্ইয়া দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর বাকিয়া হচ্ছেন মুদাল্লিস। এছাড়া তার শাইখ আবুল ফযলও দুর্বল।

ইবনু আদীর বর্ণনায় অন্য এক সূত্রের বর্ণনাকারী আবূ দাউদ আন-নাখ'ঈ হচ্ছেন একজন জালকারী। তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনু আদী বলেন ঃ (২/১৫৩) এ হাদীসটি তিনিই জাল করেছেন।

ইবনু আদীর আরো এক সূত্রের বর্ণনাকারী হচ্ছেন হুসাইন ইবনুল মুবারাক; তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি বিভিন্ন সনদে মুনকার বাক্যে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অন্য বর্ণনাকারী ওয়াকা; তিনি কিছুরই সমকক্ষ নন।

এ হুসাইন সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

যাহাবী তার দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি সে দু'টোর একটি। অতঃপর বলেছেন ঃ এটি মিথ্যা। তার এ কথাকে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

সুয়ূতীও হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে তার "আল-ফাতাওয়া" (২/২০৫) গ্রন্থে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

বাকিয়া সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি সম্পর্কে আবূ হাতিমকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ এ হাদীসটি জাল, বাতিল।

ইবনু কুতাইবা "মুখতালাফুল হাদীস" গ্রন্থে (৯০) উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসবিদগণ এটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

١٧٤. (عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ زَيْتِ الزَّيْتُونِ فَتَدَاوَوْا بِهِ، فَإِنَّهُ مَصَحَّةٌ مِنَ الْبَاسُورِ).

১৯৪। তোমরা বরকতপূর্ণ যায়তুন গাছের তেল গ্রহণ কর এবং ঔষধ হিসাবে ব্যবহার কর, কারণ তা অর্শ রোগের আরোগ্যকারী।

হাদীসটি মিথ্যা।

এটিকে তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৭/২৪৭/৭৭৪) এবং তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আত-তিব্ব" গ্রন্থে (২/৮৩) উসমান ইবনু সালেহ সূত্রে তার পিতা হতে, তার পিতা ইবনু লাহী'য়াহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৭৯) বলেন ঃ

আমার পিতা হতে শুনেছি ঃ তিনি ইবনু লাহী'য়াহ হতে উসমান ইবনু সালেহ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ...। অতঃপর বলেছেন ঃ এটি একটি মিথ্যা হাদীস।

যাহাবী তার "আল-মীযান" গ্রন্থে এ কথাকে সমর্থন করে এটির কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন ঃ

আবূ যুর'য়াহ বলেছেন ঃ উসমান মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি খালিদ ইবনু নাজীহ-এর সাথে হাদীস লিখতেন। আর এ খালিদ তাদেরকে লিখে দিতেন সে সব কিছু যা তারা তাদের শাইখ হতে শুনেননি।

ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (১/২/৩৫৫) খালিদ ইবনু নাজীহ-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার পিতা হতে নকল করে বলেছেন ঃ

তিনি (খালিদ) উসমান ইবনু সালেহ মিসরী, লাইস-এর কাতিব আবূ সালেহ ও ইবনু আবী মারইয়াম-এর সাথে থাকতেন। তিনি একজন মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন এবং সেগুলো ইবনু আবী মারইয়াম এবং আবূ সালেহ-এর গ্রন্থ গুলোতে ঢুকিয়ে দিতেন। যে হাদীসগুলো আবূ সালেহ হতে ইনকার করা হচ্ছে, ধারণা করা হচ্ছে সেগুলো তারই জালকৃত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ স্পষ্ট ব্যাপার এই যে, এ হাদীসটি খালেদ কর্তৃক জালকৃত। তার পক্ষে উসমান ইবনু সালেহের মধ্যে সন্দেহ ঢুকানো সম্ভব হয়েছে যে, এটি তিনি তার শাইখ ইবনু লাহী'য়াহ হতে লিখেছেন।

কিন্তু সুয়ূতীর নিকট হাদীসটির কারণ লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। ফলে তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এজন্য মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

১৯৫. (إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ؛ فَلا يَنْظُرْ إِلى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى).

১৯৫। তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রী বা তার দাসীর সাথে মিলিত হবে; তখন যেন তার গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি না দেয়। কারণ তা অন্ধ সন্তান ভূমিষ্ট করায়।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৭১) ইবনু আদীর (১/৪৪) বর্ণনায় হিশাম ইবনু খালিদ হতে, তিনি বাকিয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেন, ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ বাকিয়া মিথ্যুকদের থেকে বর্ণনা করতেন এবং তাদলীস করতেন। তার কিছু সাথী ছিল যারা তার হাদীস হতে দুর্বল বর্ণনাকারীদেরকে সরিয়ে দিত। এ হাদীসটি ইবনু যুরায়েজ হতে কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর। অতঃপর তিনি তার থেকে তাদলীস করেছেন। এটি জাল (বানোয়াট)।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৭০) বলেছেন ঃ ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে তার পিতা হতে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন।

ইবনু সালাহ বাকিয়া কর্তৃক ইবনু যুরায়েজ হতে শ্রবণ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু ইবনু আবী হাতিম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বাকিয়া থেকে বর্ণনাকারী হিশাম হতে এ ভুল সংঘটিত হয়েছে। মূলত এটি তিনি ইবনু যুরায়েজ হতে শ্রবণ করেননি। অতঃপর বলেছেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ এ তিনটি হাদীস বানোয়াট, এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

তার এ কথাকে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

এছাড়া সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিও এ হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যখন আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর সাথে মেলা-মেশাকে বৈধ করেছেন, তখন এটি বোধগম্য নয় যে, তিনি তার গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিতে নিষেধ করবেন!

এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই শক্তি যোগাচ্ছে আয়েশা (ﷺ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি। তিনি বলেন ঃ "আমি এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ) উভয়ের মধ্যবর্তী স্থলে রাখা একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং তিনি (পানি নিতে) আমার চাইতে অগ্রণী হতেন, তখন আমি বলতাম ঃ আমার জন্য ছাড়ুন আমার জন্য ছাড়ুন' (বুখারী, মুসলিম)।

ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় সুলায়মান ইবনু মূসার সূত্রে এসেছে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে কিনা তাঁকে এ মর্মে প্রশ্ন করা হয়েছিল? তিনি বলেন ঃ আমি এ বিষয়ে আতাকে জিজ্ঞাসা করলে; তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি উপরের হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১/২৯০) বলেন ঃ এটি ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয হওয়ার দলীল।

এটি যখন স্পষ্ট হচ্ছে, তখন গোসলের সময় এবং সঙ্গম করার সময় দৃষ্টি দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব হাদীসটি বাতিল হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে।

١٩٦. (إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ؛ فَلا يَنْظُرُ إِلَى الْفَرْجِ، فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْعَمَى، وَلَا يُكْثِرُ الْكَلَامَ؛ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْخَرَسَ).

১৯৬। তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সঙ্গম করবে, তখন গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিবে না, কারণ তা অন্ধ সন্তান ভূমিষ্টের কারণ এবং বেশী বেশী কথা বলবে না; কারণ তা বোবা সন্তান ভূমিষ্টের কারণ।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৭১) আযদীর বর্ণনা হতে ...উল্লেখ করেছেন। যার সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-কুশায়রী রয়েছেন। তার সম্পর্কে খালীলী তার "মাশিখাত" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি শামী। এ হাদীসটি তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুনকার বর্ণনা করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনিই হচ্ছেন হাদীসটির সমস্যা। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী, নির্ভরযোগ্য নন। আবুল ফাতাহ আল-আযদী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, মাতরূকুল হাদীস।

"লিসানুল মীযান" গ্রন্থে দারাকুতনী হতে বর্ণনা করা হয়েছে; তিনি বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

উকায়লী মিস'য়ার হতে তার হাদীসগুলো সম্পর্কে বলেন ঃ মুনকারুল হাদীস, তার কোন ভিত্তি নেই, তার অনুকরণও করা যায় না। কারণ তিনি (কুশায়রী) মাজহূল [অপরিচিত]।

অনুরূপ কথা ইবনু আদীর "আল-কামিল" গ্রন্থেও (৬/২২৬১) এসেছে।

١٩٧. (لَا تُكْثِرُوْا الْكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُوْنُ الْخَرَسُ وَالْفَافَاةُ).

১৯৭। নারীদের সাথে মিলিত হওয়ার সময় তোমরা বেশী কথা বলবে না, কারণ তা থেকে বোবা ও ধবল রোগের সৃষ্টি হয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আসাকির তার সনদে (৫/৭০০) আবুদ-দারদা হাশিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ্ আল-আনসারী পর্যন্ত ...বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৭০-১৭০) ইবনু আসাকির-এর বর্ণনায় হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন, অথচ (দুর্বল হওয়ার জন্য) তার চারটি কারণ রয়েছে ঃ

১। এটি মুরসাল; এ কাবীসা যিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাবে'ঈ, সাহাবী নন।

২। যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ আত-তামীমী হচ্ছেন বিতর্কিত ব্যক্তি। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তার থেকে শামীদের বর্ণনা সহীহ নয়। এ কারণে এ বর্ণনাটি দুর্বল। ইমাম বুখারী ইমাম আহমাদ হতে বর্ণনা করে বলেন ঃ যে যুহায়ের থেকে শামীরা বর্ণনা করেছেন তিনি অন্যজন। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি শামীদের সম্মুখে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার হেফয হতে, ফলে তার বহু ভুল সংঘটিত হয়েছে।

"আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে তিরমিযী "আল-ইলাল" গ্রন্থে বলেন ঃ আমি ইমাম বুখারীকে যুহায়ের কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন ঃ আমি এ শাইখ হতে পরহেজ করি, তার হাদীস যেন বানোয়াট, আমার নিকট এ যুহায়ের- ইবনু মুহাম্মাদ নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি তার থেকে শামীদের বর্ণনায় এসেছে। অতএব তা তার হাদীসটি দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

৩। খায়রান ইবনু 'আলা প্রসিদ্ধ নন। তাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি।

যাহাবী যখন তার জীবনী বর্ণনা করেছেন, তখন বলেছেন ঃ তাকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে অথচ তার মুনকার হাদীস রয়েছে।

৪। আমি আবুদ-দারদা হাশিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ্ আনসারীর জীবনী পাচ্ছি না।

মোটকথা ঃ হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। এটি মুনকার।

١٩٨. (مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ جَسَدِهِ، وَكَتَمَهَا، وَلَمْ يَشْكُهَا إِلَى النَّاسِ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ).

১৯৮। যে ব্যক্তি তার সম্পদ বা তার শরীরে কোন বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হবে। অতঃপর তা গোপন রাখবে এবং তা মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে না। আল্লাহর উপর তাকে ক্ষমা করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১২৩/১) এবং ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" গ্রন্থে (১/২০২) হিশাম ইবনু খালিদ সূত্রে বাকিয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (২/৩৩১) বলেন ঃ হাদীসটি তাবারানী "আল-কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তাতে বাকিয়া রয়েছেন, তিনি মুদাল্লিস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু আবী হাতিম তার "আল-ইলাল" গ্রন্থে তাবারানীর সূত্রেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ হাদীসটি জাল (বানোয়াট), এটির কোন ভিত্তি নেই।

যাহাবী আবূ হাতিমের কথাকে সমর্থন করেছেন।

১৯৫ নং হাদীসে এ বাকিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ এ হাদীসটি এমন এক কপি হতে আমরা লিখেছি যে কপির সবই বানোয়াট।

সুয়ূতী এ দুই ইমাম কর্তৃক হাদীসটিকে জাল হিসাবে হুকুম লাগানোর পরেও সে দিকে লক্ষ্য না করে তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٩٩. (حَقُّ الوَلَدِ عَلَى الوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ، وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ).

১৯৯। পিতার নিকট পুত্রের প্রাপ্য এই যে, সে তার সুন্দর নাম রাখবে এবং তাকে উত্তম রূপে আদব শিক্ষা দিবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ মুহাম্মাদ জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ আস-সীরাজ আল-ক্বারী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৫/৩২/১-৯৮ পর্যন্ত) এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ আল-মাকদেসী (যিয়া) "আল-মুনতাকা মীন মাসমু'য়াত" গ্রন্থে (৪/২৬/১) মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা সূত্রে তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল হতে...বর্ণনা করেছেন।

আল-ক্বারী বলেন ঃ এটি গারীব, মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন কিনা তা জানি না, তিনি নিতান্তই দুর্বল, তবে তার পিতা নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযলকে ইবনু আবী শায়বাহ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

ফাল্লাস বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তার হাদীস মিথ্যুকদের হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

অপর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আল-মাদায়েনী মাতরূক, যেমনভাবে দারাকুতনী ও হাকিম বলেছেন।

এ হাদীসটি অন্য এক সনদে আবূ বাক্র আল-জাস্সাস "আহকামুল কুরআন" গ্রন্থে (৩/৫৭৪) এ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল হতেই জাবারার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ জাবারা হচ্ছেন ইবনুল মুগাল্লিস। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

ইবনু নুমায়ের বলেন ঃ তার জন্য হাদীস জাল করা হত। অতঃপর তিনি সেটি বর্ণনা করতেন অথচ তিনি তা জানতেন না।

২০০. (الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ).

২০০। হজ্জ হচ্ছে জিহাদ আর উমরা হচ্ছে সেচ্ছাসেবক স্বরূপ (নফল)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/২৩২) ও ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/২৮৬) হাসান ইবনু ইয়াহ্ইয়া আল-খুশানী সূত্রে উমার ইবনু কায়েস হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এর সনদটি দুর্বল। কারণ এ উমার ইবনু কায়েস মণ্ডল হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাকে আহমাদ, ইবনু মা'ঈন, ফাল্লাস, আবূ যুর'য়াহ, বুখারী, আবূ হাতিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং হাসানও দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তারা উভয়েই মাতরূক। প্রথমটি সম্পর্কে আহমাদ বলেন ঃ তার হাদীসগুলো বাতিল।

হাসান সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নিতান্তই মুনকারুল হাদীস। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। অতঃপর তার একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট।

ইবনু আবী হাতিম বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল।

কিন্তু হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৪/৩৪৮) সা'ঈদ ইবনু সালেম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুরসাল এবং বর্ণনাকারী সা'ঈদ দুর্বল হওয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। এ জন্যেই বলা হয়েছে হাদীসটি দুর্বল।

২٠١. (مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ، فَيُقِيمُ فِي قَبْرِهِ؛ إِلاَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، حَتَّى تُرَدَّ إِلَيْهِ رُوحُهُ، وَمَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ فِي قَبْرِهِ بَيْنَ عَائِلَةٍ وَعُوَيْلَةٍ).

২০১। প্রত্যেক নাবীই মৃত্যুবরণ করেন, অতঃপর চল্লিশ দিন পর কবরে তাঁর নিকট তাঁর আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হলে তিনি দাঁড়িয়ে যান। আমি আমার মে'রাজের রাতে মূসাকে অতিক্রম করছিলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি তাঁর কবরে পরিবারবর্গের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৮/৩৩৩) তার শাইখ সুলায়মান ইবনু আহমাদ তাবারানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এটি "মুসনাদুশ শামীয়ীন" গ্রন্থে (পৃঃ ৬৪) এসেছে। ইবনু আসাকিরও (১৭/১৯৭/১) হাসান ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাসান ইবনু ইয়াহ্ইয়া আল-খুশানী মাতরূক, যেমনভাবে তার সম্পর্কে পূর্বের হাদীসটিতে আলোচনা করা হয়েছে। তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২৩৯) ও (১/৩০৩)- ইবনু হিব্বান কর্তৃক "মাজরূহীন" গ্রন্থের (১/২৩৫) বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ

এটি বাতিল, খুশানী নিতান্তই মুনকারুল হাদীস। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই সেগুলো বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার ইবনু হিব্বান হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল, বানোয়াট।

অতঃপর তিনি তা "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে (২/৩২৭) সমর্থন করেছেন।

যাহাবীও "আল-মীযান" গ্রন্থে এ খুশানীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার থেকে অনুরূপ ভাষ্য বর্ণনা করে বলেছেন ঃ তিনি এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। এটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থেও উল্লেখ করে তিনিও তা সমর্থন করেছেন।

সুয়ূতী সকলের বিপরীত কথা বলে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২৮৫) ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন যে, শাহেদ থাকার কারণে হাদীসটি হাসান স্তরে পৌঁছে যায়। এ কথা বলার পর তার সমর্থনে আরো যে সব কথা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি বলেছেন যে, তাকে (খুশানীকে) জালকরা বা মিথ্যার সাথে জড়িত করা হয়নি। কিন্তু ইবনু হিব্বান স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই। এ কথা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন।

আমি (আলবানী) মনে করি এ হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর নিম্নের সহীহ্ হাদীস বিরোধী ঃ

''مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ''

"যে কেউ আমাকে সালাম প্রদান করলে আল্লাহ তা'আলা আমার আত্মাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেন যাতে করে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।"

এটি আবূ দাউদ (১/৩১৯), বাইহাক্বী (৫/২৪৫) ও আহমাদ (২/৫২৭) হাসান দরজার সনদে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (২২৬৬)।

এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, রসূল (ﷺ)-এর আত্মা তাঁর শরীরে সর্বদা স্থায়ী নয় বরং তাঁকে তা ফিরিয়ে দেয়া হয় যাতে করে তিনি মুসলমানদের সালামের উত্তর দিতে পারেন। অপর পক্ষে জাল হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সকল নাবীর আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। যদি এটি সহীহ হয় তাহলে কীভাবে সালামের উত্তর দেয়ার জন্য তাঁর শরীরে তাঁর আত্মা ফিরিয়ে দেয়া হয়? এটি বোধগম্য নয়। বরং দু'টির মাঝে দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। একটি পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। অতএব যেটি মুনকার সেটিই পরিত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত।

এছাড়া শাহেদ হিসাবে সুয়ূতী যে হাদীসটি (কোন নাবী তার যমীনের কবরে চল্লিশ দিনের বেশী অবস্থান করেননি। অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ উঠিয়ে নেয়া হয়) বর্ণনা করেছেন সেটিও সহীহ্ নয়, বরং মাকতূ'। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। সম্ভবত সেটি ইসরাঈলীদের বর্ণনা। [মুকতু'র অর্থ দেখুন (৫৪) পৃষ্ঠায়]।

তার এ বর্ণনা অনুযায়ী চল্লিশ দিনের বেশী কবরে থাকেন না বরং উঠিয়ে নেয়া হয়। তাহলে তাঁদের আত্মা ফিরিয়ে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ তাঁদের শরীরগুলো তো কবরেই অবশিষ্ট নেই, কিসের নিকট তা ফিরিয়ে দেয়া হবে?

٢٠٢. (إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لاَ يُتْرَكُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، وَلَكِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ حَتَّى يُنْفَخَ فِي الصُّوْرِ).

২০২। নাবীগণকে তাঁদের কবরে চল্লিশ রজনীর পরে অবশিষ্ট রাখা হয় না, তবে তাঁরা আল্লাহর সম্মুখে সিংগায় ফুঁক না দেয়া পর্যন্ত সলাত আদায় করতে থাকবেন।

হাদীসটি জাল।

এটিকে বাইহাকী "কিতাবু হায়াতিল আম্বিয়া" গ্রন্থে (পৃঃ ৪) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি জাল। কারণ এর বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু আলী আল-হাসনাবী মিথ্যার দোষে দোষী। তিনি হাকিমের শাইখ, হাকিম নিজে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি বলেন ঃ তার হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণীয় নয়।

আল-খাতীব বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ জুরজানী আল-কুশ্‌শী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। তার সম্পর্কে আবুল আব্বাস আল-আসামও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

সনদের আরেক বর্ণনাকারী আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাসকে চিনি না। তার শাইখ ইসমা'ঈল ইবনু তালহা ইবনু ইয়াযীদের জীবনী পাচ্ছি না। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু আবী লায়লা দুর্বল। তার স্মরণশক্তি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তিনি এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ।

সুয়ূতী হাদীসটি "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২৮৫) পুর্বের হাদীসটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দু' দিক দিয়ে তা সঠিক নয় ঃ

১। এটি বানোয়াট, এ ব্যাপারে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

২। এ হাদীসটিকে যার জন্য শাহেদ হিসাবে বলা হচ্ছে এটি তার বিরোধী। কারণ এ হাদীসে বলা হচ্ছে চল্লিশ দিন পরে নাবীগণকে তাদের কবরে অবশিষ্ট রাখা হবে না (যদিও এটি জাল) এবং পূর্বেরটিতে বলা হয়েছে তাঁর আত্মাকে কবরের মধ্যে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে! এটি কোথায় আর সেটি কোথায়?! একটি অপরটির বিরোধী।

এছাড়া এ হাদীসটি সহীহ্ হাদীস বিরোধী যা এটির জাল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

٢٠٣. (مَنْ صَلَّى عَلَي عِنْدَ قَبْرِيْ؛ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيا؛ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ يُبَلِّغُنِيْ، وَكُفِيَ بِهَا أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَكُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْ شَفِيْعًا).

২০৩। যে আমার কবরের নিকট আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে; আমি তা শ্রবণ করি এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি দূর হতে দুরূদ পাঠ করবে; একজন ফেরেশতাকে তা আমার নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হবে এবং তা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং আমি তার জন্য সাক্ষী বা সুপারিশকারী হয়ে যাব।

হাদীসটি এভাবে জাল।

হাদীসটি ইবনু সাম'উন "আল-আমালী" গ্রন্থে (২/১৯৩/২), খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৩/২৯১-২৯২) এবং ইবনু আসাকির (১৬/৭০/২) মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সূত্রে আ'মাশ হতে এবং তিনি আবূ সালেহ্ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সূত্রে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/ ৩০৩) উকায়লীর বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ্ নয়। মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান হচ্ছেন সুদ্দী আস-সাগীর; তিনি মিথ্যুক। উকায়লী বলেন ঃ এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২৮৩) বলেছেন ঃ এটিকে বাইহাকী এ সূত্রেই "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে বর্ণনা করে তার শাহেদগুলোও উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুয়ূতী যে শাহেদগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর কোন কোনটি আবার সহীহ, যেমন ঃ ''إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ أُمَّتِيْ السَّلاَمَ'' "নিশ্চয় যমীনের মধ্যে আল্লাহর কিছু ভ্রমনকারী ফেরেশতা রয়েছেন যারা আমার নিকট আমার উম্মাতের সালামগুলো পৌঁছে দেন।"

এছাড়া আরেকটি হাদীস ২০১ নং হাদীসর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদীসগুলো আলোচ্য হাদীসটির পূরো অংশের জন্য শাহেদ হতে পারে না। তবে সালাম যে নাবী (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছে এ অর্থ যে উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় শুধুমাত্র সেটুকুর শাহেদ হতে পারে। অবশিষ্ট অংশগুলেকে বানোয়াটই বলতে হবে।

এছাড়া মুতাবা'য়াত হিসাবে যেসব বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।

ইবনু তাইমিয়্যা "মাজমূ'উ ফাতাওয়া" গ্রন্থে বলেছেন (২৭/২৪১) ঃ এ হাদীসটি বানোয়াট, এটি মারওয়ান আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সকলের ঐক্যমতে মিথ্যুক।

মোটকথা ঃ যে অংশটুকু প্রমাণ বহন করছে যে, সালাম দিলে তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়া হয়, এ অংশটুকু সহীহ, বাকী অংশগুলো সহীহ নয় বরং সেগুলো বানোয়াট।

٢٠٤. (مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ، وَزَارَ قَبْرِيْ، وَغَزَا غَزْوَةً، وَصَلَّى عَلَيَّ فِي المَقْدِسِ؛ لَمْ يَسْأَلْهُ اللهُ فِيْمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ).

২০৪। যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ করবে, আমার কবর যিয়ারত করবে, একটি যুদ্ধে লড়াই করবে এবং কুদুস নগরীতে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে; আল্লাহ তাকে ঐ বস্তুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না যা তার উপর ফরয করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সাখাবী "আল-কাওলীল বাদী" গ্রন্থে (পৃঃ ১০২) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি জাল, স্পষ্টতই এটি বাতিল ।

ইবনু আব্দিল হাদী বলেন ঃ এ হাদীসটি যে, রসূল (ﷺ)-এর উপর বানানো হয়েছে, যাদের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান আছে তাদের তাতে কোন প্রকার সন্দেহ

থাকতে পারে না। যার সামান্যতম জ্ঞান আছে সেই জানে যে, এটি সুফিয়ানের উপর জালকৃত হাদীস।

এ হাদীসটির সনদে আবূ সাহাল বাদর ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মাসীসী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাসান ইবনু উসমান যিয়াদী হতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী হাদীসটি তার "যায়লুল আহাদীসিল মওযূ'আহ" গ্রন্থে উল্লেখ করে (নং ৫৭১, পৃ:১২২) বলেছেন ঃ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল। তার সমস্যা হচ্ছে উক্ত বাদর।

٢٠٥. (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فِي شَرْقٍ وَلاَ غَرْبٍ؛ إِلاَّ أَنَا وَمَلاَئِكَةُ رَبِّيْ نَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا بَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: وَمَا يُقَالُ لِكَرِيْمٍ فِي جِيْرَتِهِ وَجِيْرَانِهِ مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ حِفْظِ الْجِوَارِ وَحِفْظِ الْجِيْرَانِ؟).

২০৫। পূর্ব-পশ্চিমে যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রদান করবে, আমি ও আমার প্রভুর ফেরেশতাগণ তার সালামের উত্তর প্রদান করব। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! মদীনাবাসীদের অবস্থা কী হবে? (উত্তরে) তাকে বললেন ঃ পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি দয়ালু ব্যক্তি সম্পর্কে কিইবা বলার আছে, যে পাড়া-প্রতিবেশীকে হেফাযাত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন?

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ (৬/৩৪৯) করে বলেছেন ঃ

মালেকের হাদীস হতে এটি গারীব, আবূ মুস'য়াব এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ মুস'য়াব-এর নাম হচ্ছে আহমাদ ইবনু আবী বাক্‌র আল-কাসেম ইবনে হারেস আয-যুহরী আল-মাদানী। তিনি ইমাম মালেক হতে "মুওয়াত্তা" গ্রন্থের একজন বর্ণনাকারী। তিনি নির্ভরযোগ্য ফাকীহ। এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে আবূ মুস'য়াব হতে বর্ণনাকারী ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারী; তিনি হচ্ছেন কাযী। "আল-মীযান" গ্রন্থে যাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

নাসাঈ তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সূত্রেই হাদীসটি দারাকুতনী "গারায়েবে মালেক" গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ্ নয়। উমারী এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন দুর্বল। অনুরূপ কথা "লিসানুল মীযান" গ্রন্থেও এসেছে।

সাখাবী "আল-কাওলুল বাদী'" গ্রন্থে (পৃ:১১৭) বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদে ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারী রয়েছেন, তাকে যাহাবী এ হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

ইবনু আব্দিল হাদী "আস-সারেমুল মানকী" গ্রন্থে (পৃ: ১৭৬) বলেছেন ঃ হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর উপর বানানো হয়েছে। এটির কোন ভিত্তি নেই। জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে এ শাইখ আল-উমারী আল-মাদানীকে। তার বেইজ্জতীর জন্য এ ধরনের সনদে এ একটি হাদীসই যথেষ্ট।

٢٠٦. (مَنْ سَبَّ الأَنْبِيَاءَ؛ قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي؛ جُلِدَ).

২০৬। যে ব্যক্তি নাবীগণকে গালি দিবে; (শাস্তি হিসাবে) তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদেরকে গালি দিবে; তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" (পৃ: ১৩৭) এবং "আল-মু'জামুল আওসাত" (১/২৮১/৪৭৩৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এটিও পূর্বের হাদীসটির ন্যায় ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারী আল-কাযী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ উমারীকে মিথ্যা এবং জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাযার আরো বলেন ঃ এ খবরটি তার মুনকারগুলোর একটি।

হাদীসটি হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৬/২৬০) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটিকে তাবারানী "আল-মু'জামস সাগীর" এবং "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে তার শাইখ ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারী আল-কাযী হতে বর্ণনা করেছেন। যাকে নাসাঈ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

٢٠٧. (أَفْضَلُ الأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ).

২০৭। আরাফার দিবস যদি জুম'আর দিবসের সাথে মিলে যায় তাহলে তা সর্বোত্তম দিবস এবং সেটি জুম'আর দিবসহীন সত্তরটি হজ্জের চেয়েও উত্তম।

হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

যায়লা'ঈ "হাশীয়া ইবনু আবেদীন" গ্রন্থে যা এসেছে (২/৩৪৮) তার উপর ভিত্তি করে বলেছেন ঃ

এটিকে রাযীন ইবনু মু'য়াবিয়া "তাজরীদুস সিহ্হা" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

জেনে নিন ঃ এ রাযীনের গ্রন্থটিতে ইবনুল আসীরের "জামে'উল উসূল মিন আহাদীসির রসূল" গ্রন্থের ন্যায় ছয়টি হাদীস গ্রন্থ (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী) থেকে হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু

"কিতাবুত তাজরীদ" গ্রন্থে এমন বহু হাদীস স্থান পেয়েছে যেগুলোর কোন ভিত্তি ছয়টি হাদীস গ্রন্থে নেই।

এ হাদীসটি সেই পর্যায়ভুক্ত যেটি ছয়টি হাদীস গ্রন্থে, এমনকি অন্য কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও যার কোন ভিত্তি নেই। ইবনুল কাইয়্যিম বরং স্পষ্টভাবে "যাদুল মা'য়াদ" গ্রন্থে (১/১৭) হাদীসটি বাতিল হওয়ার কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন ঃ সাধারণ লোকদের মুখে মুখে প্রচার হয়েছে যে, জুম'আর দিবসের সে হজ্জ বাহাত্তরটি হজ্জের সমতুল্য। এটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি রসূল (ﷺ) হতে এমনকি কোন সাহাবী বা তাবে'ঈ হতেও নেই।

তার একথাকে মানাবী "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে (২/২৮) সমর্থন করেছেন। ইবনু আবেদীন "হাশীয়া" গ্রন্থেও সমর্থন করেছেন ।

২০৮. (مَا قُبِلَ حَجُّ امْرِئٍ؛ إِلاَّ رُفِعَ حَصَاهُ. يَعْنِي حَصَى الْجِمَارِ).

২০৮। যে ব্যক্তির হজ্জ গৃহীত হবে (কবূল হবে) তার কঙ্কর উঠিয়ে নেয়া হয় অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপের স্থানে নিক্ষিপ্ত পাথর উঠিয়ে নেয়া হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

"মাকাসীদুল হাসানা ফিল আহাদীসিল মুসতাহারা আলাল আলসিনা" গ্রন্থের লেখক বলেছেন ঃ এটিকে দাইলামী ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী হাদীসটি "আল-কামিল" গ্রন্থে (৭/২৫৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনু খাররাশ সূত্রে ওয়াসিত ইবনু হারিস হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ ওয়াসিত-এর হাদীসগুলোর অনুসরণ করা যায় না।

যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে তার মুনকারগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, এটি সেগুলোর একটি।

হাদীসটি বাইহাক্বী তার "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৫/১২৮), দারাকুতনী (পৃ:২৮৯), হাকিম (১/৪৭৬) ও তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১২১/১) ইয়াযীদ ইবনু সিনান সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

এ ইয়াযীদ ইবনু সিনানকে বাইহাক্বী দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ ইয়াযীদ হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।

কিন্তু হাকিম এ কথার বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ এটির সনদ সহীহ, ইয়াযীদ ইবনু সিনান মাতরূক নন।

তবে হক হচ্ছে বাইহাক্বীর কথায়। কারণ তিনি এ বিষয়ে বেশী জ্ঞাত। হাকিম কর্তৃক মাতরূক নয় বলা প্রমাণ করে না যে, হাদীসটি সহীহ। কারণ কখনো মাতরূক না হয়েও দুর্বল হতে পারে, যার কারণে হাদীস দুর্বল হয়।

যাহাবী "তালখীসুল মুসতাদরাক" গ্রন্থে হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেন ঃ মুহাদ্দিসগণ ইয়াযীদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হায়সামী (৩/২৬০) বলেন ঃ এটির সনদে ইয়াযীদ ইবনু সিনান আছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তবে মওকূফ হিসাবে সহীহ্ সনদে আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (ﷺ) এবং ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। সেটি আযরূকী "তারীখু মাক্কা" গ্রন্থে (পৃঃ ৪০৩) এবং দুলাবী "আল-কুনা" গ্রন্থে (২/৫৬) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি আমার নিকট মারফূ'র হুকুমে এমনটি স্পষ্ট হয়নি।

٢٠٩. (حَلَّتْ شَفَاعَتِيْ لأُمَّتِيْ؛ إِلاَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ).

২০৯। একমাত্র বিদ'আতী ছাড়া আমার উম্মাতের সবার জন্য আমার সুপারিশ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যাবে।

হাদীসটি মুনকার।

ইবনু ওয়্যাহ আল-কুরতুবী "আল-বিদ'উ ওয়ান নাহীউ আনহা" গ্রন্থে (পৃঃ ৩৬) আবূ আব্দিস সালাম সূত্রে বাক্র ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুযানী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মুরসাল। এ বাক্র একজন তাবে'ঈ। তিনি নাবী (ﷺ)-কে পাননি। মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এটির সনদ দুর্বল। কারণ এ আবূ আব্দিস সালাম-এর নাম হচ্ছে সালেহ্ ইবনু রুস্তম আল-হাশেমী, তিনি মাজহূল; যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

এছাড়াও এ দুর্বল মুরসাল রসূল (ﷺ)-এর কথা বিরোধী। কারণ তিনি বলেছেন ঃ ''شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ'' 'আমার শাফা'য়াত আমার উম্মাতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্য।' এ হাদীসটি সহীহ। দেখুন ঃ "মিশকাত" (৫৫৯৮)।

٢١٠. (مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ).

২১০। তোমার পরিবারের ছোট বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধাতে হজ্জের পূর্ণতা নিহিত রয়েছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে বাইহাক্বী (৫/৩১) জাবের ইবনু নূহ সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ দুর্বল। এটিকে বাইহাক্বী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তার এ ভাষায় ঃ ''فيه نظر'' 'এটির মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর কারণ জাবের সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। ইবনু আদী তার এ হাদীসটি (২/৫০) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটিকে এ সনদ ছাড়া চেনা যায় না এবং এর চেয়ে বেশী মুনকার আমি দেখছি না।

অথচ শাওকানীর নিকট তা লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। যার জন্য "নায়লুল আওতার" গ্রন্থে (৪/২৫৪) বলেছেন ঃ এটি মারফূ' হিসাবে আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ)-এর হাদীস হতে সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনু আদী এবং বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন। (কিন্তু তার এ কথা সঠিক নয়)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাইহাক্বী এটিকে মওকূফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সনদে আব্দুল্লাহ মুরাদী রয়েছেন। তার মুখস্ত বিদ্যা হ্রাস পেয়েছিল। তবে এটি মারফূ'র চেয়ে বেশী সহীহ্।

এছাড়া এটি সহীহ্ সুন্নাহ বিরোধী কথা। কারণ সহীহ্ সুন্নাহের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উমার এবং উসমান (ﷺ) মিকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধাকে মাকরূহ মনে করেছেন। এ আসারটি বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

٢١١. (مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ).

২১১। যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদুল হারাম পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে, তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে বা তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাউদ (১/২৭৫), ইবনু মাজাহ্ (২/২৩৪-২৩৫), দারাকুতনী (পৃঃ ২৮২), বাইহাক্বী (৫/৩০) ও আহমাদ (৬/২৯৯) উম্মু সালামাহ্ হতে হাকীমাহ্ সূত্রে...বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম "তাহযীবুস সুনান" গ্রন্থে (২/২৮৪) বলেছেন ঃ

একাধিক হাফিয বলেছেন ঃ এটির সনদ শক্তিশালী নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমার নিকট হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ হাকীমাহ্। কারণ তিনি পরিচিত নন। ইবনু হিব্বান ছাড়া (৪/১৯৫) অন্য কেউ তাকে নির্ভরয়োগ্য বলেননি। আর বার বার সতর্ক করেছি যে, ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি নরমপন্থী (শিথিলতা প্রদর্শনকারী)। যার জন্য হাফিয ইবনু হাজার তার কথার উপর নির্ভর করেননি এবং তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেননি। বরং "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

তার মুতাবা'য়াত পাওয়া গেলে তিনি গ্রহণযোগ্য। এখানে তার কোন মুতাবা'য়াত পাওয়া যায়নি। অতএব তার হাদীসটি দুর্বল, গ্রহণযোগ্য নয়। [মুতাবা'আতের ব্যাখ্য দেখুন (৫৭) পৃষ্ঠায়]।

মুনযেরী ইযতিরাব বলে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি "মুখতাসারুস সুনান" গ্রন্থে (২/২৮৫) বলেন ঃ

হাদীসটির মতন এবং সনদের মধ্যে বর্ণনাকারীগণ বহু মতভেদ করেছেন।

অনুরূপভাবে হাফিয ইবনু কাসীরও ইযতিরাব বলে কারণ দর্শিয়েছেন, যেমনভাবে "নায়লুল আওতার" গ্রন্থে (৪/২৩৫) এসেছে।

অতঃপর মুনযেরী সম্ভবত ভুলে গেছেন, যার কারণে তিনি "তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থে (২/১১৯-১২০) বলেছেন ঃ ইবনু মাজাহ্ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। [মুযতারিবের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৭-৫৮) পৃষ্ঠায়]।

কীভাবে এটি সহীহ? যেখানে তিনি নিজে এবং অন্যরা এটিকে মুযতারিব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন আর আমরা বলেছি হাকীমা মাজহূলা।

٢١٢. (لِيَسْتَمْتِعْ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ فِي إِحْرَامِهِ).

২১২। তোমাদের কোন ব্যক্তি তার হালাল থাকা অবস্থায় সাধ্যমত উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করবে, কারণ সে জানে না তার ইহরামের মাঝে কি উপস্থিত হবে।

হাদিসটি দুর্বল।

হাদীসটি হায়সাম ইবনু কুলায়েব তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/১৩২) এবং বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৫/৩০-৩১) ওয়াসিল ইবনু সায়েব আর-রুকাশী সূত্রে আবূ সূরা হতে...উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল। কারণ ওয়াসিল ইবনু সায়েব আর-রুকাশী মুনকারুল হাদীস। বুখারী ও অন্যরা এমনই বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ সূরাও দুর্বল, যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

বাইহাক্বী ইমাম শাফে'ঈর সূত্রে মুসলিম-এর মাধ্যমে ইবনু যুরায়েজ হতে বর্ণনা করেছেন এবং সমস্যা হিসাবে বলেছেন ঃ এটি মুরসাল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম শাফে'ঈর শাইখ মুসলিম ইবনু খালেদ আল-যানযী; সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি বহু সন্দেহ প্রবণ ছিলেন, যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

এছাড়া ইবনু যুরায়েজ মুদাল্লিস। তিনি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٢١٣. (إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَرْضاً يُقَالُ لَهَا: عُمَان، يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا الْبَحْرُ، الْحَجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا).

২১৩। আমি অবশ্যই একটি যমীন সম্পর্কে জানি, যাকে বলা হয় ওমান, যার একদিকে বিস্তৃত রয়েছে সমুদ্র। সেখান হতে হজ্জ করা অন্য স্থান হতে দু'বার হজ্জ করার চেয়েও অতি উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ "মুসনাদ" গ্রন্থে (নং ৪৮৫৩), সাকাফী "মাশীখাতুন নাইসাপুরীয়ীন" গ্রন্থে (১৮৪-১৮৫) এবং বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৪/৩৩৫) হাসান ইবনু হাদিয়া সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাসান ইবনু হাদিয়া ছাড়া হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তাকে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

তবে ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ ইবনু আবী হাতিম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমি তাকে চিনি না।

কিন্তু ইবনু হিব্বান তাকে "আস-সিকাত" গ্রন্থে (৪/১২৩) উল্লেখ করেছেন। মাজহূল বর্ণনাকারীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলা তার আদাত হওয়ার কারণে।

ইবনু হিব্বান কর্তৃক তাকে নির্ভরযোগ্য বলার কারণে হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৩/২১৭) বলেছেন ঃ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ইমাম আহমাদের এ হাদীসটির সনদকে সহীহ্ বলেছেন, কিন্তু তাদের এ সহীহ্ বলাটা সঠিক নয়, যা একটু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

٢١٤. (مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ؛ فَلا دِيْنَ لَهُ).

২১৪। যে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে না, তার কোন ধর্ম নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন ঃ এটি মুহাম্মাদ ইবনু হামাদান আল-মারওয়াযী বর্ণনা করেছেন। এটির দু'টি সমস্যা ঃ

১। সনদের বর্ণনাকারী ইউসূফ ইবনু আসবাত সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি একজন আবেদ ছিলেন। তার গ্রন্থগুলো দাফন করে দিয়েছিলেন। তিনি বহু ভুল করতেন। তিনি সৎ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

২। যার হতে বর্ণনাকারী ব্যক্তি; ইনি এমন এক ব্যক্তি যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। হাফিয সাখাবী "আল-কাওলুল বাদী'" গ্রন্থে (পৃঃ ১১৪) এ কারণই উল্লেখ করেছেন। এটি হচ্ছে তার ত্রুটি।

অতঃপর এ হাদীসটিকে দেখেছি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (নং ৮৯৪১, ৮৯৪২) দু'টি সূত্রে আসেম হতে, তিনি যার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (ﷺ) থেকে উল্লেখ করেছেন। এটির সনদ হাসান, কিন্তু এটি মওকূফ। এরূপই সঠিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

٢١٥. (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً؛ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَ ثَمَانِيْنَ عَاماً، فَقِيْلَ لَهُ: وَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: تَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَتَعْقُدُ وَاحِداً).

২১৫। যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে আমার প্রতি আশিবার দুরূদ পাঠ করবে; আল্লাহ তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কেউ তাঁকে বলল ঃ আপনার প্রতি কীভাবে দুরূদ পাঠ করব হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন ঃ বলবে, হে আল্লাহ! তুমি দয়া কর তোমার বান্দা, তোমার নাবী, তোমার রসূল উম্মী নাবীর প্রতি এবং একবার গিরা দিবে।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (১৩/৪৮৯) ওয়াহাব ইবনু দাউদ ইবনে সুলায়মান আয-যারীরের সূত্রে...বর্ণনা করে বর্ণনাকারী যারীরের জীবনীতে বলেছেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

সাখাবী "আল-কাওলুল বাদী'" গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৫) বলেছেন ঃ ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আল-আহাদীসুল ওয়াহিয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (নং ৭৯৬)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি তার "আহাদিসুল মাওযূ'আত" গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। এটিই উত্তম এবং উপযোগী।

কারণ এটির জাল হওয়াটাই স্পষ্ট। সহীহ্ হাদীসে দুরূদ পাঠের যে সব ফযীলত এসেছে, এরূপ জাল হাদীস হতে নিরাপদে থাকার জন্য তাই যথেষ্ট। যেমন মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সহীহ্ হাদীসে এসেছে ঃ

রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন।" "সহীহ আবূ দাউদ" নং (১৩৬৯)।

٢١٦. (إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوْهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوْبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ).

২১৬। আমরা মুচকি হাঁসি কতিপয় সম্প্রদায়ের চেহারার সামনে, অথচ আমাদের হৃদয়গুলো তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

মারফূ' হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে আজলুনী তার "আল-কাশফ" গ্রন্থে (২০৬) উল্লেখ করেছেন। বুখারী মওকূফ মু'য়াল্লাক হিসাবে (১০/৪৩৪) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আবূদ-দারদা হতে উল্লেখ করা হয়েছে ...।

কিন্তু হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটির সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)।

আবূ বাক্‌র আল-মাকরী তার "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে আবূ সালেহ-এর সূত্রে আবূদ-দারদা হতে মওসূল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ এটিও মুনকাতি'। ইবনু আবিদ-দুনিয়া, ইব্‌রাহীম হারবী "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে এবং আদ-দীনঅরী "আল-মুজালাসা" গ্রন্থে মওসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটিও মুনকাতি'। দীনঅরী তার সনদে যুবায়ের ইবনু নুফায়েরকে উল্লেখ করেননি। মোটকথা হাদীসটি মারফূ' হিসাবে ভিত্তিহীন। অধিকাংশ ধারণা মওকূফ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে।

٢١٧. (الزُّرْقَةُ فِي الْعَيْنِ يُمْنٌ، وَكَانَ دَاوُدُ أَزْرَقَ).

২১৭। চোখের নীল বর্ণ মঙ্গলজনক, দাউদ (আঃ) ছিলেন নীল বর্ণধারী।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে হুসাইন ইবনু উলওয়ান সূত্রে আওযা'ঈ হতে...বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী হাদীসটি "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১১৪) (অন্যটির) শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি ত্রুটি করেছেন, কারণ ইবনু উলওয়ান মিথ্যুক, জালকারী।

হাদীসটির প্রথম বাক্যটি ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৬২) ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি এটি "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৬৪) আব্বাদের জীবনী বর্ণনা করার সময় মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস সূত্রে আব্বাদ ইবনু সুহায়েব হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ এটি সহীহ্ নয়। কারণ আব্বাদ মাতরূক এবং তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছেন কুদায়মী (মুহাম্মাদ), সমস্যা তার থেকেই।

ইবনুল জাওযী অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যার সনদে ইসমাঈল আল-মুয়াদ্দাব এবং তার শাইখ সুলায়মান ইবনু আরকাম রয়েছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

এটি সহীহ নয়, সুলায়মান মাতরূক আর ইসমা'ঈল দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ আবূ দাউদ তার "আল-মারাসীল" গ্রন্থে (নং ৪৭৯) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মুরসাল। এছাড়া এটির সনদে ইরাকী এক বর্ণনাকারী রয়েছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। তিনি এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল কাইয়্যিম হতে শাইখ আজলুনী "আল-কাশফ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (১/৪৩৯), তিনি বলেন ঃ হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

٢١٨. (مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ).

২১৮। যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে তার বাসগৃহ হতে সফর করবে, ফেরেশতারা তার বিরুদ্ধে দো'আ করবে যেন তার সফরে কোন সঙ্গী না মিলে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী "আল-আফরাদ" গ্রন্থে ইবনু উমার (ﷺ)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'য়াদ" গ্রন্থে (১/১৪৫) বলেছেন ঃ এটি ইবনু লাহী'য়াহ হতে বর্ণিত হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হেফযের দিক থেকে তিনি দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" গ্রন্থে এ কারণের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

বুজায়রেমী "আল-ইকনা'" গ্রন্থে (২/১৭৭) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। কিন্তু সহীহ্ বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ইবনু আবী শায়বা (১/২০৬/১) সহীহ্ সনদে হাস্‌সান ইবনু আতিয়া হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি মাকতূ', সম্ভবত এটিই হাদীসটির মূল। ইবনু লাহী'য়াহ তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে মারফূ' করে দিয়েছেন! হাদীসটির অন্য একটি সূত্র রয়েছে কিন্তু সেটি বানোয়াট। সেটি হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীসটি ঃ

٢١٩. (مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ أَنْ لَا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ وَلَا تُقْضَى لَهُ حَاجَةٌ).

২১৯। যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে সফর করবে, তার দু' ফেরেশতা তার বিপক্ষে দো'আ করবে, যেন তার সফরে সঙ্গী না মিলে এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ না হয়।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "কিতাবু আসমাউর রুওয়াত আন মালেক" গ্রন্থে হুসাইন ইবনু উলওয়ান-এর বর্ণনায়...উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হুসাইনের চেয়ে অন্যজন বেশী দৃঢ়।

হাফিয ইরাকী বলেন ঃ আল-খাতীব তার ভাষায় এ হুসাইন সম্পর্কে নরম সুরে বলেছেন। অথচ তাকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন এবং ইবনু হিব্বান তাকে জালকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

যাহাবী তার "আল-মীযান" গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন যে, হুসাইন মালেকের উপর মিথ্যারোপ করেছেন।

অনুরূপ কথা "নায়লুল আওতার" গ্রন্থেও (৩/১৯৪-১৯৫) বলা হয়েছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/১৮৮) নিজেই নরম ভাষায় বলেছেন। বলেছেন এটির সনদ দুর্বল।

সহীহ্ সুন্নাহ্র মধ্যে জুম'আর দিবসে সফর করা নিষেধ এমন কিছু নেই। বরং রসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজেই জুম'আর দিবসে প্রথম প্রহরেই সফর করেছেন। কিন্তু এটি দুর্বল, মুরসাল হওয়ার কারণে।

বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন (৩/১৮৭) উমার (رضي الله عنه) এক ব্যক্তিকে সফরের আকৃতিতে দেখলেন। অতঃপর তিনি তাকে বলতে শুনলেন যদি আজকে জুম'আর দিবস না হতো তাহলে অবশ্যই বের হতাম। উমার (رضي الله عنه) একথা শুনে বললেন ঃ বেরিয়ে যাও, কারণ জুম'আর দিবস সফর হতে বাধা সৃষ্টি করে না।

এটিকে ইবনু আবী শায়বাও বর্ণনা করেছেন (২/২০৫/২) তবে সংক্ষিপ্তাকারে। এটির সনদ সহীহ।

এ আসারটিও উক্ত হাদীসটিকে দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত করছে। কারণ যদি সেটি সহীহ্ হতো, তাহলে উমার (رضي الله عنه) হতে তা লুক্কায়িত থাকত না।

٢٢٠. (إنَّ لَهُ (يَعْنِي إبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ،ولَوْعَاشَ؛ لَكَانَ صِدِّيقاً نَبِياً، وَلَوْ عَاشَ؛ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْط، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ قطُّ).

২২০। অবশ্যই তার জন্য (অর্থাৎ ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্য) জান্নাতে দুধমাতা থাকবে। সে যদি জীবিত থাকত; তাহলে অবশ্যই সত্যবাদী নাবী হত। যদি জীবিত থাকত তাহলে অবশ্যই তার কিবতী মামারা মুক্ত হয়ে যেত এবং কোন কিবতী কখনও দাসত্ব গ্রহণ করত না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৪৫৯-৪৬০) ইব্‌রাহীম ইবনু উসমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল এ ইব্‌রাহীম ইবনু উসমান-এর কারণে। কেননা তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

হাদীসটির প্রথম বাক্যটি বারা (ﷺ)-এর হাদীস হতে কোন কোন সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সেটি ইমাম আহমাদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

আর দ্বিতীয় বাক্যটি আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قال: ''مَاتَ وَهُوَ صَغِيْرٌ، وَلَوْ قُضِيَ أَن يَّكُوْنَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ؛ لَعَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ''.

তিনি বলেন ঃ 'ছোট অবস্থায় সে মারা গেছে, যদি এমন ফয়সালা থাকত যে, নাবী (ﷺ)-এর পরে নাবী হবে তাহলে সে জীবিত থাকত। কিন্তু তাঁর পরে কোন নাবী নেই।'

এটি ইমাম বুখারী তার সহীহার মধ্যে (১০/৪৭৬), ইবনু মাজাহ্ (১/৪৫৯) ও আহমাদ (৪/৩৫৩) বর্ণনা করেছেন।

তবে ইমাম আহমাদের ভাষা এরূপ ঃ ''لَوْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مَا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيْمُ''. 'যদি নাবী (ﷺ)-এর পরে কোন নাবী হতো তাহলে তাঁর পুত্র ইব্‌রাহীম মারা যেত না।'

অনুরূপ ভাবে আনাস (ﷺ) হতেও বর্ণিত হয়েছে ঃ ''رَحْمَةُ اللهِ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ لَوْ عَاشَ؛ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًا''. 'আল্লাহর রহমত ইব্‌রাহীমের উপর সে যদি জীবিত থাকত তাহলে সত্যবাদী নাবী হত।'

এটি ইমাম আহমাদ (৩/১৩৩...) বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

ইবনু মান্দাও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি তাতে কিছু বেশী বলেছেন ঃ

''وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَبْقَى؛ لأَنَّ نَبِيَّكُمْ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ''.

'তিনি বলেন ঃ কিন্তু এমনটি হওয়ার ছিল না যে সে অবশিষ্ট থাকবে, কারণ তোমাদের নাবী, নাবীকুলের শেষ নাবী।'

এ বর্ণনাগুলো সবই মওকূফ, কিন্তু মারফূ'র হুকুমে। কারণ এটি হচ্ছে গোপনীয় বিষয়, এতে নিজ মতামতের কোন সুযোগ নেই।

এ আসারগুলো যে সঠিক ভাবে বুঝবে তার নিকট কাদিয়ানীদের পথভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

٢٢١. (الْحَجُّ قَبْلَ التَّزَوُّجِ).

২২১। হজ্জ হচ্ছে বিবাহের পূর্বের কর্ম।

হাদীসটি জাল।

সুয়ূতী এটিকে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামী কর্তৃক "মুসনাদুল ফিরদাউস গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

এটির সনদের গিয়াস ইবনু ইব্রাহীম সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ সকলে তাকে মাতরূক আখ্যা দিয়েছেন (সে গ্রহণযোগ্য নয়)। মায়সারা ইবনু আব্দে রাব্বিহি সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ তিনি প্রসিদ্ধ মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ প্রথম ব্যক্তিও (গিয়াস) পরিচিত মিথ্যুক।

ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, খবীস।

আবূ দাউদ বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

ইবনু আদী বলেন ঃ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে তার বিষয়টি স্পষ্ট। তার সব হাদীস মাওযূ'র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আশ্চর্যের ব্যাপার কীভাবে সুয়ূতী তার "জামে'" গ্রন্থে সেই সব মিথ্যুকদের হাদীস উল্লেখ করেছেন?

٢٢٢. (مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ؛ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ).

২২২। যে ব্যক্তি হজ্জ করার পূর্বে বিবাহ করল, সে গুনাহ্ করা শুরু করল।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/২০) আহমাদ ইবনু জামহূর আল-কারকাসানী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদীর সূত্রে ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২১৩) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

আহমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আইউব জাল হাদীস বর্ণনাকারী। তার পিতা আইউব সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

ইবনুল জাওযীর এ বক্তব্যকে সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১২০) সমর্থন করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ আহমাদ ইবনু জামহূর মিথ্যার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ রাজা ইবনু রূওহ; যেভাবে ইবনু আদীর গ্রন্থে, "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে এবং "আল-লাআলী" গ্রন্থে এসেছে, তিনি হচ্ছেন ইবনু নূহ- তার জীবনী পাচ্ছি না।

٢٢٣. (الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الْأَرْضِ؛ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ).

২২৩। যমীনে হাজরে আসওয়াদ হচ্ছে আল্লাহর ডান হাত; যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে মুসাফাহা করেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি আবূ বাক্‌র ইবনু খাল্লাদ "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২২৪/২), ইবনু আদী (২/১৭), ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (২/৩/১), খাতীব বাগদাদী (৬/৩২৮) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী তার "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (২/৮৪/৯৪৪) ইসহাক ইবনু বিশ্‌র আল-কাহেলী সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

খাতীব বাগদাদী এ কাহেলীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, তিনি মালেক ও অন্যান্য মর্যাদাশীলদের সূত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।

অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এরপর আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শায়বা হতে তার একটি মিথ্যা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

তাকে মূসা ইবনু হারূণ এবং আবূ যুর'য়াহ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী এ হাদীসটির পরে বলেছেন ঃ তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস জাল করতেন।

দারাকুতনীও অনুরূপ বলেছেন যেমনভাবে "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। তবে ইবনুল জাওযী একটু বেশী করে বলেছেন ঃ সহীহ নয় ... এবং আবূ মা'শার দুর্বল।

হাদীসটিকে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করার কারণে মানাবী সুয়ূতীর সমালোচনা করেছেন ।

ইবনুল 'আরাবী বলেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল, এ দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় না।

আমি কাহেলীর মুতাবা'য়াত পেয়েছি। কিন্তু সেগুলোও সহীহ্ নয়। সেগুলোও বাতিল নতুবা নিতান্তই দুর্বল।

٢٢٤. (حَمَلَةُ الْقُرْآنِ أَوْلِيَاءُ اللهِ، فَمَنْ عَادَاهُمْ، فَقَدْ عَادَى اللهَ، وَمَنْ وَالاهُمْ؛ فَقَدْ وَالَى اللهَ).

২২৪। কুরআনের বাহকগণ আল্লাহর আউলিয়া (বন্ধু)। অতএব যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা করবে, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করল। আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল।

হাদীসটি জাল।

এটিকে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৯০) আবূ নু'য়াইম সূত্রে মু'য়াল্লাক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। [মু'য়াল্লাকের ব্যাখ্য দেখুন (৫৫) পৃষ্ঠায়]।

সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামী এবং ইবনুন নাজ্জার-এর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

এটির সনদে দাঊদ ইবনু মুহাব্বার নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। যাহাবী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি নির্ভারযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন।

সুয়ূতী নিজে হাদীসটিকে "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৩২ নংঃ ১৫৫) উল্লেখ করে বলেছেন, হাফিয "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ এ খবরটি মুনকার। হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে হাসান ইবনু ইদরীস-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটির সমস্যা হচ্ছে দাঊদ ইবনু মুহাব্বার হতে।

ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (১/১৩৫) তার অনুকরণ করেছেন।

সনদের অপর বর্ণনাকারী হাসান ইবনু ইদরীস সম্পর্কে আবুশ শাইখ তার "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (৩৮৯/৫৩১) ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আবূ নু'য়াইমও তাই করেছেন।

এছাড়া ইব্‌রাহীম ইবনু সাহালকে আমি চিনি না।

দাইলামী আলী (ﷺ)-এর হাদীস হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু হাসান রয়েছেন। তার সম্পর্কে খাতীব বাগদাদী (২/২৪৮) বলেন ঃ

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-কাত্তান বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। সূফীদের জন্য হাদীস জাল করতেন।

٢٢٥. (لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ، وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ).

২২৫। রসূলুল্লাহ (ﷺ) কবর যিয়ারত কারিণীদের এবং তার উপর মসজিদ নির্মাণ ও বাতি প্রজ্জ্বলিত কারীদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।

হাদীসটি শেষাংশের শব্দগুলো দ্বারা দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ ছাড়া চার সুনান রচনাকারী, ইবনু আবী শায়বাহ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৪/১৪০), বাগাবী "হাদীসু আলী ইবনু যা'য়াদ" গ্রন্থে (৭/৭০/১), তাবারানী (৩/১৭৪/২), আবূ আব্দিল্লাহ আল-কাত্তান তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/৫৪), হাকিম (১/৩৭৪), বাইহাক্বী (৪/৭৮, তায়ালিসী (১/১৭১) এবং ইমাম আহমাদ (২০৩০) মুহাম্মাদ ইবনু জাহাদা সূত্রে আবূ সালেহ্ বাযান হতে...বর্ণনা করেছেন।

আবূ সালেহ বাযান সম্পর্কে হাকিম ও যাহাবী বলেন ঃ

তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

তিরমিযী বলেছেন ঃ এটি হাসান পর্যায়ের হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ জামহূরে ওলামার নিকট আবূ সালেহ বাযান দুর্বল। আজালী ছাড়া অন্য কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি, যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন। বরং তাকে ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালেদ ও আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ তাকে তাদলীসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

হাফিয "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি দুর্বল, মুদাল্লিস।

আব্দুল হক ইশবীলী "আহকামুল কুবরা" গ্রন্থে (১/৮০) বলেন ঃ তিনি তাদের নিকট নিতান্তই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যার অবস্থা এই তার হাদীসকে হাসান বানানো যায় না; যেমনভাবে তিরমিযী করেছেন! তাহলে কীভাবে সহীহ বানানো যায়? যেরূপভাবে আহমাদ শাকের করেছেন।

জি হ্যাঁ: ''فَلَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ'' এ অংশটুকু বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তবে এ শব্দে ''زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ'' দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (১৮৫-১৮৭) এবং ''وَلَعَنَ الْمُتَّخِذِيْنَ عَلَى الْقُبُوْرِ الْمَسَاجِدَ''. এ অংশটুকু মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহাইন সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু ''لعن المتخذين عليها السرج'' এ অংশটুকুর কোন হাদীসে শাহেদ পাচ্ছি না, হাদীসটির এ অংশটুকু দুর্বল।

٢٢٦. (تَخَتَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ؛ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ).

২২৬। তোমরা আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর, কারণ সেটি বরকতপূর্ণ।

হাদীসটি জাল।

এটি মাহামেলী "আল-আমালী" গ্রন্থে (২/৪১ নং), খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১১/২৫১), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৬৬) ইয়াকূব ইবনু ওয়ালীদ আল-মাদানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু আদী (১/৩৫৬) ইয়াকূব ইবনু ইব্‌রাহীম আয-যুহরী সূত্রে হিশাম ইবনু উরউয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী উকায়লীর সূত্রে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/৪২৩) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইয়াকূব মিথ্যুক, জালকারী। উকায়লী বলেন ঃ এ বিষয়ে নাবী (ﷺ) হতে কিছুই সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী ইয়াকূব-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ তিনি ছিলেন বড় বড় মিথ্যুকদের একজন। তিনি হাদীস জাল করতেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ এ ইয়াকূব ইবনু ইব্রাহীম পরিচিত নন। তার থেকে ইয়াকূব ইবনুল ওয়ালীদ চুরি করতেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৭২) তার অভ্যাসগতভাবে ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটির অন্য সূত্রও রয়েছে, যেটি আল-খাতীব এবং ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ এ সূত্রে বর্ণনাকারী খাল্লাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়ার নীচে যে তিনজন বর্ণনাকারী আছেন, তাদের কাউকেই চেনা যায় না। তারা হচ্ছেন শু'য়ায়েব ইবনু মুহাম্মাদ, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসীফ আল-কামী এবং মুহাম্মাদ ইবনু সাহাল।

হাদীসটি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সবগুলোই বাতিল। যেমনভাবে সাখাবী "আল-মাকাসিদ" গ্রন্থে বলেছেন। অধিকাংশ সূত্র মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি হতে মুক্ত নয়। তাছাড়া ভাষাগতভাবে চরম পর্যায়ের ইযতিরাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

٢٢٧. (تَخَتَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ؛ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ).

২২৭। তোমরা আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর; কারণ সেটি দরিদ্রকে দুরীভূত করে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৫৮) ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে দাইলামী (২/৩১) হুসাইন ইবনু ইব্রাহীম আল-বাবী হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন, ইবনু আদী বলেছেন ঃ এটি বাতিল, হুসইন মাজহূল।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীসটি জাল। তার এ মতকে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। অনুরূপভাবে সুয়ূতীও "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৭৩) ইবনুল জাওযীর জাল বলাকে সমর্থন করেছেন। সুয়ূতী হাদীসটি জাল হিসাবে স্বীকার করার পরেও "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

٢٢٨. (تَخَتَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ؛ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلأَمْرِ، وَالْيُمْنَى أَحَقُّ بِالزِّيْنَةِ).

২২৮। তোমরা আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর। কারণ সেটি কর্ম সম্পাদনে সর্বাপেক্ষা সফল আর ডান হাত সৌন্দর্যের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (৪/২৯১/১-২) উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "লিসানু মীযান" গ্রন্থে (২/২৬৯) বলেন ঃ

এটি বানোয়াট তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জানি না কে জাল করেছে।

তার এ বক্তব্যকে সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৭৩) সমর্থন করেছেন।

২২৯. (تَخَتَّمُوْا بِالْخَوَاتِيْمِ الْعَقِيْقِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُصِيْبُ أَحَدَكُمْ غَمٌّ مَادَامَ عَلَيْهِ).

২২৯। তোমরা আকীক পাথরের তৈরিকৃত আংটি ব্যবহার কর। কারণ সেটি তোমাদের কোন ব্যক্তির নিকট থাকাকালীন তাকে চিন্তা গ্রাস করবে না।

হাদীসটি জাল।

এটিকে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৩২) 'আলী ইবনু মাহরুবিয়া আল-কাযবীনী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে দাউদ ইবনু সুলায়মান আল-গাযী আল-জুরজানী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

যাহাবী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক শাইখ। 'আলী ইবনু মূসা আর-রিযা হতে বর্ণনাকৃত তার একটি জাল কপি আছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি উল্লেখিত কপি হতেই নেয়া। এরূপই স্পষ্ট হবে সেই ব্যক্তির নিকট যে "মাকাসিদুল হাসানা" এবং "আল-কাশফ" গ্রন্থদ্বয় দেখবে।

২৩০. (مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيْقِ؛ لَمْ يَزَلْ يَرَى خَيْرًا).

২৩০। যে ব্যক্তি আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার করবে, সে সর্বদা কল্যাণই দেখতে পাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/৫৭) ইবনু হিব্বান-এর সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান এটিকে "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/১৫৩) যুহায়ের ইবনু আব্বাদ হতে ...উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হিব্বান এবং ইবনুল জাওযী সনদের এক বর্ণনাকারী আবূ বাক্‌র সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি মালেক হতে এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সুয়ূতী তার এ কথাকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৭১) সমর্থন করেছেন।

যাহাবী আবূ বাক্‌রের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন ঃ এটি মিথ্যা।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে যাহাবীর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ মালেক হতে আবূ বাক্‌র ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। যুহায়েরও এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী আবূ বাক্‌রকে সহীহ্ গ্রন্থসমূহের বর্ণনাকারী বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, তার একথাটি ভুল। কারণ তিনি এরূপ বর্ণনাকারী নন, এমনকি "সুনান" এবং "মাসানীদ" গ্রন্থগুলোর বর্ণনাকারীও নন। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি, যেমনটি ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযী বলেছেন।

মোটকথা আকীক পাথরের আংটি সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসই বাতিল, যেমনভাবে হাফিয সাখবী বলেছেন।

٢٣١. (كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا رَآهُ؛ غَضِبَ، وَقَالَ: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْجَدِيْدَ بِالْخَلَقِ).

২৩১। তোমরা শুকনা খেজুরের সাথে কাঁচা খেজুর খাও। কারণ শয়তান যখন তাকে দেখে তখন ক্রোধান্বিত হয় এবং বলে ঃ আদম সন্তান জীবন ধারণ করে এমনকি নতুনকে পুরাতনের সাথে মিলিয়ে আহার করে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৩১৭), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৬৭), ইবনু আদী (২/৩৬৪), ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/১২০) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবূ নু'য়াইম, হাকিম, বাইহাক্বী, আবুল হাসান, হুমামী, খাতীব বাগদাদী এবং হেবাতুল্লাহ আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে আবূ যাকীর ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুহাম্মাদ নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী, হাকিম, বাইহাক্বী, হুমামী ও খাতীব বলেন ঃ আবূ যাকীর এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাকিম শিথিলতা প্রদর্শনকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেননি।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটি মুনকার হাদীস।

নাসাঈ বলেন ঃ হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২৬) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

দারাকুতনী বলেন ঃ আবূ যাকীর হিশাম হতে এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ তার অনুকরণ করা যায় না এবং এ হাদীসটিতে ছাড়া তাকে চেনা যায় না। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি সনদগুলো উলট পালট করে ফেলতেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে মুরসালকে মারফূ' করে ফেলতেন। তাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন অথচ তার কোন ভিত্তি নেই।

সুয়ূতীও “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৪৩) হাদীসটি যে জাল তা স্বীকার করেছেন।

ইমাম মুসলিম আবূ যাকীর হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার থেকে মুতাবা'য়াতের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে ‘‘আত-তাহযীব” গ্রন্থে এসেছে।

“আত-তাকরীব” গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তিনি সত্যবাদী, কিন্তু বহু ভুল করতেন।

সুয়ূতী এটিকে জাল হিসাবে স্বীকার করার পরেও “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٢٣٢. (كُلُوا التَّمْرَ عَلَى الرِّيْقِ؛ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدُّوْدَ).

২৩২। তোমরা শুকনা খেজুর থুথুর সাথে মিশিয়ে খাও, কারণ তা জীবানুকে হত্যা করে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবূ বাক্র শাফে‘ঈ “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৯/১০৬/১) এবং ইবনু ‘আদী (২/২৫৮) ইসমাহ ইবনু মুহাম্মাদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী, ইসমাহ ইবনু মুহাম্মাদ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

তার কোন হাদীসই নিরাপদ নয়, তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযূ‘আত” গ্রন্থে (৩/২৫) ইবনু আদীর সূত্রে ইসমাহ হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সহীহ নয়, ইসমাহ মিথ্যুক।

সুয়ূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৪৩) তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ইবনু আররাকও “তানযীহুশ শারী‘য়াহ” গ্রন্থে (২/৩২০) তাকে সমর্থন করেছেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটি “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٢٣٣. (أَكْثَرُ خَرَزِ الْجَنَّةِ الْعَقِيْقُ).

২৩৩। জান্নাতে অধিকাংশ মালা হবে আকীক পাথরের।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৮/২৮১) সালাম ইবনু মায়মূন আল-খাওয়াস-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে আবূ মুহাম্মাদ সালাম আয-যাহেদ (সালাম ইবনু সালেম) সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার “আল-মাওযূ‘আত” গ্রন্থে (৩/৫৮) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সালাম ইবনু সালেম মিথ্যুক।

সুয়ূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৭৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

ইবনু আদী ছাড়া সকলেই তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত। অতঃপর বলেছেন ঃ সালাম ইবনু মায়মূন আল-খাওয়াস বড় ধরনের সূফী এবং আবেদ। কিন্তু

তার হাদীসে মুনকার রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার উপর ধার্মিকতা অগ্রাধিকার পেয়ে যায়, ফলে তিনি হাদীস এবং তার অনুসরণ হতে অমনোযোগী হয়ে যান।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান-এর পুরো কথা (১/৩৪৫) হচ্ছে এই যে, 'তিনি কখনও কখনও একটি বস্তুকে অন্যটির পরে উল্লেখ করেছেন এবং সন্দেহ করে তা উলট-পালট করে ফেলেছেন। ফলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল হয়ে গেছে।'

ইবনু আবী হাতিম তার পিতার (২/১/১৬৭) উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ

আমি তার থেকে লিখি না। তিনি আবূ খালিদ আল-আহমার হতে মাওযূ'র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী যে কথা বলেছেন, সেটিই সঠিক। সালাম ইবনু সালেম মিথ্যার দোষে দোষী।

আল-খাতীব আহমাদ ইবনু সায়্যার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সালাম ইবনু সালেম মাওযূ' হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর কোন লাগাম নেই।

ইবনু আবী হাতিম তার জীবনীতে (১/১/৩৬৭) বলেছেন ঃ

আমি আবূ যুর'য়াহকে বলতে শুনেছি ঃ তার হাদীস লেখা যাবে না। তিনি মুরজিয়া ছিলেন এবং ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন তিনি সত্যবাদী ছিলেন না।

ইবনু হিব্বান (১/৩৪৪) বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। তিনি হাদীসগুলোকে উলট পালট করে ফেলতেন। ইবনুল মুবারাক তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আদী শুধুমাত্র দুর্বল বলেছেন, এ কথা উল্লেখ করে এ হাদীসটির ক্ষেত্রে সুয়ূতী তার সিদ্ধান্তে ভুল করেছেন।

মোটকথা ঃ হাদীসটি জাল, চাই এটি সালাম ইবনু সালেম-এর বর্ণনায় হোক বা সালাম ইবনু মায়মূন-এর বর্ণনায় হোক।

٢٣٤. (أطعِمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ طَعَامُهَا فِي نِفَاسِهَا التَّمْرَ؛ خَرَجَ وَلَدُهَا ذَلِكَ حَلِيمًا، فَإِنَّهُ كَانَ طَعَامُ مَرْيَمَ حِيْنَ وَلَدَتْ عِيْسَى، وَلَوْ عَلِمَ اللهُ طَعَامًا هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ التَّمْرِ؛ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ).

২৩৪। তোমাদের রমণীদের নেফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়া কালীন খেজুর খাওয়াবে, কারণ যে নারীর খাদ্য তার নেফাসের সময়ে শুকনা খেজুর হবে তার সন্তান বুদ্ধিমান হয়ে বের হবে। কারণ সেটি মারইয়াম-এর খাদ্য ছিল। যখন তিনি ঈসাকে প্রসব করেন, তখন তার জন্য আল্লাহ্ যদি শুকনা খেজুরের চাইতেও উত্তম খাবার সম্পর্কে জানতেন, তাহলে তাই তাকে খাওয়াতেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী (৮/৩৬৬) দাউদ ইবনু সুলায়মান জুরজানী সূত্রে (তার জীবনী বর্ণনা করার সময়) সুলায়মান ইবনু আম্র হতে...উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর দাউদ সম্পর্কে বলেছেন ঃ তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ

তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার আরেকটি হাদীস পূর্বে ২২৯ নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে। তার শাইখ সুলায়মান ইবনু আম্র, তিনি হচ্ছেন নাখ'ঈ। তিনিও মিথ্যুক।

ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২৭) বলেন ঃ সুলায়মান আন-নাখ'ঈ এবং দাউদ তারা দু'জনই মিথ্যুক।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৪৪) বলেছেন ঃ ইবনু মান্দার বর্ণনা হতে দাউদ-এর মুতাবা'য়াত পাওয়া যায়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সেটির সনদে রয়েছেন সুলায়মান ইবনু আম্র আন-নাখ'ঈ। সুয়ূতী নিজেই এ সুলায়মান মিথ্যুক তা স্বীকার করেছেন। অতএব তিনি যেন স্বীকার করেছেন হাদীসটি জাল।

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়াহ্ "আল-মানার" গ্রন্থে (২৫) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ হাদীসটি জাল।

٢٣٥. (تَرْكُ الدُّنْيَا أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، وَأَشَدُّ مِنْ حَطْمِ السُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ يَتْرُكُهَا أَحَدٌ؛ إِلاَّ أَعْطَاهُ مِثْلَ مَا يُعْطِي الشُّهَدَاءَ، وَتَرْكُهَا: قِلَّةُ الأَكْلِ وَالشِّبَعِ، وَبُغْضُ الثَّنَاءِ مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ الثَّنَاءَ مِنَ النَّاسِ؛ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَنَعِيمَهَا، وَمَنْ سَرَّهُ النَّعِيمُ؛ فَلْيَدَعِ الثَّنَاءَ مِنَ النَّاسِ).

২৩৫। ধৈর্য ধারণ করার চেয়েও দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা অতি তিক্ত এবং আল্লাহর পথে তরবারী ভাংগার চাইতেও কঠিন। এ দুনিয়াকে যে ব্যক্তিই পরিত্যাগ করে তাকে দেয়া হয় সেরূপ প্রতিফল যেরূপ দেয়া হয় শহীদদেরকে। তাকে পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে খাদ্য কম গ্রহণ করা, তৃপ্ত কম হওয়া এবং মানুষের প্রশংসাকে ঘৃনা করা। কারণ যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসাকে ভালবাসে সে দুনিয়া ও তার সম্পদকে ভাল বাসলো। আর যাকে সম্পদ আনন্দিত করে সে যেন মানুষের প্রশংসাকে পরিত্যাগ করে।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৪৪) বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃ: ১৯১) দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আল-জাযারী নামক বর্ণনাকারী সাওরী এবং আওযা'ঈ হতে মুনকার এবং আজব ধরনের

হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকে ইবনু হিব্বান জাল করার দোষে দোষী করেছেন। "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এসেছে; ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি সাওরী হতে অবোধগম্য বিষয় নিয়ে এসেছেন। ফলে যে ব্যক্তি তার হাদীস লিখেছেন এ কাজ যে তারই তিনি তাতে কোন সন্দেহ করেননি (২/৩৫)।

তার এ কথাকে ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (১/৩৫৮) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটির প্রথম অংশ "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন! তিনি এক্ষেত্রে দু'টি কারণে ত্রুটি করেছেন ঃ

১। জাল করার দোষে দোষী ব্যক্তির বর্ণনা হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে উল্লেখ করা।

২। সংক্ষেপে শুধু প্রথম অংশ উল্লেখ করা, যা সন্দেহ জাগায় যে, দাইলামী হয়তো এরূপই (সংক্ষেপে) বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦. (مَا تَزَيَّنَ الأَبْرَارُ فِي الدُّنْيَا بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا).

২৩৬। সৎ কর্মশীল লোক দুনিয়াতে সুসজ্জিত হতে পারে না দুনিয়াকে পরিত্যাগ কারীর ন্যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৩/১৯১/১৬১৭) বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী এটিকে "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/২৮৬) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

এটির সনদে সুলায়মান শাযকুনী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন; তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি মিথ্যুক। তার সম্পর্কে পূর্বে আরো কয়েকটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে (২৩৪)।

এছাড়া 'আলী ইবনুল হাযূর; তিনিও মাতরূক এবং ইসমা'ঈল ইবনু আবান (তিনি নির্ভরযোগ্য ওররাক নন বরং তিনি হচ্ছেন গানাবী) সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ তিনি মাতরূক, তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

٢٣٧. (مَا أَسَرَّ عَبْدٌ سَرِيْرَةً؛ إِلاَّ أَلْبَسَهُ اللهُ رِدَاءَهَا؛ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ).

২৩৭। বান্দা কোন রহস্যকে গোপন করলে, আল্লাহ তাকে সেই রহস্যের চাদর পরিয়ে দেন। যদি তা (রহস্যটি) কল্যাণকর হয় তাহলে কল্যাণকর আর যদি তা অনিষ্টকর হয় তাহলে অনিষ্টকর।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/১৮০/১) এবং "মু'জামুল আওসাত" (৪৮৪-৪৮৫) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল, এর কারণ দু'টি ঃ

১। মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দুল্লাহ আরযামী নামক বর্ণনাকারী; তিনি মাতরূক, যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলা হয়েছে।

২। হামেদ ইবনু আদাম আল-মারওয়াযী; তাকে জুযজানী ও ইবনু আদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আহমাদ ইবনু আলী সালমানী যারা হাদীস জাল করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ তাকে সেই সব ব্যক্তিদের কাতারে উল্লেখ করেছেন ।

এ জন্য হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/২২৫) বলেছেন ঃ হামেদ ইবনু আদাম মিথ্যুক।

(কিন্তু দুর্বল সনদে এটির মুতাবা'য়াত পাওয়া যাওয়ার কারণে সরাসরি জাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি)।

٢٣٨. (إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ؛ فَلا يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلا يَرْفَعُ يَدَهُ- وَإِنْ شَبِعَ- حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ، وَلْيُعْذِرْ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَخْجَلُ جَلِيْسَهُ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ).

২৩৮। দস্তরখান যখন বিছিয়ে দেয়া হবে তখন কোন ব্যক্তি দস্তরখান না উঠানো পর্যন্ত দাঁড়াবে না এবং তার হাত উঠাবে না, যদিও তৃপ্ত হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা খাওয়া সম্পূর্ণ না করবে এবং ওযুহাত পেশ না করবে। কারণ ব্যক্তি তার সাথীর নিকট লজ্জাবোধ করে, ফলে সে তার হাতকে গুটিয়ে নেয় অথচ খাদ্যে হয়তো তার আরো প্রয়োজনীয়তা ছিল।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/৩০৯) আব্দুল 'আলা সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বূসয়রী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৪/১৪) বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদে আব্দুল 'আলা ইবনু আউন রয়েছেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবনী) বলছি ঃ বরং তিনি নিতান্তই দুর্বল। আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ

তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সেগুলো হতেই এটি একটি।

দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। হাদীসটির প্রথম বাক্যটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সেটিও নিতান্তই দুর্বল।

٢٣٩. (نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ).

২৩৯। যতক্ষণ না খাদ্য সামনে থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে ততক্ষণ তিনি খাদ্য হতে উঠিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন ।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (২/৩০৯) ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম সূত্রে মুনীর ইবনুয যুবায়ের হতে...বর্ণনা করেছেন।

বূসয়রী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৪/১৩) বলেছেন ঃ এটির সনদে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম রয়েছেন, তিনি মুদাল্লিস। মাকহূল আদ-দেমাস্কিও অনুরূপ। এছাড়া মুনীর ইবনু যুবায়ের সম্পর্কে দাহীম বলেন ঃ তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের থেকে মু'যাল হাদীস নিয়ে এসেছেন। পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ছাড়া তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। [মুযালের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়]।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ এটি মুনকাতি' হাদীস। মাকহূল এবং আয়েশা (ﷺ)-এর মাঝে সাক্ষাৎ ঘটেনি।

٢٤٠. (نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ).

২৪০। তিনি জিনের যাবৃহ করা জন্তু গ্রহণ করতে নিষিদ্ধ করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/৩০২) ইবনু হিব্বান কর্তৃক তার "মাজরূহীন" গ্রন্থের (২/১৯) বর্ণনা থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু উযায়না ...হতে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ আব্দুল্লাহ নিতান্তই মুনকারুল হাদীস। সাওর হতে তিনি এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তার (সাওর-এর) হাদীস নয়।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে তার সমালোচনা করে (২/২২৬) বলেছেন ঃ হাদীসটি আবূ ওবায়েদ তার "আল-গারীব" গ্রন্থে এবং বাইহাক্বী উমার ইবনু হারূণ হতে তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সমালোচনাতে কোন উপকারিতা নেই। কারণ উমার ইবনু হারূণ দুর্বল সকলে তার ব্যাপারে একমত। বরং তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন এবং সালেহ জাযারা বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

٢٤١. (إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ).

২৪১। তুমি যে সব কিছুর আকাংখা কর সে সব কিছুকে খাওয়ায় হচ্ছে অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/৩২২), ইবনু আবিদ-দুনিয়া "কিতাবুল জু" গ্রন্থে (১/৮), আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (১০/২১৩) এবং বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/১৬৯/১) বিভিন্ন সূত্রে বাকিয়া ইবনু ওয়ালীদ হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু আবী কাসীরের মাধ্যমে নূহ ইবনু যাকুওয়ান হতে...বর্ণনা করেছেন।

আবুল হাসান সিন্দী ইবনু মাজার "হাশিয়াতে" বলেছেন ঃ এ সনদটি দুর্বল। কারণ নূহ ইবনু যাকুওয়ান দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত। দুমায়রী বলেন ঃ এ হাদীসটি এমন একটি হাদীস যা তার উপর ইনকার [অস্বীকার] করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৩০) দারাকুতনীর বর্ণনায় ইয়াহ্ইয়া ইবনু উসমান হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ নয়, ইয়াহ্ইয়া মুনকারুল হাদীস, নূহও তার ন্যায়।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৪৬) তার সমালোচনা করে বলেছেন ইয়াহ্ইয়া তার যিম্মাদারী হতে মুক্ত।

এ কারণে হাদীসটির জালের অপবাদ নূহ্-এর উপরেই ন্যাস্ত হয়, যা সুয়ূতীর ভাষাতেই বুঝা যায়। তা সত্ত্বেও তিনি ইবনু মাজার বর্ণনায় "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মানাবীও ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটির শাহেদ রয়েছে।

কিন্তু এটি তার ধারণা। কারণ এটির একটি শাহেদও আমি পাইনি। যদি শাহেদ থাকত তাহলে সুয়ূতী তা "আল-লাআলী" গ্রন্থে উল্লেখ করতেন।

হাদীসটির সনদের মধ্যে অন্য সমস্যাও আছে যা ইবনুল জাওযী এবং সুয়ূতীর নিকট লুক্কায়িত রয়ে গেছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাহযীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ ইউসুফ ইবনু আবী কাসীর বাকিয়ার সেই সব শাইখদের একজন যাদের পরিচয় জানা যায় না।

যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

তৃতীয় আরো একটি সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে হাদীসটি হাসান বাসরী হতে আন্ আন্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাদলীস করতেন।

٢٤٢. (احْيُوْا قُلُوْبَكُمْ بِقِلَّةِ الضَّحِكِ، وَقِلَّةِ الشِّبَعِ، وَطَهِّرُوْهَا بِالْجُوْعِ؛ تَصْفُرُ وَتَرِقُّ).

২৪২। তোমরা তোমাদের হৃদয়গুলোকে কম হাসি এবং কম তৃপ্তি দ্বারা জীবন্ত-জাগ্রত কর এবং ক্ষুধা দ্বারা সেগুলোকে পবিত্র কর, তাহলে তা ছোট এবং পাতলা হবে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনভাবে হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৭৩) এবং তাজুস সুবকী "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৪/১৬৩) অবহিত করেছেন।

٢٤٣. (أفضلُ النَّاس مَنْ قَلَّ طَعْمُهُ وَضَحِكُهُ، وَيَرْضَى بِمَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ).

২৪৩। সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি যার খাবার ও হাসি কম এবং সন্তুষ্ট থাকে সেই বস্তুতে যা তার লজ্জাস্থানকে আবৃত করে।

এটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৬৯) এবং তাজুস সুবকী "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

٢٤٤. (أفضلكُمْ عِنْدَ اللهِ منْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ أطولكُمْ جُوْعاً وتَفْكِيْراً فِي اللهِ سُبْحَانَهُ، وَأبْغَضُكُمْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ كُلُّ نَوُوْمٍ أكُولٍ شَرُوْبٍ).

২৪৪। কিয়ামত দিবসে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর নিকট তোমাদের সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি সেই যে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ ক্ষুধায় জড়িত এবং আল্লাহর ব্যাপারে দীর্ঘ চিন্তামগ্ন। আর কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট ঘৃণিত তারাই যারা অধিক ঘুমায়, অধিক ভক্ষণ করে এবং অধিক পান করে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে গাযালী "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৯৬) হাসান বাসরীর হাদীস হতে মুরসাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৯৬) এবং তাজুস সুবকী "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৪/১৬২) বলেছেন ঃ এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

٢٤٥. (اِلبسُوْا وَاشْرَبُوْا فِي أنْصَافِ البُطُوْنِ، فَإنَّهُ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ).

২৪৫। তোমরা পরিধান কর এবং অর্ধপেটে পান কর, কারণ তা হচ্ছে নবুওয়াতের এক অংশ।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৬৯) এবং তাজুস সুবকী "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৪/১৬২) হাদীসটি উল্লেখ করে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, হাদীসটি কোন ভিত্তি নেই।

٢٤٦. (إنَّ الأكْلَ عَلَى الشِّبَعِ يُوْرِثُ البَرَصَ).

২৪৬। তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ শ্বেত রোগের অধিকারী করে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এ হাদীসটি সেই সব বাতিল হাদীসগুলোর একটি যেগুলো দ্বারা গাযালী তার গ্রন্থ সমূহকে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। বিশেষ করে "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থকে।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৭০) এবং তাজুস সুবকী "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৪/১৬৩) বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

٢٤٧. (جَاهِدُوْا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوْعِ وَالْعَطَشِ؛ فَإِنَّ الأَجْرَ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ جُوْعٍ وَعَطَشٍ).

২৪৭। তোমরা তোমাদের আত্মার সাথে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দ্বারা সংগ্রাম কর। কারণ তাতে সাওয়াব অর্জিত হয়, আল্লাহর পথে জেহাদকারীর সাওয়াবের ন্যায়। এ ছাড়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণার চেয়ে আল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয় কর্ম নেই।

হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী এটিকে "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৬৯) মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে এবং তাজুস সুবকী "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৪/৬২) বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

٢٤٨. (سَيِّدُ الأَعْمَالِ الْجُوْعُ، وَذُلُّ النَّفْسِ لِبَاسُ الصُّوْفِ).

২৪৮। কর্মসমুহের সর্দার হচ্ছে ক্ষুধা এবং আত্মার অপমান হচ্ছে পশমী পোষাক।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৯) এবং তাজুস সুবকী "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৪/১৬২) বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

٢٤٩. (الْفِكْرُ نِصْفُ الْعِبَادَةِ، وَقِلَّةُ الطَّعَامِ هِيَ الْعِبَادَةُ).

২৪৯। চিন্তা হচ্ছে ইবাদাতের অর্ধেক আর অল্প খাদ্য গ্রহণই হচ্ছে ইবাদাত।

হাদীসটি বাতিল।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়া" গ্রন্থে (৩/৬৯) বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি নেই।

٢٥٠. (كَانَ إِذَا تَغَدَّى؛ لَمْ يَتَعَشَّ، وَإِذَا تَعَشَّى؛ لَمْ يَتَغَدَّ).

২৫০। তিনি যখন দুপুরের খাবার খেতেন, তখন রাতের খাবার খেতেন না। আর যখন রাতের খাবার খেতেন তখন দুপুরের খাবার খেতেন না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/৭৩), আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৩/৩২৩), ইবনু আসাকির "আখবারুন লি হিফযিল কুরআন"

গ্রন্থের শেষাংশে (কাফ ২/৮) এবং অনুরূপভাবে "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১১/৬৫/১) সুলায়মান ইবনু আব্দির রহমান হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী ওয়াযীন ইবনু আতার হেফযে ত্রুটি রয়েছে। এ কারণে হাদীসটি দুর্বল। তাছাড়া হাদীসটি মুরসাল, কারণ আবূ সা'ঈদ-এর সাথে আতার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

সতর্কবাণী ঃ এ হাদীসটির উৎপত্তি স্থল হাফিয ইরাকী এবং তাজুস-সুবকী উভয়ের নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। এ জন্যে তারা বলেছেন যে, এটি সেই সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো গাযালী "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন অথচ সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

যুবায়দী "ইতহাফুস সাদা" গ্রন্থে (৭/৪০৯) শুধু আবূ নু'য়াইম-এর বর্ণনা দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো তার বিপরীত। এটিকে বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/১৫৮/২) আবূ যুহায়ফা হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার সনদে ওয়ালীদ ইবনু আম্র নামক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি দুর্বল।

۲٥١ . (مَنْ اَجَاعَ بَطْنَهُ؛ عَظُمَتْ فِكْرَتُهُ، وَفَطِنَ قَلْبُهُ).

২৫১। যে ব্যক্তি তার পেটকে ক্ষুধার্ত বানায় তার চিন্তা-ভাবনা বড় হয় (বৃদ্ধি পায়) এবং তার হৃদয় জ্ঞান সম্পন্ন হয়।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

যেমনভাবে হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৭৩) এবং তাজুস সুবকী "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৪/১৬৩) অবহিত করেছেন।

۲٥٢. (البِطْنَةُ اَصْلُ الدَّاءِ، وَالحِمْيَةُ اَصْلُ الدَّوَاءِ، وَعَوِّدُوْا كُلَّ جِسْمٍ مَا اعْتَادَ).

২৫২। অতিভোজন রোগের মূল আর রক্ষাকারী খাদ্য ঔষধের মূল। অতএব তোমরা প্রত্যেক শরীরকে যাতে সে অভ্যস্ত হয়েছে তাতে অভ্যস্ত কর।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী মারফূ' হিসাবে "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হাফিয ইরাকী তার "আত-তাখরীজ" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

তার বক্তব্যকে হাফিয সাখাবী "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে (১০৩৫) সমর্থন করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'য়াদ" গ্রন্থে (৩/৯৭) বলেন ঃ... এ হাদীসটি আরবদের ডাক্তার হারিস ইবনু কিলদার কথা। নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফূ' হিসাবে বলা সঠিক নয়। হাদীস শাস্ত্রের একাধিক ইমাম এ কথাই বলেছেন।

কিন্তু সাখাবী উল্লেখ করেছেন যে, খাল্লাদ আয়েশা (ঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন এ বাক্যে ঃ

''الأَزْمُ دَوَاءٌ، وَالْمَعِدَةُ دَاءٌ، وَعَوِّدُوْا بَدَنًا مَا اعْتَادَ''

অর্থ: "সাবধানতা হচ্ছে ঔষধ এবং পাকস্থলী (পেট) হচ্ছে অসুখ। অতএব তোমরা শরীরকে যাতে অভ্যাস্ত হয়েছে তাতেই অভ্যস্ত কর।"

এটির বাহ্যিকতা দেখে মনে হয় যেন মারফূ'। সুয়ূতী "আদ-দুরার" গ্রন্থে তা স্পষ্ট করেই বলেছেন, যেমনভাবে "কাশফুল খাফা" গ্রন্থেও (২/৭৪/১৭৮৮) এসেছে। তিনি (সুয়ূতী) "জামে'উল কাবীর" গ্রন্থেও (১/৩২০/২) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারা হাদীসটির কোন সনদ বর্ণনা করেননি যাতে দৃষ্টি দেয়া যায়। আমার অধিকাংশ ধারণা এটি সহীহ্ নয়।

অতঃপর ইবনুল কাইয়্যিমকে দেখেছি তিনি "যাদুল মা'য়াদ" গ্রন্থে (৩/১০২) এটিকে হারিস ইবনু কিলদার কথা হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। এটিই উপযোগী।

٢٥٣. (صُوْمُوْا تَصِحُّوْا).

২৫৩। তোমরা সওম পালন কর সুস্থ থাকবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২/২২৫/১/৮৪৭৭) এবং আবূ নু'য়াইম "আত-তিব্ব" গ্রন্থে (কাফ ২৪/১,২) মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান সূত্রে যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ এ বাক্যে হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি যুহায়ের হতে শামীদের বর্ণনায় দুর্বল। আর এ বর্ণনাটি সে সব বর্ণনারই অন্তর্ভুক্ত।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৭৫) বলেন ঃ এটি আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ)-এর হাদীস হতে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে এবং হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৩/১৭৯) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এরূপ বলা প্রমাণ করে না যে, দুর্বল হতে পারে না।

সাগানী একটু অগ্রণী হয়ে বলেছেন ঃ এ হাদীসটি বানোয়াট।

এছাড়া ইবনু আদী যে বাক্যে হাদীসটি (৭/২৫২১) বর্ণনা করেছেন, সেটিতে নাহশাল নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি হচ্ছেন মাতরূক এবং তার শাইখ যহ্হাক ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে শুনেননি।

২৫৪. (سَافِرُوْا تَصِحُّوْا، وَاغْزُوْا تَسْتَغْنُوْا).

২৫৪। তোমরা সফর কর সুস্থ থাকবে এবং যুদ্ধ কর স্বাবলম্বী হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (২/৩৮০) ইবনু লাহী'য়াহ সূত্রে দাররাজ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু লাহী'য়ার কারণে এটির সনদ দুর্বল। কেননা তিনি মুখস্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং দাররাজ হচ্ছেন বহু মুনকারের অধিকারী।

ইমাম যাহাবী "সিয়ারু আ'লামীন নুবালা" গ্রন্থে বলেন, কুতাইবা বলেছেন ঃ আমাকে ইমাম আহমাদ বললেন ঃ ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে তোমার হাদীসগুলো সহীহ্। কারণ আমরা ইবনু ওয়াহাবের কিতাব হতে লিখেছি, অতঃপর ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে শুনেছি।

অতএব দাররাজ হচ্ছে হাদীসটির মূল সমস্যা।

ইবনু আবী হাতিম (২/২০৬) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ হাদীসটি মুনকার।

এটির শাহেদ আছে তবে সেটি নিতান্তই দুর্বল। সেটি হচ্ছে নিম্নেরটি ঃ

২৫৫. (سَافِرُوْا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوْا).

২৫৫। তোমরা সফর কর সুস্থ থাকবে এবং গনীমত লাভ করবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/২৯৯), তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১১২/১), ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (৩/৬৬/১), খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১০/৩৮৭), কাযা'ঈ (২/৫২), অনুরূপ ভাবে তাম্মামুর রাযী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (নং ৭৬৭) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনু রাদাদ হতে ...বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম (৩/২/১৫৫) বলেন ঃ

ইবনু রাদাদ ছাড়া অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই নিরাপদ নয়।

ইবনু আবী হাতিম (৩/২/১১৫) বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন, তিনি জাহেবুল হাদীস।

আবূ যুর'য়াহ বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

"আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে তার মুনকারগুলোর একটি হচ্ছে এ হাদীসটি। ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৩০৬) বলেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার।

এ ইবনু রাদাদই হচ্ছে হাদীসটির সমস্যা।

ইবনু আদী এবং আবূ নু'য়াইম অন্য একটি সূত্রে সিওয়ার ইবনু মুস'য়াব হতে, তিনি আতিয়া হতে...হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ সিওয়ার যা কিছূ বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আতিয়া হচ্ছেন আওফী, তিনি দুর্বল।

আব্দুর রায্যাক "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১১/৪৩৪) তাউস-এর সূত্রে উমার (ﷺ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে মওকূফ হিসাবে। কিন্তু এটির সনদ মুনকাতি'। অর্থাৎ তাউস এবং উমার (ﷺ)-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

٢٥٦. (يَنْزِلُ اللهُ كُلَّ يَوْمٍ عِشْرِيْنَ وَمِئَةَ رَحْمَةٍ، سِتُّوْنَ مِنْهَا لِلطَّائِفِيْنَ، وَأَرْبَعُوْنَ لِلْعَاكِفِيْنَ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَعِشْرُوْنَ مِنْهَا لِلنَّاظِرِيْنَ إِلَى الْبَيْتِ).

২৫৬। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদিন একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন। ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি ঘরের (বায়তুল্লাহ্-এর) চারিদিকে ই'তিকাফ কারীদের জন্য এবং বিশটি ঘরের দিকে দৃষ্টিদান কারীদের জন্য।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১১৫/১) খালিদ ইবনু ইয়াযীদ আল-উমারী সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু ওবায়দিল্লাহ আল-লায়সী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ জাল; খালিদ ইবনু ইয়াযীদকে আবূ হাতিম ও ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

লায়সীও মাতরূক; যেমনভাবে "লিসানুল মীযান" (৫/২১৬) সহ অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটির আরো দু'টি সূত্র রয়েছে। কিন্তু সে সূত্র দু'টিও জাল।

٢٥٧. (إِيَّاكَ وَالسَّرَفِ؛ فَإِنَّ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ مِنَ السَّرَفِ).

২৫৭। তুমি তোমাকে অপচয় করা হতে বাঁচাও, কারণ দিনে দু'বার খাবার গ্রহণ করা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি গাযালী "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৩/৭৮) উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইরাকী তার "আত-তাখরীজ" গ্রন্থে বলেন ঃ

হাদীসটি বাইহাক্বী "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে আয়েশা (ﷺ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটির সনদ দুর্বল।

মুনযেরী বলেন ঃ হাদীসটি বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণনাকারী ইবনু লাহী'য়াহ রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি তার হেফযের দিক থেকে দুর্বল।

অতঃপর আমি বাইহাক্বীর নিকট "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে (২/১৫৮/১) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হই এবং আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটিতে অন্য কারণও রয়েছে যা এটির দুর্বলতাকে বৃদ্ধি করেছে।

কারণ এটির সনদে আবূ আব্দির রহমান আস-সুলামী রয়েছেন। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আস-সূফী। তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-কাত্তান বলেন ঃ তিনি সূফীদের জন্য হাদীস জাল করতেন।

অতঃপর বাইহাক্বী (২/১৬১/২) খালিদ ইবনু নাজীহ আল-মিসরী সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

এ খালিদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন।

٢٥٨. (إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ).

২৫৮। নিশ্চয় ব্যক্তি কর্তৃক তার মেহমানের সাথে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত বের হয়ে যাওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/৩২৩), ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (২/২৪৬) এবং তার থেকে কাযা'ঈ (১/৯৫) 'আলী ইবনু উরওয়া সূত্রে আব্দুল মালেক হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি বানোয়াট। তার কারণ হচ্ছে এ 'আলী ইবনু উরওয়া। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ

তিনি হাদীস জাল করতেন। তাকে সালেহ জাযারা ও অন্যরা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

এর আরেকটি সূত্র পেয়েছি, যেটি ইবনু আদী (২/১৬৯) সালাম ইবনু সালেম আল-বালখী সূত্রে ... উল্লেখ করেছেন। এ সালাম সম্পর্কে ২৩৩ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী নন।

জুরজানী বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

এছাড়া ইবনু যুরায়েজ মুদাল্লিস। তিনি আন্ আন্ শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٩. (لا تَتَمَارَضُوْا؛ فَتَمْرَضُوْا، وَلَاتَحْفِرُوْا قُبُوْرَكُمْ؛ فَتَمُوْتُوْا).

২৫৯। তোমরা রোগের ভান করোনা, কারণ এর ফলে তোমরা রোগী হয়ে যাবে এবং তোমরা তোমাদের কবর খুড়ো না, কারণ এর ফলে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে।

হাদীসটি মুনকার।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/ ৩২১) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার পিতা উত্তরে বলেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার কারণ হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান নামক বর্ণনাকারী। ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাজহূল এবং তিনি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেটি মুনকার। অর্থাৎ এ হাদীসটি।

٢٦٠. (اطْعِمُوْا نُفَسَاءَكُمْ الرُّطَبَ. قَالُوْا: لَيْسَ فِي كُلِّ حِيْنٍ يَكُوْنُ الرُّطَبُ. قَالَ: فَتَمْرٌ. قَالُوْا: كُلُّ التَّمْرِ طَيِّبٌ، فَأيُّ التَّمْرِ خَيْرٌ؟ قَالَ: إنَّ خَيْرَ تَمَرَاتِكُمْ البُرْنِيُّ؛ يُدْخِلُ الشِّفَاءَ، وَيُخْرِجُ الدَّاءَ، لا دَاءَ فِيْهِ، أشْبَعَهُ لِلْجَائِعِ، وَأدْفَؤُهُ لِلْمَقْرُوْرِ).

২৬০। তোমরা তোমাদের নেফাসধারী নারীদেরকে কাঁচা খেজুর খেতে দাও। তারা বলল ঃ সব সময়তো কাঁচা খেজুর পাওয়া যায় না। তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ তাহলে শুকনা খেজুর। তারা বলল ঃ সব শুকনা খেজুরই ভাল, তবে সর্বোত্তম শুকনা খেজুর কোনটি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের সর্বোত্তম শুকনা খেজুর হচ্ছে বুরনী খেজুর, যা সুস্থতাকে প্রবেশ করায় এবং রোগকে বের করে দেয়। তাতে কোন রোগ নেই। তা ক্ষুধার্থের জন্য অধিক তৃপ্তিদায়ক এবং আক্রান্তের জন্য অধিক উত্তাপ দানকারী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু সাম'উন ওয়ায়েয "আল-আমালী" গ্রন্থে (২/১৯২/১) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদের বর্ণনাকারী কাসেম ইবনু ইসমা'ঈল-এর জীবনী কে বর্ণনা করেছেন পাচ্ছি না। তবে ইবনু হিব্বান-এর "আস-সিকাত" গ্রন্থে (৯/১৯) এসেছে, তিনি হাশেমী কূফী, তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনু মূসা হতে...হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম-এর "আত-তিব্ব" নামক গ্রন্থে (২৩-২৪) অন্য একটি সূত্রে শু'বা হতে তার মুতাবা'য়াতও পাওয়া গেছে।

সনদটির অন্য এক বর্ণনাকারী শাহার ইবনু হাওশাব দুর্বল। বেশী বেশী ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। এ জন্য ইমাম মুসলিম অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিলিতভাবে তার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, কিন্তু বেশী মুরসালকারী এবং সন্দেহ প্রবণ।

অতএব এ হাওশাবের কারণেই হাদীসটি দুর্বল।

٢٦١. (أَحْسِنُوْا إِلَى عَمَّتِكُمُ النَّخْلَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ فَفَضَلَ مِنْ طِيْنَتِهَا، فَخَلَقَ مِنْهَا النَّخْلَةَ).

২৬১। তোমরা তোমাদের চাচী খেজুর গাছের সাথে ভাল ব্যবহার কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর মাটির কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়ে যায়, অতঃপর তা থেকেই খেজুর গাছকে সৃষ্টি করেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/৫৭), বাতেরকানী তার "জুযউ মিন হাদীস" গ্রন্থে (২/১৫৭) এবং ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৮৪) জা'ফার ইবনু আহমাদ ইবনে গাফেকী হতে ...বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ

এ হাদীসটি জাল। এটি যে জা'ফার জাল করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ এটি সহীহ নয়, জা'ফার একজন জালকারী।

হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

কিন্তু সুয়ূতী অভ্যাসগতভাবে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১৫৬) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীসে এটির শাহেদ আছে। কিন্তু তাতেও চরম সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে সম্মুখের হাদীসটি ঃ

٢٦٢. (خُلِقَتِ النَّخْلَةُ وَالرُّمَّانُ وَالْعِنَبُ مِنْ فَضْلِ طِيْنَةِ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

২৬২। আদম (আঃ)-কে সৃষ্টিকৃত মাটির অবশিষ্টাংশ হতে খেজুর গাছ, আনার গাছ এবং আঙ্গুর গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি মাহামেলী "আল-আমালী" গ্রন্থে (২/৩৮) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (২/২০৯/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। বর্ণনাকারী আবূ হারূণ আল-আবাদীর নাম হচ্ছে আম্মারা ইবনু যুওয়াইন। তিনি মাতরূক। কেউ কেউ তাকে মিথ্যুকও আখ্যা দিয়েছেন; যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

এরূপ চরম পর্যায়ের দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে পূর্বের হাদীসটির শাহেদ হিসাবে ইবনু আসাকীরের বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

٢٦٣. (اكْرِمُوْا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ؛ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ فَضْلَةِ طِيْنَةِ أَبِيْكُمْ آدَمَ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ وَلَدَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، فَأَطْعِمُوْا نِسَاءَكُمُ الْوَالِدَ الرُّطَبَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبًا فَتَمْرٌ).

২৬৩। তোমরা তোমাদের চাচী খেজুর গাছকে সম্মান কর। কারণ তাকে তোমাদের পিতা আদমকে সৃষ্টিকৃত মাটির অবশিষ্টাংশ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। মারইয়াম বিনতে ইমরান যে বৃক্ষের নীচে সন্তান প্রসব করেছেন, তার চেয়ে আল্লাহর নিকটে সম্মানিত বৃক্ষ আর নেই। অতএব তোমরা তোমাদের নারী মাতাকে কাঁচা খেজুর খাওয়াও। যদি কাঁচা খেজুর না থাকে তাহলে শুকনা খেজুর।

হাদীসটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৩০), আবুশ শাইখ "আল-আমসাল" গ্রন্থে (নং ২৬৩), ইবনু আদী (১/৩৩০), ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/৪৪-৪৫), বাগেন্দী "হাদীস শায়বান" গ্রন্থে (১/১৯০) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (২/৩০৯/২, ১৯/২৬৭/১), আবূ নু'য়াইম "আত–তিব্ব" গ্রন্থে (২/২৩/২) এবং "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৬/১২৩) মাসরূর ইবনু সা'ঈদ আত-তামীমী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ উরওয়া হতে আওযা'ঈর এ হাদীসটি গারীব। মাসরূর এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ তার হাদীসটি নিরাপদ নয়। তাকে ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে এটিকে জানা যায় না।

ইবনু আসাকির বলেন ঃ উরওয়া 'আলী (ﷺ)-কে পায়নি, অর্থাৎ সনদটি মুনকাতি' [বিচ্ছিন্ন]। হাদীসটি গারীব এবং তামীমী মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে বলেছেন ঃ তিনি আওযা'ঈ হতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১৫৬) বলেছেন ঃ আবূ সা'ঈদ খুদরীর (ﷺ) হাদীসে তার প্রথমাংশের শাহেদ রয়েছে এবং শেষাংশেরও শাহেদ আছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ সাঈদ (ﷺ)-এর (২৬২) হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। সবার ঐক্যমতে সেটি শাহেদ হবার যোগ্য নয়। তার অবস্থা সম্পর্কে এটির পূর্বেই আলোচনা করেছি।

আরো একটি শাহেদ হচ্ছে আবূ উমামা (ﷺ)-এর হাদীস। সেটি হচ্ছে ২৬০ নং হাদীস। সেটি যে দুর্বল তা সেখানেই আলোচনা করা হয়েছে।

٢٦٤. (مَا لِلنُّفَسَاءِ عِنْدِيْ شِفَاءٌ مِثْلَ الرُّطَبِ، وَلاَ لِلْمَرِيْضِ مِثْلَ الْعَسَلِ).

২৬৪। নেফাসধারী নারীদের জন্য আমার নিকট কাঁচা খেজুরের ন্যায় রোগ মুক্তকারী কিছু নেই এবং কোন রোগীর জন্য মধুর ন্যায় আরোগ্যদানকারী কিছু নেই।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু নু'য়াইম "আত-তিব্ব" গ্রন্থে আবূ হুরাইয়াহ্ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী এটিকে পূর্বের হাদীসটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ তার কোন সনদ উল্লেখ করেননি যাতে করে তাতে দৃষ্টি দেয়া যায়।

আবূ নু'য়াইম তার "আত-তিব্ব" গ্রন্থে (২/২৪/১) 'আলী ইবনু উরওয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন, যা আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আলী ইবনু উরওয়া মিথ্যুক। তিনি হাদীস জাল করতেন। তার সম্পর্কে ১১৯ নং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (১/২০৯) ইমাম সুয়ূতীর অনুসরণ করে হাদীসটি সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। তবে তিনি বলেন ঃ হাদীসটি ওয়াকী' "আল-গারার" গ্রন্থে আয়েশা (ﷺ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সূত্রে আসরাম ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মিথ্যুক।

٢٦٥. (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! عَلِّمِ النَّاسَ الْقُرْآنَ، وَتَعَلَّمْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ وَأَنْتَ كَذَلِكَ؛ زَارَتِ الْمَلاَئِكَةُ قَبْرَكَ كَمَا يُزَارُ الْبَيْتُ الْعَتِيْقُ، وَعَلِّمِ النَّاسَ سُنَّتِيْ، وَإِنْ كَرِهُوْا ذَلِكَ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لاَ تُوْقَفَ عَلَى الصِّرَاطِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؛ فَلاَ تُحْدِثْ فِي دِيْنِ اللهِ حَدَثًا بِرَأْيِكَ).

২৬৫। হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দাও এবং তুমি তা শিখ। কারণ তুমি যদি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ কর, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমার কবর যিয়ারত করবে যেরূপ বায়তুল্লাহকে যিয়ারত করা হয়। তুমি লোকদেরকে

আমার সুন্নাত শিক্ষা দাও, যদিও তারা তা অপছন্দ করে। তুমি যদি পথে এক পলক পরিমাণ সময় অপেক্ষা না করে জান্নাতে প্রবেশ করাকে পছন্দ কর, তাহলে তোমার মতামত দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নূতন কিছু আবিষ্কার করো না।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (৪/৩৮০) এবং আবুল ফারাজ ইবনু মাসলামা "মাজলিসুল আমালী" গ্রন্থে (২/১২০) আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ আল-ইয়ামানী সূত্রে আবূ হাম্মাম আল-কুরাশী হতে...বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থেও (১/২৬৪) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ নয়। আবূ হুম্মাম-এর নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাব্বাব। তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীস।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২২২) বলেছেন ঃ এটির অন্য সূত্রও রয়েছে। আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ হাদীসটি শুনিয়েছেন...।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি উল্লেখিত হাদীসটির ন্যায় বলেছেন, কিন্তু ভাষায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তিনি বলেন ঃ ''فَإِنْ أَتَاكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ؛ حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى قَبْرِكَ؛ كَمَا يَحُجُّ الْمُؤْمِنُوْنَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ''. 'তুমি এ অবস্থায় থাকাকালীন যদি তোমার নিকট মৃত্যু এসে যায়; তাহলে ফেরেশতাগণ তোমার কবরের নিকট হজ্জ করবে; যেভাবে মু'মিনরা বায়তুল্লাহিল হারামে হজ্জ করে।

সুয়ূতী হাদীসটির ব্যাপারে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। আমার নিকট এ অংশটুকুতে প্রথমটির চেয়ে আরো শক্তিশালী ইনকার [অপছন্দনীয় বস্তু] রয়েছে। কারণ এতে কবরের দিকে হজ্জ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা বিদ'আতী ব্যাখ্যা, শরীয়তে এর কোন অস্তিত্ব নেই। বায়তুল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দিকে হজ্জের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা যায় এমন কথা কোথাও আসেনি। এরূপ কর্মকান্ড সেই সব বিদ'আতীদের মাঝেই বিদ্যমান আছে যারা কবরগুলোকে অতিরিক্ত সম্মান দেখায় ...।

আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, নাবী (ﷺ) হতে এটির একটি অক্ষরও বের হয়নি। আল্লাহ খারাপ পরিনতি করুন ঐ ব্যক্তির যিনি এ হাদীসটি জাল করেছেন। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহীম ইবনু শাবীব জাল করেছেন। আমি তাকেই জালকারী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করছি। তিনি মাজহূল [অপরিচিত]।

এছাড়া অন্য এক সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহীম ইবনু শাবীবের স্থলে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম ইবনে শাকীক বলা হয়েছে, কিন্তু যাচাই-বাছাই করার পর দেখা যাচ্ছে যে এখানে ইবনু শাবীবই সঠিক।

٢٦٦.(كَانَ إِذَا اَشْفَقَ مِنَ الْحَاجَةِ اَنْ يَنْسَاهَا؛ جَعَلَ فِي يَدِهِ خَيْطاً لِيَذْكُرَهَا).

২৬৬। তিনি যখন কোন প্রয়োজনীয়তাকে ভুলে যাবার আশংকা করতেন, তখন তাঁর হাতে একটি সুতা রেখে দিতেন (বেঁধে দিতেন), যাতে করে তা স্মরণ করতে পারেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটি ইবনু আদী (১/১৭২), ইবনু সা'দ (১/২৮৬), হারিস ইবনু আবূ উসামা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে এবং আবুল হাসান আল-আবনুসী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৬) সালেম ইবনু আব্দিল 'আলা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ সালেম এ হাদীসটির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ, ইবনু মা'ঈন ও অন্যরা তার উপরে এটিকে হাদীস হিসাবে ইনকার [অস্বীকার] করেছেন।

সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু সা'দের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

এটি আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন। যারাকশী বলেন ঃ এটির সনদে সালেম ইবনু আব্দিল 'আলা রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি জালকারী। ইবনু আবী হাতিম বলেন ঃ হাদীসটি বাতিল। ইবনু শাহীন "আন-নাসিখ" গ্রন্থে বলেন ঃ তার সব হাদীসই মুনকার। মুসান্নেফ (সুয়ূতী) "আদ-দুরার" গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ হাতিম বলেছেন ঃ হাদীসটি বাতিল। ইবনু শাহীন বলেছেন ঃ এটি মুনকার, সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু আবী হাতিম তার "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৫২) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ... তিনি উত্তরে বলেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল। আমি সালেমের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং এটি সালেম হতেই বর্ণিত।

ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (২/১/১৮৬) বলেন ঃ সালেম সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেছেন ঃ তার হাদীসটি কিছুই না।

ইবনু আবী হাতিম আরো বলেন ঃ আমার পিতা বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আবূ তাহের "আত-তাযকিরা" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। ইবনু হিব্বানও তার কথার অনুসরণ করেছেন।

হাকিম ও নাক্কাশ বলেন ঃ তিনি নাফে' হতে জাল হাদীস বর্ণনা করেন।

অনুরূপ কথা "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এসেছে। তার এ বর্ণনাটি নাফে' হতেই ।

ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৭৩) হাদীসটির তিনটি সূত্র উল্লেখ করেছেন।

১। প্রথমটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

২। দ্বিতীয় সূত্রটিতে আবূ আম্‌র বিশ্‌র ইবনু ইব্‌রাহীম আল-আনসারী রয়েছেন। তিনি আওযা'ঈ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এটি দারাকুতনী এবং ইবনু আসাকির তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৩/১০/১) বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ বিশ্‌র এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীস তার মুসীবতগুলোর একটি! ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে তার কতিপয় হাদীস (২/৩৩) বর্ণনা করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেন ঃ

এ হাদীসগুলো আওযা'ঈ এবং অন্যদের থেকে বর্ণনা করা। বিশ্‌র ছাড়া অন্য কেউ আওযা'ঈ হতে সেগুলো বর্ণনা করেননি। এগুলো বাতিল তিনি তাদের উপর জাল করেছেন। অনুরূপভাবে তার সেই সব হাদীস যেগুলো আমি উল্লেখ করিনি (তাদের থেকে বর্ণনা করা) সেগুলোও বানোয়াট।

৩। তৃতীয়টি গিয়াস ইবনু ইব্‌রাহীম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ গিয়াস এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি জাল করার দোষে দোষী, যেমনভাবে পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৮০) তাবারানীর বর্ণনা হতে বাকিয়া ইবনুল ওয়ালীদ থেকে চতুর্থ সূত্র উল্লেখ করেছেন। অতঃপর চুপ থেকেছেন, কিন্তু তার চুপ থাকা সঠিক হয়নি।

কারণ বাকিয়া মাজহূল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে ইবনু মা'ঈন ও আজালী বলেছেন। এ বর্ণনাটি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তার শাইখ আবূ আব্দির রহমান মাজহূল বর্ণনাকারীদের একজন; যেমনভাবে "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে।

অতঃপর আমি (আলবানী) আরেকটি সূত্র পেয়েছি, যেটি একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। তাতে বিশ্‌র ইবনু ওবায়দিল্লাহ রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ

তিনি আইম্মাদের থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে মুনকারুল হাদীস।

আরো রয়েছেন ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী ফুরাত; আমি তাকে চিনি না।

আরো আছেন ঈসা ইবনু শু'য়ায়েব; তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তাদের দু'জনের একজন এ সূত্রটির সমস্যা।

٢٦٧. (مَنْ حَوَّلَ خَاتِمَهُ، أَوْ عَمَامَتَهُ، أَوْ عَلَّقَ خَيْطاً فِي أُصْبُعِهِ؛ لِيُذَكِّرَهُ حَاجَتَهُ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّ اللهَ هُوَ يُذَكِّرُ الْحَاجَاتِ).

২৬৭। যে ব্যক্তি তার আংটি বা পাগড়ী উল্টিয়ে রাখে বা তার আংগুলে সুতা ঝুলিয়ে রাখে, যাতে করে তার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করতে পারে, সে ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহর সাথে শির্ক করল। কারণ আল্লাহ তা'আলাই প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (৩৩/১-২) এবং ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/৭৪) বিশ্‌র ইবনুল হুসাইন সূত্রে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু আদী বলেছেন ঃ

এটি সহীহ নয়।

ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ এটির কোন ভিত্তি নেই। কারণ বিশ্‌র যুবায়ের হতে বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী।

সুয়ূতী তার এ বক্তব্যকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৮৩) সমর্থন করে বলেছেন ঃ

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ বিশ্‌র ইবনুল হুসাইন আল-আসবাহানী যুবায়ের হতে একটি জাল কপি বর্ণনা করেছেন যাতে একশত পঞ্চাশটি হাদীস ছিল।

ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২/৩২২) তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

٢٦٨. (مَنْ رَفَعَ قِرْطَاساً مِنَ الأَرْضِ فِيْهِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)؛ إِجْلالاً أَنْ يُدَاسَ؛ كُتِبَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ، وَخُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنَ، وَمَنْ كَتَبَ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)، فَجَوَّدَهُ تَعْظِيْماً لِلَّهِ؛ غُفِرَ لَهُ).

২৬৮। যে ব্যক্তি যমীন হতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম লিখা কাগজ উঠাবে; তাকে পদদলিত হওয়া থেকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাকে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী বিশ্বাসীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার পিতা মাতার উপর হতে শাস্তি লাঘব করা হবে যদিও তারা দু'জন মুশরিক হয়। আর যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম লিখল, অতঃপর আল্লাহকে সম্মান দেখিয়ে তাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করল, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবুশ শাইখ ইবনু হিব্বান "তাবাকাতুল আসবাহানিয়ীন" গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৪) এবং ইবনু আদী (১/২৪৬) আবূ সালেম আর-রাওয়াসী 'আলা ইবনু মাসলামা সূত্রে আবূ হাফস আল-আবাদী হতে, তিনি আবান হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী এটিকে তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২২৬) ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

আবান নিতান্তই দুর্বল। হাফস তার চেয়েও দুর্বল এবং আবূ সালেম 'আলা ইবনু মাসলামাকে মুহাম্মাদ ইবনু তাহির আল-আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তার থেকে বর্ণনা করা হালাল নয়।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২০২) বলেন ঃ আবাদীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে এটিকে ইবনু আদী উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস। তিনি (সুয়ূতী) আরো বলেন ঃ এটি 'আলী ইবনু আবী তালিব (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সহীহ্ নয়।

٢٦٩. (العَالِمُ لا يَخْرَفُ).

২৬৯। আলেম ব্যক্তির বার্ধক্য জনিত কারণে মস্তিষ্ক বিকৃত হবে না।

হাদীসটি জাল।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৪৩৯) বলেন ঃ আমার পিতাকে 'আলা ইবনু যায়দাল কর্তৃক আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ 'আলা দুর্বল, মাতরূকুল হাদীস। আমরা জ্ঞানের অধিকারী মাস'উদী, জারীরী, সা'ঈদ ইবনু আরূবা, আতা ইবনুস সায়েব ও অন্যান্যদের পেয়েছি তাদের প্রত্যেকের শেষ বয়সে মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটেছিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ 'আলা সম্পর্কে যাহাবী বলেছেন ঃ তিনি ধ্বংস প্রাপ্ত। ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে জাল কপি বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটি অন্য ভাষাতেও বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

٢٧٠. (لا يَخْرَفُ قَارِئُ القُرْآنِ).

২৭০। কুরআন পাঠকারী বার্ধক্য জনিত করণে বিকৃত মস্তিষ্ক হবে না।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুয়ূতী "যায়লু আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ২৫) উল্লেখ করেছেন এবং তার অনুসরণ করে ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২/৩৬) আবূ নু'য়াইম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থেও (২/৩৪৩) লাহেক ইবনুল হুসাইন-এর বর্ণনায় ...এসেছে।

দাইলামী (৪/১৯০) এবং ইবনু আসাকির তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১৮/১/২) আবূ নু'য়াইম ও অন্য একটি সূত্রের বরাতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে লাহেক ইবনুল হুসাইন নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। সুয়ূতী বলেন ঃ

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ লাহেক মিথ্যুক। তার থেকেই আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে ইবনু হাজার বলেন ঃ ইদরীসী বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। সম্ভবত মিথ্যুকদের মধ্যে তার মত কাউকে সৃষ্টি করা হয়নি। ইবনুস সাম'য়ানী বলেন ঃ তিনি ছিলেন মিথ্যুকদের একজন। এমন একটি কপি জাল করেছেন, যার বর্ণনাকারীদের নাম জানা যায় না। ইবনুন নাজ্জার বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এতো কিছু বলার পরেও সুয়ূতী হাদীসটি উল্লেখ করার দ্বারা "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

٢٧١. (مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ؛ مَتَّعَهُ اللهُ بِعَقْلِهِ حَتَّى يَمُوْتَ).

২৭১। যে ব্যক্তি কুরআন জমা করবে, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করবেন।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (২/১১১) ইব্‌রাহীম ইবনু হায়সামের মাধ্যমে আবূ সালেহ্ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির (২/১১১/২) অন্য একটি সূত্রে আবূ সালেহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। বর্ণনাকারী রিশদীন ইবনু সা'ঈদ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম ইবনু লাহী'য়াকে তার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইবনু ইউনুস বলেন ঃ তিনি দ্বীনের ক্ষেত্রে নেককার ছিলেন। আমি তাকে সালেহীনদের মধ্যে গাফেল হিসাবে পেয়েছি। ফলে তার হাদীসে সংমিশ্রণ ঘটেছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি তার সংমিশ্রণ ঘটিত হাদীসগুলোর একটি। হতে পারে হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ (আবূ সালেহ)-এর প্রতিবেশী খালেদ ইবনু নাজীহ কর্তৃক জালকৃত। কারণ তিনি হাদীস জাল করতেন এবং আব্দুল্লাহ্‌র গ্রন্থ সমূহে ঢুকিয়ে দিতেন। অথচ আব্দুল্লাহ তা বুঝতে পারতেন না। দেখুন "আল-মীযান" গ্রন্থ (২/৪৬-৪৮) এবং এ মর্মে আবূ হাতিমের ভাষ্য ১৯4 নং হাদিসে দেখুন, সেখানেও তার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

٢٧٢. (اعْتَبِرُوْا عَقْلَ الرَّجُلِ فِي طُوْلِ لِحْيَتِهِ، وَنَقْشِ خَاتِمِهِ، وَكُنْيَتِهِ).

২৭২। ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা যাচাই কর তার দাড়ির দীর্ঘায়ত্বের মাঝে, আংটির কারুকার্যের মাঝে এবং তার কুনিয়াতের মাঝে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুয়ূতী "যায়লু আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১০) ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উসমান ইবনু আব্দির রহমান আত-তারায়েফী হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইয়াযীদ ইবনু সিনান আশ'য়ারী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী বলেন ঃ ইয়াযীদ দুর্বল এবং তারায়েফীকে ইবনু নুমায়ের মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

٢٧٣. (لا حُبْسَ (أيْ: وَقْفَ) بَعْدَ سُوْرَةِ النِّسَاءِ).

২৭৩। সূরা নেসার পরে ওয়াক্ফ নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাহাবী "শারহু মা'য়ানীল আসার" গ্রন্থে (২/২৫০), তাবারানী (৩/১১৪/১), দারাকুতনী (৪/৬৮/৩,৪) এবং বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৬/১৬২) আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'য়াহ সূত্রে ঈসা ইবনু লাহী'য়াহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন (বাইহাক্বীও তাকে সমর্থন করেছেন) ঃ ইবনু লাহী'য়াহ ছাড়া অন্য কেউ তার ভাই থেকে মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। তারা দু'জনই দুর্বল।

এটিকে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং হাসান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মানাবী দারাকুতনী ও "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (২/৭) হায়সামীর কথা দ্বারা তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন ঃ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, যার সনদে ঈসা ইবনু লাহী'য়াহ রয়েছেন; তিনি দুর্বল।

তাহাবী ইমাম আবূ হানীফা (রহ ঃ)-এর নিকট ওয়াকফ বাতিল এ মতামতের সমর্থনে এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

এরূপ দলীল গ্রহণ করা নিতান্তই দুর্বল নিম্নে বর্ণিত কারণে ঃ

১। হাদীসটি দুর্বল; যেমনটি অবহিত হয়েছেন। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অবৈধ।

২। এটি ওয়াকফ শরীয়ত সম্মত এ মর্মে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক, যা বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "ইরওয়াউল গালীল" (৬/৩০/১৫৮২)।

٢٧٤. (أَوْصَانِيْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِيْنَ دَاراً، عَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا).

২৭৪। চল্লিশটি বাড়ী পর্যন্ত প্রতিবেশী এ মর্মে জিবরীল আমাকে ওয়াসিয়াত করেছেন। চতুর্দিকে দশটি দশটি করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি বাইহাক্বী (৬/২৭৬) ইসমা'ঈল ইবনু সায়েফ হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ এটির সনদ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়ার" গ্রন্থে (৪/৪১৪) তা স্বীকার করেছেন। কারণ এ ইসমা'ঈল সম্পর্কে ইবনু আদী (১/৩১৮) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে ভেজালযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীস চোর।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বর্ণনাকারী সাকীনা এবং উম্মে হানীকে আমি চিনি না।

٢٧٥. (الا إنَّ اربَعِينَ دَاراً جِوَارٌ، وَلايَدْخُلُ الجنَّةَ مَنْ خَافَ جَارَهُ بَوَائِقَهُ. قِيْلَ: لِلزُّهْرِيْ : ارْبَعِيْنَ دَاراً ؟! قَالَ: أرْبَعِيْنَ هَكَذَا، وَارْبَعِيْنَ هَكَذَا).

২৭৫। সাবধান! অবশ্যই চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী। সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতাকে ভয় করে। চল্লিশ ঘর বলতে কী বুঝানো হচ্ছে এ মর্মে যুহ্‌রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ এ দিকে আর চল্লিশ ঐদিকে।

হাদীসটি দুর্বল। এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৯/৭৩/নং ১৪৩) ইউসুফ ইবনু সাফার হতে এবং তিনি আওযা'ঈ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী ইউসুফ ইবনু সাফার আবুল ফায়েয সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। অনুরূপ কথা যায়লা'ঈও (৪/৪১৩-৪১৪) বলেছেন। তাদের পক্ষ হতে এ ইবনু সাফার সম্পর্কে নিতান্তই নরম কথা বলা হয়েছে। কারণ এরূপ কথা বলা হয় যার ব্যাপারে ভাল না মন্দ এ নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে তার ক্ষেত্রে। অথচ এ ইবনু সাফার মাতরূক হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত, বরং তাকে দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন এবং বাইহাক্বী তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ তিনি হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

তার জাল হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে (১৮৭ নং)।

এ জন্য হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/১৬৯) বলেছেন ঃ ইউসুফ ইবনুস সাফার মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাকাল ইবনু যিয়াদ আওযা'ঈ হতে মুরসাল হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সেটি আবূ দাউদ তার "আল-মারাসীল" গ্রন্থে (নং ৩৫০) বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। যদি মুরসাল না হত তাহলে সহীহ্ বলে হুকুম লাগাতাম।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১৮৯) বলেছেন ঃ হাদীসটি দুর্বল। অনুরূপ কথা হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থেও (১০/৩৯৭) বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির অংশ বিশেষ ''وَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ'' সহীহ। কারণ আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ)-এর হাদীসের মধ্যে এসেছে এ ভাষায় ঃ ''لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ'' এটি মুসলিম (১/ ৪৯) এবং বুখারী "আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (পৃ: ২০) বর্ণনা করেছেন।

٢٧٦. (حَقُّ الْجِوَارِ إِلَى أَرْبَعِيْنَ دَاراً، وَهٰكَذَا، وَهٰكَذَا، وَهٰكَذَا؛ يَمِيْنًا وَشِمَالاً، وقُدَّامُ وَخَلْفُ).

২৭৬। প্রতিবেশীদের হক হচ্ছে চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত। এদিকে, এদিকে... তথা ডানে, বামে, সম্মুখে ও পিছনে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১০/৩৮৫/ ৫৯৮২) বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু জামে' আল-আত্তার, মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ও আব্দুস সালাম ইবনু আবীল জানূব রয়েছেন।

আবূ ই'য়ালার সূত্র হতেই হাদীসটি ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৫০) বর্ণনা করেছেন এবং এটির সমস্যা হিসাবে আব্দুস সালামকে মুনকারুল হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৩/৪১৪) তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ইবনু হিব্বান এটিকে "আস-সিকাত" গ্রন্থেও (৭/১২৭) উল্লেখ করেছেন।

আবূ হাতিম (৩/১/৪৫) বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদে অন্য একটি সমস্যা রয়েছে। হায়সামী বলেন ঃ (৮/১৬৮) আবূ ই'য়ালা তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু জামে' আল-আত্তার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর চেয়েও বরং তার অবস্থা আরো খারাপ। আবূ যুর'য়াহ বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী নন।

এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু উসমান হচ্ছেন জামহী মাক্কী, তিনিও দুর্বল। এটি হচ্ছে হাদীসটির তৃতীয় সমস্যা। এ কারণেই হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১৮৯) বলেছেন ঃ হাদীসটি দুর্বল।

٢٧٧. (السَّاكِنُ مِنْ أَرْبَعِيْنَ دَاراً جَارٌ).

২৭৭। চল্লিশটি বাড়ীর অধিবাসীরা প্রতিবেশী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ দাউদ তার "আল-মারাসীল" গ্রন্থে (৪৫০) যুহ্রী হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যুহ্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কীভাবে চল্লিশ ঘর? তিনি বলেন ঃ ডানে চল্লিশ, বামে চল্লিশ, পিছনে চল্লিশ এবং সামনে চল্লিশ ।

এটির সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি সহীহ্ সেই ব্যক্তির নিকট যিনি মুরসালকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন।

আলেমগণ প্রতিবেশীর সীমা-রেখা নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১০/৩৬৭) সেগুলো উল্লেখ করেছেন। সীমা-রেখা নির্দিষ্ট করে যা কিছু রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো দুর্বল, সহীহ নয়। সমাজ যতটুকু পর্যন্ত প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য করে ততটুকুই প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। এ সিদ্ধান্তটিই সঠিক।

٢٧٨. (الْعِلْمُ خَزَائِنُ، وَمِفْتَاحُهَا السُّؤَالُ، فَاسْأَلُوْا يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ فِيْهِ أَرْبَعَةٌ:السَّائِلُ، وَالْمُعَلِّمُ، وَالْمُسْتَمِعُ، وَالْمُجِيْبُ لَهُمْ).

২৭৮। জ্ঞান হচ্ছে ভাণ্ডার এবং তার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা/জিজ্ঞাসা করা। অতএব তোমরা জিজ্ঞাসা কর, তোমাদেরকে আল্লাহ্ দয়া করবেন। কারণ তাতে চার জনকে সাওয়াব দেয়া হবে; প্রশ্নকারীকে, শিক্ষককে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারীকে এবং তাদের উত্তর দানকারীকে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম (৩/১৯২) এবং আবূ উসমান আন-নুজায়রেমী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৪) দাউদ ইবনু সুলায়মান আল-কায্যায সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব, এ সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে আমরা এটিকে লিখিনি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দাউদ ইবনু সুলায়মান হতে জালকৃত। তিনি হচ্ছেন জুরজানী গাযী। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন ঃ

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আবূ হাতিম তাকে চিনেন না। সর্বাবস্থায় তিনি মিথ্যুক শাইখ। 'আলী ইবনু মূসা আর-রিযা হতে তার

একটি জাল কপি রয়েছে। অতঃপর তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

হাফিয ইবনু হাজারও "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার (যাহাবীর) কথাকে সমর্থন করেছেন।

এ কারণেই সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন। মানাবী যাহাবী ও আসকালানীর কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

হাদীসটি অন্য এক সনদে "আওয়ালী" গ্রন্থে শায়রাবী (১/২১৩) এবং "আল-ফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ" গ্রন্থে (২/৩২) আল-খাতীব বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এটির সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ আত-তাঈ রয়েছেন। তার অবস্থা জুরজানীর অবস্থার ন্যায়। তিনি তার পিতা হতে বাতিল-বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন। তিনি অথবা তার পিতা এটি জাল করেছেন।

٢٧٩. (نَبِيٌّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ. يَعْنِيْ سُطَيْحاً).

২৭৯। কোন এক নাবীকে তার জাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ সোতাইহ্।

ইসলামী কোন গ্রন্থে এটির ভিত্তি নেই। আসলে এটির সনদই দেখছি না। হাফিয ইবনু কাসীর "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে (২/২৭১) এরূপই বলেছেন।

٢٨٠. (أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا عِيْسَى! آمِنْ بِمُحَمَّدٍ، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِهِ، فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ, لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ، فَسَكَنَ).

২৮০। আল্লাহ্ পাক ঈসা (আ:)-এর নিকট অহী মারফত বললেন ঃ হে ঈসা! মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আন এবং তোমার উম্মাতের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তাঁকে পাবে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দাও। কারণ মুহাম্মাদ যদি না হত তাহলে আদমকে সৃষ্টি করতাম না। মুহাম্মাদ যদি না হত তাহলে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না। অবশ্যই আমি পানির উপর আরশ সৃষ্টি করেছিলাম। অতঃপর সে (আরশ) অশান্ত হয়ে গেলে তার উপর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ লিখে দিলাম, ফলে সে শান্ত হয়ে গেল।

হাদীসটি জাল।

মারফূ' হিসাবে এটির কোন ভিত্তি নেই। হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে (২/৬১৪-৬১৫) আম্‌র ইবনু আওস আনসারী সূত্রে ...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটির সনদ সহীহ্।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ আমার ধারণা এটি সা'ঈদের উপর জাল করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ অর্থাৎ সা'ঈদ ইবনু আবী আরূবার উপর। এ হাদীসটির ব্যাপারে সা'ঈদ হতে বর্ণনাকারী আম্‌র ইবনু আওস আনসারী মিথ্যার দোষে দোষী। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

তার অবস্থা মাজহূল, তিনি মুনকার হাদীস নিয়ে এসেছেন।

তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আমার ধারণা এটি বানোয়াট।

হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার কথার সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন ।

٢٨١. (ذَاكَ نَبِيٌّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ، يَعْنِيْ خَالِدَ بْنَ سِنَانٍ).

২৮১। সে এক নাবী যাকে তার জাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ খালিদ ইবনু সিনানকে বুঝানো হচ্ছে।

হাদীসটি সহীহ্ নয়।

এটি হাকিম (২/৫৯৮-৫৯৯) এবং অনুরূপ ভাবে আবূ ই'য়ালা মু'য়াল্লা ইবনু মাহদী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল মুরসাল হওয়ার কারণে। মু'য়াল্লা ইবনু মাহদীকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি কখনও কখনও মুনকার হাদীস নিয়ে আসতেন। হায়সামী বলেছেন ঃ এটি সেগুলো হতেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি তাবারানী (৩/১৫৪/১), বায্‌যার (২৩৬১), ইবনু আদী (২/২৭১), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৮৭) কায়স ইবনু রাবী' সূত্রে সালেম আল-আফতাস হতে ...বর্ণনা করেছেন। বয্‌যার বলেন ঃ

এ সূত্র ছাড়া এটিকে মারফূ' হিসাবে চিনি না। কায়স নিজে নির্ভরযোগ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল ছিলেন। তার এক ছেলে ছিল সে তার হাদীসের মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে দিত, যা তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সাওরী হাদীসটি সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনু কাসীর "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে (২/২১১) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি তার হাদীসটিকে মওসূল করেননি।

অতঃপর ইবনু কাসীর বলেন ঃ এসব মুরসাল এ স্থানে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যত্র (২/২৭১) বলেন ঃ এটি সহীহ্ নয়।

খাতীব বাগদাদী "তালখীসুল মুতাশবিহ" গ্রন্থে (১৩/ ১৪৮-১৪৯) মওসুল হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটির সনদে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত তার কারণ এই যে, এটির সনদে একদল বর্ণনাকারী আছেন যাদেরকে চিনি না। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আবূ মুহাম্মাদ আল-কুরাশী হাশেমী। দেখুন "আল-ইসাবা" (২/৫০৭)।

কালবী সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কালবী মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এটি নিম্নের সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমনভাবে হায়সামী (৮/২১৪) বলেছেন।

''أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، الأَنْبِيَاءُ أَخْوَةٌ لِعَلاَتٍ، وليس بيني وبينه نبي '' رواه البخاري ومسلم.

"ঈসা ইবনু মারইয়ামের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে লোকদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম, কারণ নাবীগণ পিতার দিক দিয়ে ভাই ভাই। আমার ও তাঁর মধ্যে কোন নাবী নেই' (বুখারী ও মুসলিম)।

٢٨٢. (لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ).

২৮২। আপনি যদি না হতেন, তাহলে আমি আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না।

হাদীসটি জাল। যেমনভাবে সাগানী "আল-আহাদীসূল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃ: ৭) বলেছেন।

তবে শাইখ আল-কারীর উক্তি (৬৭-৬৮) ঃ কিন্তু তার অর্থটি সহীহ, এটি দাইলামী ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

''أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ، لَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ.

وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرٍ: لَوْلاَكَ مَاخَلَقْتُ الدُّنْيَا''.

'আমার নিকট জিবরীল আসলেন, অতঃপর বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি না হতেন তাহলে জান্নাত সৃষ্টি করতাম না, আপনি যদি না হতেন তাহলে জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না।' ইবনু আসাকির হতে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে; আপনি যদি না হতেন তাহলে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দাইলামী হতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা সাব্যস্ত না হওয়ার পূর্বেই হাদীসটির অর্থ সঠিক, এ কথাটি দৃঢ়তার সাথে বলা উচিত হবে না। আমি কাউকে দেখছি না যিনি এটি বর্ণনা করেছেন। যদিও আমি তার সনদটি

সম্পর্কে অবহিত হইনি, তবুও হাদীসটি যে দুর্বল এ মর্মে আমি কোন সন্দেহ পোষণ করছি না। এর জন্য দাইলামী কর্তৃক এককভাবে বর্ণনা করাটাই তার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর আমি যখন তার (দাইলামীর) "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৪১/২) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হলাম যে, এটি ওবায়দুল্লাহ ইবনু মূসা আল-কুরাশী সূত্রে ফুযায়েল ইবনু জা'ফার ইবনু সুলায়মান হতে বর্ণিত আর তিনি আব্দুস সামাদ ইবনু 'আলী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা 'আলী ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তখন আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম এটির দুর্বলতার ফাটল সম্পর্কে।

আমি বলছি ঃ এটির সমস্যা হচ্ছে এ আব্দুস সামাদ; উকায়লী তার সম্পর্কে বলেন ঃ

তার হাদীস নিরাপদ নয় এবং তার মাধ্যম ছাড়া হাদীসটি অন্য কোন মাধ্যমে জানা যায় না। অতঃপর তিনি সাক্ষীর সম্মানের বিষয়ে তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা ২৮৯৮ নম্বরে আসবে। তার মাধ্যম ছাড়া আমি হাদীস দু'টোকে চিনি না।

ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২৮৮-২৮৯) দীর্ঘ এক হাদীসের মধ্যে সালমান হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ ''إِنَّهُ مَوْضُوْعٌ'' হাদীসটি বানোয়াট।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২৭২) তার (ইবনুল জাওযীর) বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

٢٨٣. (ارْمُوْا؛ فَإِنَّ أَيْمَانَ الرُّمَاةِ لَغْوٌ، لَا حِنْثَ فِيْهَا وَلَا كَفَّارَةَ).

২৮৩। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর, কারণ তীর নিক্ষেপকারীদের শপথ অর্থহীন, তাতে শপথ ভঙ্গ হয় না, কাফ্ফারাও দিতে হয় না।

হাদীসটি বাতিল।

এটি তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৭) ইউসুফ ইবনু ইয়াকূব ইবনে আব্দিল আযীয সাকাফী হতে, তিনি তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ হাদীসটি ইউসুফ তার পিতা হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দুর্বল। ইউসুফ ইবনু ইয়াকূব এবং তার পিতা ছাড়া সকলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এ ইউসুফের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

আমি তার অবস্থা সম্পর্কে জানি না। তিনি বাতিল হাদীস নিয়ে এসেছেন এমন সনদে যাতে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "কিতাবুর রামী" গ্রন্থে তাবারানী কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসটি হাফিয উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটির সমস্যার দায় ইউসুফ অথবা তার পিতার (ইয়কূব) উপর। ইবনু উয়াইনা কখনই হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

٢٨٤. (يَا مُعَاذُ! إِنِّيْ مُرْسِلُكَ إِلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَإِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْمَجَرَّةِ الَّتِيْ فِي السماء؛ فقل: هي لعاب حية تحت العرش).

২৮৪। হে মু'য়াজ! আমি তোমাকে কিতাবধারী (আহলেকিতাব) সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করছি। অতএব তুমি যদি আসমানে পানি প্রবাহিত হওয়ার স্থানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হও, তাহলে বলবে, সেগুলো হচ্ছে আরশের নিচের সাপের লালা।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (১/১৭৬/১), উকায়লী (৩/৪৪৯) ও ইবনু আদী (১/২৬৩) ফাযল ইবনুল মুখতার সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৪২) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ফাযল মুনকারুল হাদীস।

হাফিয ইবনু কাসীর "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে (১/৩৯) বলেছেন ঃ

এ হাদীসটি নিতান্তই মুনকার, বরং এটি মাওযূ'র সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। তার বর্ণনাকারী ফাযল ইবনু মুখতার হচ্ছেন আবূ সাহাল আল-বাসরী। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন ঃ তিনি মাজহূল, বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল ফাতাহ আল-আযদী বলেন ঃ তিনি নিতান্তই মুনকারুল হাদীস। ইবনু আদী বলেন ঃ তার হাদীসগুলোর অনুসরণ করা যায় না, না ভাষার না সনদের।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এগুলো বাতিল এবং আশ্চর্যজনক।

ইবনুল জাওযী অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যেটি উকায়লী আব্দুল আ'লা ইবনু হাকিমের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে (২৫৩) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এ হাদীসটি নিরাপদ নয়, বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আব্দুল আ'লা মাজহূল।

এটির সনদে আবূ বাক্‌র ইবনু আবী সাবুরা রয়েছেন; তিনি মাতরূক। এছাড়া সুলায়মান ইবনু দাউদ শাযকুনীও রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন মিথ্যার দোষে দোষী। যাহাবী আব্দুল আ'লার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ এটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভাষাও সহীহ্ নয়।

٢٨٥. (لَيْسَ لِيَوْمٍ فَضْلٌ عَلَى يَوْمٍ فِي الصِّيَامِ؛ إِلاَّ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ).

২৮৫। রমাযান মাস এবং আশুরার দিবস ব্যতীত সওম রাখার ক্ষেত্রে একটি দিবসের অন্যটির উপর কোন ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) নেই।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২১৫/২), তাহাবী "শারহু মা'য়ানীল আসার" গ্রন্থে (১/৩৩৭), আবূ সাহাল "আহাদীস ইবনু যুরায়েস" গ্রন্থে (২/১৮৯), ইবনু আদী (১/২৫০) ও আরো অনেকে আব্দুল জাব্বার ইবনু ওরদ সূত্রে ইবনু আবী মুলায়কা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দুর্বল। এটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, যেমনিভাবে মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/৭২) এবং হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৩/১৮৬) বলেছেন। কিন্তু আব্দুল জাব্বার ইবনু ওরদ-এর মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বলতা ছিল, যেমনিভাবে ইমাম বুখারী ইঙ্গিত দিয়েছেন তার এ কথায় ঃ তিনি তার কোন কোন হাদীসে বিরোধিতা করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি ভুলকারী এবং সন্দেহ পোষণকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটির বর্ণনাতে তিনি যে ভুল করেছেন, দু'টি কারণে তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করছি না ঃ

১। তার সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। একবার বলেছেন ইবনু আবী মুলায়কা হতে, আবার বলেছেন আম্র ইবনু দীনার হতে। এটি প্রমাণ করছে যে, তার মুখস্থ বিদ্যায় সমস্যা ছিল।

২। এ হাদীসটির মতন (ভাষার)-এর বিরোধিতা করা হয়েছে। যেটি বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٦. (قَدْ أَتَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا الْبَيْتَ أَلْفَ آتِيَةٍ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رِجْلَيْهِ، لَمْ يَرْكَبْ فِيهِنَّ، مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِئَةِ حَجَّةٍ وَسَبْعُ مِئَةِ عُمْرَةٍ، وَأَوَّلُ حَجَّةٍ حَجَّهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ! بَرَّ اللهُ نُسُكَكَ، أَمَا إِنَّا قَدْ طُفْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ بِخَمْسَةِ آلَافِ سَنَةٍ).

২৮৬। আদম (আঃ) পায়ে হেঁটে ইণ্ডিয়া হতে এক হাজার বার এ ঘরের নিকট এসেছিলেন। তবে কোন বাহনে আরোহণ করেননি। (এক হাজারের মধ্যে) তিন শতবার হজ্জের উদ্দেশ্যে এবং সাত শতবার উমরার উদ্দেশ্যে। আদম (আঃ) প্রথম যে হজ্জ করেন তখন আরাফার মাঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এমতাবস্থায় জিবরীল (আঃ) আসলেন। অতঃপর বললেন ঃ আস-সালামু আলাইকা হে আদাম! আল্লাহ আপনার কুরবানী কবূল করুন। তবে আমরা এ ঘরকে আপনাকে সৃষ্টির পাঁচ হাজার বছর পূর্ব হতে তাওয়াফ করছি।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (২/১৬০-১/১৬১) আব্বাস ইবনু ফাযল আনসারী সূত্রে কাসিম ইবনু আব্দির রহমান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। কারণ আব্বাস ইবনু ফাযল আনসারী মাতরূক। তাকে আবূ যুর'য়াহ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন; যেরূপভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

এছাড়া কাসিম ইবনু আব্দির রহমান আনসারী সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

আবূ যুর'য়াহ বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি দুর্বল, মুযতারিবুল হাদীস। তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ দু'টি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। দু'টির একটি আদম (আ:)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি আবূ হাযিম হতে এসেছে। এরূপই "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৩/২/১১৩) এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত দ্বিতীয় বাতিল হাদীসটি আবূ হাযিম হতে এ আলোচ্য হাদীসটি।

٢٨٧. (مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُوْلِ مِنْ ذَنْبٍ).

২৮৭। হত্যাকারী নিহতের কোন পাপ অবশিষ্ট রাখে না।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি কোন হাদীসগ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় না। সহীহ, হাসান এমনকি কোন দুর্বল সনদেও পাওয়া যায় না।

কিন্তু কিয়ামত দিবসে কতিপয় ব্যক্তির ব্যাপারে সহীহ হাদীসে (মুসলিমের বর্ণনায় সহীহা নং ৮৪৭) এসেছে; যার মধ্যে কাতিল মাকতূলের কথাও আছে। তাতে বলা হয়েছে মাকতূল (নিহত) ব্যক্তির গুনাহগুলো কাতিল (হত্যাকারী) ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (সেটি হাদীসুল মুফলিস নামে প্রসিদ্ধ)।

٢٨٨. (كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ؛ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا).

২৮৮। তিনি তাঁর দাড়িকে পার্শ্ব (প্রস্থ) এবং দৈর্ঘের শেষ প্রান্ত হতে কাট-ছাট করতেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৩/১১), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ২৮৮), ইবনু আদী (২/২৪৩) এবং আবুশ শাইখ "আখলাকুন নাবী" গ্রন্থে (পৃঃ ৩০৬) উমার ইবনু হারূণ আল-বালখী সূত্রে উসামা ইবনু যায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈলকে বলতে শুনেছি ঃ উমার ইবনু হারূন মুকারিবুল হাদীস। এ হাদীসটি ছাড়া তার এমন কোন হাদীস সম্পর্কে জানি না যেটির ভিত্তি নেই অথবা এ হাদীসটি ছাড়া তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার জীবনীতে হাদীসটি উকায়লী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ তার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে এটিকে জানা যায় না।

এ উমার সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন, ইবনু মা'ঈন বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক, খবীস। সালেহ জাযারা বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনু আদী বলেছেন ঃ

উমার ইবনু হারূণ ছাড়াও উসামা হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন ঃ ইবনু আদীর এ কথাটি কিন্তু বুখারী এবং উকায়লীর কথার বিপক্ষে যাচ্ছে। কারণ তারা উভয়ে বলেছেন যে, উমার এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٨٩. (مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا).

২৮৯। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও অভাব (ক্ষুধা) গ্রাস করবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হারিস ইবনু আবী উসামা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১৭৮), ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ" গ্রন্থে (নং ৬৭৪), ইবনু লাল তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/১১৬), ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (২০/৩৮/১) এবং বাইহাক্বী "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তারা সকলেই আবূ শুযা' সূত্রে আবূ তায়বাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল। যাহাবী বলেন ঃ আবূ শুযা'কে চেনা যায় না এবং আবূ তায়বাহ মাজহূল।

এছাড়া হাদীসটির সনদে তিন দিক থেকে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এ আবূ শুযা'র জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার বিবরণ দিয়েছেন।

যায়লা'ঈ উল্লেখ করেছেন হাদীসটি কয়েকটি দিক থেকে দোষণীয় ঃ

১। এটির সনদে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা, যেমনভাবে দারাকুতনীসহ অন্যরা তার বিবরণ দিয়েছেন।

২। হাদীসটির মতনে (ভাষায়) রয়েছে দুর্বোধ্যতা, যেমনভাবে ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন।

৩। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ দুর্বল, যেরূপ ইবনুল জাওযী বলেছেন।

৪। এছাড়া ইযতিরাব রয়েছে।

এটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ, আবূ হাতিম, ইবনু আবী হাতিম, দারাকুতনী, বাইহাক্বী এবং অন্যরাও একমত হয়েছেন।

মানাবী "আত-তায়সীর" গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীসটি মুনকার।

٢٩٠. (مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ (الْوَاقِعَةِ) كُلَّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا، وَمَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ: (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)؛ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ فِي صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ).

২৯০। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ্ পাঠ করবে; তাকে কখনও অভাব (ক্ষুধা) গ্রাস করবে না। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে লা-উকসেমু বে-ইওয়াওমিল কিয়ামাহ্ পাঠ করবে; সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী আহমাদ ইবনু উমার ইয়ামানী সূত্রে নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (১৭৭) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আহমাদ ইয়ামামী মিথ্যুক।

٢٩١. (مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ (الْوَاقِعَةِ وَ تَعَلَّمَهَا؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَلَمْ يَفْتَقِرْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ).

২৯১। যে ব্যক্তি সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ্ পাঠ করবে এবং তা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত লিখা হবে না এবং সে ও তার বাড়ীর সদস্যরা অভাবগ্রস্ত হবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (১৭৭) আবুশ শাইখ-এর বর্ণনা হতে তার নিজ সনদে আব্দুল কুদ্দুস ইবনু হাবীব হতে ...উল্লেখ করে বলেছেনঃ আব্দুল কুদ্দুস ইবনু হাবীব মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুর রায্যাক বলেন ঃ আমি ইবনুল মুবারাককে এ আব্দুল কুদ্দুস ব্যতীত অন্য কাউকে স্পষ্টভাবে মিথ্যুক বলতে শুনিনি। ইবনু হিব্বান স্পষ্টই বলেছেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

٢٩٢. (أمَّا ظُلمَةُ اللَّيلِ وَضَوْءَ النَّهارِ؛ فَإنَّ الشَّمْسَ إذا سَقطتْ تَحْتَ الأرْضِ؛ فأظلَمَ اللَّيلَ لِذلِكَ، وَإذَا أضَاءَ الصُّبْحُ؛ ابْتَدَرَهَا سَبْعُوْنَ ألفَ مَلَكٍ وَهِيَ تقاعَسَ كَرَاهِيَةَ أنْ تُعْبَدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَتَّى تَطلُعَ، فتُضِيءَ، فيَطُوْلُ النَّهَارُ بِطوْلِ مَكثِهَا، فيَسْخُنُ المَاءُ لِذلِكَ، وَإذَا كَانَ الصَّيْفُ؛ قلَّ مَكثُهَا، فبَرُدَ المَاءُ لِذلِكَ.

وَأمَّا الجَرَادُ؛ فإنَّهُ نَثرَةُ حُوْتٍ فِي البَحْرِ؛ يُقالُ لهُ: (الإيْوَانُ)، وَفِيْهِ يَهْلِكُ.

وَأمَّا مَنْشَأ السَّحَابِ؛ فإنَّهُ يَنْشَأ مِنْ قِبَلِ الخَافِقيْنِ، وَمِنْ بَيْنَ الخَافِقيْنِ تُلجِمُهُ الصَّبَا وَالجَنُوْبُ، وَيَسْتَدْبِرُهُ الشَّمَالُ وَالدَّبُوْرُ.

وَأمَّا الرَّعْدُ؛ فإنَّهُ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِخْرَاقٌ، يُدْنِي القاصِيَةَ، يُؤَخِّرُ الدَّانِيَةَ، فإذَا رَفعَ بَرِقتْ، وَإذَا زَجَرَ رَعَدَتْ، وَإذَا ضَرَبَ صَعَقتْ.

وَأمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الوَلدِ وَمَا لِلمَرْأةِ؛ فإنَّ لِلرَّجُلِ العِظامَ،وَالعُرُوْقَ، وَالعَصَبَ، وَلِلمَرْأةِ اللحْمَ، وَالدَّمَ، وَالشَّعْرَ.

وَأمَّا البَلدُ الأمِيْنُ؛ فمَكةُ).

২৯২। রাতের অন্ধকার আর দিনের আলো; যখন সূর্য যমীনের নীচে চলে যায় তখন তার কারণে রাত অন্ধকার হয়ে যায়। যখন সকাল আলোকিত হয় তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার (সূর্যের) দিকে অগ্রগামী হয়, এমতাবস্থায় রাত পিছনে পড়ে যায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করাকে অপছন্দ করে, সূর্যোদয় হয়ে আলো ছড়ানো পর্যন্ত। ফলে দিন দীর্ঘ হয় তার দীর্ঘ অবস্থান দ্বারা এবং তার কারণে পানি গরম হয়ে যায়। যখন গ্রীষ্মকাল হয় তখন তার অবস্থানের সময় কমে যায়, যার জন্য পানি ঠান্ডা হয়ে যায়।

গলদা চিংড়ি; সেটি হচ্ছে সামুদ্রিক মাছের লৌহ বস্ত্রধারী মাছ। তাকে বলা হয় ঈওয়ান (প্রাসাদ), তাতেই সে ধ্বংস হয়ে যায়।

মেঘমালার উৎস স্থল; তা উৎপন্ন হয় পূর্ব-পশ্চিমের দুই প্রান্তের দিক থেকে এবং দুই প্রান্তের সম্মুখ হতে। তাকে লাগাম লাগিয়ে দেয় পশ্চিমা এবং দক্ষিণা হাওয়া এবং তার পিছু ধাওয়া করে উত্তরের এবং পূর্বের দিকের হাওয়া।

মেঘের গর্জন; সে এক ফেরেশতা যার হাতে রয়েছে একটি আঁচড়ানী সে দূরবর্তীকে নিকটে আনে এবং নিকটবর্তীকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে যখন তাকে উঁচু করে তখন বিদ্যুৎ চমকায়, যখন ধমকায় তখন গর্জন করে এবং যখন প্রহার করে তখন বজ্রপাত করে।

সন্তানের কোন কোন অংশ পুরুষের আর কোন কোন অংশ নারীর; পুরুষের হচ্ছে হাড়, ঘাম ও মানসিক শক্তি আর নারীর হচ্ছে গোশত, রক্ত ও চুল।

নিরাপদ শহর হচ্ছে মাক্কা।

হাদীসটি বাতিল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২/১৮৮/২/৭৮৯১) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সুলামী সূত্রে আবূ ইমরান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ ইবনু জুরায়েজ হতে আবূ ইমরান হাররানী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সুলামীও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি (মুহাম্মাদ) তার শাইখ-এর ন্যায় মাজহূল। হায়সামী বলেন ঃ

যাহাবী আবূ ইমরানের জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন অথচ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এমন কথা কোন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এরূপ হাদীস বর্ণনা করাই তার দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যাহাবী তার জীবনীতে বলেন ঃ এ খবরটি বাতিল। আবূ ইমরান হতে বর্ণনাকারী মাজহূল। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সুলামী।

হাফিয ইবনু হাজার তার এ বক্তব্যকে "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

২৯৩. (وُكِّلَ بِالشَّمْسِ تِسْعَةُ أَمْلَاكٍ؛ يَرْمُوْنَهَا بِالثَّلْجِ كُلَّ يَوْمٍ، لَوْلَا ذَلِكَ؛ مَا أَتَتْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَحْرَقَتْهُ).

২৯৩। সূর্যের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নয়জন ফেরেশতার উপর। তারা তার (সূর্যের) উপর প্রতিদিন বরফ নিক্ষেপ করছে। যদি এরূপ না হতো তাহলে সূর্য যে বস্তুর উপরই আসত তাকেই সে পুড়িয়ে দিত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/২৩০) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১/৩৪), তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৮/১৯৭/ ৭৭০৫), আবূ হাফস আল-কিনানী "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/৯/২) ও আরো অনেকে আফীর ইবনু মি'দান হতে, তিনি সুলায়মান ইবনু আমের হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আল-কারী, ইবনু আদী ও ইবনুল জাওয়ী বলেছেন ঃ হাদীসটি গারীব। আফীর ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন কিনা জানি না। [গারীবের ব্যাখ্য দেখুন (৫৪) পৃষ্ঠায়]।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল, যেমনভাবে হায়সামী (৮/১৩১) বলেছেন।

হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। হাদীসটির মতন (ভাষা) জাল হওয়ার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ এটি ইসরাইলী বর্ণনার সাথেই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

এটির সনদের আরেক বর্ণনাকারী মাসলামা ইবনু আলী খুশানী সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি দুর্বল, মুহাদ্দিসগণ তার হাদীসকে মাতরূক বলেছেন এবং তার হাদীসকে ইনকার করেছেন। তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ তিনি কিছুই না। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

এছাড়া ইলমুল ফালাকের মধ্যে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা তার বিরোধী। ইলমে ফালাকে বলা হয়েছে সূর্য যমীন হতে বহু দূরে থাকার কারণে কিছু পুড়ে না। বলা হয়েছে একশত পঞ্চাশ মিলিয়ন কিঃ মিঃ দূরত্বে তার অবস্থান।

আবূ উমামা হতে মওকূফ হিসাবেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবুও সেটি দুর্বল।

٢٩٤. (الأَرْضُ عَلَى المَاءِ، وَالمَاءُ عَلَى صَخْرَةٍ ، وَالصَّخْرَةُ عَلَى ظَهْرِ حُوْتٍ يَلْتَقِي حَرْفَاهُ بِالعَرْشِ، وَالحُوْتُ عَلَى كَاهِلِ مَلَكٍ قَدَمَاهُ (فِي) الهَوَاءِ).

২৯৪। যমীন হচ্ছে পানির উপর, পানি একটি পাথরের উপর আর পাথর হচ্ছে এমন একটি মাছের পিঠের উপর যার দু'চোয়াল আরশের সাথে মিলিত হয়েছে এবং মাছটি এক ফেরেশতার স্কন্ধের উপর যার দু' পা বাতাসে।

হাদীসটি জাল।

এটি হায়সামী (৮/১৩১) ইবনু উমার (ﷺ)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি বায্যার তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনে শাবীব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি "আল-মীযান" ও "লিসানুল মীযান" গ্রন্থ সহ অন্য কোন গ্রন্থেও দেখছি না। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি পূর্বেরটির ন্যায় ইসরাইলী বর্ণনা।

অতঃপর আমি দেখতে পেলাম হাদীসটি ইবনু আদী (১/১৭৫) মুহাম্মাদ ইবনু হারব সূত্রে সা'ঈদ ইবনু সিনান হতে, তিনি আবুয যাহেরিয়া হতে ...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এটি সা'ঈদ ইবনু সিনান হিমসী কর্তৃক বর্ণিত। বিশেষ করে আবুয যাহেরিয়া হতে তার বর্ণিত হাদীস নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি নিতান্তই দুর্বল বরং জুযজানী তার সম্পর্কে বলেন ঃ আমার ভয় হচ্ছে যে, তার হাদীসগুলো জাল।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

আমি অন্য একটি সূত্র পেয়েছি যেটি ইবনু মান্দা "আত-তাওহীদ" গ্রন্থে (২/২৭) আব্দুল্লাহ ইবনু সুলায়মান আত-তাবীল হতে, তিনি দাররাজ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দাররাজ বহু মুনকারের অধিকারী। তার কিছু মুনকার পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু সুলায়মানের মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি ছিল। তিনি অথবা তার শাইখ ভুল করেছেন। যেখানে মওকূফ হবে সেখানে মারফূ' হিসাবে চালিয়ে দিয়েছেন।

ইবনু মান্দা ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এ সনদটি সহীহ্। মওকূফ হওয়াটাই প্রমাণ করছে যে, এটি ইসরাইলী বর্ণনা।

এছাড়া আমার নিকট বায্যার কর্তৃক বর্ণিত সনদের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বায্যার বলেন ঃ এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সা'ঈদ ইবনু সিনান।

তিনি হচ্ছেন মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি।

বর্ণনাকারী হিসাবে হায়সামী যে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনে শাবীবকে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃত পক্ষে এরূপ বর্ণনাকারী পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব। যার মুতাবা'য়াত ইবনু আদীর নিকট পাওয়া যাচ্ছে।

٢٩٥. (مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) مِئَتَيْ مَرَّةٍ؛ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ مِئَتَيْ سَنَةٍ).

২৯৫। যে ব্যক্তি কুল-হু আল্লাহ আহাদ সূরা দু'শত বার পাঠ করবে, তার দু'শত বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু যুরায়েস "ফাযায়েলুল কুরআন" গ্রন্থে (৩/১১৩/১), খাতীব বাগদাদী (৬/১৮৭), ইবনু বিশরান (১২/৬২) ও বাইহাক্বী "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে (১/২/৩৫/১-২) হাসান ইবনু আবী জা'ফার আল-জা'ফারী সূত্রে সাবেত আল-বুনানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

হাসান ইবনু জা'ফার সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ তাকে ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বুখারী এবং ফাল্লাস তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিন্তু তিনি এককভাবে এটি বর্ণনা করেননি। সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২৩৯) বলেছেন ঃ বায্যার সাবেত হতে আগলাব ইবনু তামীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটির দিক দিয়ে তিনি হাসানের ন্যায়। ইবনু যুরায়েস ও বাইহাক্বী সাবেত হতে সালেহ্ আল-মিররী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সালেহ্ হচ্ছেন ইবনু বাশীর আয-যাহেদ। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ফাল্লাস বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

মোটকথা হাদীসটি তিনটি সূত্রেই অত্যন্ত দুর্বল। একটি দ্বারা অন্যটির দুর্বলতাকে দূর করার মত নয়। অর্থটিও আমার নিকট মুনকার, কারণ ফযীলতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে ।

২৯৬. (إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِتَارِكٍ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ صَبِيْحَةَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ).

২৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন মুসলিমকে রমাযান মাসের প্রথম দিবসের প্রত্যুষে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (৫/৯১) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/১৯০) সালাম আত-তাবীল সূত্রে যিয়াদ ইবনু মায়মূন হতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদটি মাওযূ' (বানোয়াট)।

সালাম আত-তাবীলকে একাধিক ব্যক্তি মিথ্যুক এবং জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

তার শাইখ যিয়াদ ইবনু মায়মূন স্বস্বীকৃত হাদীস জালকারী।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়। সালাম মাতরূক এবং যিয়াদ মিথ্যুক।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১০১) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটির অন্য সূত্রও রয়েছে।

অতঃপর নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন অথচ সেটিও জাল।

২৯৭. (إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِتَارِكٍ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ).

২৯৭। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন মুসলিমকে জুম'আর দিবসে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৪৮-৪৯) ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (১৪৭) এবং ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (২৪/২৯০) মুফায্যাল ইবনু ফুযালা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ উরওয়া বাসরী হতে, তিনি যিয়াদ আবূ আম্মার হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আ'রাবী বলেছেন ঃ যিয়াদ ইবনু মায়মূন হতে ...।

যিয়াদ আন-নুমায়রী হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ বাসরী। তার কুনিয়াত আবূ আম্মার হিসাবে পাচ্ছি না। যিয়াদ ইবনু মায়মূনের কুনিয়াত আবূ আম্মার হিসাবে মিলছে। ইবনুল আ'রাবী স্পষ্টভাবেই বলেছেন ঃ এ ব্যক্তি যিয়াদ ইবনু মায়মূন। তিনি স্বস্বীকৃত হাদীস জালকারী।

যাহাবী বলেন ঃ যিয়াদ ইবনু মায়মূন আস-সাকাফীকেই বলা হয় যিয়াদ আবূ আম্মার বাসরী এবং যিয়াদ ইবনু আবী হাস্সান। যার সম্পর্কে ইয়াযীদ ইবনু হারূণ বলেন ঃ তিনি ছিলেন মিথ্যুক। অতঃপর তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

এছাড়া আবূ উরওয়া বাসরী হচ্ছেন মা'মার অর্থাৎ ইবনু রাশেদ। তিনি আব্দুর রায্যাকের শাইখ। যদিও তার কুনিয়াত আবূ উরওয়া তবুও আমি পাচ্ছি না যে, সেই এ সনদে। হাফিয যাহাবী এবং ইবনু হাজার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সে এ সনদে নেই। তারা "আল-মীযান" ও "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ উরওয়া যিয়াদ ইবনু ফুলান হতে মাজহূল বর্ণনাকারী, তার শাইখও অনুরূপ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ যিয়াদ হচ্ছেন মিথ্যুক যিয়াদ ইবনু মায়মূন। তার সম্পর্কে পূর্বের হাদীসে আলোচনা হয়েছে।

ওয়াহেদী কর্তৃক তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থের (৪/১৪৫/১) বর্ণনাতেও যিয়াদ ইবনু মায়মূনকেই সনদে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনু আসাকিরের বর্ণনাতে যিয়াদ আল-ওয়াসেতীর কথা বলা হয়েছে। সেও এ যিয়াদ ইবনু মায়মূন। অতএব হাদীসটির কোন সনদই এ স্বস্বীকৃত জালকারী হতে মুক্ত নয়।

٢٩٨. (سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا تَسْتَقْبِلُوْنَ، وَمَاذَا يُسْتَقْبَلُ بِكُمْ؟ قَالَهَا ثَلاَثاً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَحْيٌ نَزَلَ، أَوْ عَدُوٌّ حَضَرَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّ اللهَ يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ. قَالَ: وَفِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ رَجُلٌ يَهُزُّ رَأسَهُ؛ يَقُوْلُ: بَخْ بَخْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَأَنَّكَ ضَاقَ صَدْرُكَ مِمَّا سَمِعْتَ ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلَكِنْ ذَكَرْتَ الْمُنَافِقِيْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُنَافِقَ كَافِرٌ، وَلَيْسَ لِكَافِرٍ فِي ذَا شَيْءٌ).

২৯৮। সুবহানাল্লাহ তোমরা কোন বস্তুকে অভ্যার্থনা জানাবে এবং কোন বস্তুকে তোমাদের সম্মুখবর্তী করা হবে? তিনি বাক্যটি তিনবার বললেন। অতঃপর উমার (ﷺ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! অহী নাযিল হয়েছে নাকি দুশমন উপস্থিত হয়েছে? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু আল্লাহ্ এ কেবলাবাসীদের সকলকে রমাযান মাসের প্রথম রাতেই ক্ষমা করে দিবেন। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) মজলিসের একধারে এক ব্যক্তি তার মাথা নাড়াচ্ছিল এবং বলছিল ঃ যথেষ্ট হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে। নাবী

(ﷺ) তাকে বললেন ঃ এ কথা শুনে সম্ভবত তোমার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে গেছে? সে বলল ঃ আল্লাহর কসম তা না হে আল্লাহর রসূল! তবে আমি মুনাফেকদের ব্যাপারে বলছি। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ মুনাফেক হচ্ছে কাফের আর কাফেরের জন্য তাতে কোন অংশ নেই।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/৯৭/১), আবূ তাহের আম্বারী তার "আল-মাশীখা" গ্রন্থে (১৪৭/১-২) ও আরো অনেকে আম্‌র ইবনু হামযা আল-কায়সী আবূ উসায়েদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ আনাস (রাঃ) হতে শুধুমাত্র এ সনদেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আম্‌র এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলীল মাসনূ'য়াহ" গ্রন্থে (২/১০১) পূর্বের হাদীসটির শাহেদ হিসাবে এটিকে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর চুপ থেকেছেন! কারণ এ আম্‌র ইবনু হামযাকে দারাকুতনীসহ অন্যরা দুর্বল বলেছেন। বুখারী ও উকায়লী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। অতঃপর উকায়লী তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সে দু'টির একটি। অতঃপর বলেছেন ঃ এ দু'টির অনুসরণ করা যায় না।

অন্য এক বর্ণনাকারী খালাফ আবূর রাবী' হচ্ছেন মাজহূল [অপরিচিত]। তিনি খালাফ ইবনু মিহরান নন। বুখারী ও ইবনু আবী হাতিম উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি (ইবনু আবী হাতিম) খালাফ ইবনু মিহরানকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর আবূর রাবী'র জীবনী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলেননি।

ইবনু খুযায়মা তার "সহীহাহ্" গ্রন্থে এ হাদীসটিকে দুর্বল হিসাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/৬৩) উল্লেখ করেছেন।

ইবনু খুযায়মা বলেন ঃ আমি খালাফ আবূর রাবী' এবং আম্‌র ইবনু হামযাকে (ভাল না মন্দ এ হিসাবে) চিনি না।

মোটকথা এ দুই মাজহূল বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করার কারণে হাদীসটি আমার নিকট মুনকার।

٢٩٩. (إذَا كَانَ أوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ نَظَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إلى خَلْقِهِ، وَإذَا نَظَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إلى عَبْدِهِ؛ لَمْ يُعَذِّبْهُ أبَداً، وَللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ألْفُ ألْفِ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ).

২৯৯। যখন রমাযান মাসের প্রথম রাতের আগমন হয়, তখন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেন। যখন আল্লাহ তার বান্দার দিকে দৃষ্টি দেন, তখন তাকে আর

কখনও শাস্তি দেন না এবং আল্লাহর উপর প্রতি রাতে দশ লক্ষ জনকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেয়া অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু ফানজুবিয়া "মাজলিসুম মিনাল আমালী ফি ফাযলে রমাযান" গ্রন্থে এবং আবুল কাসিম আসবাহানী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (কাফ ১/১৮০) হাম্মাদ ইবনু মুদরিক হতে, তিনি হাদীসটি উসমান ইবনু আব্দিল্লাহ শামী হতে বর্ণনা করেছেন।

যিয়া মাকদেসী "আল-মুখতারা" গ্রন্থে (১০/১০০/১) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উসমান ইবনু আব্দিল্লাহ শামী মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল জাওযীও তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি জাল। এটির সনদে একাধিক মাজহূল ব্যক্তি রয়েছেন। উসমান মিথ্যার দোষে দোষী, জালকারী।

সুয়ূতীও "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১০০-১০১) তাঁর এ কথাকে সমর্থন করেছেন।

٣٠٠. (مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) مِئَتَيْ مَرَّةٍ؛ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةِ حَسَنَةٍ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ).

৩০০। যে ব্যক্তি দু'শত বার কুল-হু-আল্লাহু আহাদ পাঠ করবে, যদি তার উপর কোন ঋণ না থাকে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য এক হাজার পাঁচশত সাওয়াব লিখে দেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৮৪৮-৮৪৯) এবং তার থেকে বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (১/২/৩৫/২) এবং খাতীব বাগদাদী (৬/২০৪) আবুর রাবী' আয-যাহরানী সূত্রে হাতিম ইবনু মায়মূন হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এ হাতিম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/২৭০) বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীস। তিনি সাবেত হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৪৪) খাতীব বাগদাদীর সূত্র হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি বানোয়াট। হাতিম দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী এবং ইবনু নাসর "কিয়ামুল লায়ল" গ্রন্থে (পৃ৬৬) হাতিম ইবনু মায়মূন হতেই বর্ণনা করেছেন, তবে ভাষায় পার্থক্য রয়েছে। তাতে

বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দু'শত বার পাঠ করবে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে...।

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি গারীব অর্থাৎ দুর্বল। এ জন্য ইবনু কাসীর তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল।

আমি (আলাবনী) বলছি ঃ পূর্বে আলোচনাকৃত হাতিম ইবনু মায়মূন দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা হালাল হবে না, যেমনটি বলেছেন ঃ ইবনু হিব্বান। ইবনুল জাওযী তার এ হাদীসটিকে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে পূর্বের বাক্যে একই সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া দারেমীও এটি (২/৪৬১) মুহাম্মাদ আল-ওতা সূত্রে উম্মে কাসীর আনসারিয়া হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাদের উভয়কেই আমি চিনি না। (অর্থাৎ তারা উভয়েই মাজহূল)।

ইবনু কাসীর বলেছেন ঃ এটির সনদ দুর্বল।

এ হাদীসটিও মুনকার যেমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে ২৯৫ নং হাদীসে।

٣٠١. (مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} فِي مَرَضِهِ الَّذِيْ يَمُوْتُ فِيْهِ؛ لَمْ يُفْتَنْ فِي قَبْرِهِ، وَأَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، وَحَمَلَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَكُفِّهَا حَتَّى تُجِيْزَهُ مِنَ الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ).

৩০১। যে ব্যক্তি কুল-হু-আল্লাহ আহাদ তার সেই রোগের মধ্যে পাঠ করবে যাতে তার মৃত্যু হবে, তার কবরে তাকে ফেতনায় (প্রশ্নোত্তরে) পড়তে হবে না। সে কবরের চাপ খাওয়া হতে নিরাপদ থাকবে এবং ফেরেশতারা কিয়ামত দিবসে তাকে (হাতের) তালু দ্বারা বহন করে পুল সিরাত অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২/৫৪/২/৫৯১৩) ও আবূ নু'য়াইম (২/২১৩) আবূ হারিস নাসর ইবনু হাম্মাদ আল-বালখী সূত্রে মালেক ইবনু আব্দিল্লাহ আযদী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ বানোয়াট। এ নাসর মিথ্যার দোষে দোষী। তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে তাবারানী বলেছেন।

তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

তার শাইখ মালেক ইবনু আব্দিল্লাহ আযদীকে আমি চিনি না।

٣٠٢. (كُنْتُ نَبِياً وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ).

৩০২। আমি সে সময়েও নাবী ছিলাম যখন আদম পানি এবং মাটির মাঝে ছিলেন।

হাদীসটি জাল। নিম্নের হাদীসটিও এটির ন্যায় ঃ

٣٠٣. (كُنْتُ نَبِياً وَلاَ آدَمَ وَلاَ مَاءَ وَلاَ طِيْنَ).

৩০৩। যখন আদম ছিলেন না, পানি ও মাটি ছিল না তখনও আমি নাবী ছিলাম।

হাদীসটি জাল।

এটি এবং পূর্বেরটিকে সুয়ূতী ইবনু তাইমিয়্যার উদ্ধৃতিতে "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃ: ২০৩) উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যা "বাকরীর প্রতিবাদ" গ্রন্থের মধ্যে (পৃ: ৯) বলেছেন ঃ কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এমনকি সুস্থ বিবেকেও এটির কোন ভিত্তি নেই। কোন মুহাদ্দিসই এটিকে উল্লেখ করেননি। এটির অর্থও বাতিল। কারণ আদম (আ:) কখনও পানি এবং মাটির মাঝে ছিলেন না। কারণ তীন (طين) হচ্ছে পানি ও মাটি। বরং তিনি ছিলেন দেহ এবং রূহের মাঝে।

পথ ভ্রষ্টরা ধারণা করে যে, নাবী (ﷺ) সে সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তার সত্তা সকল সত্তার পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা মিথ্যা হাদীস দ্বারা তার প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। যেমন তাদের একটি বানোয়াট হাদীস হচ্ছে; 'তিনি নূর হিসাবে আরশের আশে-পাশে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে জিবরীল! আমি সেই নূর ছিলাম।' তাদের কেউ আবার দাবী করে যে, নাবী (ﷺ)-এর নিকট জিবরীল আসার পূর্বেই তিনি কুরআন হেফয করেন।

রসূল (ﷺ) বলেন ঃ ''كُنْتُ نَبِياً، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ'' 'যখন আদম (আ:) রূহ ও দেহের মাঝে ছিলেন, তখন আমি নাবী ছিলাম।'

এ হাদীসটির সনদ সহীহ, যেমনটি আমি সাহীহার মধ্যে (নং ১৮৫৬) বর্ণনা করেছি।

সুয়ূতী স্পষ্টভাবে "আদ-দুরার" গ্রন্থে বলেছেন ঃ উপরে আলোচিত দু'টি হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। ইবনু তাইমিয়্যা দু'টি হাদীসকেই বাতিল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন উভয়টিই মিথ্যা। সুয়ূতী তার "আন-নূর" গ্রন্থেও তা স্বীকার করেছেন।

٣٠٤. (مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخاً لِسِنِّهِ؛ إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ).

৩০৪। কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বয়সের কারণে সম্মান করলে, আল্লাহ তার জন্যও এমন ব্যক্তি নির্ধারিত করে দিবেন যে তাকে তার বৃদ্ধ বয়সের সময় সম্মান করবে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তিরমিযী (৩/১৫২), আবূ বাক্‌র আশ-শাফে'ঈ "রুবা'ঈয়াত" গ্রন্থে (১/১০৬/১-২) এবং তার থেকে বাইহাক্বী "আল-আদাব" গ্রন্থে (৫৭/৫৩) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া উকায়লী, আবূ নু'য়াইম, আল-খাতীব, ইবনু আসাকির ও যিয়া আল-মাকদেসীসহ আরো অনেকে ইয়াযীদ ইবনু বায়ান আল-মু'য়াল্লিম সূত্রে আবূর রিহাল হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। এটিকে শুধুমাত্র ইয়াযীদ ইবনু বায়ানের হাদীস হতেই জানি।

উকায়লী বলেন ঃ তার অনুকরণ করা যায় না। এটিকে তার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে জানা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি দুর্বল। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

দারাকুতনী বলেছেন ঃ এটি দুর্বল। বুখারী বলেছেন ঃ এটিতে বিরূপ মন্তব্য আছে।

ইবনু আদী বলেছেন ঃ এটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইয়াযীদ ইবনু বায়ানের শাইখ আবূ রিহাল তার মতই। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন, তিনি মুনকারুল হাদীস।

বুখারী বলেন ঃ তার নিকট আজব আজব বস্তু রয়েছে।

ইবনুন নাকূরও তাকে দুর্বল বলে ইঙ্গিত করেছেন।

٣٠٥. (كُنْ ذَنَباً، وَلاَ تَكُنْ رَأساً).

৩০৫। তুমি লেজ হও, তুমি মাথা হয়ো না।

আমার জানা মতে এটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী তার "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৪) আমাদেরকে উপকৃত করেছেন তার এ কথার মাধ্যমে যে, এটি ইব্‌রাহীম ইবনু আদহামের কথা। তা দ্বারা তিনি তার কোন সাথীকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

অতঃপর এটিকে আমি আহমাদের "আয-যুহুদ" নামক গ্রন্থে (২০/৮০/১) শু'য়াইব ইবনু হারবের কথা হিসাবে পেয়েছি। তিনি মারা গেছেন ১৯৭ হিঃ সনে।

٣٠٦. (لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ، وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ).

৩০৬। মু'মিনের গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দানকারী এবং যার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তার উপরেও আল্লাহর অভিশাপ।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/১৫) ইসহাক ইবনু নাজীহ হতে এবং তিনি আব্বাদ ইবনু রাশেদ মুনকেরী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আদী বলেছেন ঃ এটি স্পষ্ট যে, ইসহাক ইবনু নাজীহ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেছেন ঃ যারা হাদীস জাল করতেন তিনি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক এবং হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিতি লাভ কারীদের একজন।

ইবনু আদী বলেন ঃ এ হাদীসটি আব্বাদ ইবনু রাশেদের মাধ্যমে হাসান হতে একটি বানোয়াট হাদীস।

সুয়ূতী এটিকে যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থের অনুকরণ করে "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" (পৃ:১৪৯) গ্রন্থে এ ইসহাকের বাতিল হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটির অগ্রহণযোগ্যতার জন্য নাবী (ﷺ)-এর এ বাণীই যথেষ্ট ঃ 'তুমি তোমার গুপ্তাঙ্গকে হেফাযত কর। তবে তোমার স্ত্রী হতে নয়...।' এটির সনদটি হাসান। আমি "আদাবুয যুফাফ ফিস সুন্নাহ আল-মুতাহ্হারা" গ্রন্থে এটির (পৃ: ৩৪-৩৫) তাখরীজ করেছি।

٣٠٧. (لأَنْ أُطْعِمَ أخاً لِيْ فِي اللهِ لُقْمَةً أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أتَصَدَّقَ بِدِرْهَمَيْنِ،ولَدِرْهَمَانِ أعْطِيْهِمَا إِيَّاهُ أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أتَصَدَّقَ بِعِشْرِيْنَ، ولَعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أعْطِيْهَا إِيَّاهُ أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً).

৩০৭। আমি আমার কোন ভাইকে আল্লাহর ওয়াস্তে এক লোকমা খানা খাওয়াব অবশ্যই এটি আমার নিকট দু' দিরহাম সাদাকা করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। আর বিশ দিরহাম সাদকা করার চেয়ে সেই ভাইকে দু' দিরহাম দান করা আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়। বিশ দিরহাম তাকে দান করব তা অবশ্যই আমার নিকট একটি দাসী আযাদ (মুক্ত) করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বিশরান (২৬/১০৭) হাজ্জাজ সূত্রে বিশ্র হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি জাল। এটির সমস্যা বিশ্র-এর মধ্যেই। তিনি হচ্ছেন ইবনুল হুসাইন, তিনি একজন মিথ্যুক। এটি যুবায়ের ইবনু আদীর কপিতে (২/৫৪) রয়েছে।

হাদীসটি অন্য ভাষাতেও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

٣٠٨. (لأَنْ أُطْعِمَ أَخاً فِي اللهِ مُسْلِماً لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ، وَلأَنْ أُعْطِيَ أَخاً فِي اللهِ مُسْلِماً دِرْهَماً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةٍ، وَلأَنْ أُعْطِيَهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً).

৩০৮। আমি আমার কোন মুসলিম ভাইকে এক লোকমা খানা খাওয়াব অবশ্যই তা আমার নিকট এক দিরহাম সাদাকা করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। আমি আমার আল্লাহর ওয়াস্তের কোন মুসলিম ভাইকে এক দিরহাম দান করব তা দশ দিরহাম সাদাকা করার চেয়ে আমার নিকট অবশ্যই বেশী পছন্দনীয়। আর দশ দিরহাম তাকে দান করব তা একটি দাসী আজাদ (মুক্ত) করার চেয়ে অবশ্যই আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়।

হাদীসটি দুর্বল। সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে বলেন ঃ এটি হান্নাদ এবং বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে বুদায়েল হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী বলেন ঃ এটির সনদে হাজ্জাজ ইবনু ফুরাফিসা নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তার সম্পর্কে আবূ যুর'য়াহ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। যাহাবী তাকে "আয-যু'য়াফা ওয়াল-মাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়।

٣٠٩. (مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ).

৩০৯। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করবে যে, তার সর্ববৃহৎ ব্যস্ততা (চিন্তা-ভাবনা) হচ্ছে দুনিয়া কেন্দ্রিক, সে আল্লাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে না, সে আল্লাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। যে ব্যক্তি সাধারণ মুসলমানদের গুরুত্ব দিবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি হাকিম (৪/৩১৭) এবং খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৯/৩৭৩) (তবে প্রথম বাক্যটি তার থেকে) ইসহাক ইবনু বিশ্‌র সূত্রে সুফিয়ান সাওরী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী বলেন ঃ আমার ধারণা হাদীসটি জাল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি ইবনুল জাওযী "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/১৩২) আল-খাতীব সূত্রে উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৩১৬-৩১৭) বিভিন্ন সূত্র এবং শাহেদ উল্লেখ পূর্বক তার সমালোচনা করেছেন।

এ সূত্রগুলোর দু'টি হুযাইফা হতে এসেছে ঃ

১। একটি আবান হতে বর্ণিত হয়েছে আর তিনি আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়াশ; তাকে শু'বা ও অন্যরা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

২। অপরটি আব্দুল্লাহ ইবনু সালামা হতে বর্ণিত হয়েছে আর তিনি উকবা ইবনু শাদ্দাদ জামহী হতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল; এ আব্দুল্লাহ্কে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং আবূ নু'য়াইম বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক।

উকবাকে চেনা যায় না, যেমনভাবে "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। এতে আরো কয়েকজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদেরকে চিনি না।

এছাড়া শাহেদ হিসাবে যেগুলো ইবনু মাস'উদ, আনাস ও আবূ যার (রাঃ)-এর হাদীস হতে এসেছে, সেগুলোর কোনটিই সহীহ্ নয়।

٣١٠. (مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الدُّنْيَا؛ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ أَعْطِيَ الذِّلَّةَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ؛ فَلَيْسَ مِنَّا).

৩১০। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করবে যে, তার ব্যস্ততা (চিন্তা-ভাবনা) হচ্ছে দুনিয়া কেন্দ্রিক, সে আল্লাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিবে না; সে তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের জন্য অপমান বরণ করে নিয়েছে কারো প্রতারণা ব্যতীত সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/২৯/১/৪৬৬/২) ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ্ সূত্রে আবূল আশ'আস সান'আনী হতে ...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

হাদীসটি ইয়াযীদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৩১৭) উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন!

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/২৪৮) বলেছেন ঃ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ আর-রাহাবী রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

মুনযেরীও হাদীসটি দুর্বল এদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ হাতিম আবূল আশ'আস হতে ইয়াযীদের হাদীসগুলোকে অস্বীকার করেছেন, যেমনভাবে "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৪/২/২৬১) এসেছে। এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

জুযজানী বলেন ঃ আমার ভয় হচ্ছে যে, হতে পারে তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

৩١١. (مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ).

৩১১। যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় সকাল করবে যে, তার চিন্তা-চেতনা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে নিয়ে, সে আল্লাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিবে না; সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (৭/১০৫/১), (১৯/৩/২) এবং হাকিম (৪/৩২০) ইসহাক ইবনু বিশর সূত্রে মুকাতিল ইবনু সুলায়মান হতে বর্ণনা করেছেন। এটির ব্যাপারে হাকিম চুপ থেকেছেন। ইবনু বিশরান বলেছেন ঃ

হাদীসটি গারীব, ইসহাক ইবনু বিশ্‌র এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী "তালখীসুল মুসতাদরাক" গ্রন্থে বলেছেন ঃ ইসহাক এবং মুকাতিল তারা উভয়েই নির্ভরযোগ্য নন, সত্যবাদীও নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইসহাক ইবনু বিশ্‌র হচ্ছেন আবূ হুযাইফা আল-বুখারী। তাকে ইবনুল মাদীনী ও দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমনভাবে "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ মুকাতিলও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ মুকাতিল ইবনু সুলায়মান হচ্ছেন বালখী। ওয়াকী' তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে ঃ যেগুলোর একটির সনদে বর্ণনাকারী ফারকাদ এবং ওয়াহাব ইবনু রাশেদ আর-রাকী রয়েছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ তারা উভয়েই এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি থাকার কারণে ফারকাদ দুর্বল। ওয়াহাব আর-রাকী সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৪/২/২৭) বলেন ঃ

আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস, তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

দ্বিতীয় সূত্রটিতে (যেটি "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৩১৬) সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন) আবান ইবনু আবী আইয়াশ রয়েছেন। তাকে শু'বা ও অন্যরা মিথ্যুক

আখ্যা দিয়েছেন। তার হাদীস শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েদ নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি আদেল হিসাবে পরিচিত নন।

তৃতীয় সূত্রে যিয়াদ ইবনু মায়মূন আস-সাকাফী রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক।

চতুর্থ সূত্রে মূসা ইবনু ইব্‌রাহীম মারওয়াযী রয়েছেন; তাকে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

٣١٢. (مَنْ لا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لا يُصْبِحُ وَيُمْسِي نَاصِحاً لِلّهِ وَرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ).

৩১২। যে মুসলমানদের বিষয়ে গুরুত্ব দিবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল, তাঁর কিতাব, তাঁর ইমাম ও সাধারণ মুসলিমদের নসিহত করা অবস্থায় সকাল এবং সন্ধ্যা করবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৮) ও "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২/১৭১/১/৭৬২৬) এবং তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/২৫২) আব্দুল্লাহ ইবনু আবী জা'ফার আর-রাযী সূত্রে তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে এ হাদীসটি হুযাইফা (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আবী জা'ফার এবং তার পিতার কারণে হাদীসটি দুর্বল। তারা উভয়েই দুর্বল।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১/৮৭) হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন শুধুমাত্র ছেলে আব্দুল্লাহকে দুর্বল হিসাবে উল্লেখ করে। কিন্তু এটি তার ত্রুটি, কারণ তার পিতা পুত্র হতেও বেশী দুর্বল।

٣١٣. (كَانَ خَطِيْئَةُ دَاودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّظَرَ).

৩১৩। দাউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে ত্রুটি ছিল।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার সনদে মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুস সালাহ "মুশকিলুল ওয়াসীত" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

যারাকশী "তাখরীজু আহাদীসিশ শারহ" নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার। তাতে দুর্বল ও মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন এবং সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

সুয়ূতীর "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১২২-১২৩) এবং ইবনু আররাকের "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (৩০৮/১-২) অনুরূপ কথাই এসেছে।

অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যেটি আবূ নু'য়াইম বর্ণনা করেছেন। সেটিও বানোয়াট। তার আলোচনা ৫৬২ নং হাদীসে আসবে।

সম্ভবত এ হাদীসটির আসল ইসরাইলীদের বর্ণনা হতে এসেছে, কোন আহলে কিতাব বর্ণনা করেছে। অতঃপর কোন মুসলিম বর্ণনাকারী সেটি পেয়ে ধারণা বশত নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফূ' হিসাবে চালিয়ে দিয়েছেন।

এক নারীর দিকে দৃষ্টি দান সম্পর্কে একটি বানোয়াট ও বাতিল কিস্সা দাউদ (আঃ)-কে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে। কোন মুসলিম ব্যক্তিই সেটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। এখানে সেটি বর্ণনা করা সঙ্গত মনে করছি ঃ

٣١٤. (إِنَّ دَاوِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حِيْنَ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَهَمَّ بِهَا، قَطَعَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْثًا، وَأَوْحَى إِلَى صَاحِبِ الْبَعْثِ، فَقَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَدُوُّ؛ فَقَرِّبْ فُلَانًا، وَسَمَّاهُ. قَالَ: فَقَرَّبَهُ بَيْنَ يَدَيِ التَّابُوْتِ. قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ التَّابُوْتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يُسْتَنْصَرُ بِهِ، فَمَنْ قُدِّمَ بَيْنَ يَدَيِ التَّابُوتِ؛ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَنْهَزِمَ عَنْهُ الْجَيْشُ الَّذِيْ يُقَاتِلُهُ، فَقُتِلَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ ،وَنَزَلَ الْمَلَكَانِ عَلَى دَاوِدَ، فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ).

৩১৪। দাউদ (আ ঃ) যখন এক মহিলার দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং তাকে কামনা করলেন, তখন বানু ইসরাইলের নিকট একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং সৈন্য দলের প্রধানের নিকট নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ যখন শত্রুরা উপস্থিত হবে; তখন তুমি উমুক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী করে দাও। তিনি তার নামও উল্লেখ করে বললেন ঃ তাকে তাবূতের সম্মুখে উপস্থিত করে দাও। তিনি বললেন ঃ তাবূত ছিল সেই যুগে এমন এক ব্যক্তি যার মাধ্যমে সাহায্য নেয়া হত। যাকেই তাবূতের সম্মুখে উপস্থিত করা হত, সেই নিহত অথবা তার সম্মুখে যে সৈন্য বাহিনী যুদ্ধ করত তারা পরাজিত হওয়া ছাড়া ফিরে আসত না। মহিলার স্বামী নিহত হলো। দু' ফেরেশতা দাউদ (আ ঃ)-এর নিকট অবতরণ করলেন, অতঃপর তারা তাকে ঘটনাটি শুনালেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটি হাকীম আত-তিরমিযী "নাওয়াদিরুল উসূল" গ্রন্থে ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে "তাফসীরু কুরতুবী" গ্রন্থে (১৫/১৬৭) বর্ণিত হয়েছে। ইবনু কাসীর তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে (৪/৩১) বলেন ঃ

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ সহীহ নয়, কারণ এটি ইয়াযীদ আর-রুকাশীর বর্ণনায় এসেছে। ইয়াযীদ যদিও সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত, তবুও তিনি ইমামগণের নিকট হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি ইসরাইলী বর্ণনা হতে এসেছে। সেই আহলে কিতাবরা বর্ণনা করেছে যারা নাবীগণ নিষ্পাপ এ

বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। ইয়াযীদ এখানে ভুল করে নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

৩১৫. (مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ: غُفِرَ لَهُ).

৩১৫। যে ব্যক্তি ক্ষমাকৃত ব্যক্তির সাথে খাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি মিথ্যা, এটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি কোন কোন নেককারদের থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

"আল-মাকাসিদ" গ্রন্থে এসেছে; ইবনু হাজার বলেন ঃ এটি মিথ্যা, বানোয়াট।

তার পূর্বে ইবনুল কাইয়্যিম "আল-মানার" গ্রন্থে (পৃ: ৫১) এ কথাই বলেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেন ঃ জ্ঞানীজনদের নিকট এটির কোন সনদই নেই। এটি মুসলিমদের কোন কিতাবেও নেই। এটির অর্থও সহীহ নয়। কারণ কখনও কখনও মুসলিমদের সাথে কাফের মুনাফিকরাও খেয়ে থাকে।

৩১৬. (اِبْدَأْ بِأُمِّكَ وَأَبِيكَ، وَأُخْتِكَ وَأَخِيكَ، وَالأَدْنَى فَالأَدْنَى، وَلاَ تَنْسَوُا الْجِيرَانَ وَذَا الْحَاجَةِ).

৩১৬। তুমি তোমার মাতা, তোমার পিতা, তোমার বোন এবং তোমার ভাইকে সহযোগিতা করা শুরু কর। অতঃপর যে নিকটবর্তী তাকে, তার পর যে নিকটবর্তী তাকে। আর তোমরা প্রতিবেশী এবং যে অন্যের মুখাপেক্ষী তাদেরকে ভুলে যেয়ো না।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২০/১৫০/৩১১) আব্বাদ ইবনু আহমাদ আল-আরযামী সূত্রে তার চাচা হতে এবং তার চাচা তার বাবা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৩/১২০) বলেন ঃ আব্বাদ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমাদের ভাই হামাদী সালাফী "আল-মু'জাম" গ্রন্থের টীকায় বলেছেন ঃ বরং তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি ঠিকই বলেছেন। তাকে আল্লাহ উত্তম বদলা দান করুন। কারণ দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক, তিনি নিতান্তই দুর্বল।

তার চাচা আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ আরযামীকে দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। এরূপই "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে।

চাচার পিতা (অর্থাৎ আব্বাদের দাদা) মুহাম্মাদ আরযামীও মাতরূক। তার জীবনী "আত-তাহযীব" ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

٣١٧. (إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَضْطَرِبُ، فَقَامَ يَدْعُو لَهُ أَنْ يُعَافِيَهِ، فَقِيْلَ لَهُ: يَا مُوسَى! إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِيْ يُصِيْبُهُ خَبَطٌ مِنْ إِبْلِيْس، وَلٰكِنَّهُ جَوَّعَ نَفْسَهُ لِيْ، فَهُوَ الَّذِيْ تَرَى، إِنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ أَتَعَجَّبُ مِنْ طَاعَتِهِ لِيْ، فَمُرْهُ، فَلْيَدْعُ لَكَ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدِيْ كُلَّ يَوْمٍ دَعْوَةً).

৩১৭। মূসা ইবনু ইমরান এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, সে ব্যক্তি কাঁপতেছিল। তিনি দাঁড়ালেন এবং যেন তাকে ক্ষমা করা হয় এ দু'আ করলেন। তাকে বলা হল ঃ হে মূসা! তার তো এ অবস্থা হয়নি ইবলীস কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার কারণে। সে তো নিজেকে আমার জন্য ক্ষুধার্ত করেছে। তুমিতো দেখছ সেই ব্যক্তিকে যার দিকে আমি প্রতিদিন একাধিকবার দৃষ্টি দিয়ে থাকি, আমার জন্য তার আনুগত্যে আশ্চর্য হয়ে। তুমি তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তোমার জন্যে দু'আ করে। কারণ তার জন্য আমার নিকট প্রতিদিন গ্রহণযোগ্য দু'আ রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১৩২/১) বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে জাবারুন ইবনু ঈসা মাকরী রয়েছেন। তিনি হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়মান আল-হাফরী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তাবারানীর সূত্র হতেই আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৩/৩৪৫-৩৪৬) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এ হাদীসটি গারীব, ফুযায়েল হতে শুধুমাত্র ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়মান বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনাকারী জাবারুনকে চিনি না।

٣١٨. (لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ).

৩১৮। প্রতিটি বস্তুর যাকাত রয়েছে, আর বাড়ীর যাকাত হচ্ছে মেহমানদের জন্য (তৈরিকৃত) ঘর।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুয়ূতী "জামেউস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থেও (পৃ ১১৪) ইবনু আবী শুরাইহ-এর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটিকে সা'ঈদ আন-নাক্কাশ "মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর বলেছেন ঃ হাদীসটি আহমাদ ইবনু উসমান আন-নাহারাওয়ানী অথবা তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল কুদ্দুস আবূ সালেহ কারখী জাল করেছেন।

তার এ বক্তব্যকে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে (১/১১৮) সমর্থন করেছেন।

জুযকানী হাদীসটি তার "আল-আবাতীল" গ্রন্থে (২/৬৪) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীসটি মুনকার, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল কুদ্দুস মাজহূল।

হাদীসটি আরো দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে দু'টির সনদও সমস্যা জর্জরিত। একটির সনদে আবূ তালিব ঈসা ইবনু মুহাম্মাদ বাকিল্লানী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। তিনিই হচ্ছেন এ সনদের সমস্যা।

অন্য সূত্রটিতে মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আছেন। তার সম্পর্কেও ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। আরো আছেন আলী ইবনুল হুসাইন আল-কূফী। তিনি হচ্ছেন রাফেযী এবং আলী ইবনু আসেম দুর্বল বর্ণনাকারী।

٣١٩. (سَبْعَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُوْلُ: ادْخُلُوْا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ: الْفَاعِلُ، وَالْمَفْعُوْلُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَنَاكِحُ الْبَهِيْمَةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِيْ بِحَلِيْلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤْذِيْ لِجَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ).

৩১৯। সাত ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাকাবেন না। তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদেরকে বলবেন ঃ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর ঃ সমকামী, যাকে করা হল, নিজ হাতকে বিবাহকারী, পশুকে বিবাহকারী, মহিলার পিছনের পথকে বিবাহকারী, মহিলা ও তার মেয়েকে বিবাহকারী, নিজ প্রতিবেশীর সাথে ব্যভিচারকারী এবং প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী এমন ভাবে যে, সে এ কারণে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু বিশরান (৮৬/১-২) আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'য়াহ সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দুর্বল ইবনু লাহী'য়াহ ও তার শাইখ ইফরিকীর কারণে। তারা দু'জনই মুখস্থ বিদ্যার দিক থেকে দুর্বল।

মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৯৫) হাদীসটির অংশ বিশেষ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি ইবনু আবিদ-দুনিয়া, খারায়েতী ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এটি যে দুর্বল সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

٣٢٠. (كَمَا تَكُوْنُوْا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ).

৩২০। তোমরা যেরূপ, সেরূপ ব্যক্তিকেই তোমাদের নেতা নিয়োগ করা হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দাইলামী ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশেম সূত্রে ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক হতে ... মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী একই সনদে মুরসাল হিসাবে "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এ ইয়াহ্ইয়াকে সেই দলের মধ্যে গণ্য করা হয় যারা হাদীস জাল করতেন।

কিন্তু হাদীসটির অন্য সূত্র ইবনু জামী'র "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (পৃ:১৪৯) এবং কাযা'ঈর "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৪৭) আহমাদ ইবনু উসমান কিরমানী হতে, তিনি মুবারাক ইবনু ফুযালা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু তাহের বলেন ঃ মুবারাকের ব্যাপারে যদিও কিছুটা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তবুও দোষটা তার থেকে বর্ণনাকারীর। কারণ তিনি (আহমাদ ইবনু উসমান) হচ্ছেন মাজহূল [অপরিচিত]।

ইবনু হাজার "তাখরীজুল কাশ্শাফ" গ্রন্থে (৪/২৫) বলেন ঃ মুবারাক পর্যন্ত হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী মাজহূল।

٣٢١. (مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى؛لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ).

৩২১। যে ব্যক্তির কোন সন্তান ভূমিষ্ট হবে, অতঃপর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাত দেয়া হবে, বাচ্চাদের মা [শয়তান] তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৬০২) এবং তার থেকে ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইওয়াম ওয়াল-লায়লাহ্" গ্রন্থে (২০০/৬১৭) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আসাকির (১৬/১৮২/২) আবূ ই'য়ালার সূত্র হতে, ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/৮৮) এবং আবূ তাহের কুরাশী "হাদীস ইবনু মারওয়ান আনসারী ওয়া গায়রেহি" গ্রন্থে (১/২) ইয়াহ্ইয়া ইবনুল 'আলা আর-রাযী সূত্রে মারওয়ান ইবনু সুলায়মান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ বানোয়াট। ইয়াহ্ইয়া ইবনুল 'আলা এবং মারওয়ান ইবনু সুলায়মান, তারা উভয়েই হাদীস জালকারী।

ইবনুল কাইয়্যিম "তুহফাতুল মওদূদ" গ্রন্থে (পৃ:৯) বলেছেন ঃ সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি নরম পন্থা অবলম্বন করেছেন।

অনুরূপভাবে হায়সামী তার "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৪/৫৯) মারওয়ান ইবনু সুলায়মানকে শুধুমাত্র মাতরূক [অগ্রহণযোগ্য] বলেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে "শারহু জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

ইয়াহ্ইয়া ইবনুল 'আলা বাজালী সম্পর্কে যাহাবী "আয-যু'য়াফা ওয়াল মাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক, জালকারী। তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল

করতেন। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি যে বানোয়াট তা অনেক লেখকের নিকটেই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, যেমন ইমাম নাবাবীর নিকট।

এছাড়া ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ এবং ইবনুল কাইয়্যিম-এর নিকটেও আসল তথ্যটি লুক্কায়িতই রয়ে গেছে, যদিও তারা উভয়েই হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ রাফে' হতে তিরমিযী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ রাফে' বলেন ঃ 'যখন ফাতেমা (ﷺ) হাসান ইবনু 'আলীকে জন্ম দিলেন, তখন আমি রসূলকে (ﷺ) হাসানের কানে সলাতের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি।'

মুবারাকপুরী এ হাদীসটি দুর্বল বলার পরেও এটির উপর আমল করা যাবে একথা বলেছেন, উল্লেখিত জাল হাদীসকে (যেটিকে আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন) আবূ রাফে'র হাদীসের শাহেদ হিসাবে বর্ণনা করে। চিন্তা করে দেখুন কিভাবে দুর্বল হাদীসকে জাল হাদীস দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

জি হ্যাঁঃ আবূ রাফে'র হাদীসকে শক্তিশালী করা যায় ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীস দ্বারা। যেটিকে বাইহাক্বী "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে উল্লেখিত আবূ রাফে'র হাদীসের সাথে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন ঃ হাদীস দু'টির সনদ দুর্বল।

যদি এরূপ হয়, তাহলে আবূ রাফে'র হাদীসে যে শুধু আযান দেয়ার কথা আছে ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীসের আযানের অংশটুকুই শুধুমাত্র তার (আবূ রাফে'র) হাদীসের শাহেদ হতে পারে। ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীসে যে ইকামাতের কথা বলা হয়েছে সেটা গ্রহণযাগ্য হবে না।*

٣٢٢.(سَأَلْتُ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا يُدْخِلَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي النَّارَ فَأَعْطَانِيْهَا).

৩২২। আমি আমার প্রভুর কাছে চেয়েছি, যেন আমার পরিবারের মধ্য হতে কাউকে জাহান্নামে দেয়া না হয়। তিনি তা আমাকে দিয়েছেন।

হাদীসটি জাল।

---

* [বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হাসান পর্যায়ের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ফাতেমা (ﷺ) যখন হাসান ইবনু আলীকে জন্ম দেন তখন নাবী (ﷺ) তার কানে সলাতের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন। হাদীসটি আবূ দা'উদ-"সহীহ্ আবী দাউদ"- (৫১০৫), ও তিরমিযী -"সহীহ্ তিরমিযী"- (১৫১৪) বর্ণনা করেছেন, হাদীসে দু'কানে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি, অতএব এক কানে আযান দিলে তাই যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্]।

এটি ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/৫৬) বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে আবূ হামযা আস-সুমালী এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটির সনদ জাল (বানোয়াট)। আবূ হামযা হচ্ছেন সাবেত ইবনু আবী সুফিয়া। তিনি নির্ভরযোগ্য নন, যেরূপভাবে নাসাঈ ও অন্যরা বলেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস হচ্ছেন কুদায়মী। তিনি জালকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটি তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে ঠিক করেননি।

٣٢٣. (مَا عَلِمَ اللهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ؛ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ).

৩২৩। যখনই আল্লাহ্ জানতে পারেন যে, কোন বান্দা তার গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়েছে, তখনই সে ক্ষমা প্রার্থনা করার পূর্বেই তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

হাদীসটি জাল।

এটি হাকিম (৪/২৫৩) হিশাম ইবনু যিয়াদ সূত্রে আবূয যিনাদ হতে ... বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটির সনদ সহীহ্।

যাহাবী "আত-তালখীস" গ্রন্থে তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ হিশাম মাতরূক।

ইবনু হিব্বান (৩/৮৮) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল ও উলট পালটকৃত হাদীস বর্ণনাকারী। এমন কি শ্রবণকারীর নিকট এটিই প্রাধান্য পেত যে, তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করাই জায়েয নয়।

এটির আরেকটি সূত্র আছে অন্য ভাষায়। সেটিও জাল। সেটি সম্পর্কে ৭৭৭ নম্বর হাদীসে আলোচনা আসবে।

٣٢٤. (مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً؛ إِنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَهُ لَهُ؛ غَفَرَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ؛ عَذَّبَهُ؛ كَانَ حَقاً عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ).

৩২৪। যে ব্যক্তি কোন গুনাহ্ করল, অতঃপর জানতে পারল যে তার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনি যদি চান তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন; তাহলেই (আল্লাহ্) তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি জানে যে, তিনি যদি চান তাহলে তাকে শাস্তি দিবেন, তাহলে আল্লাহর উপর তাকে ক্ষমা করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি আবুশ শাইখ তার "আল-আহাদীস" গ্রন্থে (২/১৮), তাবারানী নাসাঈ হতে তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/৩১৩), ইবনু হিব্বান "আস-সিকাত" গ্রন্থে (২/১৫০), হাকিম তার "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে (৪/২৪২), আবূ নু'য়াইম তার "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৮/২৮৬) এবং মুশরিক ইবনু আব্দিল্লাহ আল-ফাকীহ্ তার "হাদীস" গ্রন্থে (২/৬০) জাবের ইবনু মারযূক আল-মাক্কী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ এটির সনদ সহীহ্।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম তা নয়। কে এ জাবের যে, তিনি দলীল হতে পারেন?! তিনি হচ্ছেন অপরিচিত, অজ্ঞাত এবং তার হাদীস মুনকার।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে জাবেরের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। তার থেকে কুতাইবা ইবনু সা'ঈদ এবং 'আলী ইবনু বাহার এমন ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা নির্ভরযোগ্যদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এ কথাটি ইবনু হিব্বান বলেছেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٣٢٥. (مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً؛ فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ؛ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ).

৩২৫। যে ব্যক্তি কোন গুনাহ্ করল। অতঃপর জানতে পারল যে, আল্লাহ্ তা অবগত হয়েছেন, তবেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও সে ক্ষমা প্রার্থনা না করে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/২৭২/১/৪৬৩৩) ইব্রাহীম ইবনু হিরাসা সূত্রে হামযা আয-যায়্যাত হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী বলেন (১০/২১১) ঃ তাতে ইব্রাহীম ইবনু হিরাসা রয়েছেন। তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ দাউদ ও অন্যরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

এ চারটি হাদীস শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও বাতিল বলে গণ্য হয়। এভাবে শরীয়তে বলা হয়নি যে, শুধুমাত্র অনুতপ্ত হওয়া এবং এটি জ্ঞাত হওয়া যে, গুনাহগার সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত, তাহলেই সে নাজাত পেয়ে যাবে। বরং অপরিহার্য হচ্ছে তাকে তাওবায়ে নাসূহা করতে হবে।

বুখারীতে কিতাবুত তাওহীদ অধ্যায়ে বর্ণিত (৭৫০৭) হাদীসটি এরূপ বানোয়াট হাদীস হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে।

٣٢٦. (مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ ؛فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيْدٍ).

৩২৬। আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য একশতটি শহীদানের সওয়াব রয়েছে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/৯০) এবং ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/৯৩, ২/১৪১) হাসান ইবনু কুতাইবা হতে, তিনি আব্দুল খালেক ইবনুল মুনযির হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। এর কারণ হচ্ছে হাসান ইবনু কুতাইবা। তার সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি হালেক [ধ্বংসপ্রাপ্ত]। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি দুর্বল। আযদী বলেন ঃ তিনি ওয়াহীউল হাদীস [খুবই দুর্বল]। উকায়লী বলেন ঃ তিনি অধিক পরিমাণে সন্দেহ প্রবণ ছিলেন। আর তার শাইখ ইবনুল মুনযির অপরিচিত।

٣٢٧. (الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ).

৩২৭। আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় আমার সুন্নাতকে ধারণকারীর জন্য এক শহীদের সওয়াব রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৮/২০০) তাবারানীর "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থের (২/৩১/৫৭৪৬) সূত্র হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আবূ নু'য়াইম বলেছেন ঃ এটি গারীব।

তিনি যা বলেছেন তেমনই। তবে তাবারানী একটু বেশী বলেছেন ঃ আব্দুল আযীযের পূত্র আব্দুল মজীদ এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার ব্যাপারে মতভেত রয়েছে। "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে ঃ তিনি সত্যবাদী, ভুল করতেন।

এছাড়া সনদের আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ আযারীকে আমি চিনি না।

হায়সামীও "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১/১৭২) বলেছেন ঃ তার জীবনী কে রচনা করেছেন আমি তা পাচ্ছি না।

এ হাদীস হতে আমাদেরকে মুক্ত রাখতে পারে "সহীহাহ্" গ্রন্থের মধ্যে (৪৯৪) যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি সেটি ঃ "তোমাদের পরে ধৈর্য ধারণের দিন আসছে। সে সব দিনগুলোতে আজকে তোমরা যার উপর আছ, তাকে ধারণকারীগণ তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমান সওয়াব পাবে..."। আল-হাদীস।

٣٢٨. (مَنْ غَدَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ؛ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ، وَبُوْرِكَ لَهُ فِي مَعَاشِهِ، وَلَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ رِزْقِهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ مُبَارَكًا).

৩২৮। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে করতে সকাল করল, ফেরেশতারা তার উপর রহমত কামনা করেন এবং তার জন্য তার জীবন ধারণে বরকত দান করা হবে। তার রিযৃক কমিয়ে দেয়া হবে না এবং তা তার জন্য হবে বরকতময়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বিশরান (২/৫৪) এবং ইবনু আব্দিল বার "জামেউ' বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহি" গ্রন্থে (১/৪৫) মু'য়াল্লাক হিসাবে আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশিম সূত্রে মিস'য়ার ইবনু কিদাম হতে, তিনি আতিয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি জাল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশিমকে ইবনু মা'ঈন ও অন্যরা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আতিয়া আল-আওফী দুর্বল এবং মুদাল্লিস।

অতঃপর ইয়াহ্ইয়ার মুতাবা'য়াত পেয়েছি। তবে সেটি নিতান্তই দুর্বল। সেটি উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ২৬) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এ হাদীসটি বাতিল। এটির কোন ভিত্তি নেই।

সুয়ূতী তার "যায়লু আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ৪৩) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইবনুল জাওযী "ইলালুল মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (সঠিক হচ্ছে ইলালুল মুতানাহিয়া গ্রন্থে)।

٣٢٩. (رَحِمَ اللهُ أَخِي يُوْسُفَ، لَوْ لَمْ يَقُلْ: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ)؛ لاَسْتَعْمَلَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، وَلَكِنَّهُ أَخَّرَ لِذَلِكَ سَنَةً).

৩২৯। আমার ভাই ইউসুফকে আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি যদি এ কথা না বলতেন ঃ (হে আল্লাহ্) "আপনি আমাকে যমীনের ভাণ্ডারগুলো দান করুন", তাহলে সে মূহুর্তেই তা ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু উক্ত কারণেই তা এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়।

হাদীসটি জাল।

হাফিয ইবনু হাজার "তাখরীজুল কাশ্শাফ" গ্রন্থে (৪/৯০) বলেন ঃ এটি সা'লাবী ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে ইসহাক ইবনু বিশরের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যুওয়াইবীর হতে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সাকেত (গ্রহণযোগ্য নয়)।

এটি সা'লাবী সূত্রে ওয়াহেদী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (১/৯৩) বর্ণনা করেছেন।

٣٣٠. (سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ حِسَابَ أُمَّتِي إِلَيَّ؛ لِئَلاَّ تُفْتَضَحَ عِنْدَ الأُمَمِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ! بَلْ أَنَا أُحَاسِبُهُمْ، فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ زَلَّةٌ سَتَرْتُهَا عَنْكَ لِئَلاَّ تُفْتَضَحَ عِنْدَكَ).

৩৩০। আমি আল্লাহর নিকট চাইলাম যেন আমার উম্মাতের হিসাব-কিতাব আমার উপর দিয়ে দেয়া হয়; যাতে করে আমাকে অন্য উম্মাতগুলোর সম্মুখে অপদস্ত হতে না হয়। তখন আল্লাহ্ আমার নিকট অহী মারফত জানালেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আমি তাদের হিসাব গ্রহণ করব, তাদের মধ্য হতে কারো যদি কোন অপদস্থতা থাকে তাহলে আমি তা আপনার নিকট হতে লুকিয়ে ফেলব, যাতে করে আপনার নিকট আপনার উম্মাত অপদস্থ না হন।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১০১) তার নিজ সনদে আবূ বাক্‌র নাক্কাশ হতে, তিনি হাসান ইবনু সাকার হতে ...বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৯) দাইলামীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ নাক্কাশ মিথ্যার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কথা বলা সত্ত্বেও তিনি তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি দাইলামীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন! তার ভাষ্যকার মানাবী চুপ থেকেছেন। সম্ভবত এটির সনদ সম্পর্কে তিনি অবহিত হননি।

অতঃপর সুয়ূতী ইবনু নাজ্জারের বর্ণনা হতে আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আইউব আর-রাকী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু আররাকও হাদীসটি "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (কাফ ১/৪০০) উল্লেখ করেছেন।

٣٣١. (أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ).

৩৩১। আমি দুই কুরবাণীকৃত ব্যক্তির সন্তান।*

এ শব্দে এটির কোন অস্তিত্ব নেই ।

যায়লা'ঈ এবং ইবনু হাজার "তাখরীজুল কাশ্‌শাফ" গ্রন্থে (৪/১৪১) বলেছেন ঃ এ শব্দে হাদীসটি পাচ্ছি না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাযলা'ঈ আখরাজাহু "أخرجه" শব্দটি লিখার পর সাদা স্থান ছেড়ে রাখেন কে বর্ণনা করেছেন তা পরবর্তীতে লিখার জন্যে। কিন্তু তা পাওয়া সম্ভব হয়নি। সম্ভবত তার ধারণা ছিল এটির আসল রয়েছে, কিন্তু পাননি।

হাকিম দীর্ঘ এক হাদীসের মধ্যে এটির ঘটনা উল্লেখ করে হুকুম লাগানো হতে চুপ থেকেছেন। কিন্তু যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটির সনদ দুর্বল।

হাফিয ইবনু কাসীর তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে (৪/১৮) ইবনু জারীরের বর্ণনায় উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ

এ হাদীসটি নিতান্তই গারীব (দুর্বল)।

٣٣٢.(الذَّبِيحُ إِسْحَاقُ).

৩৩২। কুরবাণী করা হয়েছিল ইসহাককে।

হাদীসটি দুর্বল।

---

* (দু'জনের একজন হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব এবং অন্যজন হচ্ছেন ইসমা'ঈল ইবনু ইব্‌রাহীম)।

সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এ ইঙ্গিত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এটি দারাকুতনী "আল-আফরাদ" গ্রন্থে ইবনু মাস'ঊদ (ﷺ) হতে, বায্যার ও ইবনু মারদুবিয়া আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (ﷺ) হতে এবং ইবনু মারদুবিয়া (একক ভাবে) আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু মাস'ঊদ (ﷺ)-এর হাদীসটি তাবারানীও বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুদাল্লিস বর্ণনাকারী এবং ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। তবে তার ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে। এটি হাকিমও (১/৫৫৯) মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

শাইখায়নের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটির সনদে সুনায়েদ ইবনু দাঊদ রয়েছেন। তিনি সহীহ্ হাদীস বর্ণনাকারী নন।

ইবনু কাসীর মওকূফ হিসাবে "আত-তাফসীর" গ্রন্থে (৪/১৭) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি ইবনু মাস'ঊদ (ﷺ) হতে সহীহ্ অর্থাৎ মওকূফ হিসাবে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত সুনায়েদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এসেছে।

আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীসটির সনদে রয়েছেন মুবারাক ইবনু ফুযালা, যিনি হাসান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। হাসান মুদাল্লিস এবং মুবারাকের মধ্যেও দুর্বলতা রয়েছে।

হায়সামীও জামহূরের নিকট মুবারাক দুর্বল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও তার বর্ণনায় ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। তিনি একবার মারফূ' আবার মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) এবং আবূ সা'ঈদ খুদুরী (ﷺ) হতেও অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই সহীহ্ নয়।

মোটকথা হাদীসটির সকল সূত্রই দুর্বল। যার একটি অন্যটিকে শক্তি যোগাতে সক্ষম নয়। অধিকাংশ বর্ণনায় ইসরাইলী বর্ণনা যেগুলো কোন কোন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। আর দুর্বল বর্ণনাকারী সেগুলোকে মারফূ' হিসাবে চালিয়ে দিয়ে ভুল করেছেন।

যারকানী ধারণা করেছেন যে, হাদীসটি হাকিম বিভিন্ন সূত্রে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং সেটিকে শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবীও সহীহ্ বলেছেন।

তিনি (যারকানী) (১/৯৮) বলেন ঃ একটি সূত্র অন্যটিকে শক্তি যোগাচ্ছে। অতএব হাদীসটি হাসান বরং এটিকে হাকিম এবং যাহাবী সহীহ্ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটিকে যাহাবী সহীহ্ বলেননি। হাকিম সন্দেহ বশত এটিকে সহীহ্ বলেছেন। এটির সকল সূত্রতেই রয়েছে দুর্বলতা ও ইযতিরাব।

ভাষাগুলো ইসরাইলী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বরং সেটি হওয়াই প্রাধান্য পায়। এসব কিছুই 'একটি অন্যটিকে শক্তি যোগাচ্ছে' এ কথা বলতে বাঁধা প্রদান করছে।

এদিকে মুহাক্কিক আলেমগণ (যেমন ইবনু তাইমিয়্যা, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু কাসীর ও আরো অনেকে) বলেছেন ঃ যাকে যাব্হ্ করা হয়েছিল তিনি হচ্ছেন ইসমা'ঈল, ইসহাক নয়।

ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'য়াদ" গ্রন্থে বলেছেন ঃ ইসহাককে কুরবানী করার নির্দেশ এসেছিল এ কথাটি বাতিল। আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাকে বলতে শুনেছি, এ মতটা আহলে কিতাবদের থেকে এসেছে। অথচ তাদের কিতাবের দলীল দ্বারাই এ মতটি বাতিল। কেননা তাদের কিতাবে এসেছে যে, ইব্রাহীমকে আল্লাহ তার ছোট সন্তানকে কুরবাণী করার নির্দেশ দেন। আহলে কিতাবরা মুসলিমদের সাথে এ মর্মে সন্দেহ পোষণ করে না যে, ইসমা'ঈলই তার সন্তানদের সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। অতএব কীভাবে এ কথা বলা বৈধ হবে যে, কুরবানীর জন্য চয়ন করা হয়েছিল ইসহাককে, অথচ আল্লাহ তা'আলা তার মাকে তার দ্বারা সুসংবাদ দিচ্ছেন এবং তার পুত্র ইয়াকূব দ্বারা।

٣٣٣. (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَغْفِرَ لِنِصْفِ أُمَّتِي، وَبَيْنَ أَنْ يُجِيبَ شَفَاعَتِي، فَاخْتَرْتُ شَفَاعَتِي، وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُوْنَ أَعَمَّ لأُمَّتِي، وَلَوْلاَ الَّذِيْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ؛ لَتَعَجَّلْتُ فِيهَا دَعْوَتِي، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا فَرَّجَ عَنْ إِسْحَاقَ كَرْبَ الذَّبْحِ، قِيْلَ لَهُ: يَا إِسْحَاقُ! سَلْ تُعْطَ، فَقَالَ: أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لأَتَعَجَّلَنَّهَا قَبْلَ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ: اللَّهُمَّ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً؛ فَاغْفِرْ لَهُ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ).

৩৩৩। আল্লাহ্ তা'আলা আমার অর্ধেক উম্মাতকে ক্ষমা করার অথবা আমার শাফা'য়াত গ্রহণ করার মধ্য হতে একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আমার শাফা'য়াত করাকে পছন্দ করি। আমার আশা শাফা'য়াতটি আমার উম্মাতের জন্য ব্যাপক হবে। আমার পূর্বের নেককার বান্দা যদি আমার চেয়ে সেটির দিকে অগ্রণী না হতেন, তাহলে আমি তাতে আমার দাবী নিয়ে তাড়াতাড়ী করতাম। আল্লাহ তা'আলা যখন ইসহাককে যবেহের বিপদ হতে মুক্ত করলেন, তাকে বলা হলো; হে ইসহাক! চাও তোমাকে দেয়া হবে। তিনি বললেন ঃ যার হাতে আমার আত্মা তার কসম অবশ্যই আমি তাতে তাড়াতাড়ী করব, শয়তান তা ছিনিয়ে নেয়ার পূর্বেই। হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার সাথে কোন প্রকার শির্ক না করে মারা যাবে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও এবং তাকে জান্নাত দিয়ে দাও।

হাদীসটি মুনকার।

ইবনু আবী হাতিম বলেছেন ঃ আমার পিতা আমাদেরকে হাদীসটি শুনিয়েছেন। এটির সনদে রয়েছেন আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম।

অনুরূপভাবে "তাফসীরু ইবনে কাসীর" গ্রন্থেও এসেছে (৪/১৬) বর্ণিত হয়েছে, তিনি (ইবনু কাসীর) বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব ও মুনকার। আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আমার ভয় হচ্ছে যে, হাদীসটির মধ্যে কিছু বর্ধিত করা হয়েছে। সে বর্ধিত অংশটুকু হচ্ছে ''إن الله لما فرغ عن إسحاق...'' অর্থ ঃ 'আল্লাহ তা'আলা যখন ইসহাককে যবেহের বিপদ হতে মুক্ত করলেন...।'

আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ নিতান্তই দুর্বল; হাকিম তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি তার পিতা হতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন আদম (আঃ) কর্তৃক নাবী (ﷺ)-কে অসীলা ধরার হাদীসের বর্ণনাকারী। সে হাদীসটি জাল (নম্বর ২৫)।

এটি ইসরাইলী বর্ণনা হতে এসেছে। ভুল করে আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ মারফূ' করে ফেলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির বর্ধিত অংশটুকুও ইসরাইলী বর্ণনা হতেই এসেছে। তার প্রমাণ এই যে, কা'আব আল-আহবার বর্ধিত অংশসহ আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে হাকিম (২/৫৫৭) তার সনদে কা'আব পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এ সনদটি সহীহ, এতে কোন ধূলিকণা নেই। যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ এটি কা'আবের কথা। অতএব এটি ইসরাইলী বর্ণনা হওয়াই সঠিক।

ইসহাক যাবিহ হওয়ার হাদীসগুলো যে সূত্রে এসেছে সেগুলো সহীহ নয়।

٣٣٤. (أَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ؛ ذَبِيحُ اللهِ).

৩৩৪। লোকদের মধ্যে ইউসুফ ইবনু ইয়াকূব ইবনে ইসহাক হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি যাবীহুল্লাহ।

হাদীসটি মুনকার।

এ শব্দে তাবারানী তার "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১০২৭৮) আবূ ওবাইদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে বলেছেন ঃ (৮/২০২) এটির সনদে বাকিয়াহ রয়েছেন, তিনি মুদাল্লিস এবং আবূ ওবাইদা তার পিতা হতে শুনেননি।

কিন্তু বাকিয়ার মুতাবা'য়াত পাওয়া যায়। মু'য়াবিয়া ইবনু হাফস এবং বাকিয়া উভয়ে শু'বা হতে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনুল মুজাফ্ফার "গারায়েবু শু'বাহ" গ্রন্থে (১/১৩৮) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু কাসীর তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে (৪/১৭) বলেছেন ঃ এটি ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে সহীহ (অর্থাৎ মওকূফ হিসাবে)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ''... إن إسحاق ذبيح الله'' এ অংশটুকু বাদ দিয়ে হাদীসটি মারফূ' হিসাবেও সহীহ। কারণ এ বর্ধিত অংশটুকু মুনকার। এ

অংশটুকু বাদ দিয়ে বুখারী এবং মুসলিম আবূ হুরাইরার (ﷺ) হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

ইসহাকই ছিলেন যাবীহ এ মর্মে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সে গুলোর সবই দুর্বল।

٣٣٥. (قَالَ دَاوُدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ آبَائِي ؛ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيْمُ؛ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، فَصَبَرَ مِنْ أَجْلِي، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ، وَأَمَّا إِسْحَاقُ؛ فَبَذَلَ نَفْسَهُ لِيُذْبَحَ، فَصَبَرَ مِنْ أَجْلِي، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ،وَأَمَّا يَعْقُوبُ؛ فَغَابَ عَنْهُ يُوسُفُ، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ).

৩৩৫। দাউদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমার নিকট আমার পিতা ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবকে হক জানার মাধ্যমে প্রার্থনা জানাচ্ছি। অতঃপর [আল্লাহ্] বললেন ঃ ইব্রাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সে আমার জন্যই ধৈর্য ধারণ করে। সে বিপদ তোমাকে স্পর্শ করেনি। ইসহাক নিজেকে যাবৃহ করার জন্য সমর্পন করেছিল। সে আমার জন্যই ধৈর্য ধারণ করে। সে বিপদ তোমাকে স্পর্শ করেনি। ইয়াকূবের নিকট হতে ইউসুফ হারিয়ে গিয়েছিল। সে বিপদও তোমাকে স্পর্শ করেনি।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/২০২) বলেন ঃ হাদীসটি বায্যার আব্বাস (ﷺ) হতে আবূ সা'ঈদের বর্ণনা থেকে, তিনি 'আলী ইবনু যায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন। এ আবূ সা'ঈদকে আমি চিনি না এবং 'আলী ইবনু যায়েদ দুর্বল। কেউ কেউ তাকে সিকা (নির্ভরযোগ্য) আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ আবূ সা'ঈদ হচ্ছেন হাসান ইবনু দীনার। তিনি একেবারেই দুর্বল। হাদীসটি ইবনু কাসীর তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে (৪/১৭) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ নয়। এটির সনদের বর্ণনাকারী হাসান ইবনু দীনার মাতরূক আর 'আলী ইবনু যায়েদ ইবনু যাদ'আন মুনকারুল হাদীস।

হাসান ইবনু দীনারের কুনিয়াত হচ্ছে আবূ সা'ঈদ, যেমনভাবে "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটি ইবনু মারদুবিয়াও বর্ণনা করেছেন, যেমনটি যারকানীর "শারহুল মাওয়াহিব" গ্রন্থে (১/৯৭) এসেছে।

ইবনু তাইমিয়্যা "কায়েদাতুল জালীলাহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এটি ইসরাইলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। এটিই বিশুদ্ধতার দিক থেকে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ ।

কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে পিতাদের হক জানার দ্বারা অসীলা করা শরীয়ত সম্মত নয়, যেমনটি ২২-২৫ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٣٦. (قَالَ نَبِيُّ اللهِ دَاوِدُ: يَا رَبِّ! أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ: رَبَّ إِسْحَاقَ؟ قَالَ: إِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِي بِنَفْسِهِ).

৩৩৬। আল্লাহর নাবী দাউদ বললেন ঃ হে প্রতিপালক! আমি লোকদেরকে বলতে শুনছি ঃ ইসহাকের প্রভু? উত্তরে (আল্লাহ) বললেন ঃ ইসহাক আমাকে তার নিজের জীবন দিয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে (২/৫৫৬) বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এটি সহীহ। লোকেরা ‘আলী ইবনু যায়েদ ইবনু যাদ‘আন হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ যাহাবী চুপ থেকেছেন। অথচ ইবনু যাদ‘আন দুর্বল, মুনকারুল হাদীস, যেমনটি ইবনু কাসীর হতে পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

যারকানী “শারহুল মাওয়াহিব” গ্রন্থে (১/৯৭) হাকিম ও যাহাবী হতে যে কথা নকল করেছেন, সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

٣٣٧. (إِنَّ جِبْرِيْلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيْمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَسَاخَ، فَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ؛ قَالَ لِأَبِيْهِ: يَا أَبَتِ! أَوْثِقْنِي لَا أَضْطَرِبُ، فَيَنْتَضِحُ عَلَيْكَ مِنْ دَمِيْ إِذَا ذَبَحْتَنِي، فَشَدَّهُ، فَلَمَّا أَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ؛ نُوْدِيَ مِنْ خَلْفِهِ {أَنْ يَاإِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا}).

৩৩৭। জিবরীল ইব্রাহীমকে সাথে নিয়ে জামারাতুল আকাবার নিকট গেলেন। শয়তান তার সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। তাতে সে চিল্লিয়ে উঠল। অতঃপর যখন ইব্রাহীম তার সন্তান ইসহাককে যাবৃহ করার ইচ্ছা করলেন; তিনি তার পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা! আমাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলুন যাতে আমি নড়াচড়া না করি। যাতে করে আমাকে আপনি যখন যাবৃহ করবেন তখন আমার রক্ত আপনার উপর ছিটে না পড়ে। তিনি তাকে শক্ত করে বাঁধলেন এবং ছুরি নিয়ে তাকে যাবৃহ করার ইচ্ছা করলেন, তখন তার পিছন হতে ডাক দেয়া হলো “হে ইব্রাহীম তুমি সপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ”, (সূরা সাফফাত:১০৫)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (নং ২৭৯৫) হাম্মাদ ইবনু সালামা সূত্রে আতা ইবনুস সায়েব হতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল। কারণ এ আতা ইবনুস সায়েবের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। হাম্মাদ তার থেকে এ অবস্থাতে এবং এর পূর্বেও শুনেছেন।

যারকানী যে "শারহুল মাওয়াহিব" গ্রন্থে (১/৯৮) বলেছেন ঃ শাইখ আহমাদ শাকের মুসনাদের টীকায় বলেছেন ঃ এটির সনদ সহীহ্। এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

কারণ এটি প্রসিদ্ধ যে, শাইখ আহমাদ শাকের হাদীসটির সনদ সহীহ্ হওয়ার পিছনে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, হাম্মাদ ইখতিলাতের (মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার) পূর্বে আতা হতে শুনেছেন।

এটি হচ্ছে হাফিয ইবনু হাজার "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে কোন কোন ইমামের উদ্ধৃতিতে যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে তার (পাশ কাটিয়ে) দ্রুত চলা। কারণ হাম্মাদ আতা হতে ইখতিলাতের মধ্যেও শুনেছেন। অতএব সহীহ্ বলা সঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট না হবে যে তিনি ইখতিলাতের পূর্বে শুনেছেন।

হাদীসটি হাকিম (১/৪৬৬) অন্য একটি সূত্রে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে যাব্হ করার কিস্সাটি বাদ দিয়ে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ এ কথা বলেছেন। যাহাবীও তাকে সমর্থন করেছেন।

ইমাম আহমাদ তৃতীয় একটি সূত্রে (নং ২৭০৭) বর্ণনা করেছেন। তাতে কিসসাটি আছে তবে ইসমাঈলকে যাব্হ করার কথা বলা হয়েছে। এটিই সঠিক।

٣٣٨. (إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سَبْعا، فَاخْتَارَ الْعُلْيَا مِنْهَا، فَسَكَنَهَا، وَأَسْكَنَ سَائِرَ سَمَاوَاتِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَلَقَ الأَرْضِينَ سَبْعا، فَاخْتَارَ الْعُلْيَا مِنْهَا فَأَسْكَنَهَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَاخْتَارَ مِنَ الْخَلْقِ بَنِي آدَمَ، وَاخْتَارَ مِنْ بَنِي آدَمَ الْعَرَبَ، وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ مُضَرَ، وَاخْتَارَ مِنَ مُضَرَ قُرَيْشاً، وَاخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاخْتَارَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَأَنَا مِنْ خِيَارٍ إِلَى خِيَارٍ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ).

৩৩৮। আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তার মধ্য হতে সর্বোচ্চটিকে পছন্দ করলেন। সেটিতে বসবাস করা শুরু করলেন এবং তাঁর সকল আসমানকে তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে চান তাদের জন্যে বাসস্থান বানালেন। সাত যমীনকে সৃষ্টি করলেন। তার মধ্য হতে সর্বোচ্চটিকে তার সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে চান্ তাদের জন্য বাসস্থান বানালেন। অতঃপর সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির মধ্য হতে আদম সন্তানদের তিনি চয়ন করলেন। বানূ আদমদের থেকে আরবদেরকে চয়ন করলেন। আরবদের থেকে মুযারা গোত্রকে বেছে নিলেন। মুযারা হতে কুরাইশদেরকে বেছে নিলেন। কুরাইশদের থেকে হাশেমীদেরকে বেছে নিলেন। অতঃপর আমাকে হাশেমীদের থেকে বেছে নিলেন। আমি উত্তমদের থেকে উত্তমদের শেষ সীমায়। অতএব যে ব্যক্তি আরবদের ভালবাসবে, সে আমাকে

ভালবাসার কারণেই তাদেরকে ভালবেসেছে এবং যে আরবদেরকে অপছন্দ করবে সে আমাকে অপছন্দ করার কারণেই তাদেরকে অপছন্দ করেছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী (৩/২১০/১), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৫৮), ইবনু আদী (৭৪/২/৩০১/২), আবূ নু'য়াইম "দালায়েলুল নুবুওয়া" গ্রন্থে (পৃঃ ১২), অনুরূপভাবে হাকিম (৪/৭৩-৭৪), ইবনু কুদামা আল-মাকদেসী "আল-উলূ" গ্রন্থে (১৬৫-১৬৬) এবং ইরাকী "মুহাজ্জাতুল কুরব ইলা মুহাব্বাতীল আরাব" গ্রন্থে (২/২০১) দু'টি সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু যাকুওয়ান হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

এ মুহাম্মাদ ইবনু যাকুওয়ান সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

তাকে দারাকুতনী ও অন্যরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

উকায়লী বলেছেন ঃ তিনি অনুসরণযোগ্য নন।

হাকিম অন্য একটি সূত্রে আম্‌র ইবনু দীনার হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদে আবূ সুফিয়ান যিয়াদ ইবনু সুহায়েল আল-হারেসী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন তার জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৩৬৭-৩৬৮) প্রথম সূত্রটিতে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ হাদীসটি মুনকার।

যাহাবী ইবনু যাকুয়ানের জীবনীতে "আল-মীযান" গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন।

তবে হাদীসের শেষাংশ যেটুকুতে রসূল (ﷺ)-এর ফযীলত এবং আরবদের ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে। সে অংশটুকু সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

٣٣٩. (إِنَّ إِدْرِيسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدِيقًا لِمَلَكِ الْمَوْتِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ الْجنة وَالنَّارَ، فَصَعِدَ بِإِدْرِيسَ، فَأَرَاهُ النَّارَ، فَفَزِعَ مِنْهَا، وَكَادَ يُغْشَى عَلَيْهِ، فَالْتَفَ عليهِ مَلَكُ الْمَوْتِ بِجَنَاحِهِ، فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَهَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ حَتَّى أَرَاهُ الْجَنَّةَ، فَدَخَلَهَا، فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ: انْطَلِقْ قَدْ رَأَيْتَهَا. قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ: حَيْثُ كُنْتَ. قَالَ إِدْرِيسُ: لَا وَاللهِ! لَا أَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلْتُهَا. فَقِيلَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ: أَلَيْسَ أَنْتَ أَدْخَلْتَهُ إِيَّاهَا؟ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا).

৩৩৯। ইদরীস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মালাকুল মাওতের বন্ধু। তিনি তার নিকট জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখতে চাইলেন। তিনি ইদরীসকে নিয়ে উপরে উঠলেন। অতঃপর তাকে জাহান্নাম দেখালেন। তিনি তাতে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন, এমনকি বেহুশ হওয়ার উপক্রম হলেন। মালাকুল মাওত তাঁকে তার বাহু দ্বারা জড়িয়ে ধরলেন। মালাকুল মাওত বললেন ঃ আপনি কী তা দেখেননি? তিনি

বললেন ঃ হ্যাঁ, কখনও এ দিনের ন্যায় কিছু দেখিনি। অতঃপর তাকে নিয়ে চললেন। তাকে জান্নাত দেখালেন। তাতে তিনি প্রবেশ করলেন। মালাকুল মাওত বললেন ঃ আপনি চলুন তা আপনি দেখেছেন। তিনি বললেন ঃ কোথায়? মালাকুল মাওত বললেন ঃ যেখানে ছিলাম। ইদরীস বললেন ঃ আল্লাহর কসম না! আমি তাতে প্রবেশ করার পরে তা (জান্নাত) থেকে বের হব না। মালাকুল মাওতকে বলা হলো ঃ আপনি কী বিশেষভাবে তাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেননি? তাতে যে কেউ প্রবেশ করলে তাকে আর বের করা হয় না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২/১৭৭/১/৭৪০৬) ইব্রাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে খালেদ মাসীসী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/১৯৯-২০০) বলেন ঃ এটির সনদে ইব্রাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ এ ব্যক্তি মিথ্যুক। হাকিম তার সম্পর্কে বলেন ঃ তার হাদীসগুলো মাওযূ' (বানোয়াট)।

٣٤٠. (سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَداً؛ لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ).

৩৪০। তোমরা সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে হাদিয়া দাও। যদি কাউকে বেশী দিতাম তাহলে নারীদেরকেই বেশী দিতাম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ বাক্র আজুরী "ফাওয়াইদুল মুন্তাখাবা" গ্রন্থে (১/১০৩/১), তাবারানী (৩/১৪২/২), হারিস ইবনু আবী উসামা "মুসনাদ" গ্রন্থে (পৃঃ ১০৬) এবং বাইহাক্বী (৬/১৭৭) চারটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন ঃ আমাদেরকে হাদীসটি ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ সা'ঈদ ইবনু ইউসুফ হতে ...শুনিয়েছেন।

এটির সনদ দুর্বল। কারণ ইবনু ইউসুফ সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। ইবনু আদী তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন ঃ তার এ হাদীসটির চেয়ে মুনকার হাদীস আর নেই।

এ জন্য ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

তার এ কথার কারণেই বুঝা যাচ্ছে "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৫/১৬৩) যে বলেছেন সনদটি হাসান, এরূপ বলাটা সঠিক নয়।

তবে হাদীসটির প্রথম অংশটুকুর অর্থবোধক শব্দ বুখারী এবং মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রথম অংশটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ মুহাম্মাদ জাওহারী "ফাওয়াইদুল মুন্তাখাবা" গ্রন্থে (২/৭) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (৭/১৮৪/২) আওযা'ঈর সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেনঃ ...।

এ সনদটি মু'জাল। সাহাবী এবং তাবে'ঈ দু'জনকে এখানে লুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

٣٤١. (كَانَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ).

৩৪১। তিনি অন্ধকারেও দেখতেন যেরূপ আলোতে দেখতেন।

হাদীসটি জাল।

এটি তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২০৭/১-২/নং ২২১০), ইবনু আদী (২/২২১) এবং তার থেকে বাইহাক্বী "আদ-দালায়েল" গ্রন্থে (৬/৭৫), আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৪/২৭২), মাক্কী আল-মুয়াযি্যন তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/২৩৬) এবং যিয়া আল-মাকদেসী "আল-মুনতাকা ..." গ্রন্থে (১/২) আব্দুল্লাহ ইবনু মুগীরা হতে, তিনি মু'য়াল্লা ইবনু হিলাল হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন ঃ এ সনদটিতে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। এটির সমস্যা হচ্ছে এ ইবনুল মুগীরা। তাকে বলা হয় আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল মুগীরা; উকায়লী বলেন ঃ

তিনি এমন হাদীস বর্ণনা করতেন যার কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু ইউনুস বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

যাহাবী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেন ঃ এগুলো বানোয়াট। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটি তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মু'য়াল্লা ইবনু হিলাল যে মিথ্যুক এ মর্মে সমালোচকগণ একমত পোষণ করেছেন, যেমনটি ইবনু হাজার-এর "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

ইবনু আসাকির অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেটিতে মুহাম্মাদ ইবনু মুগীরা রয়েছেন। তিনি অপরিচিত। সম্ভবত তার ছেলে আব্দুল্লাহর নাম কপি হতে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর বাইহাক্বী বলেন ঃ

অন্য একটি মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটি শক্তিশালী নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ মুগীরা ইবনু মুসলিমের নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না।

٣٤٢. (لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ؛ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ- وَكَانَ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ- فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَعَاشَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ).

৩৪২। মা হাওয়া যখন গর্ভবতী হলেন, তখন ইবলীস তাকে নিয়ে তাওয়াফ করল। তাঁর (হাওয়ার) সন্তান জীবন ধারণ করত না। অতঃপর (ইবলীস) বলল ঃ তার নাম রাখুন আব্দুল হারেস। তিনি তার নাম রাখলেন আব্দুল হারেস। ফলে সে জীবন ধারণ করল। এটি ছিল শয়তানের অহী হতে এবং তার নির্দেশে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তিরমিযী (২/১৮১), হাকিম (২/৫৪৫), ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (২/১৫৮) এবং আহমাদ (৫/১১) উমার ইবনু ইব্‌রাহীম সূত্রে কাতাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব। এটিকে কাতাদা থেকে উমার ইবনু ইব্‌রাহীমের হাদীস ছাড়া অন্য কোন সূত্রে চিনি না।

হাকিম বলেন ঃ হাদীসটির সনদ সহীহ্। যাহাবীও তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তারা যেরূপ বলেছেন তেমন নয়। কারণ (এটির সনদে) বর্ণনাকারী হাসান, সামুরা হতে শুনেছেন কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে। তার পরেও তিনি মুদাল্লিস।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে হাসানের জীবনীতে বলেন ঃ হাসান বেশী বেশী তাদলীস করতেন। যখন তিনি কোন হাদীসে আন ফুলান [অমুক হতে] বলেন তখন তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা দুর্বল হয়ে যায়।

ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে বলেন ঃ উমার ইবনু ইব্‌রাহীম এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ কাতাদা হতে তার হাদীস মুযতারিব। তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস লিখা যায়।

٣٤٣. (مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَرَأَ وَكَتَبَ).

৩৪৩। রসূল (ﷺ) পড়া এবং লিখার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেননি।

হাদীসটি জাল।

এটি আবুল আব্বাস আল-আসাম তার "হাদীস" গ্রন্থে (৩/নং ১৫৩) এবং তাবারানী আবূ আকীল আস-সাকাফী সূত্রে মুজাহিদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার, আবূ আকীল হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং এ কথাটি কিতাবুল্লাহ বিরোধী।

সুয়ূতী হাদীসটি "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃ:৫) উল্লেখ করেছেন।

বুখারী শরীফে সুলহে হুদাইবিয়ার ঘটনায় তাঁর নিজে লিখার সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, সেটি এরূপ যে, "আমীর শহরটি তৈরি করেছেন" (কর্মচারীরা তৈরি করা সত্ত্বেও)। কারণ বুখারীর অন্য বর্ণনায় এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে তিনি আলী (ﷺ)-কে লিখার নির্দেশ দেন।

এ জন্যই সুহাইলী বলেছেন ঃ হক হচ্ছে এটিই যে, ''فَكَتَبَ'' অর্থাৎ 'তিনি আলীকে লিখার নির্দেশ দেন।'

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৪/৪০৬) এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে বলেছেন ঃ এটিই জামহূরে ওলামার মত।

٣٤٤. (مَا مِنْ عَبْدٍ يُحِبُّ أَنْ يَرْتَفِعَ فِي الدُّنْيَا دَرَجَةً، فَارْتَفَعَ؛ إِلاَّ وَضَعَهُ اللهُ فِي الآخِرَةِ دَرَجَةً أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَطْوَلَ، ثُمَّ قَالَ: {وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً}).

৩৪৪। কোন বান্দা দুনিয়াতে তার মর্যাদা উচ্চ হওয়াকে ভালবাসলে, সে মর্যাদাবান হয় এবং আল্লাহ্ আখেরাতে তার জন্য আরো বৃহৎ ও দীর্ঘ মর্যাদা তৈরি করে দেন। অতঃপর পড়লেন ঃ {আখেরাতে বড় বড় মর্যাদা আর বড় বড় সম্মান রয়েছে}। (সূরা ইসরা ঃ ২১)।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৬/২৩৪) এবং আবূ নু'য়াইম (৪/২০৩-২০৪) আব্দুল গফূর ইবনু সা'দ আনসারী সূত্রে আবূ হাশেম আর-রুম্মানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ জাল (বানোয়াট); ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৪৮) বলেন ঃ আব্দুল গফূর হাদীস জাল করতেন।

ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তার হাদীস কিছুই না।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ তাকে মুহাদ্দিসগণ মাতরূক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। (মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন)।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৭/৪৯) এ একই সমস্যা উল্লেখ করে কারণ দর্শিয়েছেন। তথাপিও হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

٣٤٥. (يَقُوْمُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ؛ إِلاَّ بَنِيْ هَاشِمٍ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يَقُوْمُوْنَ لأَحَدٍ).

৩৪৫। বানূ হাশেমরা ছাড়া এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য দাঁড়াবে। তারা কারো জন্য দাঁড়াবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৮/২৮৯/৭৯৪৬) এবং আবূ জা'ফার রাযায "সিত্তাতু মাজালিস মীনাল আমালী" গ্রন্থে (কাফ ২/২৩২) জা'ফার ইবনু যুবায়ের হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজামা'" গ্রন্থে (৮/৪০) বলেন ঃ এটির সনদে জা'ফার ইবনু যুবায়ের রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি মিথ্যুক, জালকারী। তার কতিপয় হাদীস পূর্বেও গেছে, সেগুলো তিনিই তৈরি করেছেন। এ জন্য শু'বা তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি রসূল (ﷺ)-এর উপর চার শত হাদীস জাল করেছেন।

এ হাদীসটির আরো একটি সূত্র পেয়েছি, যেটি ইবনু কুতাইবা "কিতাবুল 'আরাব..." গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এটির বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনু আম্‌র ...মাকহূল হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দুর্বল। দু'টি কারণে তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না ঃ

১। এটি মুরসাল; কারণ মাকহূল তাবে'ঈ।

২। ইবনু কুতাইবার শাইখ ইয়াযীদ ইবনু আম্‌রকে চিনি না।

এটি অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। সেটি সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসবে।

٣٤٦. (لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الأَعَاجِمُ؛ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا).

৩৪৬। যেভাবে আজমীরা (অনারবরা) দাঁড়ায় সেভাবে তোমরা দাঁড়াবে না, তাদের একজন (দাঁড়িয়ে) অন্যজনকে সম্মান দেখায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটির সনদটিতে ইযতিরাব, দুর্বলতা এবং জাহালাত (অজ্ঞতা) রয়েছে।

হাদীসটি আবূ দাউদ (২/৩৪৬) এবং আহমাদ (৫/২৫৩) আব্দুল্লাহ ইবনু নুমায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রামহুরমুযী "আল-ফাসেল" গ্রন্থে (পৃঃ ৬৪) এবং তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৪১) ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশেম হতে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে মিস'য়ার হতে, তিনি আবুল আম্বাস হতে, তিনি আবুল আদাব্বাস হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইমাম আহমাদ সুফিয়ান সূত্রে মিস'য়ার হতে, তিনি আমার পিতা হতে, আমার পিতা হতে, আমার পিতা হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল গনী মাকদেসী "তারগীব ফিদ দু'আ" গ্রন্থে (২/৯৩) সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি মিস'য়ার ইবনু কিদাম হতে, তিনি আবী মারযূক হতে, তিনি আবুল আম্বাস হতে, তিনি আবুল আদাব্বাস ... হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৫/২৫৬) এবং রুবিয়ানী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৩০/২২৫/২) ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি মিস'য়ার হতে, তিনি আবুল আম্বাস হতে, তিনি তার পিতা খালাফ হতে, তিনি আবূ মারযূক হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মাজাহ (২/৪৩১) ওয়াকী সূত্রে মিস'য়ার হতে, তিনি আবুল মারযূক হতে, তিনি আবূ ওয়ায়েল হতে...বর্ণনা করেছেন।

সনদের মধ্যে উল্লেখিত চরম পর্যায়ের ইযতিরাবই হাদীসটি দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। [মুযতারিব ও ইযতিরাব সম্পর্কে দেখুন (৫৭-৫৮) পৃষ্ঠায়]।

এ আবূ মারযূক সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি এককভাবে কিছু বর্ণনা করলে তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

অতঃপর প্রথমটি এবং ইবনু মাজার সূত্র দু'টি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আবুল আদাব্বাসের স্থলে (ইবনু মাজাহ) আবূ ওয়ায়েল উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি ভুল।

আবুল আদাব্বাস মাজহূল যেমনভাবে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১৮১) হাদীসটির এ সমস্যাই উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটিকে মুনযেরী হাসান বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিন্তু উপরে উল্লেখিত বিবরণের কারণেই তা সঠিক নয়।

তবে হ্যাঁ হাদীসটির অর্থ সহীহ্। কারণ রসূল (ﷺ) কোন ব্যক্তি প্রবেশ করলে তার জন্য দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন। এ মর্মে সহীহ হাদীস এসেছে। যা "সিলসিলাতুস সহীহার" (৩৫৮ নং) মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

যখন নাবী (ﷺ) তার নিজের জন্য দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন, তখন অন্যের জন্য দাঁড়ানো অপছন্দ করা আরো বেশী উপযোগী।

উল্লেখ্য এখানে যে দাঁড়ানোকে অপছন্দ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে অন্যের সম্মানার্থে দাঁড়ানো। প্রয়োজনের তাগিদে দাঁড়ালে তাতে অপছন্দের কিছূ নেই।

٢٤٧. (لاَ تَزَالُ الأُمَّةُ عَلَى شَرِيْعَةٍ مَالَمْ تَظْهَرْ فِيْهِمْ ثَلاَثٌ: مَالَمْ يُقْبَضْ مِنْهُمُ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرْ فِيْهِمْ وَلَدُ الْخُبْثِ، وَيَظْهَرِ السَّقَّارُوْنَ. قَالُوْا: وَمَاالسَّقَّارُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟! قَالَ: بَشَرٌ يَكُوْنُوْنَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَكُوْنُ تَحِيَّتُهُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَلاَقَوْا اللَّعْنَ).

৩৪৭। এ উম্মাত শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে তিনটি বস্তু প্রকাশ না পাবে ঃ যতদিন তাদের মধ্য হতে জ্ঞানকে উঠিয়ে না নেয়া হবে, তাদের মধ্যে কুসন্তানের আধিক্য না হবে এবং যতদিন সাক্কারুনরা প্রকাশিত না হবে। তারা বলল ঃ সাক্কারুন কারা হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন ঃ শেষ যামানার মানুষ, যখন তারা একে অপরে মিলিত হবে তখন তাদের অভিনন্দনের ভাষা হবে অভিশাপ।

হাদীসটি মুনকার।

এটি হাকিম (৪/৪৪৪) এবং ইমাম আহমাদ (৩/৪৩৯) যাবান ইবনু ফায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সাহাল হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ শাইখায়নের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ্।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ হাদীসটি মুনকার, শাইখাইন যাবান হতে বর্ণনা করেননি।

ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি নেককার এবং আবেদ হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন।

٣٤٨. (هُوَ الْوَزَغُ ابْنُ الْوَزَغِ، الْمَلْعُوْنُ ابْنُ الْمَلْعُوْنِ؛ يَعْنِي: مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ).

৩৪৮। সে টিকটিকির বাচ্চা টিকটিকি (কাপুরুষের বাচ্চা কাপুরুষ), অভিশপ্তের বাচ্চা অভিশপ্ত; অর্থাৎ মারওয়ান ইবনুল হাকাম।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম (৪/৪৭৯) আব্দুর রহমান ইবনু আউফের দাস মীনা সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর (হাকিম) বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম তা নয়! মীনাকে আবূ হাতিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু মা'ঈন "আত-তারীখু ওয়াল ইলাল" গ্রন্থে (২/১৩) বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদও নন। কখনও কখনও বলেছেন ঃ কে এ মীনা আল্লাহ তাকে দূর করুন।

ইয়াকূব ইবনু সুফিয়ান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদও নন। তার হাদীস না লিখা ওয়াজিব।

٣٤٩. (رَحِمَ اللهُ حِمْيَراً؛ أَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ، وَأَيْدِيْهِمْ طَعَامٌ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيْمَانٍ).

৩৪৯। হিমইয়ারীদের আল্লাহ্ রহম করুন। তাদের মুখমণ্ডলগুলো শান্তি স্বরূপ এবং হাতগুলো খাদ্য স্বরূপ। তারা নিরাপত্তা এবং ঈমানের অধিকারী।

হাদীসটি জাল।

এটি তিরমিযী (৪/৩৭৮), আহমাদ (২/২৭৮) এবং তার সূত্র হতে ইরাকী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (২/৪৬) আব্দুর রহমান ইবনু আউফের দাস মীনা হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইরাকী বলেছেন ঃ

এ হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্র হতে এটিকে চিনি না। মীনা হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাকে আবূ হাতিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমনভাবে পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে।

হাদীসটি সুয়ূতী তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আহমাদ এবং তিরমিযীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী কোন কিছুই বলেননি।

٣٥٠. (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).

৩৫০। যে মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে, সে তার যুগের ইমামকে চিনল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।

এ বাক্যে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

শাইখুল হাদীস ইবনু তাইমিয়্যা বলেন ঃ আল্লাহর কসম রসূল (ﷺ) এরূপ বলেননি। প্রসিদ্ধ হচ্ছে সেটিই যেটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ইবনু উমার (رضي الله عنه) বলেন ঃ আমি রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি ঃ

''مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً''.

"যে ব্যক্তি তার হাতকে আনুগত্য করা হতে মুক্ত করে নিল, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তার কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এমতাবস্থায় যে, তার কাঁধে বাইয়াত থাকবে না; সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।"

যাহাবী ইবনু তাইমিয়্যার বক্তব্যকে "মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ" গ্রন্থে (পৃঃ ২৮) সমর্থন করেছেন এবং তাদের দু'জনের কথাই দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

এ হাদীসটি শি'য়া ও কাদিয়ানীদের কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তারা এর দ্বারা তাদের ইমামের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়ার দলীল দিয়ে থাকে।

٣٥١. (يَا عَلِيُّ! أَنْتَ أَخِيْ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ).

৩৫১। হে আলী! তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে আমার ভাই।

হাদীসটি জাল।

এটি তিরমিযী (৪/৩২৮), ইবনু আদী (১/৫৯,১/৬৯) এবং হাকিম (৩/১৪) হাকীম ইবনু যুবায়ের সূত্রে জামী' ইবনু উমায়ের হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব।

মুবারাকপূরী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হাকীম ইবনু যুবায়ের দুর্বল, তাকে শীয়া' মতাবলম্বী দোষে দোষী করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দু'টি কারণে শুধুমাত্র হাকীমকে দোষ দেয়াটা ইনসাফের কাজ হবে না ঃ

১। তার শাইখ জামী' ইবনু উমায়ের মিথ্যার দোষে দোষী; যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন ঃ

ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি রাফেযী, হাদীস জালকারী। ইবনু নুমায়ের বলেছেন ঃ তিনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যুক ছিলেন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

২। হাকীম ইবনু যুবায়ের এককভাবে বর্ণনা করেননি, সালেম ইবনু আবী হাফসা তার মুতাবা'আত করেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার এ সনদে আরেক বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনু বিশ্‌র আল-কাহেলী রয়েছেন; তাকে ইবনু আবী শায়বা এবং মূসা ইবনু হারূণ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন ঃ যারা হাদীস জাল করেছেন, তিনি তাদের একজন।

তার এ সূত্রে হাকিমও বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ জামী' মিথ্যার দোষে দোষী এবং কাহেলী হালেক।

ইবনু আদী বলেন ঃ এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ জামী'; তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন অন্যরা তার মুতাবা'আত করেননি।

এজন্য ইবনু তাইমিয়্যা বলেন ঃ নাবী (ﷺ) কর্তৃক আলীর সাথে ভাইয়ের সম্বন্ধ সম্পর্কিত হাদীস মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর এ বক্তব্য যাহাবী "মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন (পৃ: ৩১৭)।

٣٥٢. (يَا عَلِيُّ! أَنْتَ أَخِيْ وَصَاحِبِيْ وَرَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ).

৩৫২। হে আলী! জান্নাতের মধ্যে তুমি আমার ভাই, আমার সঙ্গী এবং আমার বন্ধু।

হাদীসটি জাল।

এটি আল-খাতীব (১২/২৬৮) উসমান ইবনু আব্দির রহমান সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। উসমান ইবনু আব্দির রহমান হচ্ছেন কুরাশী। তিনি একজন মিথ্যুক, যেমনভাবে বার বার তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেন ঃ ভাইয়ের সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কিত সকল হাদীস মিথ্যা।

তাঁর এ বক্তব্য যাহাবী "মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন (পৃ: ৪৬০)।

٣٥٣. (إِنَّ اللهَ تَعَالى أَوْحَى إِلَيَّ فِي عَلِيٍّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ؛ أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ).

৩৫৩। আল্লাহ তা'আলা আলীর সম্পর্কে মে'রাজের রাতে তিনটি বিষয়ে আমার নিকট অহী করেছেন; সে মু'মিনদের সর্দার, ইমামুল মুত্তাকীন এবং উজ্জল চেহারার অধিকারীদের নেতা।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ: ২১০) মুশাজে' ইবনু আম্র হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু সুওয়াদা আন-নাখ'ঈ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ মুশাজে' এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যুক এবং তার শাইখ ঈসা ইবনু সুওয়াদাও মিথ্যুক।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৯/১২১) শুধুমাত্র ঈসার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে যথার্থ কাজটি করেননি।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেন ঃ

যে ব্যক্তির হাদীস সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা রয়েছে তার নিকটেও হাদীসটি বানোয়াট। এটিকে রসূল (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে বলাই হালাল নয়। আমাদের নাবী ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এসব গুণাবলী প্রযোজ্য নয়।

তাঁর এ বক্তব্য যাহাবী "মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন (পঃ ৪৭৩)।

٣٠٤. (خَلَقَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ مِنْ طِيْنِ الْجَابِيَةِ، وَعَجَنَهُ بِمَاءِ الْجَنَّةِ).

৩৫৪। আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে জাবীয়া নামক স্থানের মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জান্নাতের পানি দিয়ে মুদিত করেছেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (৮/১) এবং তার থেকে হাফিয ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (২/১১৯) ও যিয়া "আল-মাজমৃ'" গ্রন্থে (২/৬০) হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু রাফে' হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

এ ইসমা'ঈল ইবনু রাফে' সম্পর্কে দারাকুতনী ও অন্যরা বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইবনু আদী বলেছেন ঃ তার সকল হাদীসে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার সূত্র হতে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৯০) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। ইসমা'ঈলকে ইয়াহ্ইয়া ও আহমাদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর ওয়ালীদ তাদলীস করতেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এ ইসমা'ঈলের হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বুখারীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য, মুকারেবুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সমালোচনা সঠিক নয়। কারণ কোন ব্যক্তি নিজে নির্ভরযোগ্য হয়েও তার মুখস্থ বিদ্যায় তিনি খারাপ হতে পারেন। কখনও কখনও তার হেফয শক্তি নিতান্তই খারাপ হতে পারে। যার কারণে তার হাদীসে বেশী ভুলও সংঘটিত হয়। ফলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, এ ইসমা'ঈল এ পর্যায় ভুক্তই। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি ব্যক্তি হিসাবে সৎ ছিলেন। কিন্তু তিনি হাদীসগুলোকে উলট পালট করে ফেলতেন। ফলে তার অধিকাংশ হাদীস মুনকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, এজন্য ভাবা হত তিনি এটা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

এজন্যই তাকে একদল কিছু না বলে ছেড়ে দিয়েছেন আর অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হতে পারে বুখারীর নিকট তার বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল। নির্দোষীতার আগে ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ অগ্রাধিকার পাবে, এর ভিত্তিতে তিনি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন।

এ কারণেই ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৯৭) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার।

٣٥٥. (الصِّدِّيقُونَ ثَلاَثَةٌ: حَبِيبُ النَّجَّارُ مُؤْمِنُ آلِ(يس) الَّذِيْ قَالَ:{يَا قَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ}، وَحِزْقِيْلُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ الَّذِيْ قَالَ:{أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ}، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ).

৩৫৫। তিন ব্যক্তি হচ্ছেন সত্যবাদী। হাবীবুন নাজ্জার; ইয়াসিনের পরিবারের মু'মিন ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন ঃ "হে আমার জাতি তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর", হিযকীল; ফির'আউনের পরিবারের মু'মিন ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন ঃ "তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করছ যিনি বলেন যে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্" এবং আলী ইবনু আবী তালিব, সে হচ্ছে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

হাদীসটি জাল।

এটি সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আবূ নুয়াইম কর্তৃক "আল-মা'রিফাত" গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনু আসাকির ইবনু আবী লায়লা হতে বর্ণনা করেছেন। তার (জামে'র) ভাষ্যকার মানাবী এটিকে ইবনু মারদুবিয়া এবং দাইলামী বর্ণনা করেছেন, এ কথা বলা ছাড়া আর কিছুই বলেননি।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেছেন ঃ এ হাদীসটি মিথ্যা।

তাঁর এ বক্তব্যকে যাহাবী "মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (পৃঃ ৩০৯) সমর্থন করেছেন। তাদের দু'জনের কথাই দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

ইবনু তাহের শি'য়ী তার গ্রন্থে বলেছেন যে, এটি আহমাদের বর্ণনায় এসেছে। ইবনু তাইমিয়্যা তার বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে তার "আল-মুসনাদ" ও "আল-ফাযায়েল" গ্রন্থেও বর্ণনা করেননি। অন্য কোথাও বর্ণনা করেননি।

কুতাই'ঈ ইমাম আহমাদের "ফাযায়েলুস সাহাবা" গ্রন্থে (নং ১০৭২; পৃঃ ৪৩১-৪৩২) কুদায়মী সূত্রে আম্র ইবনু জামী'র বর্ণনা হতে বৃদ্ধি করেছেন। হাফিয ইবনু আদী বলেন ঃ এ আম্র জাল করার দোষে দোষী এবং কুদায়মী মিথ্যুক হিসাবে প্রসিদ্ধ।

٣٥٦. (النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ، وَنَظَرُ الْوَلَدِ إِلى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ إِلى عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عِبَادَةٌ).

৩৫৬। মুসহাফে (কুরআনে) দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত, সন্তান কর্তৃক পিতা মাতার দিকে দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত এবং আলী ইবনু আবী তালেবের দিকে দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুল ফুরাতী মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া ইবনে দীনার সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৩৪৬) শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন! অথচ এটি বানোয়াট, কারণ মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া জালকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ।

শেষ বাক্যটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে একদল সাহাবী হতে উল্লেখ করেছেন এবং সবগুলোকে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৩৪২-৩৪৬) বহু মুতাবা'য়াত এবং শাহেদ উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। এ জন্যই সেটিকে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যাহাবী "তালখীসুল মুসতাদরাক" গ্রন্থে (৩/১৪১) একটি শাহেদকে সহীহ্ বলেছেন। তার এ সহীহ্ বলার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা আসবে ৪৭০২ নং হাদীসের আলোচনায়।

٣٥٧. (عَلِيٌّ إِمَامُ الْبَرَرَةِ، وَقَاتِلُ الْفَجَرَةِ، مَنْصُوْرٌ مَنْ نَصَرَهُ، مَخْذُوْلٌ مَنْ خَذَلَهُ).

৩৫৭। আলী হচ্ছে নেককারদের ইমাম, পাপাচারদের হত্যাকারী, যে তাকে সাহায্য করবে সে সাহায্যপ্রাপ্ত আর যে তাকে অপমান করবে সে অপমানিত।

হাদীসটি জাল।

এটি হাকিম (৩/১২৯) এবং আল-খাতীব (৪/২১৯) আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ হাররানী সূত্রে ... বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম! এটি জাল (বানোয়াট)। এ আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে,

ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

খাতীব বাগদাদী বলেন ঃ তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন এটি তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনকার।

٣٥٨. (السُّبَّقُ ثَلَاثَةٌ: فَالسَّابِقُ إِلَى مُوْسَى يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ، وَالسَّابِقُ إِلَى عِيْسَى صَاحِبُ يَاسِيْنَ، وَالسَّابِقُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ).

৩৫৮। অগ্রগামী হচ্ছেন তিনজনঃ মূসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছেন ইউশা' ইবনু নূন, ঈসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে ইয়াসিনের সাথী এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে আলী ইবনু আবী তালিব।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১১/২) হুসাইন ইবনু আবিস সারী হতে, তিনি হুসাইন আশকার হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবনী) বলছি ঃ যদিও জাল নয় এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল, কারণ এ হুসাইন আশকার হচ্ছেন ইবনুল হাসান কূফী, তিনি চরমপন্থী শী'য়া। তার সম্পর্কে বুখারী বলেন ঃ তিনি খুবই দুর্বল। তিনি "তারীখুস সাগীর" গ্রন্থে (২৩০) আরো বলেছেন ঃ তার নিকট মুনকার রয়েছে।

উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৯০) বুখারী হতে নকল করেছেন। তিনি বলেন ঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (১/৯৭) বলেছেন ঃ কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর ইবনু আদী বলেন ঃ এমনটি নয় যে, তিনি যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সবই তার কারণে মুনকার। কখনও কখনও তার থেকে বর্ণনাকারীর পক্ষ হতেও মুনকার হয়ে থাকতে পারে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু আদী যেন তার এ কথা দ্বারা ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু আবিস সারী তিনি তার মতই। বরং তার চেয়েও বেশী দুর্বল।

যাহাবী বলেন ঃ তাকে আবূ দাউদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং হুসাইনের ভাই মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ আমার ভাই হতে আপনারা লিখবেন না, কারণ তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক। তিনি আরো বলেছেন ঃ আবূ আরূবা আল-হার্রানী আমার পিতার মামা, তিনিও মিথ্যুক। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি তাবারানীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর তার "আত-তাফসীর" গ্রন্থে (৩/৫৭০) বলেছেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার। হুসাইন আল-আশকারের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্র হতে এটি জানা যায় না। তিনি একজন শী'য়া মাতরূক।

অনুরূপ কথা মানাবী উকায়লীর উদ্ধৃতিতে এবং ইবনু হাজারও "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইবনু ওয়াইনা হতে এটির কোন ভিত্তি নেই।

٣٥٩. (كُلُّ اَحَدٍ اَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ).

৩৫৯। প্রত্যেকে তার সম্পদের ব্যাপারে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী হকদার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (৪/২৩৫/১১২) এবং তার সূত্র হতে বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (১০/৩১৯) হুশাইম সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি হিব্বান ইবনু আবী জিবিল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী এটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন এ বলে যে, এটি মুরসাল, হিব্বান তাবে'ঈনদের অন্তর্ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারীকে চিনি না। অতঃপর তাকে চিনেছি "তারীখুল বুখারী" ও অন্যান্য গ্রন্থে।

এ হাদীসটি অন্য যে সব সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ্ নয় বরং সেগুলো হয় মুনকাতি' না হয় মুরসাল।

এ হাদীস দ্বারা কেউ কেউ সন্তানদের মাঝে সমভাবে কিছু দান করা ওয়াজিব না হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। অথচ সহীহ্ হাদীসে সমভাবে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যা বুখারী এবং মুসলিম নু'মান ইবনু বাশীরের হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٦٠. (لا يَجُوزُ الْهِبَةُ إِلاَّ مَقْبُوضَةً).

৩৬০। হস্তগত করা ব্যতীত হিবা বৈধ হবে না।

মারফূ' হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি আব্দুর রায্যাক নাখ'ঈর কথা হতে বর্ণনা করেছেন; যেরূপভাবে যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৪/১২১) উল্লেখ করেছেন।

হিবা হস্তগত করা শর্ত, হাদীসে এরূপ কোন দলীল নেই।

ইমাম বুখারী তার সহীহার মধ্যে অধ্যায় রচনা করেছেন, 'অনুপস্থিত হিবা জায়েয হওয়ার বিষয়ে যিনি মতামত দিয়েছে তার অধ্যায়'। দেখুন "ফাতহুল বারী" (৫/১৬০)।

٣٦١. (إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِيْ رَحِمٍ؛ لَمْ يُرْجَعْ فِيْهَا).

৩৬১। যদি (রক্তের সম্পর্কের) আত্মীয়ের জন্য হেবা করা হয়, তাহলে তা ফিরিয়ে নেয়া যায় না।

হাদীসটি মুনকার।

এটি দারাকুতনী (পৃঃ ৩০৭), হাকিম (২/৫২) ও বাইহাক্বী (৬/১৮১) হাসান সূত্রে সামুরা ইবনু জুনদুব হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ বুখারীর শর্তানুযায়ী এটি সহীহ্।

তার ছাত্র বাইহাক্বী তার এ কথার বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ এটির সনদ শক্তিশালী নয়।

এটিই সঠিক, কারণ সামুরা হতে হাসান কর্তৃক শ্রবণ সাব্যস্ত হয়েছে কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে। তারপরও তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, কীভাবে এটি সহীহ হয়?

যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৪/১১৭) আল্লামা ইবনু আব্দিল হাদী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ এ হাদীসটির বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরশীল, কিন্তু হাদীসটি মুনকার। হাসান সূত্রে সামুরা হতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুনকার হচ্ছে এ হাদীসটি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি সহীহ্ হাদীস বিরোধী ঃ

"একমাত্র পিতা কর্তৃক পূত্রকে হিবাকৃত মাল ফিরিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে হিবাকৃত মাল ফিরিয়ে নেয়া হালাল নয়, কারণ যে হিবাকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়, সে হচ্ছে ঐ কুকুরের ন্যায় যে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বমি করে নিজের বমি নিজেই খায়।"

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (নং ২১১৯) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। "সুনান" গ্রন্থের লেখকগণও বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এটিকে সহীহ্ বলেছেন। তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম ইবনু উমার এবং ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

"ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থের ১৬২২ নাম্বারে এটির তাখরীজ করা হয়েছে।

٣٦٢. (مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَارْتَجَعَ بِهَا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ).

৩৬২। যে ব্যক্তি হিবা করল, অতঃপর তা ফিরিয়ে নিল; সেই তার বেশী হকদার, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিদান দেয়া না হবে। কিন্তু সে যেন ঐ কুকুরের ন্যায় যে তার বমিকে পুনরায় খায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (৩০৭) ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দিল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৪/১২৫) বলেছেন ঃ

আব্দুল হক তার "আল-আহকাম" গ্রন্থে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ হিসাবে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দিল্লাহ আরযামীকে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনু কাত্তান বলেন ঃ এটি আরযামীর নিকট মিথ্যুক ভাষার উপর ভিত্তি করেই পৌঁছেছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আরযামী মাতরূক; যেরূপভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

কিন্তু হাদীসটি এটির চেয়ে সঠিক সনদে বর্ণিত হয়েছে; যেটি তাবারানী (১১৩১৭) ইবনু আবী লায়লা সূত্রে আতা হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনু আবী লায়লার হেফযে ত্রুটি ছিল।

٣٦٣. (مَنْ وَهَبَ هِبَةً ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَالَمْ يُثَبْ مِنْهَا).

৩৬৩। যে ব্যক্তি হিবা করল, সেই তার বেশী হকদার, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিদান দেয়া না হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃঃ ৩০৭), হাকিম (২/৫২) এবং তার থেকে বাইহাক্বী (৬/১৮০-১৮১) দু'টি সূত্রে ওবায়দুল্লাহ ইবনু মূসা হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ

এটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ।

মানাবী "জামে'উস সাগীর"-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আমি যাহাবীর "তালখীসুল মুসতাদরাক" গ্রন্থের কপিতে তার হাতে লিখিত টীকায় দেখেছি যার আকৃতি মাওযূ'র মত।

ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এ ইসহাক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ হাশেমীর জীবনী লিখতে গিয়ে বলেছেন ঃ হাকিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

তবে মওকূফ হিসাবে এটি সাব্যস্ত হয়েছে, যেমনভাবে দারাকুতনী বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর বাণী বিরোধী ঃ "যে তার ঐ হিবাকে ফিরিয়ে নিল সে সেই কুকুরের ন্যায় যে তার বমিকে পুনরায় খায়" (বুখারী ও মুসলিম)।

٣٦٤. (مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِيْ أَرْبَعِيْنَ صَلاَةً لا يَفُوْتُهُ صَلاَةٌ؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ).

৩৬৪। যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ (ওয়াক্ত) সলাত আদায় করল এমনভাবে যে, তার নিকট হতে এক (ওয়াক্ত) সলাতও ছুটল না, তার জন্য

জাহান্নাম হতে মুক্তি ও শাস্তি হতে নাজাত লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সে মুনাফেকী হতে মুক্ত।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইমাম আহমাদ (৩/১৫৫) এবং তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২/৩২/২/৫৫৭৬) আব্দুর রহমান ইবনু আবির রিজাল সূত্রে নুবাইত ইবনু উমার হতে ... বর্ণনা করেছেন। তাবারানী বলেন ঃ

আনাস (ﷺ) হতে শুধুমাত্র নুবাইত বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবির রেজালও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দুর্বল। নুবাইতকে শুধুমাত্র এ হাদীসেই চেনা যায়। তাকে ইবনু হিব্বান "আস-সিকাত" গ্রন্থে (৫/৪৮৩) উল্লেখ করেছেন। কারণ মাজহূল বর্ণনাকারীকে তার থিওরীতে নির্ভরশীল হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে।

এ কারণেই হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৪/৮) বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ ও তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে এটিকে বর্ণনা করেছেন। এটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরশীল।

এছাড়া "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/১৩৬) মুনযেরী বলেন ঃ এটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

এটি ধারণা মাত্র, কারণ নুবাইত সহীহ্ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং ছয়টি হাদীস গ্রন্থের কোন লেখক তার থেকে বর্ণনা করেননি।

এটি দুর্বল হওয়ার কারণ এটিও যে, হাদীসটি দু'টি সূত্রে আনাস (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে। যার একটি অন্যটিকে শক্তি যোগাচ্ছে। কিন্তু নিম্নের ভাষায় মারফূ' এবং মওকূফ হিসাবে।

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করবে, তার জন্য দু'টি মুক্তি লিখা হয়। জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি এবং মুনাফেকী হতে মুক্তি"।

এ হাদীসটি তিরমিযী (১/৭) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মাজাহ্ (১/২৬৬) একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন, যার সনদটি দুর্বল এবং মুনকাতি'।

এ বাক্যের হাদীসটির সূত্রগুলো সহীহার মধ্যে (২৬৫২) বিস্তারিত আলোচনা করেছি, যা প্রমাণ করে যে, আলোচ্য হাদীসটি দুর্বল এবং মুনকার।

٣٦٥. (جَهِّزُوْا صَاحِبَكُمْ، فَإِنَّ الْفَرَقَ قَدْ كَبِدَهُ).

৩৬৫। তোমাদের সাথীকে তোমরা প্রস্তুত কর, কারণ ভীতি তার কলিজাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৩/৪৯৪) এবং তার থেকে বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (১/১/১৭৮/২) ইবনু আবিদ দুনিয়ার সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনে হামযা বুখারী হতে, তিনি তার পিতা হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তার সমালোচনা করে "আত-তালখীস" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ বুখারী এবং তার পিতা তারা দু'জন কে তা জানা যায় না। হাদীসটি বানোয়াটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তার এ বক্তব্যকে হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে ইসহাক ইবনু হামযার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমর্থন করেছেন। কিন্তু ইসহাক সম্পর্কে যা বলেছেন সে ব্যাপারে তিনি তার সমালোচনা করেছেন।

কারণ তাকে ইবনু হিব্বান "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীও তার উপর সন্তুষ্ট এবং তার প্রশংসা করেছেন, যদিও তার থেকে বর্ণনা করেননি।

٣٦٦. (جَهَنَّمُ تُحِيطُ بِالدُّنْيَا، وَالْجَنَّةُ مِنْ وَرَائِهَا، فَلِذَلِكَ صَارَ الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ).

৩৬৬। জাহান্নাম দুনিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত আর জান্নাত তার (জাহান্নামের) পিছনে। সে কারণে পুল সিরাত জাহান্নামের উপর জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা স্বরূপ হয়ে গেছে।

হাদীসটি নিতান্তই মুনকার।

এটি ইবনু মিখলাদ আত্তার "আল-মুনতাকা মিন আহাদীস" গ্রন্থে (২/৮৪/২), আবূ নোয়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (৩/৯২) এবং তার সূত্র হতে দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৭৯) মুহাম্মাদ ইবনু হামযা ইবনে যিয়াদ আত-তূসী হতে, তিনি তার পিতা হামযা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আত্তারের সূত্র হতে আল-খাতীব (২/২৯১) এবং তার থেকে যাহাবী মুহাম্মাদের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর যাহাবী বলেছেন ঃ

হাদীসটি নিতান্তই মুনকার। মুহাম্মাদ দুর্বল আর হামযা ইমাম আহমাদের নিকট মাতরূক। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তার সাথে কোন সমস্যা নেই। মাহনা বলেছেন ঃ আমি ইমাম আহমাদকে হামযা আত-তূসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ এ খাবীস হতে লিখা যাবে না।

যাহাবী মুহাম্মাদের জীবনীতে বলেন, ইবনু মান্দা বলেছেন ঃ তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦٧. (خِيَارُ أُمَّتِيْ عُلَمَاؤُهَا، خِيَارُ عُلَمَائِنَا رُحَمَاؤُهَا، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِلْعَالِمِ أَرْبَعِيْنَ ذَنْبًا قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لِلْجَاهِلِ ذَنْبًا وَاحِدًا، أَلَا وَإِنَّ الْعَالِمَ الرَّحِيْمَ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ نُوْرَهُ قَدْ أَضَاءَ يَمْشِيْ فِيْهِ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ كَمَا يُضِيْءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ).

৩৬৭। আমার উম্মাতের আলেমরা হচ্ছে সর্বোত্তম এবং আমাদের আলেমদের মধ্যে দয়াবানরা হচ্ছে সর্বোত্তম। সাবধান! অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জাহেলের একটি গুনাহ ক্ষমা করার পূর্বেই আলেমের চল্লিশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। সাবধান! দয়াবান আলেম কিয়ামত দিবসে আগমন করবেন এমতাবস্থায় যে তার নূর আলোকিত করবে যেমনভাবে সাদা তারকা আলোকিত করে এবং সে তাতে পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে চলাফিরা করবে।

হাদীসটি বাতিল।

এটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৮/১৮৮), আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১/২৩৭-২৩৮) ও "মুয়াযযিহ" গ্রন্থে (২/৬২) এবং ইবনু আসাকির "যাম্মু মান লা ইয়ামালু বি ইলমিহি" গ্রন্থে (২/৫৮) ও "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১৬/২৮/২) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক সুলামী সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মাজহূলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তার মধ্যে জাহালাত [অজ্ঞতা] রয়েছে এবং তিনি বাতিল খবর (হাদীস) নিয়ে এসেছেন। অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এবং সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২৩৫) যাহাবীর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

এটির আরো একটি সূত্র রয়েছে। সেটিকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (কাফ ১/১০৪) উল্লেখ করেছেন। যার সনদে আহমাদ ইবনু খালিদ কুরাশী রয়েছেন। তার সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তাকে চেনা যায় না এবং হাদীসটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয ইবনু হাজার তার এ কথাকে "আল-লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

যাহাবী, ইবনু হাজার এবং সুয়ূতী তারা তিন হাফিয হাদীসটি বাতিল এ মর্মে একমত হওয়ার পরেও সুয়ূতী নিজেই নিজের বিরোধিতা করে হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখিত দু'টি সূত্র হতেই উল্লেখ করেছেন।

٣٦٨. (حَامِلُ الْقُرْآنِ حَامِلُ رَايَةِ الإِسْلَامِ، مَنْ أَكْرَمَهُ؛ فَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ ، وَمَنْ أَهَانَهُ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ).

২৬৮। কুরআন বহনকারী হচ্ছে ইসলামের ঝাণ্ডা বহনকারী। যে তাকে সম্মান করল, সে যেন আল্লাহকে সম্মান করল। আর যে তাকে তুচ্ছ ভেবে অবহেলা করল, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৮৮) নিজ সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুদায়মী পর্যন্ত ... বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী এটিকে "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ২৩ নং ১১৬) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ কুদায়মী মিথ্যার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তা সত্ত্বেও তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এ বর্ণনাতেই উল্লেখ করেছেন!

এ কারণে মানাবী 'কুদায়মী জালকারী' বলে তার সমালোচনা করেছেন।

٣٦٩. (قَلِيلُ الْعَمَلِ يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ، وَكَثِيرُ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ).

৩৬৯। জ্ঞানের সাথে অল্প 'আমল উপকারী, অজ্ঞতার সাথে বেশী 'আমল উপকারী নয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আব্দিল বার "জামেউ' বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহি" গ্রন্থে (১/৪৫) মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ ইবনে ইমরান কুশায়রী সূত্রে মুয়াম্মিল ইবনু আব্দির রহমান সাকাফী হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু আব্দিস সামাদ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বানোয়াট; মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ দুর্বল।

মুয়াম্মিল ইবনু আব্দির রহমান সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ লাইয়্যেনুল হাদীস, য'ঈফুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল)।

ইবনু আদী বলেন ঃ তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ নয়।

যাহাবী আব্বাদ ইবনু আব্দিস সামাদ সম্পর্কে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

তাকে ইবনু হিব্বান দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন যার সবই জাল (বানোয়াট)।

সুয়ূতী হাদীসটি "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৪১) দাইলামীর বর্ণনা থেকে মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ হতে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ইবনু হিব্বানের বক্তব্য উল্লেখ করে হাদীসটির সমস্যার কথাও বলেছেন। যা সবে মাত্র উল্লেখ করলাম। তিনি আরো বলেছেন ঃ

বুখারী বলেন ঃ আব্বাদ ইবনু আব্দিস সামাদ মুনকারুল হাদীস। "আল-মুগনী" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ মুয়াম্মিলকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটিকে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেও জাল হিসাবে হুকুম লাগানোর পর কীভাবে তিনি তা করলেন!

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/৭) বলেছেন ঃ এটির সনদ দুর্বল। তার এ কথা প্রমাণ করে না যে, এটি জাল নয়। কারণ জাল হাদীসও য'ঈফ হাদীসেরই একটি প্রকার। অতএব কোন দ্বন্দ্ব নেই।

٣٧٠. (قِوَامُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ).

৩৭০। মানুষের মূল্যায়ন তার জ্ঞানে। যার জ্ঞান নেই তার কোন ধর্মও নেই।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুয়ূতী তার "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৬) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (৩/৭৯৬), ইবনুন নাজ্জার "যায়লু তারীখে বাগদাদ" গ্রন্থে (১০/কাফ ২/১০৯) এবং রাফে'ঈ "আখবারু কাযবীন" গ্রন্থে (৪/৯০) হারিস হতে, তিনি দাউদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

সনদটির কারণ স্পষ্ট হওয়ায় সুয়ূতী চুপ থেকেছেন। কেননা এ দাউদ হচ্ছেন ইবনুল মুহাব্বার, 'আকল' নামক গ্রন্থের রচনাকারী। যাহাবী বলেন ঃ সম্ভবত তিনি এটি রচনা করেননি।

দারাকুতনী বলেন ঃ 'আকল' গ্রন্থটি তৈরি করেছেন মায়সারা ইবনু আব্দি রাব্বিহি। অতঃপর তার থেকে দাউদ ইবনুল মুহাব্বার তা চুরি করে মায়সারার সনদ বাদ দিয়ে অন্য সনদের সাথে হাদীসগুলোকে জড়িয়ে দেন।

সুয়ূতী বলেন ঃ বাইহাক্বী হামেদ ইবনু আদাম সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হামেদ এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী ছিলেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তা সত্ত্বেও সুয়ূতী বাইহাক্বীর বর্ণনায় "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বাইহাক্বী কর্তৃক হামেদ সম্পর্কে মন্তব্যটি উল্লেখ না করেই।

এ জন্য মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ কিন্তু তিনি যদি বাইহাক্বী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সমস্যার কথাটি উহ্য না করে উল্লেখ করতেন!

٣٧١. (سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: (قَزْوِينُ)، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ، عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ).

৩৭১। তোমাদের জন্য প্রান্তসমূহের বিজয় সাধিত করা হবে এবং অচিরেই তোমাদের জন্য একটি শহরকে মুক্ত করে দেয়া হবে, যাকে বলা হয় কাযবীন। যে ব্যক্তি সেখানে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত পাহারাদার হিসাবে নিয়োজিত থাকবে, তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি স্তম্ভ হবে। যার উপর সবুজ রঙের যাবারজাদ পাথর থাকবে এবং তার উপর লাল বর্ণের ইয়াকূত পাথরের কুব্বা থাকবে। তার সত্তর হাজার স্বর্ণের দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় একটি করে হুরিয়ীনদের থেকে স্ত্রী থাকবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/১৭৯), রাফে‘ঈ "আখবারু কাযবীন" গ্রন্থে (১/৬-৭) এবং মিয্যী "তাহযীবুল কামাল" গ্রন্থে (৮/৪৪৮) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে রাবী‘ ইবনু সাবীহ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ‘আত" গ্রন্থে (২/৫৫) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট। দাউদ জালকারী তিনিই এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী। আর বর্ণনাকারী রাবী‘ হচ্ছেন দুর্বল এবং ইয়াযীদ মাতরূক।

মিয্যী "আত-তাহযীব" গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীসটি মুনকার। দাউদের বর্ণনা ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে এটিকে চেনা যায় না।

সুয়ূতী তার এ বক্তব্যকে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৪৬৩) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী দাউদের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইবনু মাজাহ তার "সুনান" গ্রন্থে বানোয়াট হাদীসটির প্রবেশ ঘটিয়ে সুনানকে দোষী করেছেন।

জাল হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি উল্লেখ করার পর রাফে‘ঈ যে কথা বলেছেন, তাতে তার কথার মূল্যায়ন কতটুকু তা জানা যায়।

তিনি বলেছেন ঃ হাদীসটি মাশহূর, দাউদ হতে কতিপয় ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনু মাজাহ্ তার "সুনান" গ্রন্থে হেফাযাত করেছেন এবং তার গ্রন্থকে হাফিযগণ তুলনা করেছেন সহীহাইন এবং আবূ দাউদের সাথে...।

٣٧٢. (مَاخَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا).

৩৭২। কোন বান্দা তার পরিবারের নিকট সেই দু' রাকা'য়াত হতে উত্তম কিছু ছেড়ে যায় না, যে দু' রাকা'য়াত যখন সে সফরের ইচ্ছা করে তখন তাদের (পরিবারের) নিকট আদায় করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আবী শায়বাহ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/১০৫/১) মুত'ঈম ইবনুল মিকদাম হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "মুয়ায্যিহ" গ্রন্থে (২/২২০-২২১) এবং ইবনু আসাকিরও তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১৬/২৯৭/২) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য, কিন্তু এটি মুরসাল। কারণ মুত'ঈম তাবে'ঈ তিনি সাহাবী নন।

٣٧٣. (لا تَبْكُوْا عَلَى الدِّيْنِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوْا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ).

৩৭৩। যখন ধর্মের নেতৃত্ব দিবে তার উপযুক্ত ব্যক্তি তোমরা তখন তার জন্য কাঁদবে না। কিন্তু যখন তার নেতৃত্ব দিবে অনুপযুক্ত ব্যক্তি তখন তোমরা তার জন্য কাঁদো।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আহমাদ (৫/৪২২) এবং হাকিম (৪/৫১৫) আব্দুল মালেক ইবনু আম্র আকাদী সূত্রে কাসীর ইবনু যায়েদ হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন! এটি তাদের দু'জনের ধারণা মাত্র। কারণ যাহাবী নিজে এ দাউদের জীবনীতে বলেছেন ঃ তিনি হেজাজী, তাকে চেনা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার যাহাবীর এ কথাকে "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। অতএব কীভাবে এটি সহীহ্?

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৫/২৪৫) বলেছেন ঃ হাদীসটি ইমাম আহমাদ এবং তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" ও "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে একই সনদে বর্ণনা করেছেন। তাতে কাসীর ইবনু যায়েদ রয়েছেন, আহমাদ এবং অন্যরা তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর নাসাঈ ও অন্যারা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু এ সনদে রয়েছেন আহমাদ ইবনু রুশদীন মিসরী। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। যেরূপভাবে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ৪৭ নং হাদীসে।

٣٧٤. (نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيْرَيْنِ يَقُوْدُهُمَا).

৩৭৪। তিনি পুরুষ ব্যক্তিকে তার দু' উটের মাঝে চলে (হেঁটে) উট দু'টিকে পরিচালনা করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৪/২৮০) মুহাম্মাদ ইবনু সাবেত বুনানী সূত্রে তার পিতা হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ মুহাম্মাদকে নাসাঈ দর্বুল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি দুর্বল।

٣٧٥. (نَهَى اَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْاَتَيْنِ).

৩৭৫। তিনি পুরুষ ব্যক্তিকে দু' মহিলার মাঝে চলতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ দাঊদ (২/৩৫২), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১২৬), হাকিম (৪/২৮০), খাল্লাল "আম্‌র বিল মা'রূফ" গ্রন্থে (২/২২) এবং ইবনু আদী (৩/৯৫৫) দাউদ ইবনু আবী সালেহ্ সূত্রে নাফে' হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ দাউদ ইবনু আবী সালেহ্ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে এমনটিই বলেছেন, অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছন। মুনযেরী "মুখতাসারুস সুনান" গ্রন্থে (৮/১১৮) বলেন ঃ

ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের থেকে জাল হাদীস বর্ণনাকারী। এমনকি তিনি তা যেন ইচ্ছাকৃতই করতেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আবূ যুর'য়াহ বলেন ঃ তাকে একমাত্র এ হাদীসের মাধ্যমেই চিনি। তিনি মুনকার।

বুখারী তার "তারীখুস সাগীর" গ্রন্থে (১৮৭) এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তার হাদীসের অনুসরণ করা যায় না। অনুরূপ কথা উকায়লীও বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তাকে একমাত্র এ হাদীসের মাধ্যমেই চেনা যায়।

আব্দুল হক "আল-আহকাম" গ্রন্থে (১/২০৫) তার অনুকরণ করেছেন, অতঃপর বলেছেন ঃ হাদীসটির অন্য ভাষা রয়েছে ...। যেটি উল্লেখ করেছেন আবূ আহমাদ ইবনু আদী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি ইউসুফ ইবনু গারাক সূত্রে দাউদ হতে বর্ণিত হয়েছে। এ ইউসুফ মিথ্যুক, যেমনভাবে তার সম্পর্কে ১৯৩ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٧٦. (الأَقْرَبُوْنَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوْفِ).

৩৭৬। নিকটজনরা উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার।

এ বাক্যে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনভাবে সে দিকে সাখাবী "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে (পৃ: ৩৪) ইঙ্গিত করেছেন।

তাদের কেউ ধারণা করেছেন যে, এটি আয়াত! কিন্তু কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

{قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ} البقرة: ٢١٥.

অর্থ ঃ "আপনি বলে দিন তোমরা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য উত্তম যা খরচ করবে" (সূরা বাকারা: ২১৫)।

٣٧٧. (آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ؛ يُقَالُ لَهُ: جُهَيْنَةُ فَيَسْأَلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ يُعَذَّبُ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ. فَيَقُوْلُوْنَ: عِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِيْنُ).

৩৭৭। জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি সব শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে বলা হবে ঃ জুহাইনা। অতঃপর তাকে জান্নাতীরা জিজ্ঞাসা করবে ঃ আর কেউ কী অবশিষ্ট রয়েছে যাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? সে (উত্তরে) বলবে ঃ না। অতঃপর তারা (জান্নাতীরা) বলবে ঃ জুহাইনার নিকট সত্য সংবাদ।

হাদীসটি জাল।

এটি মুহাম্মাদ ইবনু মুজাফ্ফার "গারায়েবে মালেক" গ্রন্থে (২/৭৬) এবং দারাকুতনী "আল-গারায়েব" গ্রন্থে জামি' ইবনু সাওয়াদা সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ হাদীসটি বাতিল, জামি' দুর্বল। আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল মালেক ইবনুল হাকামও অনুরূপ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুয়ূতী "যায়লুল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে দারাকুতনী সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনু আররাকও তার অনুসরণ (২/৩৯৯) করেছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আল-খাতীবের বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন! অথচ আল-খাতীব এবং দারাকুতনী উভয়ের সূত্র এক।

٣٧٨. (اتَّبِعُوْا الْعُلَمَاءَ؛ فَإِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيَا، وَمَصَابِيْحُ الآخِرَةِ).

৩৭৮। তোমরা আলেমদের অনুসরণ কর, কারণ তারা হচ্ছে দুনিয়ার চেরাগ এবং আখেরাতের প্রদীপ।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৩৯) কাসিম ইবনু ইব্‌রাহীম মালতী সূত্রে লুওয়াইন আল-মাসীসী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী হাদীসটিকে "যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৩৯) উল্লেখ করা সত্ত্বেও "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, কাসেম ইবনু ইব্‌রাহীম মালতি সম্পর্কে দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

আল-খাতীব বলেন ঃ তিনি (কাসিম) লুওয়াইন হতে এবং তিনি মালেক হতে আশ্চর্যজনক বাতিল হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন।

٣٧٩. (إذا أتى عليّ يومٌ لا أزدادُ فيه علما يقرّبني إلى الله تعالى؛ فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم).

৩৭৯। যদি আমার নিকট এমন কোন দিন আসে যে দিনে এরূপ জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারলাম না যা আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিত। তাহলে সে দিনের সূর্যোদয় হতে আমাকে কোন বরকত দেয়া হলো না।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু রাহওয়াই তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/২৪/২), ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (কাফ ২/১৬১), আবুল হাসান ইবনুস সালত 'ইবনু আব্দিল আযীয হাশেমী' হতে বর্ণিত তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/২), আবূ নু'মাইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৮/১৮৮), আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৬/১০০), ইবনু আব্দিল বার (১/৬১) এবং তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২/১১৫/১/ ৬৭৮০) বিভিন্ন সূত্রে হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'মাইম বলেন ঃ হাদীসটি যুহ্‌রী হতে গারীব। হাকাম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে খাত্তাফ (কেউ কেউ বলেছেন ঃ ইবনু সা'দ) আবূ সালমা আল-হিমসী। তিনি মিথ্যুক যেমনভাবে আবূ হাতিম বলেছেন। ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২৩৩) হাদীসটি আল-খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

সূরী বলেন ঃ এটি মুনকার, এটির কোন ভিত্তি নেই, হাকাম ছাড়া অন্য কেউ যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেননি। হাকাম সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২০৯) বলেন ঃ দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। তিনি যুহ্‌রীর মাধ্যমে ইবনুল মুসায়য়্যাব হতে পঞ্চাশটির মত হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। অতঃপর সুয়ূতী বলেছেন ঃ আবূ

‘আলী হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন মাকরী হাদীসটি তার “জুযউ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যে সনদটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেটির মধ্যেও রয়েছেন হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ। তিনিই হচ্ছেন আবূ সালমা আল-হিমসী।

সুয়ূতী হাদীসটি জাল (বানোয়াট) এ কথা স্বীকার করার পরেও “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন!

٣٨٠. (إِذَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ لَمْ أَزْدَدْ فِيْهِ خَيْراً؛ فَلاَ بُوْرِكَ لِيْ فِيْهِ).

৩৮০। যদি আমার নিকট এমন কোন দিন আসে যে দিনে কল্যাণময় কিছু বৃদ্ধি করতে পারলাম না, তাহলে তাতে আমাকে বরকত দেয়া হলো না।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী ও ইবনু হিব্বান “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে (১/৩৩৫) সুলায়মান ইবনু বাশ্‌শার সূত্রে সুফিয়ান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদটি জাল। যাহাবী বলেন ঃ

সুলায়মান ইবনু বাশ্‌শার হাদীস জাল করার দোষে দোষী। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে অগণিত হাদীস জাল করেছেন। তাকে ইবনু আদী খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

অতঃপর তার কতিপয় ওয়াহিয়াত (নিতান্তই দুর্বল হাদীস) উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

ইবনু আদী সুলায়মান ইবনু বাশশারের জীবনীতে মু‘য়াল্লাক হিসাবে এ হাদীসটি (২/১৬১) উল্লেখ করেছেন। যার সনদে হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ আয়লী রয়েছেন। এ হাকামই পূর্বের হাদীসের হাকাম এবং তিনি মিথ্যুক।

বলা হয়েছে যে, তিনি অন্য হাকাম, হিমসী নন। অন্য হাকাম হলেও এ আয়লীও মিথ্যুক, যেমনভাবে “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলা হয়েছে।

٣٨١. (لَيْسَ مِنْ أَخْلاَقِ الْمُؤْمِنِ الْمَلَقُ؛ إِلاَّ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ).

৩৮১। জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া মু‘মিনের চরিত্রের মধ্যে হিংসা ও তোষামোদী থাকতে পারে না।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/৮৪) এবং সিলাফী “মুনতাখাব মিন উসূলিস সিরাজিল লুগাবী” গ্রন্থে (১/৯৭/২) হাসান ইবনু ওয়াসিল হতে, তিনি খুসায়েব ইবনু যাহ্‌দার হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ খুসায়েব হচ্ছেন হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বুখারী "তারীখুস সাগীর" গ্রন্থে (১৯৭) বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

নাসাঈ "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১১) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার থেকে বর্ণনাকারী হাসান ইবনু ওয়াসিলও তার ন্যায়। তাকে বলা হয় হাসান ইবনু দীনার। তাকে আহমাদ, ইয়াহ্ইয়া, আবূ হাতিম প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তার জীবনীতে যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২১৯) ইবনু আদীর সূত্রেই উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ এটির সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন খুসাইব; তাকে শু'বা, কাত্তান, ইবনু মাঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

তার এ বক্তব্যকে সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১৯৭) সমর্থন করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে বাইহাক্বীর সূত্রে হাদীসটি এ মিথ্যুক খুসায়েব থেকেই উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটির আরো একটি সূত্র রয়েছে। ইবনু আদী (২/২৪০) ফেহের ইবনু বিশ্র হতে, তিনি উমার ইবনু মূসা ওয়াজীহি হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

উমার ইবনু মূসা ওয়াজীহি হাদীসের ভাষা এবং সনদ জালকারীদের অন্যতম।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ফেহের ইবনু বিশ্রকে চেনা যায় না, যেমনভাবে ইবনু কাত্তান বলেছেন এবং হাফিয "আল-লিসান" গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

٣٨٢. (لا حَسَدَ، ولا مَلَقَ؛ إلاَّ فِيْ طَلَبِ العِلْمِ).

৩৮২। জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া হিংসা এবং তোষামোদী থাকতে পারে না।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৩৬৫), আল-খাতীব (১৩/২৭৫) আম্র ইবনুল হুসাইন কিলাবী সূত্রে ইবনু 'আলাসা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আদী বলেছেন ঃ

এটি মুনকার, আওযা'ঈ থেকে ইবনু 'আলাসা ছাড়া অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২১৯) ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

ইবনু 'আলাসা হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে 'আলাসা। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১৯৭-১৯৮) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

ইবনু 'আলাসাকে ইবনু মা'ঈন ও অন্যরা নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। এ হাদীসের সমস্যা হচ্ছে আম্‌র ইবনুল হুসাইন। কারণ তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক, যেমনভাবে খাতীব বাগদাদী বলেছেন।

যখন মিথ্যুক হতে সনদটি খালী নয়, তখন এ সমালোচনার কোন উপকারিতা নেই।

সুয়ূতী হাদীসটির একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন। যার সনদের উপর কথা বলেননি। অথচ তাতে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে চেনা যায় না। সেটি হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি ঃ

٣٨٣. (مَنْ غَضَّ صَوْتَهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ؛ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوَى مِنْ أَصْحَابِيْ، وَلاَ خَيْرَ فِي التَّمَلُّقِ وَالتَّوَاضُعِ؛ إِلاَّ مَا كَانَ فِي اللهِ، أَوْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ).

৩৮৩। যে ব্যক্তি তার উঁচু স্বর আলেমদের নিকট নীচু করবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সাথীদের মধ্য হতে ঐ সব ব্যক্তিদের সাথে থাকবে যাদেরকে পরহেজগারিতার জন্য আল্লাহ্ নির্বাচিত করে নিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বা জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া তোষামোদী ও নম্রতায় কোনই কল্যাণ নেই।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে ইবনুস সুন্নীর সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যার একজন আরেক জনের উর্ধ্বে। বর্ণনাকারী কাত্তানের পরে 'আমের ইবনু সায়য়ার ছাড়া অন্য কাউকে চিনি না। ইবনু আবী হাতিম (৩/১/৩২২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ এটি মাজহূল।

হাদীসটির সনদে যে বলা হয়েছে ইবনুস সাবাহ, তিনি হচ্ছেন মুসান্না ইয়ামানী। তিনিই যদি হন, তাহলে তিনি দুর্বল। তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, ইবনুস সাবাহ ভুল। সঠিক হচ্ছে আবুস সাবাহ যেমনভাবে ইবনু আদীর "আল-কামিল" গ্রন্থে (৫/১৯৬৬) এসেছে। তিনি হচ্ছেন আব্দুল গফূর ইবনু আব্দিল আযীয আবুস সাবাহ ওয়াসেতী ।

তার জীবনীর শেষাংশে তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তার হাদীসে দুর্বলতা স্পষ্ট এবং তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তিনিই। বিশেষ করে বুখারী "তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২/১২৭) বলেছেন ঃ মুহাদ্দিসগণ তাকে গ্রহণ করেননি (পরিত্যাগ করেছেন)। তিনি মুনকারুল হাদীস।

একই অর্থে "তারীখুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৪) বলেছেন ঃ মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

٣٨٤. (لاَ يَتْرُكُ اللهُ أَحَداً يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ).

৩৮৪। জুম'আর দিবসে আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।

হাদীসটি জাল।

এটি আবুল কাসিম শাহারযূরী "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/১৮০) এবং খাতীব বাগদাদী (৫/১৮০) আহমাদ ইবনু নাস্র ইবনে হাম্মাদ ইবনে আজলান সূত্রে তার পিতা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী এ আহমাদের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। অথচ তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

যাহাবী তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি নিতান্তই মুনকার খবর (হাদীস) নিয়ে এসেছেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যেন তিনি তাকে এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যুকের দোষে দোষী করছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। তাতে আমার নিকট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ তার পিতা নাস্র ইবনু হাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

তার কথাটি উল্লেখ করাই উত্তম। এর পরেও হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে স্থান পেয়েছে!

আনাস (রাঃ) হতে হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। সেটিও বানোয়াট, যেরূপভাবে ২৯৭ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে ।

٣٨٥. (لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ).

৩৮৫। হারাম কখনও হালালকে (বস্তুকে) হারাম বানাতে পারে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/২২৬), দারাকুতনী (১৪২), বাইহাক্বী (৭/১৬৮) এবং খাতীব বাগদাদী (৭/১৮২) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার সূত্রে নাফে' হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল, আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের কারণে। তিনি হচ্ছেন উমারী আল-মুকাব্বার, তিনি দুর্বল।

٣٨٦. (يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لِلدُّنْيَا: يَا دُنْيَا! مُرِّيْ عَلَى أَوْلِيَائِيْ، وَلَا تَحْلَوْلِيْ لَهُمْ فَتَفْتِنِيْهِمْ).

৩৮৬। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে বললেন ঃ হে দুনিয়া! তুমি আমার বন্ধুদের জন্য তিতা হও। তুমি তাদের জন্য মিঠা হয়ে তাদেরকে ফেতনায় ফেলো না।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ আব্দির রহমান সুলামী "তাবাকাতুস সূফিয়া" গ্রন্থে (পৃঃ ৮-৯) বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে দাইলামী (৪/২১৮) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে বর্ণনাকারী আবূ জা'ফার আর-রাযী এবং হুসাইন ইবনু দাউদ আল-বালখী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। আবূ জা'ফার আর-রাযী সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ আমি তাকে চিনি না। কিন্তু তিনি বাতিল খবর নিয়ে এসেছেন। তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

হুসাইন ইবনু দাউদ বালখীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে খাতীব বাগদাদী "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৮/৪৪) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। তিনি একটি কপি ইয়াযীদ ইবনু হারূণ হতে, তিনি হুমায়েদ হতে, তিনি আনাস হতে বর্ণনা করেছেন। যার অধিকাংশই বানোয়াট।

অতঃপর তার অন্য একটি হাদীস এ সনদে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি হুসাইন ফুযায়েল হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে জাল।

তার সূত্রেই কাযা'ঈ এ হাদীসটি "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/১১৭) বর্ণনা করেছেন।

٣٨٧. (مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ؛ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ).

৩৮৭। হালাল এবং হারাম একত্রিত হয় না, তবে হলে হারামই প্রাধান্য বিস্তার করে।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল মিনহাজ" গ্রন্থে বলেন ঃ **এটির কোন ভিত্তি নেই।** হাদীসটিকে মানাবী "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে তা সমর্থন করেছেন।

হানাফী ফকীহগণ এ হাদীস দ্বারা যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম হওয়ার দলীল দিয়েছেন। যুক্তির দিক দিয়ে যদিও সিদ্ধান্ত টি সঠিক, কিন্তু এরূপ বাতিল হাদীস দ্বারা তার জন্য দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

٣٨٨. (لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ).

৩৮৮। হারাম পন্থা হারাম করতে পারে না, কিন্তু হালাল বিবাহের মাধ্যমে যা হয় তা হারাম করে দেয়।

হাদীসটি বাতিল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৭৩/২), ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/২৮৭), ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/৯৯), দারাকুতনী (পৃঃ ৪০২) এবং বাইহাক্বী (৭/২৬৯) মুগীরা ইবনু ইসমা'ঈল ইবনে আইউব ইবনে সালামা সূত্রে উসমান ইবনু আব্দির রহমান যুহ্‌রী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন ঃ উসমান ইবনু আব্দির রহমান ওকাসী এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল। কথাটি ইবনু মা'ঈন এবং অন্যান্য হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যুক। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

আব্দুল হক "আল-আহকাম" গ্রন্থে (কাফ ২/১৩৮) এবং হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৪/২৬৯) বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার থেকে বর্ণনাকারী মুগীরা ইবনু ইসমা'ঈল মাজহূল; যেমনভাবে যাহাবী বলেছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/৪১৮) মুগীরা ইবনু ইসমা'ঈল সূত্রে উমার ইবনু মুহাম্মাদ যুহ্‌রী হতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আমার পিতা বলেছেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল। মুগীরা এবং এ উমার তারা উভয়েই মাজহূল।

শাফে'য়ীগণ এ হাদীস দ্বারা যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয, এ মর্মে দলীল দিয়েছেন, অথচ হাদীসটি বাতিল।

٣٨٩. (لَوْ أَذِنَ اللهُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي التِّجَارَةِ؛ لاَتَّجَرُوْا بِالْبَزِّ وَالْعِطْرِ).

৩৮৯। যদি জান্নাতীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা করার অনুমতি দিতেন; তাহলে তারা সুতী কাপড়ের এবং আতরের ব্যবসা করত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (২২৯), তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৫) এবং "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৩৫/১), আবূ নু'মাইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (১০/৩৬৫), আবূ আব্দির রহমান সুলামী "তাবাকাতুস সূফিয়া" গ্রন্থে (পৃঃ ৪১০), আবূ উসমান আন-নুজায়রী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৩/১), মাক্কী আল-মুয়ায্যিন তার "আল-হাদীস" গ্রন্থে (২/২৩০) এবং ইবনু আসাকির (১৪/৩৩৭/১) আব্দুর রহমান ইবনু আইউব সাকুনী আল-হিমসী সূত্রে আত্তাফ ইবনু খালিদ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তাবারানী বলেন ঃ ইবনু আইউব এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না জায়েয। হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

উকায়লী হাদীসটির শেষে বলেন ঃ তার অনুসরণ করা যায় না।

অতঃপর বলেছেন ঃ এটি নাফে' হতে মাহফূজ নয়, মাজহূল সনদে এটি বর্ণনা করা হয়েছে।

٣٩٠. (لَوْ تَبَايَعَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَلَنْ يَتَبَايَعُوْا؛ مَا تَبَايَعُوْا إِلاَّ بِالْبَزِّ).

৩৯০। জান্নাতীরা যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করত, তাহলে তারা সূতী কাপড়ের ব্যবসা করত, কিন্তু তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি উকায়লী (২২৯) এবং অনুরূপভাবে আবূ ই'য়ালা (১/১০৪/১১১) ইসমা'ঈল ইবনু নূহ হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে ... বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ হাদীসটির সনদ মাজহূল, এর কোন সহীহ্ সনদ নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইসমা'ঈল ইবনু নূহ মাতরূক; যেমনভাবে আযদী বলেছেন এবং হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে তার অনুসরণ (১০/৪১৬) করেছেন।

٣٩١. (هَذِهِ يَدٌ لاَ تَمَسُّهَا النَّارُ).

৩৯১। এ হাতকে আগুন স্পর্শ করবে না।

(সা'দ ইবনু আবূ মু'য়ায আনসারীর হাতকে চুমু খেয়ে রসূল (ﷺ) উক্ত কথাটি বলেন ঃ)

হাদীসটি দুর্বল।

এটি খাতীব বাগদাদী (৭/৩৪২) মুহাম্মাদ ইবনু তামীম আল-ফিরইয়াবী সূত্রে হাসান হতে ... বর্ণনা করেছেন। (এটি তাবূক যুদ্ধের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত)।

আল-খাতীব বলেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল। কারণ সা'দ ইবনু মু'য়ায তাবূক যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন না। তিনি বানূ কুরাইযার যুদ্ধের পর মারা যান।

মুহাম্মাদ ইবনু তামীম আল-ফিরইয়াবী হচ্ছেন মিথ্যুক, তিনি হাদীস জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আল-খাতীব বলেছেন ঃ সা'দ হচ্ছেন ইবনু মু'য়ায, আওস গোত্রের সর্দার বিশিষ্ট সাহাবী। ইবনু হাজার তার বিরোধিতা করে "আল-ইসাবার" মধ্যে বলেছেন ঃ তিনি অন্য কেউ। অতঃপর বলেছেন ঃ হাদীসটি আল-খাতীব "আল-মুত্তাফাক" গ্রন্থে দুর্বল সনদে এবং আবূ মূসা "আয-যায়ল" গ্রন্থে হাসান হতে মাজহূল সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৫১) খাতীব বাগদাদীর কথার উপর নির্ভর করে উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৫৪) ইবনু হাজারের বক্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

আব্দুল হাই কাত্তানী "তারাতীবুল ইদারিয়া" গ্রন্থে (২/৪২-৪৩) বলেছেন ঃ ঘটনাটি আশ্চর্যজনক, রসূল (ﷺ) একজন সাহাবীর হাতে চুমু দিয়েছেন...।

যে ঘটনা সাব্যস্তই হয়নি, সে ঘটনায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

٣٩٢. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً؛ يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؛ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُدِيْمُوْنَ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى؟ هَذَا بَابُكُمْ، فَادْخُلُوْهُ بِرَحْمَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ).

৩৯২। জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। যখন কিয়ামত দিবস সংঘটিত হবে, তখন একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবে ঃ কারা সে সব ব্যক্তিরা যারা সলাতুয যুহা সর্বদা আদায় করেছিলে? এটি আপনাদের দরজা। অতএব আল্লাহর রহমতে আপনারা এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/৫৯/১), আবূ হাফস সাইরাফী তার "আল-হাদীস" গ্রন্থে (১/২৬৩), অনুরূপভাবে ইবনু লাল তার "আল-হাদীস" গ্রন্থে (১/১১৬) এবং নাস্‌র আল-মাকদেসী "আল-মাজলিস (১২১) মিনাল আমালী" গ্রন্থে (২/২) সুলায়মান ইবনু দাউদ ইয়ামামী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া হতে সুলায়মান ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। কারণ এ ইয়ামামী মাতরূক। তার সূত্র হতে হাকিম তার "সলাতুয যুহা অংশে" বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে "যাদুল মা'য়াদ" গ্রন্থে (১/১২৯-১৩৪) এসেছে।

হাদীসটির আরেকটি সমস্যা আছে। সেটি হচ্ছে ইবনু আবী কাসীর হতে আন্ আন্ শব্দে বর্ণিত হয়েছে, কারণ তিনি তাদলীস করতেন।

মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে-(১/২৩৭) হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

٣٩٣. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً؛ يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، فَمَنْ صَلَّى الضُّحَى؛ حَنَّتْ إِلَيْهِ صَلَاةُ الضُّحَى؛كَمَا يَحِنُّ الْفَصِيْلُ إِلَى أُمِّهِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَسْتَقْبِلُهُ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ).

৩৯৩। জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। যে ব্যক্তি সলাতুয যুহা পড়বে, সলাতুয যুহা তার নিকটবর্তী হয়ে আসবে, যেরূপভাবে শিশু তার মায়ের

নিকটবর্তী হয়। এমনকি সে (সলাত) তাকে অভিনন্দন জানিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (১৪/৩০৬-৩০৭) ইয়াহ্ইয়া ইবনু শাবীব ইয়ামানী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব ইবনু শাবীবের জীবনীতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তার তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

٣٩٤. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا؛ يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، لا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى).

৩৯৪। জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। সেটি দিয়ে প্রবেশ করবে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যে সলাতুয যুহাকে সর্বদা হেফাযাত করেছে।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী পূর্বের হাদীসটির সনদেই বর্ণনা করেছেন। ইবনু আসাকির উভয়টিকে একই হাদীসের মধ্যে মিলিয়ে আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে সুয়ূতীর "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (১/৫৮) এসেছে। অতঃপর চুপ থেকেছেন!

সলাতুয যুহার ফযীলত সম্পর্কে সহীহ্ হাদীস এসেছে, যা আমাদেরকে এরূপ বাতিল হাদীস হতে মুক্ত রাখতে পারে।

٣٩٥. (إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً مُوَكَّلِيْنَ بِأَبْوَابِ الْجَوَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَسْتَغْفِرُوْنَ لأَصْحَابِ الْعَمَائِمِ الْبِيْضِ).

৩৯৫। জুম'আর দিবসে জামে মসজিদগুলোর গেটে আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ থাকেন। তারা সাদা পাগড়ীধারীদের জন্য ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকেন।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী উপরের হাদীস দু'টোর সনদেই বর্ণনা করেছেন। আমি অবহিত হয়েছি যে, এটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু শাবীব ইয়ামামী কর্তৃক তৈরিকৃত।

খাতীব বাগদাদীর সূত্র হতে ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/১০৬) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

ইয়াহ্ইয়া হুমায়েদ এবং অন্যদের থেকে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৭) তার কথাকে শক্তি যুগিয়েছেন একথা বলে যে, "আল-মীযান" গ্রন্থে যাহাবী বলেছেন ঃ এটি সে সবের একটি যেটিকে ইয়াহ্ইয়া হুমায়েদের উদ্ধৃতিতে তৈরি করেছেন।

তার এ কথাকে ইবনু আররাক (২/২৩৬) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির আরেকটি সূত্র আমি পেয়েছি; যেটি আবূ আলী কুশাইরী হার্রানী "তারীখুর রিক্কা" গ্রন্থে (কাফ ২/৩৮) আবূ ইউসুফ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ সাইদালানী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্বাস ইবনু কাসীর হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিনি আব্বাসের জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন অথচ তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আবূ ইউসুফ সাইদালানীর জীবনী কে রচনা করেছেন পাচ্ছি না। তিনি অথবা তার শাইখ এ সূত্রটির সমস্যা।

পাগড়ী সংক্রান্ত বিষয়ে 'রসূল (ﷺ) পাগড়ী পরেছেন' এতটুকু ছাড়া অন্য কিছুই সহীহ্ নয়। ১২৭ এবং ১২৯ নম্বরে পাগড়ীর হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٧٦. (فَضْلُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الَّذِي لَمْ يَحْمِلْهُ؛ كَفَضْلِ الْخَالِقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ).

৩৭৬। কুরআন বহনকারীর ফযীলত (প্রাধান্য) তাকে বহন নাকারীর উপর এমনই, যেমন সৃষ্টিকর্তার প্রাধান্য সৃষ্টির উপরে।

হাদীসটি মিথ্যা।

এটি দাইলামী (২/১৭৮/১-২) মুহাম্মাদ ইবনু তামীম আল-ফিরইয়াবী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন "আয-যাইল" গ্রন্থে (পৃঃ ৩২), অতঃপর বলেছেন ঃ হাফিয ইবনু হাজার "যাহরুল ফিরদাউস" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটি মিথ্যা। আমি (সুয়ূতী) বলছি ঃ এটির সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু তামীম।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ অতঃপর সুয়ূতী এ কথাটি ভুলে গেছেন, যার ফলে তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এ মুহাম্মাদ ইবনু তামীম সম্পর্কে আল-খাতীব বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।

হাকিম বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, খাবীস।

আবূ নু'মাইম বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, জালকারী।

٣٩٧. (إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ؛ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ).

৩৯৭। যখন তারকারাজী উদিত হয়, তখন অসিদ্ধতা প্রতিটি দেশবাসীর নিকট হতে উঠিয়ে নেয়া হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান "কিতাবুল আসার" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৯) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমাদেরকে এ হাদীসটি আবূ হানীফা (রহঃ) শুনিয়েছেন...।

আবূ হানীফা (রহঃ)-এর সূত্র হতেই সাকাফী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৩/১২/১) বর্ণনা করেছেন, অনুরূপভাবে তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ২০) এবং "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৪০/২) এবং তার থেকে আবূ নু'মাইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১২১) বর্ণনা করেছেন।

একমাত্র আবূ হানীফা (রহঃ) ছাড়া হাদীসটির সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তাকে হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল বলেছেন ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনু আদী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ।

এ কারণেই ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে তার জীবনীতে শুধুমাত্র বলেছেন ঃ তিনি প্রসিদ্ধ ফাকীহ।

হ্যাঁ, তার মুতাবা'য়াত করেছেন ইসল ইবনু সুফিয়ান আতা হতে, কিন্তু সেটিও দুর্বল। ভাষাতেও পার্থক্য রয়েছে। ''إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ؛ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ'' 'যখন ভোরের তারকা উদিত হয়, তখন অসিদ্ধতা উঠিয়ে নেয়া হয়।'

এটি ইমাম আহমাদ (২/৩৪১-৩৮৮), তাহাবী "মুশকিলুল আসার" গ্রন্থে (৩/৯২), তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে এবং উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৪৭) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

ইসল ইবনু সুফিয়ানের হাদীসে সন্দেহ আছে। বুখারী বলেন ঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হাদীস দু'টির ভাষায় পার্থক্য থাকার কারণে একটি অন্যটিকে শক্তি যোগাতে পারছে না, এছাড়া উভয়টিই দুর্বল।

٣٩٨. (لاَ تَسُبُّوْا قُرَيْشًا، فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلأُ طِبَاقَ الأَرْضِ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ أَوَّلَهَا عَذَابًا أَوْ وَبَالاً، فَأَذِقْ آخِرَهَا نَوَالاً).

৩৯৮। তোমরা কুরাইশদের গালী দিও না, কারণ তাদের আলেম যমীনকে জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়। হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রথমাংশকে শাস্তি বা বিপদের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছ, অতএব তাদের শেষাংশকে বখশীশের স্বাদ গ্রহণ করাও।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তায়ালিসী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১৯৯) বর্ণনা করেছেন। তায়ালিসীর সূত্র হতে আবূ নু'মাইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৬/২৯৫, ৯/৬৫) এবং তার থেকে আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (২/৬০-৬১), ইবনু আসাকির (১৪/৪০৯/২) এবং হাফিয ইরাকী "মাহাজ্জাতিল কুরবি ইলা মাহাব্বাতিল আরাব" গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি অত্যন্ত দুর্বল। বর্ণনাকারী নায্র ইবনু হুমায়েদ সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৪/৪৭৭/১) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

আরেক বর্ণনাকারী জারূদকে আমি চিনি না। "কাশফুল খাফা" গ্রন্থে (২/৫৩) [তার আসল "আল-মাকাসিদ" গ্রন্থের অনুসরণ করে (২৮১/৬৭৫)] এসেছে ঃ তিনি মাজহূল।

এছাড়া হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই সহীহ্ নয়। এমনকি মিথ্যুক বর্ণনাকারীও রয়েছে।

তবে হাদীসটির শেষাংশ ''اللهم إنك أذقت ... نوالا'' এ অংশটুকু সহীহ। এ অংশটুকু তিরমিযী, আহমাদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

অন্য সূত্রের বর্ণনাকারী ফাহাদ ইবনু আউফ সম্পর্কে ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। মুসলিম এবং ফাল্লাস তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

٣٩٩. (اللَّهُمَّ اهْدِ قُرَيْشاً، فَإِنَّ عِلْمَ الْعَالِمِ مِنْهُمْ يَسَعُ طِبَاقَ الأَرْضِ، اللَّهُمَّ أَذَقْتَ أَوَّلَهَا نَكَالاً، فَأَذِقْ آخِرَهَا نَوَالا).

৩৯৯। হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের হেদায়েত দান কর, কারণ তাদের একজন আলেমের জ্ঞান যমীনের স্তরগুলোকে ঘিরে ফেলে। হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রথমাংশকে বিপদের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছ, অতএব তাদের শেষাংশকে বখশীশের স্বাদ গ্রহণ করাও।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (৮/২) এবং আবূ নু'মাইম (৯/৬৫) ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম সূত্রে আতা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব (২/৬০-৬১) এবং তার থেকে ইরাকী "মাহাজ্জাতুল কুরবি.." গ্রন্থে ইবনু আইয়াশ সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু ওবাইদিল্লাহ হতে, তিনি ওয়াহাব ইবনু কায়সান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদ দু'টি খুবই দুর্বল। ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম এবং আব্দুল আযীয ইবনু ওবাইদিল্লাহ হিমসী তারা উভয়েই মাতরূক।

"আল-কাশফ" গ্রন্থে বলা হয়েছে (২/৫৩) ঃ হাদীসটি ইমাম আহমাদ এবং তিরমিযী ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, এটি ধারণা মাত্র। কারণ তারা শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশটুকু বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে।

٤٠٠. (لَمُبَارَزَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ وَدٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

৪০০। খন্দকের দিবসে আম্‌র ইবনু আবদে উদ্দের সাথে আলী ইবনু আবী তালেবের লড়াই (তাকে হত্যা করার জন্য) কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমার উম্মাতের কর্মগুলো হতেও অতি উত্তম ।

হাদীসটি মিথ্যা।

এটি হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে (৩/২৩) আহমাদ ইবনু ঈসা খাশ্‌শাব সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

হাকিম তার সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন!

যাহাবী "আত-তালখীস" গ্রন্থে বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই রাফেযীর অমঙ্গল করুন, যিনি হাদীসটি তৈরি করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ খাশ্‌শাব। কারণ তিনি মিথ্যুক, যেরূপ ইবনু তাহের প্রমুখ বলেছেন। সম্ভবত তিনি তার মত মিথ্যুকের নিকট হতেই চুরি করেছেন।

খাতীব বাগদাদী হাদীসটি (১৩/১৯) ইসহাক ইবনু বিশ্‌র কুরাশী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

এ ইসহাক হচ্ছে কাহেলী কূফী, তিনিও মিথ্যুক। তার কয়েকটি জাল হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যেমন (৩১০, ৩১১, ৩২৯, ৩৫১) ।

আলী (ﷺ)-এর আম্‌র ইবনু উদ্দের সাথে লড়াই এবং তাকে হত্যার ঘটনাটি ইতিহাস গ্রন্থগুলোর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। যদিও ঘটনাটির কোন সহীহ্ সূত্র সম্পর্কে আমি অবহিত নই। ঘটনাটি মুরসাল এবং মু'যাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন ঃ "সিরাত ইবনু হিশাম" (৩/২৪০-২৪৩), বাইহাক্বীর "দালায়েলুল নাবুয়াহ" ৩/৪৩৫-৪৩৯) এবং "সিরাত ইবনু কাসীর" ৯৩/২০৩-২০৫)।

٤٠١. (إِذَا صُمْتُمْ؛ فَاسْتَاكُوْا بِالْغَدَاةِ، وَلاَ تَسْتَاكُوْا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ؛ إِلاَّ كَانَتْ نُوْرًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৪০১। তোমরা যখন সওম রাখবে; তখন ভোরবেলা মেসওয়াক করবে, সন্ধ্যায় মেসওয়াক করবে না। কারণ কোন সওম পালনকারী ব্যক্তির দু'ঠোট সন্ধ্যার সময় শুকনা থাকলে কিয়ামত দিবসে তার দু'চোখের মাঝে তা হবে নুর স্বরূপ।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (১/১৮৪/২), দারাকুতনী (পৃঃ ২৪৯) এবং বাইহাক্বী (৪/২৭৪) কায়সান 'আবী উমার আল-কাস্সার সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু বিলালের মাধ্যমে 'আলী (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তারা একই সূত্রে আম্র ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি খাব্বাব হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে দারাকুতনী এবং বাইহাক্বী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তারা উভয়ে বলেন ঃ

কায়সান আবূ উমার শক্তিশালী নন। তার এবং 'আলীর মাঝের বর্ণনাকারী (ইয়াযীদ ইবনু বিলাল) পরিচিত নয়।

তাদের দু'জনের বক্তব্যকে ইবনুল মুলাক্কিন "খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর" গ্রন্থে (কাফ ২/৬৯) সমর্থন করেছেন।

"আল-মাজমা'" গ্রন্থে বলা (৩/১৬৪-১৬৫) হয়েছে ঃ কায়সান আবূ উমারকে ইবনু হিব্বান নির্ভরশীল বলেছেন অথচ অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইরাকী শারহুত তিরমিযীতে বলেছেন ঃ হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

"তাখরীজুল হিদায়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কায়সান আল-কু'য়াব রয়েছেন; তিনি নিতান্তই দুর্বল। ইবনু হাজার বলেন ঃ তার মধ্যে কায়সান রয়েছেন; তিনি তাদের নিকট দুর্বল।

আযীযী "শারহু জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে (১/১২৯) বলেছেন ঃ হাদীসটি দুর্বল, কিন্তু তা মোচনযোগ্য! এটি তার ধারণা মাত্র, এটির দুর্বলতা মোচনযোগ্য নয়।

٤٠٢. (كَانَ يَسْتَاكُ آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ).

৪০২। সওম অবস্থায় তিনি দিনের শেষ প্রহরে মিসওয়াক করতেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটি ইবনু হিব্বান "কিতাবুয যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/১৪৪) আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে মায়সারা হাররানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান এটির সমস্যা হিসাবে ইবনু মায়সারাকে চিহ্নিত করে বলেছেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। এটি মারফূ' হিসাবে বাতিল। তবে ইবনু উমার (ﷺ)-এর কর্ম হিসাবে এটি সহীহ্।

যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (২/৪০৬) তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

এ হাদীসটির প্রয়োজনীয়তা হতে আমাদেরকে মুক্ত রাখে সওম পালনকারীর জন্য দিবসের যে কোন সময় মিসওয়াক করা শারী'য়াত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে রসূল (ﷺ)-এর ব্যাপক ভিত্তিক এ ভাষ্য ঃ

''لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عَنْ كُلِّ صَلاَةٍ''.

"আমি যদি আমার উম্মতের উপর মুশকিল মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি সলাতের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করার জন্য নির্দেশ দিতাম" (বুখারী ও মুসলিম)। এটির তাখরীজ করা হয়েছে "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (নং ৭০)।

٤٠٣. (نَزَلَ آدَمُ بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ، فَنَادَى بِالأَذَانِ: اللهُ أَكْبَرُ،اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (مرتين)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ (مرتين). قَالَ آدَمُ: مَنْ مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ: آخِرُ وَلَدِكَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

৪০৩। আদম (আঃ) হিন্দুস্থানে অবতরণ করার সময় স্থানটিকে ভয়াবহ মনে করলেন, তখন জিবরীল অবতরণ করে আযানের মাধ্যমে ডাকলেন ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (দু'বার) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ (দু'বার)। আদম বললেন ঃ মুহাম্মাদ কে? তিনি (জিবরীল) বললেন ঃ তিনি নাবীকুলের মধ্য হতে আপনার শেষ সন্তান (ﷺ)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আসাকির (২/৩২৩/২) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে সুলায়মান হতে, তিনি 'আলী ইবনু বাহরাম কূফী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল। 'আলী ইবনু বাহরামকে আমি চিনি না।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে সুলায়মান নামে দু'জন বর্ণনাকারী আছেন। একজন কূফী; ইবনু মান্দা তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মাজহূল।

আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন খুরাসানী; যাহাবী তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, এখানে আছেন প্রথমজন।

এ হাদীসটি দুর্বল তা সত্ত্বেও ২৫ নাম্বারে বর্ণিত জাল হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী। কারণ সে হাদীসটি প্রমাণ করে যে আদম (আঃ) দুনিয়াতে অবতরণ করার পূর্বে জান্নাতেই নাবী (ﷺ)-কে চিনেছেন। অথচ এটি প্রমাণ করছে যে, তিনি মুহাম্মাদকে (ﷺ) দুনিয়াতে অবতরণের পরেও চিনেননি। এ দুর্বল হাদীস পূর্বের জাল হাদীসটি বাতিল তার প্রমাণও বহন করছে।

٤٠٤. (نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ).

৪০৪। তিনি আরাফার দিবসে আরাফায় সওম রাখতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম বুখারী "তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৭/৪২৫), আবূ দাউদ (১/৩৮২), ইবনু মাজাহ্ (১/৫২৮), তাহাবী "মুশকিলুল আসার" গ্রন্থে (৪/১১২), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১০৬), হারবী "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (৫/৩৮/২), হাকিম (১/৪৩৪) ও বাইহাক্বী (৪/২৮৪) হাওশাব ইবনু আকীল সূত্রে মাহদী আল-হাজারী হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ বুখারীর শর্তানুযায়ী এটি সহীহ্।

যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন!

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি তাদের উভয়ের অশোভনীয় ধারণা মাত্র। কারণ হাওশাব ইবনু আকীল এবং তার শাইখ মাহদী আল-হাজারী তাদের দু'জন হতে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেননি। হাজারী মাজহূল; যেমনভাবে ইবনু হাযম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে (৭/১৮) বলেছেন। তাকে সমর্থন করেছেন যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে। আবূ হাতিম হতেও অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন। "আত-তাহযীব" গ্রন্থে ইবনু মা'ঈন হতেও অনুরূপ কথা এসেছে। অতএব কীভাবে এ হাদীসটি সহীহ্ হতে পারে যাতে এ মাজহূল ব্যক্তি রয়েছেন?

এ কারণেই ইবনু হাযম হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ এরূপ ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

ইবনুল কাইয়্যিমও "যাদুল মা'য়াদ" গ্রন্থে (১/১৬,২৩৭) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে বহুবার সতর্ক করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবনু খুযাইমা কর্তৃক হাদীসটিকে সহীহ্ বলাও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তিনিও তাতে শিথিলতার পথ গ্রহণ করেছেন। এজন্য হাফিয ইবনু হাজার তাদের দু'জনের সহীহ্ বলার উপর নির্ভর করেননি।

যদি বলা হয় অনুরূপ হাদীস তাবারানী আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণনা করেছেন। তা কী হাদীসটিকে শক্তিশালী পর্যায়ে পৌঁছে দেয় না?

আমি (আলবানী) বলছি ঃ না পৌঁছাই না। কারণ তার সনদে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আসলামী নামে এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি নিতান্তই দুর্বল। "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে তিনি মাতরূক।

সনদের আরেক ব্যক্তি ইবনু শারূসকে চিনি না, তিনি মাজহূল।

٤٠٥.(مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَكُلَّمَا قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَةٍ).

৪০৫। যে ব্যক্তি সকালের সলাত আদায় করবে। অতঃপর কোন কথা বলার পূর্বেই একশত বার কুল-হু-আল্লাহু আহদ পাঠ করবে, সে যখনই কুল-হু-আল্লাহু আহাদ পাঠ করবে তখনই তার এক বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (২২/৯৬/২৩২), অনুরূপভাবে হাকিম (৩/৫৭০) এবং ইবনু আসাকির (১৯/১৯৬/২) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-কুশায়রী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাকিম হাদীসটি সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/১০৯) বলেছেন ঃ এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান কুশায়রী রয়েছেন; তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যুক; যেমনভাবে আযদী বলেছেন।

ইবনু আবী হাতিম (৩/২/৩২৫) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস, মিথ্যা বলতেন এবং হাদীস জাল করতেন।

٤٠٦. (مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ؛ أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ قَطْرَةٍ فِي الْبَحْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ؛ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةُ مِئَةِ عَامٍ بِالْفَرَسِ الْمُسْرِعِ).

৪০৬। সমুদ্রের ধারে যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের সময় একবার উঁচু স্বরে তাকবীর বলবে, আল্লাহ্ তাকে সমুদ্রের প্রতিটি পানির ফোটার সংখ্যায় দশটি করে সাওয়াব দিবেন, দশটি করে পাপ মোচন করে দিবেন এবং তার দশগুন মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। প্রতি দু'মর্যাদার মধ্যের দূরত্ব দ্রুতগামী ঘোড়ার একশত বছরের চলার পথ।

হাদীসটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ১২২), আবূ নু'য়াইম (৩/১২৫) এবং হাকিম (৩/৫৮৭) ইব্রাহীম ইবনু যাকারিয়া আল-আব্দাসী সূত্রে ফুদায়েক ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি খালীফাহ ইবনু হুমায়েদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ ইয়াসের হাদীস হতে এটি গারীব। তার থেকে খালীফা ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ফুদায়েকও খালীফা হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম হাদীসটি সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। যাহাবী "আত-তালখীস" গ্রন্থে বলেন ঃ

এটি নিতান্তই মুনকার, খালীফা কে জানা যায় না। তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে সনদে এমন ব্যক্তি আছেন যাকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি ইঙ্গিত করছেন এ আব্দাসীর দিকে। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি মালেকের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস নিয়ে এসেছেন।

যাহাবী খালীফার জীবনীতে বলেন ঃ তার ব্যাপারে জাহালাত [অজ্ঞতা] রয়েছে এবং তার খবর হচ্ছে সাকেত [নিক্ষিপ্ত]। অতঃপর এ হাদীসটি উকায়লীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার যাহাবীর কথা "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি তা সমর্থন করেছেন।

ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে (২/২৮৮) ঠিকই করেছেন।

٤٠٧. (مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لأوَائِهِنَّ، وَضَرَّائِهِنَّ، وَسَرَّائِهِنَّ؛ أدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إيَّاهُنَّ. فَقَالَ رَجُلٌ: أوَ اثْنَتَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أوَ اثْنَتَانِ. فَقَالَ رَجُلٌ: أوَ وَاحِدَةٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أوَ وَاحِدَةٌ).

৪০৭। যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে সন্তান হবে, অতঃপর তাদের বাসস্থান দানে (আশ্রয় দানে), তাদের দুঃসময়ে এবং সুসময়ে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে খাস করে তাদের প্রতি দয়া করার ফযীলতের বিনিময়ে জান্নাত দিবেন। এক ব্যক্তি বলল ঃ যদি দু'টি মেয়ে হয় হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন ঃ দু'টি হলেও। এক ব্যক্তি বলল ঃ একটি মেয়ে হলে হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন ঃ একটি মেয়ে হলেও।

হাদীসটি এ বাক্যে দুর্বল।

এটি হাকিম (৪/১৭৭) এবং আহমাদ (২/৩৩৫) ইবনু যুরায়েজ সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে, তিনি উমার ইবনু নাহবান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। মুনযেরীও "আত-তারগীব" গ্রন্থে (৩/৮৫) তা সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কখনও নয়। কারণ ইবনু যুরায়েজ এবং আবুয যুবায়ের দু'জনই মুদাল্লিস। তারা আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন এবং উমার ইবনু নাহবানের ব্যাপারে জাহালাত [অজ্ঞতা] রয়েছে, যেমনভাবে যাহাবী নিজে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন, কীভাবে এটি সহীহ্?

আমি (আলবানী) বলছি ঃ জাবের (ﷺ)-এর সহীহ্ হাদীস আমাদেরকে এ দুর্বল সনদের হাদীসের প্রয়োজনীয়তা হতে মুক্ত রাখে।

জাবের (ﷺ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে; যার তিনটি মেয়ে সন্তান হবে, অতঃপর সে তাদেরকে আশ্রয় দিবে, তাদের প্রয়োজনীয়তা মিটাবে এবং তাদের উপর দয়া করবে; তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। কোন এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল যদি দু'জন হয়? তিনি বললেন ঃ যদি দু'জন হয় তবুও।"

হাদীসটি বুখারী "আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (পৃ:১৪) এবং আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৩/১৪) দু'টি সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদীর হতে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদটি সহীহ্।

٤٠٨. (أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ مَا تُعُبِّدَ بِهِ).

৪০৮। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম সেটি যেটির দ্বারা তার দাসত্ব করা হয়।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৫৯/২) এবং "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/৪০/১) মু'য়াল্লাল ইবনু নুফায়েল হাররানী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মেহসান হতে, তিনি সুফিয়ান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ সুফিয়ান হতে মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/৫১) বলেন ঃ সনদটির মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু মেহসান উকাশী রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যুক; যেমনভাবে ইবনু মা'ঈন বলেছেন. আর দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি হাদীস জালকারী।

٤٠٩. (مَنْ عَشِقَ، وَكَتَمَ، وَعَفَّ، فَمَاتَ، فَهُوَ شَهِيْدٌ).

৪০৯। যে (কোন ব্যক্তিকে) ভালবেসে তা গোপন রাখল এবং পবিত্র থাকল। অতঃপর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হল, সে শহীদ।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" গ্রন্থে (১/৩৪৯), আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৫/১৫৬, ২৬২, ৬/৫০-৫১,৭/২৯৮,১৩/১৮৪), সা'য়ালাবী তার হাদীস গ্রন্থে (১/১২৯), আবূ বাক্র কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (২/২৮১), সিলাফী "আত-তায়ূরিয়াত" গ্রন্থে (২/২৪), ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১২/২৬৩/২) এবং ইবনুল জাওযী তার "আল-মাশীখা" গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে সুওয়ায়েদ ইবনু সা'ঈদ হাদাসানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দু'টি কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল ঃ

১। বর্ণনাকারী আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তাত; তার নাম যাযান, তার নামের ব্যাপারে অন্য কথাও বলা হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি লাইয়েনুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল)।

২। সুওয়ায়েদ ইবনু সা'ঈদ দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি নিজে সত্যবাদী, কিন্তু তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি সে সব হাদীসকে গ্রহণ করেছেন যেগুলো তার হাদীস নয়। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু মা'ঈন এ হাদীসটির কারণে তার সমালোচনা করেছেন; যেরূপ সামনে আসবে। ইমামগণ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনু মুলাক্কান "আল-খুলাসা" গ্রন্থে (২/৫৪) বলেন ঃ

ইমামগণ হাদীসটির ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী, হাকিম, বাইহাক্বী, ইবনু তাহের ও অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন ঃ উক্ত হাদীসটি এমন একটি হাদীস যা সুওয়ায়েদের উপর ইনকার করা হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ আমার যদি ঘোড়া আর বর্ষা থাকত তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করতাম।

এ জন্য হাফিয ইবনু হাজার "বাযলুল মা'উন" গ্রন্থে (২/৪৫) বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদে সমালোচনা রয়েছে।

হাদীসটি অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে ইয়াকূব ইবনু ঈসা (খারায়েতীর শাইখ) রয়েছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম আহমাদ তাকে দুর্বল বলেছেন।

এছাড়া এটির বর্ণনাতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন ঃ ইসলাম ধর্মের হাফিযগণের কথাই এ হাদীসটি মুনকার হওয়ার জন্য মাপকাঠি। এটির ব্যাপারে তাদের নিকটেই ফিরে যেতে হবে। তারা কেউ হাদীসটিকে সহীহ্ বা হাসানও বলেননি। যারা অভ্যাসগত ভাবে সহীহ্ বলার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকেন, তারাও কেউ এটিকে সহীহ্ বলেননি।

ইবনু তাহের যিনি সূফীদের হাদীসগুলোকে সহীহ্ বলার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী, তিনিও এ হাদীসটিকে ইনকার করেছেন এবং এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে "তাযকিরাতুল মাওযূ'আত" (পৃঃ ৯১) গ্রন্থে সাক্ষী দিয়েছেন।

ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটিও সুওয়ায়েদ হতেই বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটিও সহীহ্ নয়।

মোটকথা হাদীসটি উভয় সূত্রেই দুর্বল। ইবনুল কাইয়্যিম এটির অর্থকেও ইনকার [অস্বীকার] করে বানোয়াট হিসাবে হুকুম লাগিয়েছেন। তিনি "যাদুল মা'য়াদ" গ্রন্থে (৩/৩০৬-৩০৭) বলেছেন ঃ

এটি রসূল (ﷺ)-এর উপর তৈরিকৃত হাদীস। এ হাদীস রসূল (ﷺ) হতে সহীহ্ নয় এবং এটি তাঁর কথা এরূপ হওয়াটাই জায়েয না।

ভালবাসার মধ্যে হালাল হারাম উভয়টিই আছে। নাবী (ﷺ) প্রত্যেক আশেককেই শহীদ হিসাবে আখ্যা দিবেন এটি কীভাবে ধারণা করা যায়? আপনারা কী দেখছেন না যে, কেউ ভালবাসে নারীকে, কেউ ভালবাসে কিশোরকে আবার কেউ ভালবাসে ব্যভিচারীকে। তারা কী তার এরূপ ভালবাসা দ্বারা শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে? ...

এক কথায় হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মতন (ভাষা) বানোয়াট; যেরূপ ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'য়াদ" (৩/৩০৬-৩০৭) এবং "আদ-দা ওয়াত দাওয়া" গ্রন্থে (পৃঃ ৩৫৩) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। অনুরূপভাবে "রিসালাতুল মানার" গ্রন্থে (পৃঃ ৬৩) এবং "রাওযাতুল মুহিব্বীন" গ্রন্থেও (পৃঃ১৮০) বলেছেন।

٤١٠. (التُّرَابُ رَبِيعُ الصِّبْيَانِ).

৪১০। মাটি হচ্ছে বাচ্চাদের বসন্তকালীন বৃষ্টি (ঘাস)।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৫৭৭৫) এবং ইবনু আদী (১/৩১১) মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ হিমসী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ এ সনদে হাদীসটি মনুকার, মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ মালেক ও অন্যদের থেকে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী এ হাদীসটিকে বাতিল হিসাবে গণ্য করেছেন এবং তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা। সেটির বিবরণ (১২৫২ নং) হাদীসে আসবে ইনশাআল্লাহ।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/১৫৯) বলেন ঃ এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ রয়েছেন। এ হাদীসসহ অন্যান্য হাদীস দ্বারা তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

হাদীসটি অন্য একটি সূত্রে কাযা'ঈ বর্ণনা করেছেন। সেটির সনদে আবুল কাসেম ইয়াহ্ইয়া ইবনু আহমাদ ইবনে 'আলী ইবনিল হুসাইন রয়েছেন। তিনি তার দাদা 'আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে বুন্দার হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবুল কাসেম এবং তার দাদা 'আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে বুন্দারের জীবনী পাচ্ছি না। "আল-মীযান" এবং "আল-লিসান" গ্রন্থে যার জীবনী এসেছে, তিনি হচ্ছেন আলী ইবনুল হাসান ইবনে বুন্দার ইসতিরাবাযী। তাকে ইবনু তাহের মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

সম্ভবত এ 'আলী ইবনুল হাসানই হচ্ছেন আলী ইবনুল হুসাইন।

٤١١. (أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ مَا عُبِّدَ وَمَا حُمِّدَ).

৪১১। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম হচ্ছে সেটি যাতে তাঁর দাসত্ব করা হয়েছে এবং তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

যেমনটি স্পষ্টভাবে সুয়ূতী ও অন্যরা বলেছেন। দেখুন ঃ "কাশফুল খাফা" (১/৩৯০,৫১)। মুনযেরী হাদীসটি "আত-তারগীব" গ্রন্থে উল্লেখ করে (৩/৮৫) ভুল করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন ঃ ইবনু উমার (ﷺ)-এর হাদীস হতে এ ভাষায় মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন।

তারা ঠিকই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের হাদীসের ভাষা হচ্ছে ঃ ''أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ''. "আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান।"

দেখুন সহীহ্ মুসলিম (৬/১৬৯), আবূ দাউদ (২/৩০৭), তিরমিযী (৪/২৯) ও ইবনু মাজাহ (২/৪০৪)। অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন দারেমী, আহমাদ, হাকিম এবং খাতীব বাগদাদী।

٤١٢. (مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ كَانَ لَهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ؛ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلاَثُوْنَ يَوْمًا).

৪১২। যে ব্যক্তি আরাফার দিবসে সওম রাখবে; তা তার জন্য দু'বছরের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসে একদিন সওম রাখবে; তার জন্য তার প্রতিদিন ত্রিশ দিনের সমান হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ: ২০০) হায়সাম ইবনু হাবীব সূত্রে সালাম আত-তাবীল হতে, তিনি হামযা যাইয়াত হতে, তিনি লায়স ইবনু আবী সুলাইম হতে ... বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

হায়সাম ইবনু হাবীব এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী তাকে বাতিল খবর (হাদীস) বর্ণনাকারী হিসাবে দোষারোপ করেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন! কিন্তু এ হায়সাম ইবনু হাবীব তার "আস-সিকাত" (৭/৫৭৬) গ্রন্থে উল্লেখকৃত ব্যক্তি নন। যাকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন হায়সাম ইবনু হাবীব আস-সায়রাফী। তিনি একজন তাবে' তাবে'ঈ নির্ভরযোগ্য।

সালাম আত-তাবীল মিথ্যার দোষে দোষী। এছাড়া ইবনু আবী সুলাইম দুর্বল।

হায়সামী শুধুমাত্র এ হায়সামকে হাদীসটির সমস্যা হিসাবে (৩/১৯০) উল্লেখ করেছেন।

মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (১/৭৮) বলেছেন ঃ 'এটি গারীব তার সনদটিতে কোন সমস্যা নেই'। এ কথাটি সঠিক নয়।

এ সালামুত তাবীল সম্পর্কে ইবনু খাররাস বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

হাকিম বলেন ঃ তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী হাদীসটি "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থেও (১/১০৯) বর্ণনা করেছেন, তবে প্রথমাংশটুকু সহীহ্। কারণ তার বহু শাহেদ এসেছে।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, "যে ব্যক্তি আরাফার দিবসে সওম রাখবে তার এক বছর পরের এবং এক বছর পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

٤١٣. (مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ؛ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً).

৪১৩। যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসে এক দিন সওম রাখবে; তার জন্য তার প্রতি দিনে ত্রিশটি সৎ কর্ম হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১০৯/১) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে হায়সাম ইবনু হাবীব, সালাম আত-তাবীল ও লায়স রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি তিনটি কারণে জাল, যা পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও পূর্বেরটি এবং এটির সনদ একই তবুও ভাষায় পার্থক্য রয়েছে।

হায়সামী পূর্বের হাদীসটির ন্যায় এ হাদীসটিকে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন! তিনি বলেছেন ঃ যাহাবী হায়সামকে দুর্বল বলেছেন। মানাবী "শারহু জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন।

٤١٤. (مَا أُوتِيَ قَوْمٌ الْمَنْطِقَ؛ إِلاَّ مُنِعُوْا الْعَمَلَ).

৪১৪। যে সম্প্রদায়কেই তর্কশাস্ত্র দেয়া হয়েছে, তাদেরকে কর্ম (এবাদাত) হতে বিরত করে দেয়া হয়েছে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনভাবে হাফিয ইরাকী "তাখরিজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/৩৭) এবং সুবকী "তাবাকাতুশ শাফে'ঈয়াহ" গ্রন্থে (৪/১৪৫) জানিয়েছেন।

٤١٥. (مَنْ قَرَأَ السُّوْرَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيْهَا آلُ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتِهِ حَتَّى تَجِبَ الشَّمْسُ).

৪১৫। যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে সেই সূরা পাঠ করবে যাতে আলু ইমরানের উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার উপর দয়া ও মাগফিরাত করতে থাকবেন ।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১০৫/২) এবং "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২/৮০/২/৬২৯৩) আহমাদ ইবনু মাহান ইবনে আবী হানীফা সূত্রে তার পিতা হতে, তার পিতা তালহা ইবনু যায়েদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু সিনান হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু মাহান এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ বানোয়াট। ইবনু আবী হাতিম (১/১/৭৩) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ এ মুহাম্মাদ ইবনু মাহান মাজহূল।

তালহা ইবনু যায়েদ জাল করার দোষে দোষী।

ইয়াযীদ ইবনু সিনান হচ্ছেন আবূ ফারওয়া রাহাবী, তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "তাখরীজুল কাশ্শাফ" গ্রন্থে (৩/৭৩) বলেন ঃ এটির সনদটি দুর্বল। সুয়ূতী এ ব্যাপারে "দুররুল মানসূর" গ্রন্থে (২/২) হাফিযের তাকলীদ করেছেন। অথচ হাফিয নিজেই "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এ তালহা সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মাতরূক। ইমাম আহমাদ, 'আলী ও আবূ দাউদ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (২/১৬৮) তালহাকে শুধু বলেছেন ঃ তিনি দুর্বল। এটি তার ত্রুটি। কিন্তু মানাবী "শারহু জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে তার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ তিনি নিতান্তই দুর্বল। সম্ভবত কপিকারকদের থেকে "جدا" (নিতান্তই) শব্দটি মুছে গেছে।

অতঃপর মানাবী ইবনু হাজারের উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ তিনি নিতান্তই দুর্বল।

ইমাম আহমাদ এবং আবূ দাউদ তাকে জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অতঃপর মানাবী বলেছেন ঃ সুয়ূতীর উচিত ছিল হাদীসটি উল্লেখ না করা।

٤١٦. (اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ).

৪১৬। চীন দেশে গিয়ে হলেও তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর।

হাদীসটি বাতিল।

এটি ইবনু আদী (২/২০৭), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১০৬), ইবনু আল্লিক নাইসাপুরী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৪১), আবুল কাসেম কুশায়রী "আল-আরবা'য়ীন" গ্রন্থে (২/১৫১), আল-খাতীব "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৯/৩৬৪) এবং "কিতাবুর রেহলা" গ্রন্থে (১/২), বাইহাক্বী "আল-মাদখাল" গ্রন্থে (২৪১/৩২৪), ইবনু আব্দিল বার "জামে'উ বায়ানিল ইলম" গ্রন্থে (১/৭-৮) এবং যিয়া মাকদেসী "আল-মুনতাকা...." গ্রন্থে (১/২৮) বর্ণনা করেছেন। তারা সকলে হাসান ইবনু আতিয়া সূত্রে আবূ আতিকা তুরায়ীফ ইবনু সুলায়মান হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ ''ولو بالصين'' 'চীন দেশে গিয়ে হলেও' এ কথাটি হাসান ইবনু আতিয়া ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

এমনটিই বলেছেন আল-খাতীব ও হাকিম।

এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ আবূ আতিকা। তিনি সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। উকায়লী তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ তিনি নিতান্তই দুর্বল।

বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীস, যেমনভাবে তিনি তার পিতা হতে (২/১/৪৯৪) বর্ণনা করেছেন।

যারা হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিত সুলায়মানী তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইবনু কুদামাহ "আল-মুনতাখাব" গ্রন্থে (১০/১৯৯/১) দাওরী হতে নকল করে বলেছেন, তিনি বলেন ঃ আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈনকে আবূ আতিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি তাকে চিনেননি।

ইমাম আহমাদ এ হাদীসটিকে কঠোর ভাষায় ইনকার করেছেন।

ইবনুল জাওযী ''আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২১৫) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইবনু হিব্বান বলেন ঃ হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী "মাকাসীদুল হাসানা" গ্রন্থে তা সমর্থন (পৃঃ ৬৩) করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১৯৩) তার সমালোচনা করে যা বলেছেন, তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, হাদীসটির আরো দু'টি সূত্র রয়েছে ঃ

১। একটির সনদে রয়েছেন ইয়াকূব ইবনু ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আসকালানী ...। যেটি ইবনু আব্দিল বার বর্ণনা করেছেন।

এ ইয়াকূব সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

২। দ্বিতীয়টি আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ যুওয়াইবারীর সূত্র হতে...।

সুয়ূতী নিজে বলেছেন ঃ যুওয়াইবারী (হাদীস) জালকারী।

অতএব তার সমালোচনা করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

٤١٧. (رُبَّ مُعَلِّم حُرُوْفِ أَبِي جَادٍ دَارِسٍ فِي النُّجُوْمِ؛ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلَاقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৪১৭। কোন কোন আবজাদ অক্ষরের শিক্ষক হয় নক্ষত্র গণনাকারী। যার জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট কোন অংশই নেই।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১০৫/১) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ খালেদকে আবূ হাতিম ও ইয়াহইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৫/১১৭) বলেন ঃ এ সনদে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী রয়েছেন; তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তা সত্ত্বেও তার হাদীসটিকে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মানাবী হায়সামীর ভাষ্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

٤١٨. (اللَّحْمُ بِالْبُرِّ مَرَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ).

৪১৮। গমের সাথে গোশত নাবীগণের ঝোল।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি সুলামী "তাবাকাতুস সূফিয়াহ গ্রন্থে (পৃঃ ৪৯৭-৪৯৮) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আহমাদ ইবনু আতা রুযবারী, হাসান ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ ইবনু আবী উমায়ের এবং হিশাম ইবনু সালেম রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। আহমাদ ইবনু আতা সম্পর্কে আল-খাতীব (৪/৩৩৬) বলেন ঃ

তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি সন্দেহের মধ্যে পড়েছেন। তিনি বাস্তবেই ভুল করেছেন। আমি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আস-সুরীকে বলতে শুনেছি ঃ আমাদেরকে রূযবারী কতিপয় হাদীস ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার হতে শুনিয়েছেন এবং তিনি হাসান ইবনু আরাফা হতে শুনিয়েছেন। তিনি সেগুলো সাফ্ফার ইবনু আরাফা হতে বর্ণনা করেননি। সুরী বলেন ঃ আমি তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করিনা যে, যারা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেছেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার নিকট হাদীসগুলো গোলমাল হয়ে গেছে।

হাসান ইবনু সা'দ এবং তার উপরের দু' বর্ণনাকারীর কাউকেই আমি চিনি না।

হাদীসটি সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনুন নাজ্জারের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এটির ব্যাপারে মানাবী কোন কথা বলেননি। সম্ভবত সনদটির অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত হননি।

٤١٩. (إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا بِقَرْيَةٍ؛ فَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا).

৪১৯। আলেম এবং শিক্ষার্থী যখন কোন গ্রামকে অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ সেই গ্রামের কবরস্থান হতে চল্লিশ দিনের জন্য শাস্তি উঠিয়ে নেন।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেরূপ সুয়ূতী "তাখরীজু আহাদীসে শারহিল আকায়েদ" গ্রন্থে (পাতা:৬) বলেছেন।

আল্লামা কারী "ফারায়েদুল কালায়েদ আলা আহাদীসে শারহিল আকায়েদ" গ্রন্থে (১/২৫) তা সমর্থন করেছেন।

٤٢٠. (إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ أُلْهِمْتُمْ فِيْهِ الْعَمَلَ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُلْهَمُوْنَ الْجَدَلَ).

৪২০। তোমরা এমন যুগে আছ যাতে তোমাদেরকে আমল শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অচিরেই এমন একটি সম্প্রদায় আসবে যাদেরকে ঝগড়া শিক্ষা দেয়া হবে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনভাবে হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (১/৩৭) এবং সুবকী "তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়াহ" গ্রন্থে (৪/১৪৫) বলেছেন।

٤٢١. (مَنْ مَثَّلَ بِالشِّعْرِ؛ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلَاقٌ).

৪২১। যে ব্যক্তি কবিতা দ্বারা উদাহরণ দিবে, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোন অংশই থাকবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১০৫/১) হাজ্জাজ ইবনু নুসায়ের হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাজ্জাজের কারণে সনদটি দুর্বল। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি দুর্বল। তিনি বিশুদ্ধকরণ ইঙ্গিত গ্রহণ করতেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/২১২) বলেন ঃ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, যাতে হাজ্জাজ ইবনু নুসায়ের রয়েছেন। তাকে জামহূর দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি ভুল করতেন। তিনি ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরশীল।

٤٢٢. (مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ؛ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ).

৪২২। যে ব্যক্তি কিছু জেনে সে মাফিক আমল করল, আল্লাহ তাকে অধিকারী বানাবেন সেই জ্ঞানের যে জ্ঞান সে লাভ করেনি।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম (১০/১৪-১৫) আহমাদ ইবনু হাম্বাল সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু হারূণ হতে, তিনি হুমায়েদ আত-তাবীল হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ ইবনু হাম্বাল এ কথাটি কোন তাবে'ঈর সূত্রে ঈসা ইবনু মারইয়াম হতে উল্লেখ করেছেন। কোন এক বর্ণনাকারী সন্দেহ বশত সেটিকে নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে দিয়েছেন, এ সনদটি তার উপর তৈরি করার মাধ্যমে।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ হতে এ সনদের মাধ্যমে হওয়ার সম্ভবনা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে একদল বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না। জানিনা তাদের মধ্য হতে কে এটি জাল করেছেন।

٤٢٣. (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الأُخْرَى).

৪২৩। ব্যক্তি কর্তৃক তার তায়াম্মুম দ্বারা শুধুমাত্র এক (ওয়াক্ত) সলাত আদায় করা সুন্নাত। অতঃপর দ্বিতীয় (ওয়াক্ত) সলাতের জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১০৭/২) হাসান ইবনু আম্মারা সূত্রে হাকাম ইবনু উতায়বা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে দারাকুতনী (পৃঃ ৬৮) এবং বাইহাক্বী তার সূত্রে (১/৩৩১-৩৩২) বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ হাসান ইবনু আম্মারা দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি তার চাইতেও মন্দ। তার সম্পর্কে শু'বা বলেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন।

ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

আহমাদ বলেন ঃ তার হাদীসগুলো বানোয়াট।
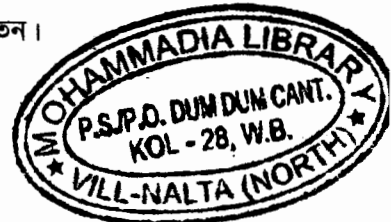
শু'বা আরো বলেন ঃ তিনি কতিপয় হাদীস হাকাম হতে বর্ণনা করেছেন। আমরা হাকামকে সেই হাদীসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ আমি এসবের কিছুই শুনিনি।

সাহাবীর পক্ষ হতে যদি বলা হয় ঃ সুন্নাতের মধ্যে এরূপ আছে..., তাহলে তা আলেমদের নিকট মারফূ'র হুকুমে। এ জন্যই হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাইহাক্বী হাদীসটি (১/২২২) হাসান ইবনু আম্মারা সূত্রে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ "কেউ তায়াম্মুম দ্বারা এক সলাতের বেশী আদায় করবে না।"

যেহেতু সনদ একই অতএব ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মওকূফ এবং মারফূ' হিসাবে কোনটিই সঠিক নয়। হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

ইবনু হাযম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে (২/১৩২) ইবনু আব্বাস হতে এর বিপরীত কথা বর্ণনা করেছেন। তায়াম্মুমকারী এক তায়াম্মুম দ্বারা ইচ্ছা মাফিক ফরয-নফল যত ওয়াক্ত পড়া সম্ভব তা পড়তে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার তায়াম্মুম নষ্টকারী বস্তু দ্বারা অথবা পানি পাওয়ার দ্বারা নষ্ট না হবে।

এ মাসআলাতে এটিই সঠিক; দেখুন "রাওযাতুন নাদিয়া" (১/৫৯)।

٤٢٤. (لا بَاسَ انْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ إذَا أرَادَ انْ يَشْتَرِيَهَا، وَيَنْظُرَ إلَيْهَا؛ مَاخَلا عَوْرَتِهَا، وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهَا إلى مَعْقِدِ إزَارِهَا).

৪২৪। কোন ব্যক্তি দাসীকে ক্রয় করার ইচ্ছায় তার লজ্জাস্থান ব্যতীত উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখলে এবং তার দিকে দৃষ্টি দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তার লজ্জাস্থান হচ্ছে দু' হাঁটু ও তার লুঙ্গির বাঁধনের মধ্যবর্তী স্থানটি।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/কাফ ৯৭/২) হাফস ইবনু উমার আল-কিন্দী সূত্রে সালেহ্ ইবনু হাস্সান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। হাফস ইবনু উমার হালাবের কাযী। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

আর সালেহ্ ইবনু হাস্সান সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। বরং তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (১/৩৬৭-৩৬৮) বলেন ঃ তিনি গায়িকা-নর্তকীর মালিক ও গীতিকার ছিলেন! তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (২/৫৩) বলেন ঃ হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যাতে সালেহ ইবনু হাস্‌সান রয়েছেন; তিনি দুর্বল। তাকে ইবনু হিব্বান "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার একথায় দু'টি ধরার বিষয় রয়েছে ঃ

১। তিনি শুধুমাত্র সালেহ্‌কেই হাদীসটির সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ এটির সনদে তার থেকে বর্ণনাকারী তার মতই বা তার চেয়েও বেশী দুর্বল।

২। এ সালেহ্‌কে ইবনু হিব্বান "আত-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। তিনি সালেহ্ ইবনু আবী হাস্‌সানকে "আত-সিকাত" গ্রন্থে (৬/৪৫৬) উল্লেখ করেছেন। তারা উভয়েই একই যুগের। হায়সামীর নিকট তা উলট পালট হয়ে গেছে। আর আপনারা অবগত হয়েছেন যে, এ ইবনু হাস্‌সানকে ইবনু হিব্বান নিজেই জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

সুন্নাতের মধ্যে দাসী এবং স্বাধীন রমণীদের মাঝে লজ্জাস্থানের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই।

٤٢٥. (مَوْتُ الغَرِيْبِ شَهَادَةٌ، إِذَا احْتُضِرَ، فَرَمَى بِبَصَرِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمْ يَرَ إِلاَّ غَرِيْبًا، وَذَكَرَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ، وَتَنَفَّسَ؛ فَلَهُ بِكُلِّ نَفَسٍ يَتَنَفَّسُهُ يَمْحُوْ اللهُ عَنْهُ أَلْفَيْ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَيَكْتُبُ لَهُ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ).

৪২৫। গরীবের [বিদেশে অবস্থানকারীর] মৃত্যু হচ্ছে শাহাদাত। যখন মৃত্যুকে তার নিকট উপস্থিত করা হবে, তখন সে তার দৃষ্টি ডানে এবং বামে নিক্ষেপ করবে। তাতে সে গরীব [বিদেশী] ছাড়া অন্য কাউকে দেখবে না। এমতাবস্থায় সে তার পরিবার এবং সন্তানদের স্মরণ করবে এবং নিশ্বাস নিবে। সে যে নিশ্বাস নিবে তার জন্য প্রত্যেক নিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ তার থেকে বিশ লাখ গুনাহ মুছে ফেলবেন এবং বিশ লাখ সৎ কর্মের সাওয়াব তার জন্য লিখে দিবেন।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১০৭/১) আম্‌র ইবনুল হুসাইন উকায়লী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে 'আলাসা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। আম্‌র ইবনুল হুসাইন মিথ্যুক। তার বহু হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ইবনু 'আলাসা দুর্বল। তাকে কেউ কেউ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

হায়সামী (২/৩১৭) আম্‌র ইবনুল হুসাইনকে মাতরূক বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির প্রথমাংশ ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২২১) ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে অন্য সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ্ নয়।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৩২-১৩৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটির আরো সূত্র এবং শাহেদ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সেগুলোর সবগুলোতেই সমস্যা রয়েছে। যার কোন কোনটি অপরটির চেয়ে বেশী দুর্বল। সেগুলো হতে দুর্বলতা ছাড়া আর কোন উপকার পাওয়া যাবে না। কিন্তু পূরো হাদীসটি বানোয়াট। এর কোন শাহেদ নেই।

٤٢٦. (لَوْلاَ مَا طَبَعَ الرُّكْنُ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَرْجَاسِهَا، وَأَيْدِي الظَّلَمَةِ وَالأَثَمَةِ؛ لاَسْتُشْفِيَ بِهِ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ، لأَلْفِيَ الْيَوْمَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللهُ، وَإِنَّمَا غَيَّرَهُ اللهُ بِالسَّوَادِ؛ لأَنْ لاَ يَنْظُرَ أَهْلُ الدُّنْيَا إِلَى زِينَةِ الْجَنَّةِ، وَلَيَصِيرُنَّ إِلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَيَاقُوتَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، وَضَعَهُ اللهُ حِينَ أَنْزَلَ آدَمَ فِي مَوْضَعِ الْكَعْبَةِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الْكَعْبَةُ، وَالأَرْضُ يَوْمَئِذٍ طَاهِرَةٌ؛ لَمْ يُعْمَلْ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَعَاصِي، وَلَيْسَ لَهَا أَهْلٌ يُنَجِّسُونَهَا، فَوُضِعَ لَهُ صَفٌّ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يَحْرُسُونَهُ مِنْ سُكَّانِ الأَرْضِ، وَسُكَّانُهَا يَوْمَئِذٍ الْجِنُّ، لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ لأَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْجَنَّةِ؛ دَخَلَهَا، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلاَّ مَنْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَالْمَلاَئِكَةُ يَذُودُونَهُمْ عَنْهُ، وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يُحْدِقُونَ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْحَرَمُ؛ لأَنَّهُمْ يَحُولُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ).

৪২৬। রুকুনটি (হাযরে আসওয়াদটি) যদি জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা, তার নাপাকী, অত্যাচারী ও গুনাহগার হতে হেফাযতে থাকত, তাহলে অবশ্যই তার দ্বারা প্রত্যেক রোগ হতে আরোগ্য পাওয়া যেত এবং আজকে তাকে পেতাম আল্লাহ তা'আলা যেদিন তাকে সৃষ্টি করেছেন সেই আকৃতিতে। আল্লাহ তা'আলা তাকে কাল রং দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যাতে করে দুনিয়াবাসী জান্নাতের অলংকারের দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং তার দিকে ধাবিত না হয়। সেটি হচ্ছে জান্নাতের ইয়াকূতের সাদা রঙের ইয়াকূত। আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে যখন দুনিয়াতে নামিয়ে দেন তখন কা'বাকে সৃষ্টির পূর্বে কা'বার স্থলে পাথরটিকে রেখে দেন। তখন যমীন পবিত্র ছিল, তাতে কোন গুনাহ্ করা হত না। তাতে এমন কোন অধিবাসী ছিল না, যারা তাকে অপবিত্র করবে। তার জন্য এক কাতার (দল) ফেরেশতা হারামের চার পার্শ্বে যমীনের অধিবাসীদের থেকে পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে দেয়া হয়েছিল। সে সময় যমীনের অধিবাসী ছিল জিন সম্প্রদায়। তাদের জন্য বৈধ ছিল না যে, তারা তার দিকে দৃষ্টি দিবে। কারণ সেটি ছিল জান্নাতেরই অংশ। যে ব্যক্তি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, সেই প্রবেশ করেছে। একারণে যার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে এরূপ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য তার দিকে দৃষ্টি দেয়া বৈধ ছিল না। ফেরেশতাগণ তার (হাযরে আসওয়াদ) থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতেন এমতাবস্থায় যে, তারা হারামের চারি দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা তাকে প্রতিটি

দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। এ জন্যই হারাম নামকরণ করা হয়েছে। কারণ তারা তাদেরকে তার (হাযরে আসওয়াদ) এবং নিজেদের মাঝে প্রাচীর হিসাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১০৭/১) আউফ ইবনু গায়লান ইবনে মুনাব্বেহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাফওয়ান হতে, তিনি ইদরীস ইবনু বিনতে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বেহের নিচের বর্ণনাকারীগণ মাজহূল হওয়ার কারণে। তাদেরকে কে উল্লেখ করেছেন আমি পাচ্ছি না। তাছাড়া হাদীসের ভাষায় সুস্পষ্ট মুনকার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/২৬৬) হাদীসটি গাউস ইবনু গায়লান সূত্রে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাফওয়ানের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হিশাম ইবনু ইউসুফ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (উকায়লী) বলেন ঃ তিনি (আব্দুল্লাহ) দুর্বল ছিলেন, হাদীস হেফয করতেন না।

এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনাকারী আউফ নয় বরং গাউস। এটিই সঠিক, যা "মু'জামুল কাবীর"-এর ছাপানো গ্রন্থে এসেছে। যদিও হাতের লিখায় আউফ রয়েছে। তাকে ইবনু হিব্বান "আত-সিকাত" গ্রন্থে (৭/৩১৩, ৯/২) উল্লেখ করেছেন।

ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আর ইদরীসকে ইবনু আদী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনিই হচ্ছেন এ হাদীসটির সমস্যা।

٤٢٧. (مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يُبْقِى وَيُفْنِي كُلَّ شَيْءٍ؛ عُوفِيَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ).

৪২৭। যে ব্যক্তি সব কিছূর পূর্বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং সব কিছূর পরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইউবকী ওয়া ইউফনী কুল্লা শাইয়ীন বলবে, তাকে চিন্তা-ভাবনা হতে নিরাপদে রাখা হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/কাফ ৯৩/১) আব্বাস ইবনু বাক্কার যব্বী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি বানোয়াট। এ আব্বাস সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

অতঃপর যাহাবী তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীস দু'টি বাতিল।

দু'টির একটি ২৬৮৮ নাম্বারে আসবে।

হাফিয ইবনু হাজার তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

"আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/১৩৭) এসেছে তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আব্বাস ইবনু বাক্কার রয়েছেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এবং হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা কথাটি উল্লেখ করেননি। যদি তার কথা সঠিকই হয় তাহলে ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ অগ্রাধিকার পাবে নির্দোষের পূর্বে।

ইবনু হিব্বান তাকে "আস-সিকাত" গ্রন্থে (৮/৫১২) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি গারীব বর্ণনা করেছেন। নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে তার হাদীসে অসুবিধা নেই।

ইবনু হিব্বান আব্বাসকে "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থেও (২/১৯০) উল্লেখ করেছেন! তার শাইখ আবূ হিলাল যার নাম মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইম রাসেবী, তার মধ্যেও দুর্বলতা রয়েছে।

٤٢٨. (ابْنَتِيْ فَاطِمَةُ؛ حَوْرَاءُ آدَمِيَةٌ، لَمْ تَحِضْ، وَلَمْ تَطْمِثْ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا فَاطِمَةَ؛ لأَنَّ اللهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيْهَا مِنَ النَّارِ).

৪২৮। আমার মেয়ে ফাতেমা মাটির পরী। সে হায়েযাও হয় না এবং নেফাসধারীও হয় না। তার নাম রাখা হয়েছে ফাতেমা, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এবং তাকে যে ভালবাসে তাকেও জাহান্নামের আগুন হতে পৃথক করে দিয়েছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি আল-খাতীব (১২/৩৩১) তার সনদে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদে একাধিক মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।

তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/৪২১) উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৪০০) তাকে সমর্থন করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার আব্বাস ইবনু বাক্কারের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার সনদে হাদীসটি উম্মে সুলায়েম হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "لَمْ يُرَ لِفَاطِمَةَ دَمٌ فِيْ حَيْضٍ وَلاَ نِفَاسٍ" 'ফাতিমার হায়েয ও নিফাসের মধ্যে রক্ত দেখা যায়নি।'

এটি আব্বাস কর্তৃক জালকৃত।

٤٢٩. (كَانَ لاَ يَرَى بِالْهَمِيَانِ لِلْمُحْرِمِ بَأْساً).

৪২৯। তিনি চিন্তাশীলদের সাথে মুহরেমের কোন সমস্যা দেখতেন না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৯৯/১) ইউসুফ ইবনু খালেদ সামতী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সামতী মিথ্যুক, যেমনভাবে ইবনু মা'ঈন বলেছেন। অপর বর্ণনাকারী সালেহ্ দুর্বল।

সঠিক হচ্ছে, হাদীসটি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৫/৬৯) সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে শুরায়েক আল কাযী রয়েছেন। তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

٤٣٠. (شَاوِرُوْهُنَّ– يَعْنِي: النِّسَاءَ – وَخَالِفُوْهُنَّ).

৪৩০। তোমরা মহিলদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধিতা কর।

হাদীসটির মারফূ' হিসাবে কোন ভিত্তি নেই।

যেমনিভাবে সাখাবী ও মানাবী (৪/২৬৩) অবহিত করেছেন।

সম্ভবত এ বাক্যটির ভিত্তি হচ্ছে আসকারী যা "আল-আমসাল" গ্রন্থে উমার (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন সেটি। তিনি বলেন ঃ ''خَالِفُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ فِيْ خِلاَفِهِنَّ بَرَكَةً'' 'তোমরা মহিলাদের বিরোধিতা কর, কারণ তাদের বিরোধিতায় বরকত রয়েছে।'

মওকূফ হিসাবে উমার (ﷺ) হতে যে সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেটি 'আলী ইবনু যা'য়াদ জাওহারী তার "আল-হাদীস" গ্রন্থে (১২/১৭৭/১) আবূ আকীল সূত্রে হাফস ইবনু উসমান ইবনে ওবায়দিল্লাহ হতে ... বর্ণনা করেছেন। এটির সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। হাফস মাজহূল। ইবনু আবী হাতিম তাকে (১/২/১৮৪) ইবনু আকীলের একমাত্র বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

২। আবূ আকীল-এর নাম হচ্ছে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুতাওয়াক্কিল উমারী। "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে তিনি দুর্বল। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি এমন এক সম্প্রদায় হতে বর্ণনা করেছেন যাদেরকে চিনি না।

এছাড়া হাদীসটির অর্থও সহীহ নয়। কারণ রসূল (ﷺ) হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন তার সাথীদের সম্মুখে উম্মে সালমার পরামর্শে যাব্হ করেন। তিনি তার বিরোধিতা করেননি।

٤٣١. (اسْتَوْصُوْا بِالْمِعْزِي خَيْرًا؛ فَإِنَّهَا مَالٌ رَفِيْقٌ، وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَأَحَبُّ الْمَالِ إِلَى اللهِ الضَّأْنُ، وَعَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهِ مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ دَمَ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ).

৪৩১। তোমরা উত্তম অসিয়ত গ্রহণ কর ছাগল দ্বারা। কারণ তা হচ্ছে সাথের সম্পদ এবং সেটি জান্নাতে রয়েছে। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সম্পদ হচ্ছে মেষ, তবে তোমরা সাদাটি গ্রহণ করবে। কারণ আল্লাহ জান্নাতকে সাদা করেই সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জীবিতরা যেন তাই পরিধান করে এবং তোমাদের মৃত্যুদের তাতেই কাফন দিবে। কারণ দু'টি কাল ছাগলের রক্ত থেকে একটি সাদা ছাগলের রক্ত আল্লাহর নিকট বেশী মর্যাদাপূর্ণ।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১১৩/১-২) এবং ইবনু আদী (২/৩৭৮) আবূ শিহাব সূত্রে হামযা নাসীবী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। কারণ হামযা নাসীবী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ

তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন বা তার বর্ণনাকৃত অধিকাংশ হাদীস বানোয়াট।

ইবনু হিব্বান (১/২৭০) বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৪/৬৬) বলেন ঃ হামযা নাসীবী মাতরূক।

٤٣٢. (نَهَى عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُدَاعَبَةِ).

৪৩২। তিনি (স্বামী-স্ত্রীকে) আমোদ প্রমোদ করার পূর্বে একে অপরে সরাসরি সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (১৩/২২০-২২১) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (১৬/২৯৯/২) ও আবূ উসমান আন-নুজায়রেমী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৪) খালাফ ইবনু মুহাম্মাদ খিয়াম সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে ... বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী এ খিয়ামের জীবনীতে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন, হাকিম বলেছেন ঃ তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করার কারণে তার হাদীস পতিত (অগ্রহণযোগ্য) হয়ে গেছে। খালীলী বলেন ঃ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, তিনি নিতান্তই দুর্বল। তিনি এমন সব বিষয় বর্ণনা করেছেন যা চেনা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবুয যুবায়ের মুদাল্লিস তিনি আন্ আন্ শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٤٣٣. (يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأُمَّهَاتِهِمْ سِتْرًا مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمْ).

৪৩৩। কিয়ামতের দিন লোকদেরকে ডাকা হবে তাদের মায়েদের পরিচয়ে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/১৭) ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম তাবারী হতে ...বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন ঃ

এ সনদে হাদীসটির ভাষা মুনকার। ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি ইবনু ওয়াইনা এবং ফুযায়েল ইবনু আই্‌য়াশ হতে নিতান্তই মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস নিয়ে এসেছেন। আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখাই হালাল নয়।

হাকিম বলেন ঃ তিনি ফুযায়েল এবং ইবনু ওয়াইনা হতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/২৪৮) ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়, ইসহাক মুনকারুল হাদীস।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৪৪৯) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ তাবারানীর নিকট তার অন্য সূত্র আছে।

কিন্তু এটির ভাষা হচ্ছে ''بأمهاتهم'' আর তার (তাবারানীর) ভাষা হচ্ছে ''بأسمائهم'' দু'টির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

ইবনু আররাক তার প্রতিবাদ করে বলেছেন (২/৩৮১) ঃ এটি আবূ হুযাইফা ইসহাক ইবনু বিশ্‌র সুত্রে বর্ণিত, শাহেদ হিসাবে সঠিক হবে না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কারণ শাহেদ হওয়ার শর্ত হচ্ছে, দুর্বলতা যেন বেশী শক্তিশালী না হয়। কিন্তু এটি এরূপ নয়। কারণ ইসহাক ইবনু বিশরকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। যেমনটি ২২৩ নং হাদীসের আলোচনায় গেছে।

٤٣٤. (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَدْعُو النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ؛ سِتْرًا مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَأَمَّا عِنْدَ الصِّرَاطِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِي كُلَّ مُؤْمِنٍ نُوْرًا، وَكُلَّ مُؤْمِنَةٍ نُوْرًا، وَكُلَّ مُنَافِقٍ نُوْرًا، فَإِذَا اسْتَوَوْا عَلَى الصِّرَاطِ؛ سَلَبَ اللهُ نُوْرَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ، فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ: (انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِهِمْ) {الْحَدِيْدُ:١٣} وَقَالَ الْمُؤْمِنُوْنَ: (رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا) {التَّحْرِيْمُ: ٨}، فَلَا يَذْكُرُ عِنْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ أَحَدًا).

৪৩৪। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা লোকদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকবেন, তাঁর পক্ষ হতে বান্দাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য। পুল সিরাতের নিকট আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিন, মু'মিনা এবং মুনাফেককে নূর দান করবেন। যখন তারা পুল সিরাতে আরোহন করবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেক নারী-পুরুষদের নূরকে ছিনিয়ে নিবেন। অতঃপর মুনাফেকরা বলবে ঃ {আমাদের দিকে

একটু দৃষ্টি দাও তোমাদের আলো হতে কিছু গ্রহণ করি}(সূরা হাদীদঃ ১৩)। মু'মিনরা বলবে ঃ {হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও} (আত-তাহরীম:৮)। তখন কেউ কাউকেই স্মরণ করবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১১৫/১) ইসমা'ঈল ইবনু ঈসা আত্তার সূত্রে ইসহাক ইবনু বিশর আবূ হুযাইফা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ ইসহাক মিথ্যুক। হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/৩৫৯) তাবারানীর বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

٤٣٥. (طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ).

৪৩৫। নারীর আনুগত্য করা হচ্ছে লজ্জিত হওয়ার নামান্তর।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (কাফ ৩০৮/১) উসমান ইবনু আব্দির রহমান তারায়েফী হতে, তিনি আম্বাসা ইবনু আব্দির রহমান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিনি (ইবনু আদী) আম্বাসার জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তার উল্লেখিত হাদীসটি ছাড়াও আরো হাদীস রয়েছে। তিনি হচ্ছেন মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি, আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

তবে উসমান ইবনু আব্দির রহমান সম্পর্কে ইবনু আদী (২/২৯০) বলেন ঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি একদল মাজহূল বর্ণনাকারী হতে আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সে সব আশ্চর্যগুলো মাজহূল বর্ণনাকারীদের পক্ষ হতে।

এ কারণেই তাকে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৭২) ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাদীসটি সহীহ্ নয়। আম্বাসা কিছুই না আর উসমান দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আয়েশা (ﷺ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষায় ঃ ''طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ'' 'নারীর আনুগত্য করা হচ্ছে লজ্জিত হওয়ার নামান্তর।'

এটি উকায়লী (পৃঃ ৩৮১), ইবনু আদী (কাফ ১/১৫৬), কাযা'ঈ (কাফ ১২/২), বাতেরকানী তার "আল-হাদীস" গ্রন্থে (১/৬৮) এবং ইবনু আসাকির (১৫/২০০/২) মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান ইবনে আবী কারীমা হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর উকায়লী বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান হিশাম হতে এমন সব বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এটি সেগুলোর একটি।

ইবনু আদী বলেন ঃ এ হাদীসটি হিশাম হতে দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এ হাদীসটি হিশাম হতে খালেদ ইবনু ওয়ালীদ মাখযূমী বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনু আবী কারীমা হতেও বেশী দুর্বল।

সুয়ূতী অভ্যাসগতভাবে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৭৪) তার (ইবনুল জাওযীর) সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হিশাম হতে এটির আরো দু'টি সূত্র রয়েছে এবং আবূ বাক্‌রার হাদীস হতে একটি শাহেদ আছে।

কিন্তু একটি সূত্রে খালাফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইসমা'ঈল রয়েছেন। তিনি সাকেতুল হাদীস (তার হাদীস নিক্ষিপ্ত)। যেরূপ হাকিম হতে ৪২২ নং হাদীসে এসেছে।

অন্যটিতে আইউব বুখতারী রয়েছেন। তার নাম ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব যিনি প্রসিদ্ধ জালকারী।

আর শাহেদটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য হাদীসটির ভাষা বিরোধী। সেটি আগত হাদীসটি।

এছাড়া আরো একটি শাহেদ তার নিকট হতে ছুটে গেছে। যেটিকে ইবনু আসাকির (৫/৩২৭/২) জাবের (ﷺ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে একদল অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন।

٤٣٦. (هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِيْنَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ).

৪৩৬। পুরুষরা যখন মহিলাদের অনুসরণ করবে, তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আদী (১/৩৮), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৩৪), ইবনু মাসী "যুজউল আনসারী" গ্রন্থের শেষে (১/১১), হাকিম (৪/২৯১) এবং আহমাদ (৫/৪৫) আবূ বাকরার সূত্রে বাক্কার ইবনু আব্দিল আযীয ইবনে আবী বাকরা তার পিতা হতে, তার পিতা আবূ বাকরা হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ্। আর যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি যাহাবীর একটি ভুল। তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে এ বাক্কারের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি সেই সব দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত যাদের হাদীস লিখা যায়।

তিনি "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি দুর্বল। তাকে ইবনু আদী চালিয়ে দিয়েছেন।

এ হাদীসটির একটি আসল আছে, তবে এ ভাষায় ঃ ''لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة'' "সেই জাতি পরিত্রাণ পাবে না যারা তাদের নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে নারীকে।" এটি ইমাম বুখারী, হাকিম ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এটিই হচ্ছে আসল হাদীস।

কিন্তু আলোচ্য হাদীসটি যে ভাষায় এসেছে সেটি দুর্বল। তার বর্ণনাকারী দুর্বল হওয়ার কারণে।

তার অর্থও আমভাবে সহীহ নয়। কারণ হিসাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ের ঘটনা দ্রষ্টব্য।

٤٣٧. (مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ، فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّدًا؛ فَقَدْ جَهِلَ).

৪৩৭। যে ব্যক্তির তিনটি সন্তান ভূমিষ্ট হলো অতঃপর সে তাদের একজনেরও মুহাম্মাদ নামে নাম রাখল না, সে মূর্খ হয়ে গেছে (বা অত্যাচার করেছে)।

হাদীসটি জাল।

তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১০৮-১০৯) বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীসটি আহমাদ ইবনু নাযর আসকারী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আবূ খায়সামা মুস'আব ইবনু সা'ঈদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ মুস'আবের সূত্রে হাদীসটি হারিস ইবনু আবী উসামা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১৯৯-২০০) এবং ইবনু আদী (২/২৮০) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এ মুস'আব সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি নির্ভরশীলদের সূত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি (ইবনু আদী) সেগুলো হতে তার তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

যাহাবী সেগুলো সম্পর্কে পরক্ষণেই বলেছেন ঃ এগুলো কতিপয় মুনকার এবং বিপদ।

অতঃপর ইবনু আদী বলেন ঃ তার বর্ণনাগুলোতে দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

সালেহ যাযারা বলেন ঃ মুস'আব অন্ধ শাইখ, কি বলেন তিনি তা জানেন না।

এটির সনদে লায়স ইবনু আবূ সুলায়েম রয়েছেন। তিনি সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। ইবনু আবী হাতিম (৩/২/১৭৮) বলেন ঃ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৫৪) ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীসটি মূসা লাইস হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। লাইসকে আহমাদ ও অন্যরা মাতরূক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তিনি সনদকে পাল্টিয়ে ফেলতেন এবং মুরসালগুলোকে মারফূ' করে ফেলতেন।

সুয়ূতী লাইস সম্পর্কে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১০১-১০২) যা বলেছেন তা সঠিক নয়। কারণ তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। সেটি হচ্ছে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা।

হাদীসটির মুতাবা'য়াত ওয়ালীদ ইবনু আব্দিল মালেক ইবনে মেসরাহ হাররানী হতে এসেছে। কে তার জীবনী রচনা করেছেন তা পাচ্ছি না । কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী আবূ বাদর আহমাদ ইবনু খালেদ ইবনে মেসরাহ হাররানী সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি কিছুই না। যার কারণে এ মুতাবা'য়াতের কোনই মূল্য নেই। এছাড়া আরো যে সব সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী হতে মুক্ত নয়।

٤٣٨. (مَثَلُ أَصْحَابِيْ مَثَلُ النُّجُوْمِ، مَنِ اقْتَدَى بِشَيْءٍ مِنْهَا اهْتَدَى).

৪৩৮। আমার সাহাবীগণ হচ্ছে নক্ষত্রের ন্যায়। যে ব্যক্তি তাদের থেকে কোন কিছুর অনুসরণ করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি কাযা'ঈ (২/১০৯) জা'ফার ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কোন মুহাদ্দিস টীকায় লিখেছেন, আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব অথবা যাহাবী, এ হাদীসটি সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর দ্বারা বুঝিয়েছেন এটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এ জা'ফার। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

যাহাবী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোর দ্বারা তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। এটি সেগুলোর একটি এবং বলেছেন তিনিই হচ্ছেন হাদীসটির সমস্যা।

٤٣٩. (يَا أَهْلَ مَكَّةَ! لاَ تَقْصُرُوْا الصَّلاَةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ).

৪৩৯। হে মক্কাবাসী! মক্কা হতে উসফান পর্যন্ত চার বুরুদ-এর কম দূরত্বে তোমরা সলাত কসর করো না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১১২/১), দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৮) এবং তার সূত্র হতে বাইহাক্বী (৩/১৩৭-১৩৮) ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ হতে, তিনি আব্দুল ওয়াহাব ইবনু মুজাহিদ ... হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি বানোয়াট। কারণ আব্দুল ওয়াহাব ইবনু মুজাহিদকে সুফিয়ান সাওরী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। হাকিম বলেছেন ঃ তিনি কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ সকলেই তার হাদীসকে পরিত্যাগ করতে ঐকমত্য হয়েছেন।

শামীদের ছাড়া অন্যদের থেকে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশের বর্ণনা দুর্বল। আর এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি হচ্ছেন ইবনু মুজাহিদ হিজাজী।

বাইহাক্বী বলেন ঃ এ হাদীসটি দুর্বল। ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না এবং আব্দুল ওয়াহাব ইবনু মুজাহিদ একেবারে দুর্বল। সঠিক হচ্ছে এটি ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর কথা।

বাইহাক্বী আম্‌র ইবনু দীনার সূত্রে আতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে হাদীসটি সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবুন তাইমিয়্যা তার "আহকামুস সাফার" গ্রন্থে (২/৬-৭) বলেছেন ঃ এটি ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর বাণী। ইবনু খুযায়মা ও অন্যদের থেকে যে মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট বাতিল। কীভাবে রসূল (ﷺ) মক্কাবাসীদের সম্বোধন করবেন কসরের সীমা রেখা নির্ধারণের ব্যাপারে, যেখানে তিনি হিজরতের পরে সামান্য সময় ছিলেন। অথচ মদিনাবাসীদের জন্য কোন সীমা রেখা নির্ধারণ করলেন না যেভাবে মক্কাবাসীদের জন্য নির্ধারণ করলেন। অথচ তিনি সেখানেই বাকী জীবন কাটিয়েছেন। আর কিই বা কারণ আছে যে, অন্যদের বাদ দিয়ে সীমা নির্ধারণ হবে মক্কাবাসীদের জন্য?

সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে (যা বুখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন) যে, নাবী (ﷺ) বিদায় হজ্জে আরাফায়, মুযদালিফায় এবং মিনার দিনগুলোতে মিনায় সলাত কসর করে আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে আবূ বাক্‌র (ﷺ) এবং উমারও (ﷺ) তাঁর পরে সলাত কসর করে আদায় করেছেন এবং তাদের পিছনে মক্কাবাসীরাও সলাত আদায় করেছেন। অথচ তাঁরা তাদেরকে সলাত পূর্ণ করার নির্দেশ দেননি। এটি প্রমাণ করছে যে, সেটি ছিল মক্কাবাসীদের জন্যও সফর। অথচ মক্কা এবং আরাফার মধ্যের দূরত্ব ছিল মাত্র এক বারিদ যা পায়ে হেঁটে এবং উটে চড়ে অর্ধ দিবসের রাস্তা। (বিঃদ্রঃ) এক বারিদ হচ্ছে বার (১২) মাইল।

হক হচ্ছে এই যে, সফরের কোন নির্দিষ্ট সীমা শরীয়তে নেই। যেটাকে লোকেরা সাধারণত সফর বুঝে সেটিই সফর।

٤٤٠. (حُسْنُ الْخُلُقِ يُذِيْبُ الْخَطَايَا كَمَا تُذِيْبُ الشَّمْسُ الْجَلِيْدَ، وَإِنَّ الْخُلُقَ السُّوْءَ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ).

৪৪০। সচ্চরিত্র গুনাহগুলোকে গলিয়ে ফেলে যেমনভাবে সূর্য বরফকে গলিয়ে ফেলে এবং খারাপ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে দেয় যেমনভাবে সেরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী (২/৩০৪) ঈসা ইবনু মায়মূন হতে ...তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন কেউ তার অনুসরণ করেননি।

তিনি ইবনু মা'ঈনের উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ তিনি কিছুই না।

বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারের অধিকারী।

নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সবই বানোয়াট।

এ কারণেই সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ভাল কাজ করেননি।

٤٤١. (الْخُلُقُ الْحَسَنُ يُذِيبُ الْخَطَايَا كَمَا يُذِيبُ الْمَاءُ الْجَلِيدَ، وَالْخُلُقُ السُّوْءُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ).

৪৪১। সচ্চরিত্র গুনাহগুলোকে গলিয়ে ফেলে যেমননিভাবে পানি বরফকে গলিয়ে ফেলে এবং খারাপ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে দেয় যেমনভাবে সেরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটির দু'টি সূত্র রয়েছে ঃ

১। ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৯৮/১) এবং "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/৪৮/১/৮৩৮) এবং আবূ মুহাম্মাদ কারী তার "আল-হাদীস" গ্রন্থে (২/২০৩/১) ঈসা ইবনু মায়মূন হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এ ঈসা হচ্ছেন মাদানী, ওয়াসেতী নামে প্রসিদ্ধ। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (৩/১/২৮৭) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস [যার হাদীস অগ্রহণযোগ্য]।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/২৪) তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

২। আনাস (ﷺ) হতে; এ হাদীসটি তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৫৩) বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে রাওহ ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ ও তার শাইখ খালীদ ইবনু দা'লাজ রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। খালীদ ইবনু দা'লাজ সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

দারাকুতনী তাকে মাতরূকদের [অগ্রহণযোগ্যদের] অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

রাওহ ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। তিনি বিতর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٤٢. (إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيُذِيبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُذِيبُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ).

৪৪২। সচ্চরিত্র গুনাহকে গলিয়ে ফেলে যেরূপ সূর্য বরফকে গলিয়ে [মোচন করে] ফেলে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটি খারায়েতী "মাকারেমুল আখলাক" গ্রন্থে (পৃঃ৭) বাকিয়া ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে আবূ সা'ঈদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এ আবূ সা'ঈদ বাকিয়ার মাজহূল শাইখদের একজন, যাদের থেকে তিনি তাদলীস করতেন।

তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ বাকিয়া যখন তার শায়খের নাম নিবে না এবং তার কুনিয়াত বলবে না, তখন জানতে হবে যে, তিনি কোন কিছুর সমকক্ষ নন।

٤٤٣. (أَلاَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مِثْلَ الذُّبَابِ تَمُوْرُ فِي جَوِّهَا، فَاللهَ اللهَ فِي إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ، فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ).

৪৪৩। সাবধান! মাছির সাদৃশ ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না যা দুনিয়ার ফাঁকা স্থানে ধুলোবালুর ন্যায় উড়তে থাকবে। আল্লাহ! আল্লাহ! তোমাদের ভাই কবরবাসীদের মধ্য হতে। কারণ তোমাদের কর্মগুলো পেশ করা হবে তাদের উপর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৪/৩০৭) আবূ ইসমা'ঈল সাকূনী সূত্রে মালেক ইবনু আদ্দা হতে বর্ণনা করেছেন ...। অতঃপর বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ সনদটিতে দু'জন মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তারা দু'জন হচ্ছেন সাকূনী এবং ইবনু আদ্দা যেরূপভাবে তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন। কিন্তু বলেছেন ঃ নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে।

তিনি এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, ইবনু হিব্বান কর্তৃক তারা দু'জনকে নির্ভরযোগ্য বলাকে (৫/৩৮৮, ৭/৬৫৬) গ্রহণ করা যায় না। কারণ তিনি মাজহূল বর্ণনাকারীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ।

٤٤٤. (كَانَ إِبْلِيسُ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ، وَأَوَّلَ مَنْ تَغَنَّى).

৪৪৪। সর্ব প্রথম ইবলিস ক্রন্দন করে এবং সর্ব প্রথম সেই গান করে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি গাযালী (২/২৫১) জাবের (ﷺ)-এর হাদীস হতে মারফূ‘ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহ্ইয়া” গ্রন্থে বলেন ঃ

জাবের (ﷺ)-এর হাদীস হতে আমি এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না। হাদীসটি “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের লেখক আলী ইবনু আবী তালিব (ﷺ)-এর হাদীস হতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার পুত্র সেটিকে তার “মুসনাদ” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

٤٤٥. (مَنْ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللهِ؛ كَانَتِ السَّمَاءُ ظِلَالَهُ، وَالأَرْضُ فِرَاشَهُ، لَمْ يَهْتَمَّ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، فَهُوَ لا يَزْرَعُ، وَيَأكُلُ الْخُبْزَ، وَهُوَ لا يَغْرِسُ الشَّجَرَ، وَيَأكُلُ الثِّمَارَ؛ تَوَكُّلاً عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَطَلَباً لِمَرْضَاتِهِ، فَضَمِنَ اللهُ السَّمَاوَاتِ السَبْعَ وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ رِزْقَهُ، فَهُمْ يَتْعَبُوْنَ فِيْهِ، وَيَأتُوْنَ بِهِ حَلالاً، وَيَسْتَوْفِي هُوَ رِزْقَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أتَاهُ الْيَقِيْنُ).

৪৪৫। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে যা আছে তা চাইবে, আসমান তার জন্য ছায়া স্বরূপ হবে এবং যমীন হবে বিছানা স্বরূপ। সে দুনিয়ার ব্যাপারে কিছু গুরুত্ব দিবে না, সে চাষ করবে না অথচ সে রুটি খাবে এবং সে গাছ লাগাবে না অথচ সে ফল খাবে, আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আল্লাহ্ সাত আসমান এবং সাত যমীনে তার রিয্‌কের জন্য যামিন হয়ে যাবেন। তারা (লোকেরা) তাতে কষ্ট করবে এবং হালাল অর্জন করবে। অথচ সে তার রিয্‌ক আল্লাহর নিকট হতে বিনা হিসাবে পূর্ণ করবে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে (১/১১২) এর চেয়ে দীর্ঘ হাদীসে এবং হাকিম (৪/৩১০) ইব্‌রাহীম ইবনু আম্‌র সাকসাকী সূত্রে তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর (হাকিম) বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ বরং মুনকার এবং জাল (বানোয়াট)। কারণ আম্‌র ইবনু বাক্‌র (পিতা) ইবনু হিব্বানের নিকট মিথ্যার দোষে দোষী। তার ছেলে ইব্‌রাহীম সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী ইব্‌রাহীমের জীবনীতে “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন ঃ

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি তার পিতা হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। তার পিতা কিছুই না। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বানের পূরো বক্তব্য হচ্ছে, ইব্রাহীম ইবনু আম্র এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার হাতই হাদীসটি তৈরি করেছে। কারণ এটি রসূল (ﷺ)-এর কথা নয়, ইবনু উমার (রাঃ)-এর কথা নয়, নাফে'রও কথা নয়। বরং এটি হাসানের কথা।

٤٤٦. (ألا أخبركم بأفضل الملائكة؛ جبريل عليه السلام، وأفضل النبيين آدم، وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل النساء مريم بنت عمران).

৪৪৬। আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দিব না সর্বোত্তম ফেরেশতা সম্পর্কে তিনি হচ্ছেন জিবরীল (আঃ)। সর্বোত্তম নাবী সম্পর্কে তিনি হচ্ছেন আদম (আঃ)। সর্বোত্তম দিবস সম্পর্কে সেটি হচ্ছে জুম'আর দিবস। সর্বোত্তম মাস সম্পর্কে সেটি হচ্ছে রমাযান মাস। সর্বোত্তম রাত সম্পর্কে সেটি হচ্ছে লায়লাতুল কাদরের রাত এবং সর্বোত্তম নারী সম্পর্কে তিনি হচ্ছেন মারইয়াম বিনতু ইমরান।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (১১৩৬১) নাফে' আবূ হুরমুয সূত্রে আতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। নাফে' আবূ হুরমুযকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। সহীহ্ হাদীসের দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত। তিনি বলেন ঃ "আমি কিয়ামত দিবসে লোকদের সর্দার...।" হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১/১২৭) বর্ণনা করেছেন।

এটি প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীসটি বানোয়াট। তা সত্ত্বেও "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসটি হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/১৯৮) উল্লেখ করেছেন এবং সেটিকে নাফে'র কারণে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক।

٤٤٧. (يكون في آخر الزمان عباد جهال، وقراء فسقة).

৪৪৭। শেষ যামানায় জাহেল আবেদ এবং ফাসেক ক্বারীদের সমারোহ ঘটবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" গ্রন্থে (৩/১৩৫), হাকিম (৪/৩১৫), আবূ নু'য়াইম (২/৩৩১-৩৩২) এবং তার থেকে দাইলামী (৪/৩১৯) এবং আবূ বাক্র

আজুরী "আখলাকুল ওলামা" গ্রন্থে (পৃঃ ৬২) ইউসুফ ইবনু আতিয়া সূত্রে সাবেত হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ এটি গারীব। এটিকে আমরা একমাত্র ইউসুফ ইবনু আতিয়া হতে লিখেছি। তার হাদীসের মধ্যে মুনকার রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান তাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন। হাকিম চুপ থেকেছেন। যার জন্য যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ ইউসুফ হালেক [ধ্বংসপ্রাপ্ত]।

বুখারী বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٤٤٨. (لا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ (أَوْ قَالَ: أُمَّتِيْ) بِخَيْرٍ مَالَمْ يَتَّخِذُوْا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى).

৪৪৮। এ উম্মাত (অথবা বলেন ঃ আমার উম্মাত) সর্বদা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মসজিদগুলোতে নাসারাদের মেহরাবের ন্যায় মেহরাব তৈরি না করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আবী শায়বা "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/১০৭/১) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে বর্ণনাকারী আবূ ইসরাঈল ও তার শাইখ মূসা আল-জুহানী রয়েছেন। তিনি বলেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেনঃ...।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। এটি মু'জাল। কারণ মূসা জুহানী হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ। তিনি সাহাবী হতে তাবে'ঈর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। অতএব তিনি তাবে' তাবে'ঈ।

সুয়ূতী যে বলেছেন ঃ হাদীসটি মুরসাল, তার এ কথা সুচিন্তিত নয়। কারণ মুরসাল হচ্ছে তাবে'ঈর কথা। তিনি বলছেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ... অথচ এটি সেরূপ নয়।

২। আবূ ইসরাঈল দুর্বল। তার নাম হচ্ছে ইসমাঈল ইবনু খালীফা আল-আবাসী। হাফিয "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হেফযে ত্রুটি ছিল।

٤٤٩ (حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ الْمِحْرَابَ {يَعْنِي: مَوْضِعَ الْمِحْرَابِ}، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيْرِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى يُسْرَاهُ عَلَى صَدْرِهِ).

৪৪৯। মসজিদের নিকটে রসূল (ﷺ) যখন দাঁড়ালেন তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অতঃপর তিনি মেহরাবে (অর্থাৎ মেহরাবের স্থলে) প্রবেশ করলেন। তার পর তিনি তাকবীর সহ তাঁর দু'হাত উত্তোলন করলেন। অতঃপর তার ডান হাতকে বাম হাতের উপরে দিয়ে বুকের উপর রাখলেন।

হাদীসটি দূর্বল।

এটি বাইহাক্বী (২/৩০) মুহাম্মাদ ইবনু হাজার হাযরামী হতে এবং তিনি সা'ঈদ ইবনু আব্দিল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই বায্যার হাদীসটি তার "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে (২৬৮) এবং তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২২/৪৯/১১৮) উল্লেখ করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১/২৩২, ২/১৩৪-১৩৫) বলেন ঃ তার সনদে সা'ঈদ ইবনু আব্দিল জাব্বার রয়েছেন। তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু হিব্বান তাকে "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু হাজার দুর্বল বর্ণনাকারী।

তিনি অন্য স্থানে বলেন ঃ তাতে মুহাম্মাদ ইবনু হাজার রয়েছেন। তার সম্পর্কে বুখারী বলেন ঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। যাহাবী বলেন ঃ তার কতিপয় মুনকার রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনুত তুরকুমানী "জাওহারুন নাকী" গ্রন্থে একই সমস্যার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ বর্ণনাকারীনী উম্মু আব্দিল জাব্বার হচ্ছেন উম্মু ইয়াহ্ইয়া। আমি তার অবস্থা সম্পর্কে জানি না এবং তার নাম সম্পর্কেও জানি না।

আলেমদের ভাষ্য হতে স্পষ্ট হয়েছে যে, এ হাদীসটির সনদে তিনটি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। মুহাম্মাদ ইবনু হাজার। ২। সা'ঈদ ইবনু আব্দিল জাব্বার। ৩। উম্মু আব্দিল জাব্বার।

٤٥٠. (لو اعتَقَدَ أحَدُكُمْ بِحَجَرٍ؛ لَنَفَعَهُ).

৪৫০। কোন পাথরের উপর তোমাদের কেউ যদি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে অবশ্যই তা তার উপকার করবে।

হাদীসটি জাল।

যেমনটি ইবনু তাইমিয়্যা ও অন্যরা বলেছেন।

শাইখ 'আলী আল-কারী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ৬৬) বলেন ঃ

ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন ঃ এটি মূর্তিপূজকদের কথা। যারা পাথরের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করে।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন ঃ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

٤٥١. (مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ شَيْءٌ فِيْهِ فَضِيلَةٌ، فَأَخَذَ بِهِ إِيْمَاناً بِهِ، وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ؛ أَعْطَاهُ اللهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ).

৪৫১। যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ নিকট হতে এমন কিছু পৌঁছবে যাতে ফযীলত রয়েছে। অতঃপর সে তাকে ঈমানের সাথে সাওয়াব অর্জনের আশায় গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন। যদিও সেটি সেরূপ নাও হয়।

হাদীসটি জাল।

এটি হাসান ইবনু আরাফা তার "জুযউ" গ্রন্থে (১/১০০), ইবনুল আবার তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (পৃঃ ২৮১), আবূ মুহাম্মাদ খাল্লাল "ফাযলু রাজাব" গ্রন্থে (১৫/১-২), আল-খাতীব (৮/২৯৬) এবং মুহাম্মাদ ইবনু তূলূন "আল-আরবা'উন" গ্রন্থে (২/১৫) ফুরাত ইবনু সালমান এবং ঈসা ইবনু কাসীর সূত্রে আবূ রাজা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই ইবনুল জাওযী তার "মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২৫৮) উল্লেখ করেছেন, অতঃপর বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। আবূ রাজা মিথ্যুক।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/২১৪) তা সমর্থন করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ আমি এ আবূ রাজাকে চিনি না।

হাফিয সাখাবীও "আল-মাকাসিদ" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯১) স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ তাকে চেনা যায় না। তার "আল-কাওলুল বাদী" গ্রন্থেও (পৃঃ ১৯৭) তিনি অনুরূপ কথাই বলেছেন।

ঐতিহাসিক ইবনু তূলূন বলেছেন ঃ সনদটি ভাল। আবূ রাজা হচ্ছেন মুহরেয ইবনু আব্দিল্লাহ জাযারী হিশামের দাস, তিনি নির্ভরযোগ্য। এছাড়া হাদীসটির বিভিন্ন সূত্র এবং শাহেদ রয়েছে।

তার এ বক্তব্য এ বিদ্যার নীতি হতে খুবই দূরবর্তী কথা। কারণ যদি ধরে নেয়া হয় যিনি মুহরেয তিনিই আবূ রাজা, তাহলে তিনি মুদাল্লিস যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন। কারণ তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। কীভাবে সনদটি ভাল? [মুদাল্লিসের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৭) পৃষ্ঠায়]।

আবূ রাজাই যে মুহরেয এটি দূরবর্তী কথা বিভিন্ন কারণে। যার একটি হচ্ছে এই যে, তারা তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন তার শায়খের মধ্যে একজন হচ্ছেন ফুরাত ইবনু সালমান। বাস্তবে এ সনদে তার উল্টা। ফুরাত হচ্ছেন তার (আবূ রাজা) থেকে হাদীসটি বর্ণনাকারী।

হাদীসটি হাফিয কাসেম ইবনু হাফিয ইবনে আসাকির "আল-আরবা'উন" গ্রন্থে (১১/১) আবূ রাজা হতেই দু'টি সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটিতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আমি আমার পিতা হতে শুনেছি তিনি তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল জাওযী দারাকুতনীর বর্ণনায় ইবনু উমার (ﷺ) হতে উল্লেখ করেছেন, যার সনদে ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া রয়েছেন। অতঃপর তাকে ইবনুল জাওযী মিথ্যুক বলেছেন।

তিনি "আল-মাজরূহীন" গ্রন্থে (১/১৯৯) ইবনু হিব্বানের বর্ণনা থেকেও বাযী' আবীল খালীল সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসে' এবং সাবেত ইবনু আবান থেকে...আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আমি সাবেত ইবনু আবানকে চিনি না।

ইবনুল জওযী বলেন ঃ বাযী' মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস এনেছেন, তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন ।

তিনি "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মতারূক।

হাফিয ইবনু হাজারের "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এসেছে, দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা বাতিল। হাকিম বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করেছেন। অতঃপর আনাস (ﷺ)-এর হাদীসের অন্য একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। যার সনদে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। অনুরূপভাবে ইবনু উমার (ﷺ)-এর হাদীসের আরো একটি সূত্র ওয়ালীদ ইবনু মারওয়ানের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। এ ওয়ালীদ মাজহূল, যেমনভাবে ইবনু আবী হাতিম (৪/২/১৮) বলেছেন। যাহাবী এবং আসকালানীও একই কথা বলেছেন।

এছাড়া তার সনদের মধ্যে রয়েছে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা)।

সুয়ূতী স্বপ্নের মাধ্যমে এ হাদীসটি সম্পর্কে নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ এটি আমার থেকেই, আমিই এটি বলেছি!

আলেমদের নিকট স্বপ্ন দ্বারা শারী'য়াতের কোন হুকুম সাব্যস্ত হয় না। নাবী (ﷺ)-এর হাদীসও সাব্যস্ত হয় না।

মোটকথা হাদীসটিকে কোন সূত্র দ্বারাই দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এটির একটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করে ঠিকই করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার তার অনুসরণ করে বলেছেন ঃ এটির ভিত্তি নেই।

শাওকানীও তাকে সমর্থন করেছেন।

কোন কোন আলেম বলেছেন যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? যেখানে নাবী (ﷺ) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ ''مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ'' "যে আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করবে অথচ দেখা যাচ্ছে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে মিথ্যুকদের একজন।" হাদীসে আরো এসেছে রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল।"

যেখানে বর্ণনাকারী এবং মিথ্যারোপকারী সম্পর্কে এ সতর্কবাণী, সেখানে আমলকারীর কী হতে পারে? দুর্বল হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে চাই সেটি আহকামের মধ্যে হোক বা ফাযায়েলের মধ্যেই হোক, কোন পার্থক্য নেই। সবই শারী'য়াত।

٤٥٢. (مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ فَضْلٌ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْفَضْلِ الَّذِي بَلَغَهُ؛ أَعْطَاهُ اللهُ مَا بَلَغَهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي حَدَّثَهُ كَاذِباً).

৪৫২। যার কাছে আল্লাহর নিকট হতে ফযীলতের কোন কিছু পৌঁছল। অতঃপর যে ফযীলত তার নিকট পৌঁছেছে সে তা গ্রহণ করল, আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন যা তার নিকট পৌঁছেছে, যদিও সে হাদীস বর্ণনাকারী মিথ্যুক হয়।

হাদীসটি জাল।

এটি বাগাবী "হাদীসু কামিল ইবনু তালহা" গ্রন্থে (৪/১), ইবনু আব্দিল বার "জামেউ' বায়ানিল ইলম" গ্রন্থে (১/২২), আবূ ইসমা'ঈল সামারকান্দী "মা কারুবা সানাদুহু" গ্রন্থে (২/১) এবং ইবনু আসাকির "আত-তাজরীদ" গ্রন্থে (৪/২/১) আব্বাদ ইবনু আব্দিস সামাদ সূত্রে আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্বাদ মিথ্যার দোষে দোষী। যাহাবী বলেন ঃ

ইবনু হিব্বান তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী তার হাদীসের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি লম্বা হাদীস উল্লেখ করেছেন যা গল্পবাজদের জাল ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতঃপর আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সুস্পষ্ট মিথ্যারোপ।

ইবনু আব্দিল বার বলেছেন ঃ বিদ্বানগণের এক জামা'আত ফাযায়েলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন এবং তারা আহকামের হাদীসের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। এ কথার সমালোচনা করে শাওকানী "আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'আহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১০০) বলেছেন ঃ

শারী'য়াতের আহকামগুলো সবই সমান। সেগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়নি তা প্রচার করা কারো জন্য হালাল নয়। তা করলে আল্লাহ যা বলেননি তা বলার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তাতে রয়েছে তার জন্য শাস্তি ...। (সূরা আল-হাক্কার ৪৩ ও ৪৭ নাম্বার আয়াত দ্রষ্টব্য)।

٤٥٣. (مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ فَضِيلَةٌ، فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا؛ لَمْ يَنَلْهَا).

৪৫৩। যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে কোন ফযীলত পৌঁছল, অতঃপর সে তা বিশ্বাস করল না, সে তা পাবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৬/১৬৩) এবং ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (কাফ ৪০/২) বাযী' আবূল খালীল খাস্‌সাফ সূত্রে সাবেত হতে এবং তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

জানি না বাযী' ছাড়া অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেছেন কিনা।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী। একটি হাদীস পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসটি হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১/১৪৯) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ বাযী' দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি মিথ্যার দোষে দোষী; যেমনভাবে যাহাবী বলেছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান এবং অন্যদের উক্তিও একটি হাদীসের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

٤٥٤. (إِذَا صَلَّيْتُمْ؛ فَقُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَشْرًا؛ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِذَلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ).

৪৫৪। তোমরা যখন সলাত আদায় করবে, তখন তোমরা বল ঃ সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার। তোমরা অবশ্যই তা দ্বারা পেয়ে যাবে তাদেরকে যারা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে এবং তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে তোমরা অগ্রগামী হয়ে যাবে।

হাদীসটি এ বর্ণনাভঙ্গিতে দুর্বল।

এটি নাসাঈ (১/১৯৯) ও তিরমিযী (২/২৬৪-২৬৫) আত্তাব ইবনু বাশীর সূত্রে খুসায়েফ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল। খুসায়েফ হচ্ছেন ইবনু আব্দির রহমান জাযারী। তিনি সত্যবাদী, কিন্তু তার হেফযে ত্রুটি ছিল। শেষ বয়সে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। আত্তাবও সত্যবাদী কিন্তু ভুল করতেন।

হাদীসটির ভাষায় ঃ ''ولا إله إلا الله عشرا'' অংশটুকু মুনকার। এটি আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ)-এর সহীহ্ হাদীস বিরোধী। তাতে রয়েছে ঃ ''لا إله إلا الله وحده لا شريك له ...'' এক বার বলার কথা। তার সনদটি সহীহ; যেমনভাবে আমি ''সাহীহা''র মধ্যে (নং ১০০) বর্ণনা করেছি।

٤٥٥. (الرَّجُلُ الصَّالِحُ يَأْتِيْ بِالْخَبَرِ الصَّالِحِ، وَالرَّجُلُ السُّوْءُ يَأْتِي بِالْخَبَرِ السُّوْءِ).

৪৫৫। সৎ ব্যক্তি সুসংবাদ নিয়ে আসে আর মন্দ ব্যক্তি দুঃসংবাদ নিয়ে আসে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৩/৯০) এবং ইবনু আসাকির (১৩/১৮৫/২) মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম তাইকানী সূত্রে উমার ইবনু হারূণ ...হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ হাদীসটি গারীব। আমরা এটি একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেমের হাদীস হতে লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি জালকারী। তার শাইখ উমার ইবনু হারূণ মিথ্যুক। সুয়ূতীর নিকট এ তথ্য লুক্কায়িত ছিল, এজন্য "জামেউ'স সাগীর" গ্রন্থে আবূ নু'য়াইম এবং ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবীও কোন কথা বলেননি। শুধু বলেছেন ঃ তার থেকে দাইলামী বর্ণনা করেছেন।

আমি হাদীসটির অন্য একটি সূত্র পেয়েছি। হাদীসটি আবূ বাক্র আযদী তার হাদীস গ্রন্থে (৫/১) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দুবিয়া হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। কারণ ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। আর আহমাদ তার প্রশংসা করেছেন!

আবূ মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ ইবনিল মুসাইয়্যাবকে আমি চিনি না। তার নাম আব্দুল মালেক।

হাদীসটির একটি শাহেদ এসেছে যেটির এক পয়সাও মূল্য নেই। আবুশ শাইখ "আল-আমসাল" গ্রন্থে (৬৬) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে আম্বাসা ইবনু আব্দির রহমান কুরাশী হতে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আম্বাসা এবং দাউদ উভয়েই জালকারী।

٤٥٦. (إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا، فَحَرَّمَ اللهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ).

৪৫৬। ফাতিমা তার লজ্জাস্থানকে পবিত্র রেখেছে, ফলে আল্লাহ তার সন্তানদেরকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিয়েছেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (১/২৫৭/১), উকায়লী " আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ২৮৬), ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (কাফ ২৪৯/১), ইবনু শাহীন "ফাযায়েলে ফাতিমা" গ্রন্থে (পাতা ৩/১), তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৬১), ইবনু মান্দা "আল-মা'রিফাত" গ্রন্থে (২/২৯৩/১) এবং ইবনু আসাকির (৫/২৩/১,১৭/৩৮৬/১) মু'য়াবিয়া ইবনু হিশাম সূত্রে উমার ইবনু গিয়াস হাযরামী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু শাহীন এবং আবুল কাসেম মেহরানী "আল-ফাওয়ায়েদুল মুন্তাখাবা" গ্রন্থে (২/১১/২) হাফস ইবনু উমার উবুল্লী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু শাহীন মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়েদ ইবনে উতবাহ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বালখী হতে এবং তিনি তালীদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ তিনটি সূত্রই আসেম হতে। সবগুলোই নিতান্তই দুর্বল। একটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল।

প্রথমটির সনদে উমার ইবনু গিয়াস রয়েছেন। উকায়লী বলেন ঃ বুখারী বলেছেন ঃ তার হাদীসে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। উকায়লী বলেন ঃ সে হাদীসটি হচ্ছে এটিই।

বুখারী "তারীখুস সাগীর" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি যে আসেম হতে শুনেছেন তা উল্লেখ করা হয়নি, হাদীসটি মু'যাল।

ইবনু হিব্বান তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি আসেম হতে যা তার হাদীস নয় তা বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৩/১/১২৮) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

তার থেকে বর্ণনাকারী মু'য়াবিয়া ইবনু হিশামের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনু আদী কর্তৃক বর্ণিত সূত্রগুলো হতেই ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/৪২২) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটির সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু

হচ্ছে আম্‌র ইবনু গিয়াস (তাকে বলা হয় উমার)। তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি আসেম হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীস নয়। ...

হাকিম হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ বরং দুর্বল। মু'য়াবিয়া এককভাবে (তাকেও দুর্বল বলা হয়েছে) ইবনু গিয়াস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একেবারেই দুর্বল।

উকায়লী ইবনু মাস'উদ (ﷺ) হতে মওকুফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মওকূফই উত্তম।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মওকূফ হিসাবেও সহীহ্ নয়।

দ্বিতীয় সূত্র; তাতে রয়েছেন হাফস ইবনু উমার উবুল্লি। তিনি মিথ্যুক।

তৃতীয় সূত্র; তাতে রয়েছেন তালীদ। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, উসমানকে (ﷺ) গালী দিতেন।

আবূ দাউদ বলেন ঃ তিনি রাফেযী, আবূ বাক্‌র ও উমারকে (ﷺ) গালী দিতেন। অন্য ভাষায় বলেছেন ঃ তিনি খাবীস।

٤٥٧. (إنَّ اللهَ غَيرُ مُعَذِّبِكِ (يَعْنِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) وَلاَ وَلَدَهَا).

৪৫৭। অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে {অর্থাৎ ফাতিমাকে (ﷺ)} শাস্তি দিবেন না এবং তার সন্তানকেও নয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১৩১/২) বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে ইসমা'ঈল ইবনু মূসা, মুহাম্মাদ ইবনু মারযূক এবং ঈযাজী রয়েছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৪০২) হাদীসটিকে পূর্বের হাদীসের শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং চুপ থেকেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৯/২০২) বলেছেন ঃ তার (তাবারানীর) বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (১/৪১৭) তা সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটিতে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে ঃ

১। ইসমা'ঈলকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। তার নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে যখন অন্যরা তার বিরোধিতা করেছেন, যেমনভাবে এখানে ইবনু আবী হাতিম তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ তিনি মাজহূল [অপরিচিত]।

২। মুহাম্মাদ ইবনু মারযূক; যদিও ইমাম মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন তবুও তার মধ্যে লাইয়েনুন (দুর্বলতা) রয়েছে; যেমনভাবে ইবনু আদী বলেছেন।

৩। ঈযাজী; সাম‘আনী তাকে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তার সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলেননি।

٤٥٨. (دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ).

৪৫৮। যিম্মীর দিয়াত হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির দিয়াত।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী “মু‘জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/৪৫-৪৬/৭৮০), দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃঃ ৩৪৩, ৩৪৯) এবং বাইহাক্বী (৮/১০২) আবূ কুরয আল-কুরাশী সূত্রে নাফে‘ হতে ...বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এ ভাষায় ঃ

হাদীসটি নাফে‘ হতে আবূ কুরয ছাড়া অন্য কেউ মারফূ‘ হিসাবে বর্ণনা করেননি। তিনি মাতরূক। তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল মালেক ফেহরী।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে তার জীবনীর মধ্যে বলেছেন ঃ তার এ হাদীসটি সর্বাপেক্ষা বেশী মুনকার।

অতঃপর দারাকুতনী হাদীসটি উসামা ইবনু যায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন। তার সমস্যা হিসাবে বলেছেন ঃ তাতে উসমান ইবনু আব্দির রহমান ওক্কাসী রয়েছেন; তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

অতঃপর হাদীসটি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন এবং তার সমস্যা হিসাবে বলেছেন ঃ তাতে হাসান ইবনু আম্মারা রয়েছেন; তিনি মাতরূক। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তিনি আরো একটি সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে আবূ সা‘ঈদ বাক্কাল রয়েছেন। বাইহাক্বী বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

যায়লা‘ঈ (৪/৩৩৬) বলেন ঃ তার মধ্যে লাইয়েনুন (দুর্বলতা) রয়েছে।

হাদীসটি রাফেয়ী‘ তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/১৯) আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদে বারাকা ইবনু মুহাম্মাদ আনসারী রয়েছেন, তিনি হালাবী। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

অতঃপর বাইহাক্বী যুহ্রীর হাদীস হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুরসাল হওয়ার কারণে শাফেয়ী' হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ যুহ্রীর মুরসাল মন্দ।

ইমাম মুহাম্মাদ "কিতাবুল আসার" গ্রন্থে (পৃঃ ১০৪) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমাদেরকে আবূ হানীফা (রহঃ) খবরটি হায়সাম হতে মারফূ' হিসাবে শুনিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মু'যাল। কারণ এ হায়সাম হচ্ছেন ইবনু হাবীব সায়রাফী কূফী। তিনি তাবে' তাবে'ঈ। তিনি ইকরিমা এবং আসেম ইবনু যামুরা হতে বর্ণনা করেছেন।

আবূ হানীফার (রহঃ) হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি তার বিবরণ গেছে ৩৯৭ নং হাদীসে।

তাকে হেফযের দিক দিয়ে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনু আদী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার সম্পর্কে ইমামগণের সেই সব ভাষ্যগুলো উল্লেখ করছি যেগুলো সহীহ বর্ণনায় তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। যাতে করে পাঠকবৃন্দের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং কেউ এরূপ ধারণা ও দাবী না করে যে, আমরা ইজতিহাদ করে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলছি। যা কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে তা শুধুমাত্র জ্ঞানীজন ও বিশেষজ্ঞদের অনুসরণার্থেই করা হচ্ছে।

১। ইমাম বুখারী "তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৪/২/৮১০) বলেন ঃ "سكتوا عنه" সাকাতু আনহু।

(হাফিয ইবনু কাসীর "মুখতাসারু উলূমিল হাদীস" গ্রন্থে (পৃঃ১১৮) বলেন ঃ ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন ঃ সাকাতু আনহু অথবা বলেন ঃ ফীহে নাযরুন (তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে)। তখন জানতে হবে যে, তার স্তরটি তার নিকট অত্যন্ত নীচু এবং নিম্ন মানের।

হাফিয ইরাকী বলেন ঃ এরূপ বাক্য ইমাম বুখারী সেই ব্যক্তি সম্পর্কেই বলেছেন, যার হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন তথা গ্রহণ করেননি। দেখুনঃ "আর-রাফউ' ওয়াত তাকমীল" (পৃঃ১৮২-১৮৩)। "মাসায়েলুল ইমামে আহমাদ" গ্রন্থে (পৃঃ ২১৭) মারওয়াযী বলেন ঃ আমি বললাম, কখন কোন ব্যক্তির হাদীসকে পরিত্যাগ করা হয়? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যখন তার বেশী ভুল সংঘটিত হয়।)

২। ইমাম মুসলিম "আল-কুনা ওয়াল আসমা" গ্রন্থে (কাফ ৩১/১) বলেন ঃ "مُضْطَرِبُ الْحَدِيْثِ، لَيْسَ لَهُ كَبِيْرٌ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ" 'তিনি মুযতারিবুল হাদীস, তার বেশী পরিমাণে সহীহ হাদীস নেই।'

৩। ইমাম নাসাঈ তার "আয-যু'য়াফা ওয়াল মাতরূকীন" গ্রন্থের শেষে (পৃঃ ৫৭) বলেন ঃ ''لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ، وَهُوَ كَثِيْرُ الْغَلَطِ عَلَى قِلَّةِ رِوَايَتِهِ'' 'তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। তার বর্ণনা কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি বেশী ভুলকারী।'

৪। ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/৪০৩) বলেন ঃ ''لَهُ أَحَادِيْثُ صَالِحَةٌ، وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيْهِ غَلَطٌ، وَتَصَاحِيْفُ، وَزِيَادَاتٌ فِيْ أَسَانِيْدِهَا وَمُتُوْنِهَا، وَتَصَاحِيْفُ فِي الرِّجَالِ، وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيْهِ كَذَلِكَ...'' 'তার বর্ণিত কতিপয় সহীহ হাদীস রয়েছে, তবে তার অধিকাংশ বর্ণনাই ভুল। পড়তে এবং লিখতে ভুল করা হয়েছে। সেগুলোর সনদ এবং মতনে (ভাষায়) অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে পড়তে ও লিখতে ভুল করা হয়েছে। তার অধিকাংশ বর্ণনাগুলো সেরূপই। তিনি যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে ১৩ হতে ১৯টি হাদীস ছাড়া বাকীগুলো সহীহ নয়। তিনি মাশহূর ও গারীব মিলে একই ধাচের প্রায় তিনশতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যার অবস্থা এই, তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হয় না।

৫। ইবনু সা'দ "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (৬/২৫৬) বলেন ঃ ''كَانَ ضَعِيْفًا فِي الْحَدِيْثِ'' 'তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন।'

৬। উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ৪৩২) বলেন ঃ ''حدثنا عبد بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: حَدِيْثُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ضَعِيْفٌ'' 'আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ঃ আবূ হানীফার (রহঃ) হাদীস দুর্বল।'

৭। ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৪/১/৪৫০) বলেন, হাজ্জাজ ইবনু হামযা আমাদেরকে বলেছেন, আমাদেরকে আব্দান ইবনু উসমান বলেছেন ঃ ''سمعت ابن المبارك يقول: كَانَ أَبُوْحَنِيْفَةَ مِسْكِيْنًا فِي الْحَدِيْثِ'' 'তিনি ইবনু মুবারাককে বলতে শুনেছেন ঃ আবূ হানীফা (রহঃ) ছিলেন হাদীসের ক্ষেত্রে মিসকীন।' (এ সনদ দু'টো সহীহ্) ।

৮। আবূ হাফস ইবনু শাহীন বলেন ঃ আবূ হানীফার (রহঃ) ফিকহের জ্ঞানের ব্যাপারে কেউ প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু তিনি হাদীসের বিষয়ে সন্তোষজনক ছিলেন না। কারণ সনদগুলোর জন্য রয়েছেন সমালোচক। যার জন্য তিনি কি লিখেছেন তার সনদ সম্পর্কে জানতেন না। তবে তাকে মিথ্যুক বলা হয়নি। তাকে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

অনুরূপ কথা এসেছে "তারিখু জুরজান" গ্রন্থের শেষ কপিতে (পৃঃ ৫১০-৫১১)।

৯। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

''وَكَانَ رَجُلاً جَدَلاً، ظَاهِرُ الْوَرَعِ، لَمْ يَكُنِ الْحَدِيْثُ صِنَاعَتُهُ، حَدَّثَ بِمِائَةٍ وَثَلاَثِيْنَ حَدِيْثاً مَسَانِيْدَ، مَا لَهُ حَدِيْثٌ فِي الدُّنْيَا غَيْرُهَا، أَخْطَأَ مِنْهَا فِيْ مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ حَدِيْثًا، إِمَّا أَن يَكُوْنَ أَقْلَبَ إِسْنَادَهُ، أَوْ غَيَّرَ مَتْنَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَم، فَلَمَّا غَلَبَ خَطَؤُهُ عَلَى صَوَابِهِ، اسْتَحَقَّ تَرْكُ الاحْتِجَاجِ بِهِ فِيْ الأَخْبَارِ''.

'তিনি ছিলেন একজন তার্কিক, বাহ্যিকতায় ছিল পরহেজগারিতা, হাদীস তার কর্মের মধ্যে ছিল না। তিনি একশত ত্রিশটি মুসনাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেগুলো ছাড়া দুনিয়াতে তার আর কোন হাদীস নেই। যার মধ্যে একশত বিশটিতেই তিনি ভুল করেছেন। হয় সনদ উল্টিয়ে ফেলেছেন, না হয় তার অজান্তেই মতন (ভাষা) পরিবর্তন করে ফেলেছেন। অতএব যখন তার সঠিকের চেয়ে ভুলগুলোই বেশী, তখন হাদীসের ক্ষেত্রে তাকে গ্রহণ করার চেয়ে তাকে পরিত্যাগ করাই উপযোগী।'

১০। দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃঃ ১২৩) বলেন ঃ আবূ হানীফা (রহঃ) মূসা ইবনু আবী আয়েশা হতে... {জাবের (ﷺ)}-এর এ হাদীসটি মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ''مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ؛ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ'' 'যার ইমাম রয়েছে ইমামের কিরাআত তার (মুক্তাদির) জন্য যথেষ্ট'। অথচ আবূ হানীফা (রহঃ) এবং হাসান ইবনু আম্মারা ছাড়া অন্য কেউ এ হাদীসটিকে মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। আবূ হানীফা (রহঃ) এবং হাসান ইবনু আম্মারা; তারা উভয়েই দুর্বল।

১১। হাকিম "মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস" গ্রন্থে তাকে (আবূ হানীফা (রহঃ)) তাবে' তাবে'ঈন এবং তাদের পরবর্তীদের মধ্য হতে সেই সব বর্ণনাকারীদের দলে উল্লেখ করেছেন যাদের হাদীস দ্বারা সহীহার মধ্যে দলীল গ্রহণ করেননি। অতঃপর তার বক্তব্য (পৃঃ ২৫৬) শেষ করেছেন নিম্নের ভাষায় ঃ

'যে সব ব্যক্তিদের উল্লেখ করেছি তারা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাদেরকে নির্ভরযোগ্য হাফিযদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।'

১২। হাফিয আব্দুল হক ইশবীলী "আল-আহকাম" গ্রন্থে (কাফ ১৭/২) খালেদ ইবনু আলকামা সূত্রে আব্দু খায়ের হতে উল্লেখ করেছেন, তিনি আলী (ﷺ) হতে রসূল (ﷺ)-এর ওযূ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তিনি তার মাথা মাসাহ করেছেন একবার।'

অতঃপর বলেছেন ঃ অনুরূপভাবেই খালেদ হতে হাফিযগণ বর্ণনা করেছেন। অথচ আবূ হানীফা (রহঃ) খালেদ হতে বর্ণনা করেছেন এ ভাষায়; তিনি বলেন ঃ 'তিনি তাঁর মাথা মাসাহ করেছেন তিনবার।'

''لاَ يُحْتَجُّ بِأَبِيْ حَنِيْفَةَ، لِضَعْفِهِ فِي الْحَدِيْثِ'' হানীফার (রহঃ) দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল হওয়ার কারণে।

১৩। ইবনুল জাওযী তাকে তার "আয-যু'য়াফা ওয়া মাতরূকীন" গ্রন্থে (৩/১৬৩) উল্লেখ করেছেন এবং তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি নাসাঈ এবং অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। সাওরী বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। নাযর ইবনু শুমায়েল বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

১৪। যাহাবী "দীওয়ানুয যু'য়াফা" গ্রন্থে (কাফ ২১৫/১-২) বলেন ঃ নু'মান (ইমাম রহঃ) সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তার অধিকাংশ বর্ণনাই ভুল। পড়তে এবং লিখতে ভুল করা হয়েছে। সেগুলোর সনদ এবং মতনে (ভাষায়) অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। তবে তার কতিপয় সহীহ হাদীস রয়েছে। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। তার বর্ণনা কম হওয়া সত্ত্বেও বেশী ভুল করেছেন। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তার হাদীস লিখা যাবে না। দেখুন ঃ "আর-রাফ'উ ওয়াত তাকমীল" (পৃঃ ১০২)।

ইবনু মা'ঈন হতে আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে একাধিক মতামত এসেছে। একবার বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরশীল, আবার বলেছেন ঃ তিনি দুর্বল, আবার বলেছেন ঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই, তিনি মিথ্যা বলেননি। আবার বলেছেন ঃ আবূ হানীফা আমাদের নিকট সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়নি।

এতে কোন সন্দেহ নেই আবূ হানীফা (রহঃ) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে আয়ত্ব ও স্মৃতি শক্তির সংযোগ না ঘটবে। কিন্তু তা তার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়নি বরং উল্লেখিত ইমামগণের সাক্ষ্য দ্বারা উল্টাটি সাব্যস্ত হয়েছে। তারা এমন এক জামা'আত যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং বক্তব্যের অনুসরণ কারার কারণে কেউ পথভ্রষ্ট হয় না। আর তার সম্পর্কে তাদের উক্ত সাক্ষ্য ও উক্তি ইমাম সাহেবের দীনদারী, সংযমশীলতা ও ফিকহের ক্ষেত্রে মানহানিকরও নয়। যেমনটি তাঁর পরবর্তী কিছু অন্ধভক্ত ধারণা করে থাকে। বহু ফাকীহ, কাযী ও নেককার সম্পর্কেই হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ তাদের মুখস্থ এবং আয়ত্ব শক্তিতে ত্রুটি থাকার কারণে সমালোচনা করেছেন। তথাপিও তা তাদের দীন ও ন্যায়পরায়নতার ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত করেছে বলে ধরা হয় না। যেমন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে আবী লায়লা আল-কাযী, হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান আল-ফাকীহ, শুরায়েক ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী এবং আব্বাদ ইবনু কাসীর ও আরো অনেকে। এমনকি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ কাত্তান বলেন ঃ

'আমরা সালেহীনদের (সৎ কর্মশীলদের) চেয়ে হাদীসের ক্ষেত্রে বেশী মিথ্যুক দেখি না।' এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম তার সহীহার মুকাদ্দিমাতে (১/১৩), অতঃপর এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

তাদের মুখে মিথ্যা প্রবাহিত হয়েছে, অথচ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেননি।

তিনি (ইমাম মুসলিম) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আমি সুফিয়ান সাওরীকে বললাম ঃ আব্বাদ ইবনু কাসীরের সততা ও পরহেজগারিতার অবস্থা সম্পর্কে আপনি জানেন। কিন্তু তিনি যখনই হাদীস বর্ণনা করেছেন, মহা সমস্যা নিয়ে এসেছেন। অতঃপর আপনি মতামত দিয়েছেন যে, আমি যেন লোকদেরকে বলি তোমরা তার থেকে গ্রহণ করো না? সুফিয়ান বললেন ঃ হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ্ বললেন ঃ আমি যখন কোন মজলিসে থাকতাম এবং সেখানে আব্বাদ সম্পর্কে আলোচনা হতো, তখন তার ধার্মিকতার বিষয়ে প্রশংসা করতাম এবং বলতাম তার থেকে তোমরা গ্রহণ করো না।

আমি (আলাবনী) বলছি ঃ এটিই হচ্ছে হক ও ইনসাফ ভিত্তিক কথা। এর উপরই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত। ফিকহের পাণ্ডিত্য এক জিনিস আর হাদীস বহন ও তার হেফয করা হচ্ছে অন্য জিনিস। প্রতিটি বিষয়ের জন্যেই রয়েছে বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতগণ। কোন সন্দেহ নেই ফিকহের বিদ্যায় এবং তার বুঝের ক্ষেত্রে তাঁর (আবূ হানীফার) মর্যাদা সুউচ্চ।

এ কারণেই ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন ঃ 'ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষ আবূ হানীফার মুখাপেক্ষী।'

তবে তার কোন কোন গোঁড়া ভক্তদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। যারা ইমাম দারাকুতনীকে আক্রমণ করে থাকেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল এ কথা বলার কারণে। কারণ তিনি এরূপ মন্তব্যকারী একা নন। তার সাথে রয়েছেন বড় বড় বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণও যেমনভাবে আপনারা জেনেছেন।

আলোচ্য হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (৩/১২৭) প্রথম সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন, দারাকুতনী বলেন ঃ হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই। আবূ কুরয হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু কুরয; তিনি মাতরূক। সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৮৯) তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

সম্ভবত সহীহ্ হাদীসের সাথে এ হাদীসটির বিরোধ হওয়ার কারণে।

রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'আহলে কিতাবদ্বয়ের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক, তারা হচ্ছে ইয়াহূদ ও নাসারা।'

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (নং ৬৬৯২-৫৭১৬), ইবনু আবী শায়বা "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১১/২৬/২) এবং সুনানের রচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী এবং বাইহাক্বীও বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে তিরমিযী হাসান আখ্যা দিয়েছেন এবং ইবনু খুযায়মা বলেছেন ঃ সহীহ; যেমনিভাবে হাফিয ইবনু হাজার "বুলুগুল মারাম" গ্রন্থে (৩/৩৪২-সুবুলুস সলাম সহ) বলেছেন।

আমার নিকটেও এ হাদীসটির সনদ হাসান। আর এ কারণেই সুয়ূতীর উচিত ছিল আলোচ্য হাদীসটিকে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ না করা।

আবূ দাউদেও এরূপ হাদীস এসেছে। যার শাহেদও ইবনু উমার (ﷺ)-এর হাদীস হতে "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৮৮/১) এসেছে। আমি আলোচ্য হাদীসের বিপরীতে এ হাসান হাদীসটির "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (২২৫১) তাখরীজ করেছি।

٤٥٩. (صَامَ نُوْحٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الدَّهْرَ؛ إِلاَّ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الضُّحَى).

৪৫৯। (ঈদুল) ফিতর এবং যুহার (কুরবানী) দিন বাদ দিয়ে নূহ (আঃ) সারা বছর ধরে সওম পালন করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৫২৪) ইবনু লাহী'য়াহ সূত্রে জা'ফার ইবনু রাবী'য়াহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বূসয়রী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে (কাফ ১০৮/২) বলেন ঃ

ইবনু লাহী'য়াহ দুর্বল হওয়ার কারণে সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/৮২) আবূ ফারাসকে চেনা যায় না হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তা ঠিক নয়, কারণ তার নাম হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনু রাবাহ আস-সাহমী মিসরী। আজালী তাকে "আস-সিকাত" গ্রন্থে (নং ১৫৭২) উল্লেখ করেছেন। তিনি তাবে'ঈ নির্ভরযোগ্য। তিনি ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকরী।

এছাড়া যদি হাদীসটি সহীহও হয়; তবুও তার উপর আমল করা জায়েয হবে না। কারণ এটি ছিল আমাদের পূর্ববর্তীদের শারী'য়াতে। সেটি আমাদের শারী'য়াত নয়। কারণ আমাদেরকে সিয়ামুদ দাহার হতে নিষেধ করা হয়েছে, যা নাসাঈ (১/৩২৪) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

٤٦٠. (أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ. قَالَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَمَرَ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ كَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ).

৪৬০। যে তার যিম্মাদারিত্ব পূর্ণ করে তাদের মধ্যে আমি উত্তম। রসূল (ﷺ) এ কথাটি সেই সময়ে বলেছিলেন যখন তিনি যিম্মীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করার দায়ে এক মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু আবী শায়বা (১১/২৭/১), আব্দুর রায্যাক (১৮৫১৪), আবূ দাউদ "আল-মারাসীল" গ্রন্থে (২০৭/২৫০), তাহাবী (২/১১১), দারাকুতনী (পৃঃ ৩৪৫) ও বাইহাক্বী (৮/২০-২১) রাবী'য়াহ ইবনু আবী আব্দির রহমান সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু বায়লামানী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাহাবী মুরসাল বলে এটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী এবং বাইহাক্বী এটিকে নাবী (ﷺ) পর্যন্ত আম্মার ইবনু মাতার সূত্রে পৌছিয়েছেন। যার সনদে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আসলামী এবং ইবনু বায়লামানী রয়েছেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ এটিকে ইব্রাহীম ছাড়া অন্য কেউ মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। তিনি মাতরূকুল হাদীস। সঠিক হচ্ছে রাবী'য়াহ ইবনুল বায়লামানীর মধ্যমে নাবী (ﷺ) থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল বায়লামান দুর্বল। যখন তিনি মওসুল হিসাবে বর্ণনা করেন, তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতএব কীভাবে তার মুরসালকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়?

হাফিয ইবনু হাজার তার এ কথাকে "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১২/২২১) সমর্থন করেছেন।

বাইহাক্বী সালেহ ইবনু মুহাম্মাদের উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ হাদীসটি মুরসাল মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ অন্য দু'টি সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১। একটির সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সলাম রয়েছেন। তিনি তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটি তাহাবী বর্ণনা করেছেন।

এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও নিতান্তই দুর্বল। ইয়াহ্ইয়াকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ নিতান্তই দুর্বল। বুখারী বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

২। এ সনদটিতে আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াকূব রয়েছেন। তিনি তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল আযীয ইবনে সালেহ হাযরামী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটি আবূ দাউদ তার "আল-মারাসীল" গ্রন্থে (২০৮/২৫১) বর্ণনা করেছেন। যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৪/৩৩৬) বলেন, ইবনুল কাত্তান তার কিতাবে বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াকূব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল আযীয; তারা উভয়েই মাজহূল। তাদের দু'জনের জীবনী পাচ্ছি না।

অতঃপর তিনি (যায়লা'ঈ) তা স্বীকার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সূত্রগুলো খুবই দুর্বল। এসব দ্বারা আলোচ্য হাদীসটি শক্তিশালী হয় না। এছাড়া সহীহ হাদীস তার বিপরীতে থাকার কারণে হাদীসটির দুর্বলতাকে আরো বৃদ্ধি করছে। রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ". 'কাফিরকে হত্যার দায়ে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।'

হাদীসটি বুখারী (১২/২২০) ও অন্যরা 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিই হচ্ছে জামহূরে ওলামার মত। কিন্তু হানাফী আলেমগণ সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে আলোচ্য দুর্বল ও মুনকার হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তাদের কেউ কেউ সহীহ হাদীসের দিকে ফিরে এসে ইনসাফ করেছেন। যেমন বাইহাক্বী এবং

খাতীব বাগদাদীর "আল-ফাকীহ" গ্রন্থের (২/৫৭) মধ্যে এসেছে আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু যিয়াদের সাথে আলোচনার পর ইমাম যুফার প্রত্যাবর্তন করেন। আবূ ওবায়দাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটির সনদটি সহীহ্ যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

উসতাদ মওদূদী তার "হুকূকুল আম্মা লি আহলিয যিম্মা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

১। "যিম্মীর দিয়াত হচ্ছে মুসলমানের দিয়াত।" এ হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে ৪৫৮ নং হাদীসের মধ্যে অবহিত হয়েছেন।

২। "যিম্মীর খুন মুসলিম ব্যক্তির খুনের ন্যায়। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করে, তাহলে তার থেকে তার জন্য কিসাস নেয়া হবে, যেমনভাবে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে কিসাস নেয়া হতো।"

এ হাদীসটি দারাকুতনীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। যেটির সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দারাকুতনী নিজেই এটিকে দুর্বল বলেছেন।

অতঃপর তিনি কতিপয় আসার তিন খালীফা হতে বর্ণনা করেছেন; উমার, উসমান ও আলী (ﷺ) থেকে।

উমার (ﷺ) হতে ইব্রাহীম নাখ'ঈর বর্ণনায় একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানু বাকরের এক ব্যক্তি কর্তৃক এক যিম্মীকে হত্যার দায়ে কাতিলকে উমার (ﷺ) মাকতূলের অভিভাবকদের নিকট তুলে দিতে বলেছিলেন এবং তাই করা হয়েছিল। অতঃপর তারা তাকে হত্যা করে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি সহীহ নয়। কারণ ইব্রাহীম নাখ'ঈ উমার (ﷺ)-এর যুগকে পাননি।

এটি আব্দুর রায্যাক তার "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে সংক্ষেপে (১০/১০১/১৮৫১৫) এবং বাইহাক্বী "আল-মা'রিফাত" গ্রন্থে পূরোটাই বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৪/৩৩৭) এসেছে। বাইহাক্বীর সনদে আবূ হানীফা (রহঃ) রয়েছেন। তার অবস্থা সম্পর্কে আপনারা একটি হাদীস পূর্বে অবহিত হয়েছেন ।

এটি মওসূল হিসাবে অন্য সূত্র হতে এসেছে। তবে ভাষায় কিছু বেশী আছে যা দলীল গ্রহণ করাকে নষ্ট করে দেয়, যদি সেটি সহীহ্ হত। কারণ তাতে বলা হয়েছে ঃ উমার (ﷺ) দিয়াত দিতে বলেছেন। হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এটি তাহাবী (২/১১২) বর্ণনা করেছেন।

উসমান (ﷺ)-এর আসার; দীর্ঘ ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, উমার (ﷺ)-কে হত্যাকারী আবূ লূলূওয়াকে হত্যার জন্য তাঁর ছেলে ওবায়দুল্লাহ আবূ লূলূওয়ার ছোট মেয়ের নিকট যান। সে ছিল ইসলামের দাবীদার। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার সাথে হুরমুযান ও যুফায়নাকে (সে নাসরানী ছিল)

হত্যা করেন। ঘটনা উসমান (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি এ বিষয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করেন। যাতে তারা সকলে তাকে কিসাস হিসাবে হত্যার সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু লোকদের মাঝে বেশী হট্টগোল দেখা দিলে, তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। যার ফলে দু'ব্যক্তি এবং এক মেয়ের দিয়াত দেয়া হয়।

এটি তাহাবী "শারহু মা'য়ানীল আসার" গ্রন্থে (২/১১১) সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ রয়েছেন। তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

কিন্তু ইবনু সা'দ "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (৩/১/২৫৬-২৫৮) অন্য সূত্রে সহীহ সনদে সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। যার বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি মুরসাল। কারণ উমার (ﷺ) কে হত্যা করার সময় সে (সা'ঈদ) ছিল ছোট। তার বয়স তখন নয় বছরেরও কম। যার বয়স এত কম সে কীভাবে এরূপ সংবাদ শিক্ষা নিতে পারে?

যাই হোক যিম্মী হত্যার দায়ে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঘটনাটি এমন নয়। কারণ তিনি যুফায়না নাসরানীর সাথে আরো দু'জন মুসলমানকে হত্যা করেন। আবূ লূলূয়ার মেয়ে এবং হুরমুযানকে। হুরমুযান ছিল একজন মুসলিম, যেমনভাবে বাইহাক্বীর বর্ণনায় এসেছে। অতএব তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল দু'জন মুসলিমকে হত্যার জন্যে। সেই নাসরানীকে হত্যার দায়ে নয়।

আলী (ﷺ) হতে যে আসারটি এসেছে; সেটি উমার (ﷺ)-এর আসারের ন্যায়। তাতে মাকতূলের [নিহতের] ভাই হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন...।

এটির সনদটি দুর্বল। যায়লা'ঈ (৪/৩৩৭) এবং অন্যরা এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার আসারটির সমস্যায় বলেছেন ঃ তাতে হুসাইন ইবনু মায়মূন রয়েছেন। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তশালী নন।

বুখারী তাকে দুর্বলদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদে আরো রয়েছেন কায়স ইবনু রাবী', তিনিও দুর্বল।

তার পরেও এটি সহীহ হাদীস বিরোধী, যেটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

٤٦١. (النِّسَاءُ لُعَبٌ فَتَخَيَّرُوْا).

৪৬১। নারীরা হচ্ছে খেলনার পাত্র, অতএব তোমরা তাদের বাছাই করে নাও।

হাদীসটি মুনকার।

এটি হাকিম তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে এবং তার থেকে দাইলামী মু'য়াল্লাক হিসাবে (৩/১১০) ইবনু লাহী'য়ার সূত্রে আহওয়াস ইবনু হাকীম হতে...মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৮৯) হাদীসটি অনুরূপ অর্থে আলী (ﷺ)-এর হাদীসের শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ এটি সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুয়ূতী অভ্যাসগতভাবে এ শাহেদটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন, অথচ সেটি নিতান্তই দুর্বল। তাতে তিনটি সমস্যা রয়েছে ঃ

ইবনু লাহী'য়াহ দুর্বলতায় প্রসিদ্ধ।

আহওয়াস; তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন এবং ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

তার পরেও এটি হচ্ছে মুনকাতি'। আহওয়াস এবং আম্‌রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

এ জন্যে ইবনু আররাক (২/২২৬) বলেন ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটি দুর্বল ও মুনকার হওয়ার প্রমাণ বহন করছে নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত এ হাদীসটি ''إنما النساء شقائق الرجال'' 'নারীরা হচ্ছে পুরুষদের সহোদর।' সহীহ্ আবূ দাউদ ঃ (২৩৪)।

٤٦٢. (إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ لُعْبَةً؛ فَلْيُحْسِنْهَا، أَوْ فَلْيَسْتَحْسِنْهَا).

৪৬২। মেয়েরা হচ্ছে খেলনার পাত্র। অতএব যে ব্যক্তি খেলনা গ্রহণ করবে, সে তার সাথে উত্তম আচরণ করবে অথবা তাকে ভালভাবে গ্রহণ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হারিস ইবনু আবূ উসামা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (পৃঃ ১১৬) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আহমাদ ইবনু ইয়াযীদ এবং যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ রয়েছেন...।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি তিনটি কারণে দুর্বল ঃ

এটি মুরসাল; কারণ আবূ বাক্‌র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আম্‌র ইবনে হাযম আনসারী একজন তাবে'ঈ। তিনি ১২০ সালে মারা যান।

যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ খুরাসানী শামী; তিনি দুর্বল।

এছাড়া বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু ইয়াযীদকে চিনি না। তিনি যদি ইবনু ওয়ারতানীস মিসরী হন, তাহলে তিনি দুর্বল।

٤٦٣. (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ نِصْفُ الْعُشْرِ؛ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ).

৪৬৩। আসমান যে যমীনে পানি (বৃষ্টি) দিবে তাতে উৎপন্ন শস্যে দশমাংশ, আর যে যমীনে সেচের মাধ্যমে (উট ব্যবহারের দ্বারা) বা বাল্টি দিয়ে পানি দেয়া হয়েছে তাতে উৎপন্ন শস্যে বিশমাংশ যাকাত দিতে হবে। উৎপন্ন শষ্য কম হোক আর বেশী হোক কোন পার্থক্য নেই।

হাদীসটি এ বর্ধিত অংশের কারণে ''في قليله وكثيره'' জাল।

এটি আবূ মুতী' আল-বালখী আবূ হানীফা (রহঃ) হতে, তিনি আবান হতে, তিনি আবূ আইয়াশ হতে, তিনি রসূল (ﷺ) হতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি বানোয়াট। আবূ মতী' বালখীর নাম হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ, তিনি আবূ হানীফার (রহঃ) সাথী। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি ছিলেন মিথ্যুক।

জুযজানী বলেন ঃ তিনি ছিলেন মুরজিয়া সম্প্রদায়ের হাদীস জালকারী নেতাদের একজন।

তাকে ইমামগণ দুর্বল বলেছেন। যাহাবী তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আবান ইবনু আবী আইয়াশও মিথ্যার দোষে দোষী।

যায়লা'ঈ হাদীসটি "নাসবুর রায়া" গ্রন্থের মধ্যে (২/৩৮৫) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ ইবনুল জাওযী "আত-তাহকীক" গ্রন্থে বলেন ঃ হানাফীরা আবূ হানীফা (রহ ঃ) হতে যে সব হাদীস আবূ মুতী' বালখী বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ এ সনদটি কোন বস্তুরই সমতুল্য নয়। আবূ মুতী' সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না। আহমাদ বলেন ঃ তার থেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। আবূ দাউদ বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ তার হাদীসকে পরিত্যাগ করেছেন। আবানও নিতান্তই দুর্বল। তাকে শু'বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে শু'বা তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

ইমাম বুখারী যে হাদীসটি তার সহীহার মধ্যে ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে 'উৎপন্ন শষ্য কম হোক আর বেশী হোক কোন পার্থক্য নেই' এ অংশটুকু বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, সেটি আলোচ্য হাদীসটি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। অনুরূপভাবে মুসলিম জাবের (رضي الله عنه) হতে এবং তিরমিযী আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (৭৯৯) আমি এটির তাখরীজ করেছি।

এ বর্ধিত অংশটুকু যে বাতিল তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এ বাতিল হওয়াকে আরো শক্তিশালী করছে বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত রসূল (ﷺ)-এর এ বাণী ঃ ''ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة'' 'পাঁচ অসাকের নিচে কোন সাদাকা (যাকাত) নেই।' এটিরও "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (৮০০) তাখরীজ করেছি।

ইমাম মুহাম্মাদ এ সহীহ হাদীস গ্রহণ করে তার শাইখ আবূ হানীফা (রহ ঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন। যেমনটি তিনি "কিতাবুল আসার" গ্রন্থে (পৃঃ ৫২) এবং "মুওয়াত্তার" মধ্যে (পৃঃ ১৬৯) স্পষ্টভাবে বলেছেন।

যা বান্দাদের উপর ওয়াজিব নয় তা ওয়াজিব করে দেয়া হচ্ছে দুর্বল হাদীসের একটি মন্দ দিক। এ হাদীসটি তারও প্রমাণ বহন করছে।

٤٦٤. (الإِيْمَانُ مُثْبِتٌ فِي الْقَلْبِ كَالْجِبَالِ الرَّوَاسِي، وَزِيَادَتُهُ وَنَقْصُهُ كُفْرٌ).

৪৬৪। ঈমান অন্তরে স্থায়ী পর্বতমালার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। তার বৃদ্ধি হওয়া ও কমে যাওয়া কুফরী।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১০৩) উসমান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আম্‌র উমুবীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান এবং (তার অনুসরণ করে) যাহাবী বলেন ঃ

এ হাদীসটি আবূ মুতী' হাম্মাদের উপর জাল করেছেন এবং তার থেকে চুরি করেছেন এ শাইখ (উসমান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে উসমান)। তিনি খুরাসানে এসেছিলেন, অতঃপর তাদের নিকট লায়স এবং মালেক হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাদের উপর হাদীস জাল করতেন। সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখাই হালাল নয়।

হাফিয ইবনু হাজার তার এ বক্তব্যকে "আল-লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

এ আবূ মুতী' হচ্ছেন সেই বালখী যিনি আবূ হানীফা (রহ ঃ)-এর সাথী। পূর্বের হাদীসে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/১৩১) হাকিমের বর্ণনায় আবূ মুতী'র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এটি বানোয়াট। আবূ মুতী' হচ্ছেন হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ, তিনি মিথ্যুক। আবূ মুহাযে্যমও একই রকম। তার থেকে চুরি করেছেন উসমান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে উসমান ইবনে আফ্‌ফান, তিনিও জালকারী মিথ্যুক। হাকিম বলেন ঃ সনদটিতে বহু অন্ধকার রয়েছে এবং হাদীসটি বাতিল। এর জন্য দায়ী আবূ মুতী'। তার থেকে চুরি করেছেন উসমান, অতঃপর হাম্মাদ হতে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৩৮) তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি ঈমান বাড়ার বিষয়ে বহু সুস্পষ্ট আয়াত বিরোধী।

যেমন সূরা ফাতাহের ৪ নং আয়াত এবং সূরা আনফালের ২ নং আয়াত।

٤٦٥. (إِنَّ لُغَةَ إِسْمَاعِيْلَ كَانَتْ قَدْ دَرَسَتْ، فَأَتَانِيْ بِهَا جِبْرِيْلُ،فَحَفِظْتُهَا).

৪৬৫। ইসমাঈলের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। আমার নিকট জিবরীল তা নিয়ে আসেন, অতঃপর আমি তা হেফয করি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম "মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস" গ্রন্থে (পৃঃ ১১৬) আলী ইবনু খাসরাম সূত্রে 'আলী ইবনু হুসাইন হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সমস্যা হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা আলী ইবনু হুসাইন এবং উমার (ﷺ)-এর মধ্যে।

হাদীসটিকে হাকিম এবং অনুরূপভাবে গাতরীফ মওসূল হিসাবে তার "জুযউ" গ্রন্থে (পাতা ৪/২) হামেদ (এর স্থলে জুযউ গাতরীফ গ্রন্থেঃ হাম্মাদ এসেছে) ইবনু আবী হামযা সাকারীর সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হামেদ অথবা হাম্মাদের জীবনী পাচ্ছি না। তার পিতা আবূ হামযা প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু মায়মূন। তার জীবনী রচয়িতাগণ তার থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে তার ছেলের নাম উল্লেখ করেননি।

ইবনু আসাকির বলেন ঃ হাদীসটি গারীব রোগাক্রান্ত।

٤٦٦. (عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ).

৪৬৬। আমার উম্মাতের আলেমগণ বানি ইসরাইলের নাবীগণের ন্যায়।

সকল আলেমের ঐক্যমতে এটির কোন ভিত্তি নেই।

পথভ্রষ্ট কাদিয়ানী সম্প্রদায় নাবী (ﷺ)-এর পরে নবুয়াত অবশিষ্ট থাকার প্রমাণ হিসাবে এটির দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে। যদি সহীহ্ হত তাহলে তাদের বিপক্ষে এটি দলীল হত। যেমনটি একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

٤٦٧. (مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً؛ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ).

৪৬৭। যে ব্যক্তি মাগরীব এবং এশার মধ্যে বিশ রাকা'য়াত সলাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৪১৪) এবং ইবনু শাহীন "আত-তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থে (কাফ ১৭২/১, ২৭৭-২৭৮) ইয়াকূব ইবনু ওয়ালীদ মাদীনীর সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বূসয়রী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে (কাফ ৮৫/১) বলেন ঃ

এটির সনদে ইয়াকূব ইবনুল ওয়ালীদ রয়েছেন। তিনি দুর্বল এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি বড় বড় মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু মা'ঈন এবং আবূ হাতিমও তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী তার এ হাদীসটিকে "জামেউ'স সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

জেনে রাখুন ঃ মাগরীব এবং এশার মধ্যে রাকা'য়াতের সংখ্যা উল্লেখ করে সলাত আদায়ে উৎসাহিত করে যে সব হাদীস এসেছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়। বরং একটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল। এ সময়ে রসূল (ﷺ) রাকা'য়াতের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে সলাত আদায় করেছেন তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাঁর বাণী হিসাবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই দুর্বল। তার উপর আমল করা জায়েয হবে না।

٤٦٨. (مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ؛ غُفِرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَةً).

৪৬৮। যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে কথা বলার পূর্বেই ছয় রাকা'য়াত সলাত আদায় করবে; তা দ্বারা তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু নাসর "কিয়ামুল্লাইল" গ্রন্থে (পৃঃ ৩৩) মুহাম্মাদ ইবনু গাযুওয়ান দামেস্কী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম তার "আল-ইলাল" গ্রন্থে এ সূত্রেই (১/৭৮) উল্লেখ করেছেন, অতঃপর বলেছেন ঃ

আবূ যুর'য়াহ বলেন ঃ তোমরা এ হাদীসটিকে প্রহার কর। কারণ এটি বানোয়াট হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মুহাম্মাদ ইবনু গাযুওয়ান দামেস্কী মুনকারুল হাদীস।

٤٦٩. (مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ؛ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً).

৪৬৯। যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে ছয় রাকা'য়াত সলাত আদায় করবে এমতাবস্থায় যে, সে তার মাঝে কোন মন্দ কথা বলবে না। এ সলাত তার জন্য বার বছরের ইবাদাতের সমতুল্য হয়ে যাবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (২/২৯৯), ইবনু মাজাহ্ (১/৩৫৫, ৪১৫) এবং ইবনু নাস্‌র (পৃঃ ৩৩), ইবনু শাহীন "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/২৭২), মুখাল্লেস "আল-ফাওয়ায়েদুল মুন্তাকাত" গ্রন্থে (৮/৩৪/১), আসকারী "মুসনাদু আবী হুরাইরাহ্" গ্রন্থে (১/৭১) এবং ইবনু সাম'উন ওয়ায়েয "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/৬১/২) উমার ইবনু আবী খাসয়াম সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি গারীব। এটিকে উমার ইবনু আবী খাসয়াম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে চিনি না। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি ঃ উমার ইবনু আবী খাসয়াম মুনকারুল হাদীস। তাকে তিনি নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন ঃ তার দু'টি মুনকার হাদীস রয়েছে, সে দু'টোর এটি একটি।

٤٧٠. (الْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ).

৪৭০। প্রত্যেক প্রবাহিত খুনেই (রক্তেই) ওযূ করতে হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৭) বাকিয়া সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু খালেদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দিল আযীয হতে এবং তিনি তামীমুদ দারেমী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী তার দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ উমার ইবনু আব্দিল আযীয তামীমুদ দারেমী হতে শুনেননি এবং তিনি তাকে দেখেনও নি। এ দুই ইয়াযীদ মাজহূল।

যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (১/৩৭) তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাকিয়া মুদাল্লিস আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। এটি আরেকটি দোষ।

আব্দুল হক "আল-আহকাম" গ্রন্থে (কাফ (১৩/২) বলেন ঃ এটির সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)।

হাদীসটি ইবনু আদী আহমাদ ইবনু ফারাজের জীবনীতে বাকিয়া ...হতে বর্ণনা করেছেন। যায়লা'ঈ বলেন ঃ

ইবনু আদী বলেছেন ঃ আহমাদ ছাড়া হাদীসটি অন্য কারো মাধ্যমে চিনি না। আর তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু লিখা যায়। কারণ লোকদের নিকট সে দুর্বল হলেও তার হাদীস হাদীস হিসাবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে বলেন ঃ আহমাদ ইবনু ফারাজ থেকে আমরা লিখেছি, আমাদের নিকট তার অবস্থান সত্যবাদী হিসাবে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আহমাদ ইবনু ফারাজ হচ্ছেন হিমসী। হিজাজী হচ্ছে তার উপাধী। তাকে মুহাম্মাদ ইবনু আউফ নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনিও হিমসী, অতএব তিনি তার সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী জানেন। তিনি তার সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি মিথ্যুক, তার নিকট বাকিয়ার হাদীসের কোন ভিত্তি নেই এবং তাতে তিনি আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে বেশী মিথ্যুক...।

অতঃপর তিনি তাকে তার ভার্যায় মদ পান করার দোষে দোষী করেছেন। যা খাতীব বাগদাদী (৪/২৪১) বর্ণনা করেছেন এবং তার শেষে বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি মিথ্যুক।

অনুরূপভাবে তার সম্পর্কে যারা জানেন তারাও তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতএব কীভাবে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়।

ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (কাফ ৪৪/১) বলেছেন ঃ ... এ হাদীসটি (বাকিয়া সূত্রে) শু'বা হতে বাতিল।

হক কথা এই যে, রক্ত বের হলে ওযূ ওয়াজিব হয় এ মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ নয়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, যা বর্ণিত হয়নি তা হতে বেঁচে চলা ও মুক্ত থাকাই হচ্ছে আসল। যেমনভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন শাওকানী ও অন্যরা। রক্ত বের হলে ওযূ নষ্ট হয় না এটিই হিজাজীদের এবং মদীনার সাত ফাকীহগণের এবং তাদের পূর্ববর্তীদেরও সিদ্ধান্ত।

ইবনু আবী শায়বা "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/৯২) এবং বাইহাক্বী (১/১৪১) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন ঃ

'ইবনু উমার তার চেহারার ব্রন (ছোট ফোঁড়া) টিপ দিলে কিছু রক্ত বের হয়ে যায়। তিনি তা তার দুই আংগুলের মধ্যে ঘষে ফেলেন। অতঃপর ওযূ না করে সলাত আদায় করেন।'

ইবনু আবী শায়বা আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতে সহীহ বর্ণনায় এসেছে, তিনি তার সলাতের মধ্যে রক্ত থুথু ফেলেন তার পরেও সলাত অব্যাহত রাখেন।

দেখুন ঃ "সহীহুল বুখারী ফতহুল বারী সহ" (১/২২২-২২৪) এবং "মুখতাসার বুখারীর" (১/৫৭) উপর আমার টীকায়।

٤٧١. (أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على بدن عبده المؤمن).

৪৭১। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার শরীরে বিপদের উদ্দেশ্যে কোন বাদশাকে নিয়োগ দিয়েছেন তা অস্বীকার করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৭৯-৮০) কাসেম ইবনু ইব্রাহীম ইবনে আহমাদ মালাতী সূত্রে আবূ উমাইয়া মুবারাক ইবনু আব্দিল্লাহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী দাইলামীর বর্ণনায় "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আনাস (ﷺ) হতে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী বলেন ঃ

তাতে কাসেম ইবনু ইব্রাহীম মালতী রয়েছেন; তিনি মিথ্যুক। তার সম্পর্কে "আল-লিসান" গ্রন্থে হাফিয বলেন ঃ বাতিল হাদীস হতে তার আজব আজব কথা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুয়ূতী দাবী করেছেন যে, তার এ কিতাবকে তিনি জালকারী এবং মিথ্যুক হতে হেফাযাত করেছেন, তা সত্ত্বেও হাদীসটি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন?

বিশেষ করে এ হাদীসটি বাতিল হওয়াটা সুস্পষ্ট। কারণ নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে তিনি বলেন ঃ "লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন বিপদ হচ্ছে নাবীদের বিপদ, তার পর যারা তাদের ন্যায় এবং মু'মিনদের পরীক্ষা করা হবে তাদের দ্বীনদারিত্বের পরিমাপে।" দেখুন "সহীহাহ্" ১৪৩ নম্বর হাদীস।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী দাইলামীর বর্ণনায় তার "যায়লুল মাওযূ'আত" গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৯) নিজে হাদীসটি জাল হিসাবে হুকুম লাগিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ আল-খাতীব মালাতী সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি মিথ্যুক হাদীস জালকারী। তিনি আবূ উমাইয়াহ হতে মালেকের উদ্ধৃতিতে আজব আজব বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যরা বলেছেন ঃ আবূ উমাইয়াহ মুবারাক মাজহূলদের একজন। তার পরেও তিনি তার "জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٤٧٢. (الدَّيْنُ شَيْنُ الدِّيْنِ).

৪৭২। ঋণ হচ্ছে ধর্মের অপমান স্বরূপ।

হাদীসটি জাল।

এটি কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (৪/১) আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব ... হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু শাবীবকে ইবনু খাররাস মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন এ বলে যে, তিনি মিথ্যুকদের থেকে বানোয়াট হাদীস চুরি করেছেন। এ হাদীসটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত, তাতে আমি কোন প্রকার সন্দেহ করছি না। কারণ সহীহ্ সুন্নাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রসূল (ﷺ), তাঁর স্ত্রী ও অন্যরা একাধিকবার ঋণ গ্রহণ করেছেন।

হাদীসটি সুয়ূতী "জামেউ'স সাগীর" গ্রন্থে আবূ নু'য়াইম কর্তৃক "আল-মা'রিফাত" গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, প্রথম সনদটি মুরসাল। যাতে আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব রিব'ঈ রয়েছেন। তার সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি প্রসিদ্ধ খবর বর্ণনাকারী, কিন্তু দুর্বল। হাকিম বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীস। তিনি আরো বলেছেন ঃ তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হালাল। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি খবরগুলো উল্টা পাল্টা করে ফেলতেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

মানাবী বলেন ঃ কাযা'ঈর সনদে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ রয়েছেন। যাহাবী তাকে "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি, শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার কথা হতে মনে হতে পারে যে, কাযা'ঈর "মুসনাদ" গ্রন্থে ইবনু শাবীব নেই, এমনটি নয়। সতর্কতা অবলম্বন করুন। অর্থাৎ তিনিও আছেন।

ইমাম আহমাদ "আয-যুহুদ" গ্রন্থে (১৩/১১/১) সহীহ সনদে মু'য়ায (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি মারফূ' হিসাবে বাতিল। কারণ মারফূ' হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন মিথ্যার দোষে দোষী।

আবূ কাতাদা তার মুতাবা'য়াত করেছেন। কিন্তু মু'য়াযকে (ﷺ) উল্লেখ করেননি, যার জন্য সেটি মুরসাল।

এ আবূ কাতাদার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াকেদ; তিনি মাতরূক। যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন। অতএব এ মুতাবা'য়াতের কোন মূল্য নেই।

অন্য একটি সূত্রে হাদীসটির মুতাবা'য়াত করা হয়েছে কিন্তু সেটির সনদে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আবূ মাস'উদ আসকারী, তিনি মাজহূল।

٤٧٣. (الدَّيْنُ رَايَةُ اللهِ فِي الأَرْضِ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُذِلَّ عَبْدًا وَضَعَهُ فِي عُنُقِهِ).

৪৭৩। ঋণ হচ্ছে যমীনের মধ্যে আল্লাহর ঝাণ্ডা। যখন আল্লাহ কাউকে বেইজ্জত করার ইচ্ছা করেন তখন তার কাঁধে তা (ঋণ) চাপিয়ে দেন।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ বাক্‌র আশ-শাফে'ঈ "আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১৩/৯৩/২), হাকিম (২/২৪) এবং দাইলামী (২/১৫০) বিশ্‌র ইবনু ওবায়েদ আদ-দারেসী সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর (হাকিম) বলেন ঃ মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি সুস্পষ্ট ভুল। কারণ বিশ্‌র মুসলিমের বর্ণনাকারী নন। ছয়টি হাদীস গ্রন্থের কেউ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। এ জন্য মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (৩/৩২) এবং যাহাবী "আত-তালখীস" গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

বিশ্‌র ইবনু ওবায়েদ দারেসী খুবই দুর্বল।

মানাবী বলেন ঃ সহীহ্ কোথা হতে? যার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেছেন ঃ তিনি ইমামদের নিকট মুনকারুল হাদীস এবং তিনি সুস্পষ্টভাবে খুবই দুর্বল।

যাহাবী তার কতিপয় হাদীস "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর বলেছেন ঃ সেগুলো সহীহ্ নয়।

অতঃপর তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি জাল।

আমি (আলবানী) এ হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করছি না।

٤٧٤. (الدَّيْنُ يَنْقِصُ مِنَ الدِّيْنِ وَالْحَسَبِ).

৪৭৪। ঋণ ধর্ম ও বংশ মর্যাদাতে ত্রুটি আনয়ন করে।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী (২/১৫২) আবুশ শায়খের সূত্রে হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ উবুল্লী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

দাইলামীর উদ্ধৃতিতে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ সনদে হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ উবুল্লী রয়েছেন। যাহাবী তার সম্পর্কে "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাতরূক, জাল করার দোষে দোষী।

٤٧٥. (السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي أَرْضِهِ، مَنْ نَصَحَهُ؛ هُدِيَ، وَمَنْ غَشَّهُ؛ ضَلَّ).

৪৭৫। বাদশা হচ্ছে আল্লাহর যমীনে তাঁর ছায়া। যে তাকে নসীহত করবে, সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর যে তার সাথে প্রতারণা করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম "ফাযীলাতুল আদেলীন" গ্রন্থে (পাতা ২২৬/১-৬০ হতে) ইয়াহ্ইয়া ইবনু মায়মূন সূত্রে ...আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে ...আনাস (রাঃ) হতেও মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদ দু'টি বানোয়াট ঃ

১। প্রথমটিতে মুহাম্মাদ ইবনু মায়মূন রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন ইবনু আতা বাসরী। দারাকুতনী এবং অন্যরা তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

ফাল্লাস ও অন্যরা বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক ছিলেন।

২। দ্বিতীয়টিতে দাঊদ ইবনু মুহাব্বার রয়েছেন। তিনিও মিথ্যার দোষে দোষী। তার সূত্রেই উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৫৮) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ (সনদের এক বর্ণনাকারী) উকবা বর্ণনা কারার ক্ষেত্রে মাজহূল। তার হাদীস মুনকার, মাহফূয নয়। তাকে এ হাদীসের মাধ্যমেই চেনা যায়। তার মত দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া কেউ তার মুতাবা'য়াত করেননি।

বাইহাক্বীর "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আনাস (ﷺ) হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ তাতে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুরাশী রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন কুদায়মী। তাকে ইবনু আদী হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। যাহাবী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ আমার নিকট তার অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

٤٧٦. (مَنْ قَرَأَ رُبُعَ الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ أُوتِيَ رُبُعَ النُّبُوَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ أُوتِيَ ثُلُثَ النُّبُوَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثَي الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ أُوتِيَ ثُلُثَي النُّبُوَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ؛ فَقَدْ أُوتِيَ النُّبُوَّةَ).

৪৭৬। যে ব্যক্তি এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠ করবে, তাকে এক চতুর্থাংশ নবুওয়াত দেয়া হবে। যে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করবে, তাকে এক তৃতীয়াংশ নবুওয়াত দেয়া হবে। যে দুই তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করবে, তাকে দুই তৃতীয়াংশ নবুওয়াত দেয়া হবে এবং যে সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করবে, তাকে সম্পূর্ণ নবুওয়াত দেয়া হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ বাক্র আজুরী "আদাবু হামালাতীল কুরআন" গ্রন্থে (পাতা: ১৩৫) মাসলামা ইবনু আলী সূত্রে যায়েদ ইবনু ওয়াকেদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

মাসলামা ইবনু 'আলী মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার "আল-মাওযূ'আত" (১/২৫২) গ্রন্থে এক চতুর্থাংশ বাক্যটি বাদ দিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ্ নয়। বর্ণনাকারী বিশ্‌র ইবনু নুমায়ের মাতরূক। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৩৪৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

হাদীসটি ইবনুল আম্বারী "কিতাবুল ওয়াকফ ওয়াল ইবতিদা'" গ্রন্থে এবং বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ বিশ্‌র হচ্ছেন ইবনু মাজাহর বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু মাজাহ্ তার কিতাবে মিথ্যুকদের হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। কিছু পূর্বেই তার এরূপ একটি হাদীস আলোচিত হয়েছে। যার একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মিথ্যুকদের একজন।

সুয়ূতী ইবনু উমারের হাদীস হতেও একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন। যাতে কাসেম ইবনু ইব্‌রাহীম মালাতী রয়েছেন। সুয়ূতী নিজেই বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাহলে হাদীসটি উল্লেখ করে কী লাভ হলো? তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

যাহাবী বলেন ঃ তিনি এমন এক সমস্যা নিয়ে এসেছেন যা বহনযোগ্য নয়।

রসূল (ﷺ) মিরাজের রাতে তার প্রতিপালককে দেখেছেন, দেখেছেন সব কিছু এমনকি তার তাজও! ...। পূর্বের হাদীসটি বর্ণনা করার পর যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ এটি বাতিল, এটির ভ্রষ্টতা পূর্বেরটির ন্যায়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি এবং এটির ন্যায় অন্য হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, হাদীস শাস্ত্রে সুয়ূতী এবং যাহাবীর মাঝে পার্থক্য কতটুকু।

সুয়ূতী আরেকটি শাহেদ তাম্মাম ইবনু নাযীহ সূত্রে হাসান হতে মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর তিনি চুপ থেকেছেন।

এ সূত্রটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও তাতে তাম্মাম রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন।

٤٧٧. (كَثْرَةُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَمْنَعُ الْعَيْلَةَ).

৪৭৭। বেশী বেশী হজ্জ ও উমরাহ্ পালন পরিবারকে নিষিদ্ধ করে দেয়।

হাদীসটি জাল।

এটি মাহামেলী "আল-আমালীর" ষষ্ট খন্ডে (পাতা ২৭৮/১/৬৩) আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে আরো রয়েছে খালিদ ইবনু ইয়াস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব মিথ্যার দোষে দোষী, যেমনভাবে পূর্বে গেছে।

খালিদ ইবনু ইয়াসও অনুরূপ। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/২৭৯) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনটি হৃদয়ে অগ্রণী হবে যে, তিনি নিজেই তার জালকারী। তার হাদীস আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া লিখা যাবে না।

হাকিম বলেন ঃ তিনি ইবনুল মুনকাদীর, হিশাম ইবনু উরওয়া এবং মাকবুরী হতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ সা'ঈদ নাক্কাশ অনুরূপ কথাই বলেছেন। এছাড়া সকল ইমাম তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ভুল করেছেন। এ জন্যে আমি যা উল্লেখ করেছি তা দ্বারা মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

٤٧٨. (لاَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ، أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَاراً، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْراً).

৪৭৮। হজ্জ অথবা উমরাকারী অথবা আল্লাহর পথের যুদ্ধকারী ছাড়া কেউ সমুদ্রে ভ্রমণ করবে না। কারণ সমুদ্রের নিচে রয়েছে আগুন আর আগুনের নিচে রয়েছে সমুদ্র।

হাদীসটি মুনকার।

এটি আবূ দাউদ (১/৩৮৯), আল-খাতীব "আত-তালখীস" গ্রন্থে (১/৭৮) এবং তার থেকে বাইহাক্বী (৪/৩৩৪) বিশ্‌র আবু আব্দিল্লাহ সূত্রে বাশীর ইবনু মুসলিম হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল-খাতীব বলেন ঃ

আহমাদ বলেছেন ঃ হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদ দুর্বল। তাতে জাহালাত [অপরিচিত বর্ণনাকারী] রয়েছে এবং ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

যাহালাত; হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বিশ্‌র এবং বাশীরের জীবনীতে বলেছেন ঃ তারা দু'জন মাজহূল [অপরিচিত]।

অনুরূপ এসেছে "আল-মীযান" গ্রন্থেও ।

বিশ্‌রের মুতাবা'য়াত করেছেন মাতরাফ ইবনু তুরাইফ বাশীর ইবনু মুসলিম হতে। যেটি বুখারী "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১/২/১০৪) এবং আবূ উসমান আন-নুজায়রেমী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৫/১) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাশীর জাহালাত হতে নিরাপদ হননি। যার জন্য ইমাম বুখারী পরক্ষণেই বলেছেন ঃ তার হাদীসটি সহীহ্ নয়।

ইযতিরাব; সেটি মুনযেরী "মুখতাসারুস সুনান" গ্রন্থে (৩/৩৫৯) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ হাদীসটিতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

ইমাম বুখারী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে তাকে (মাতরাফকে) উল্লেখ করে তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার ইযতিরাবও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তার হাদীসটি সহীহ্ নয়।

খাত্তাবী বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটির সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু মুলাক্কান "আল-খুলাসা" গ্রন্থে (১/৭৩) বলেন ঃ

হাদীসটি ইমামদের ঐক্যমতে দুর্বল। বুখারী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়। আহমাদ বলেন ঃ হাদীসটি গারীব। আবূ দাউদ বলেন ঃ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ মাজহূল। খাত্তাবী বলেন ঃ হাদীসটির সনদকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন।

আব্দুল হক (২/২০৭) বলেন ঃ

আবূ দাউদ বলেছেন ঃ এ হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। বিশ্র এবং বাশীর দু'জনই মাজহূল।

٤٧٩. (لاَيَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ غَازٍ أَوْ حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ).

৪৭৯। যোদ্ধা বা হজ্জ বা উমরাকারী ছাড়া কেউ সমুদ্র ভ্রমণ করবে না।

হাদীসটি মুনকার।

এটি হারিস ইবনু আবী উমামাহ (পৃঃ ৯০) খালীল ইবনু জাকারিয়া হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসটিকে শক্তি যোগায় না। কারণ হাদীসটির সনদ এ খালীলের কারণে নিতান্তই দুর্বল।

ইবনুস সাকান বলেন ঃ তিনি ইবনু আউন এবং হাবীব ইবনুশ শহীদ হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা বর্ণনা করেননি।

উকায়লী বলেন ঃ তিনি নির্ভরশীলদের থেকে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

٤٨٠. (مَنْ صَامَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيْسِ؛ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ).

৪৮০। যে ব্যক্তি বুধ ও বৃহস্পতিবারে সওম পালন করবে, তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ ই'য়ালা ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং মুনযেরী হাদীসটিকে "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/৮২) দুর্বল বলেছেন। হায়সামী তার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন (৩/১৯৮) ঃ

এটির সনদে আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

অতঃপর আমি (আলবানী) তার সনদটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, তাতে তিনটি রোগ পেয়েছি ঃ অন্য এক বর্ণনাকারীও দুর্বল।

এটি বাকিয়া কর্তৃক আন্ আন্ শব্দে বর্ণিত। তিনি হচ্ছেন মুদাল্লিস।

ইবনু আবী মারইয়ামের ইযতিরাব তার সনদে রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্রই আসবে।

٤٨١. (أكْلُ الشَّمَرِ أمَانٌ مِنَ الْقُوْلَنْجِ).

৪৮১। উদ্ভিত বিশেষ খাওয়া নিরাপত্তা দেয় কূলোনৃজ রোগ হতে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম আসবাহানী "আত-তিব্ব" গ্রন্থে (কাফ ১৩৯/১) আবূ নাসর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে মূসা ইবনু ইব্‌রাহীম হতে এবং তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি জাল। কারণ ইব্‌রাহীম ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া হচ্ছেন আসলামী, তিনি মিথ্যুক। তাকে একদল ইমাম স্পষ্টভাবে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমন ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ, ইবনু মা'ঈন, ইবনুল মাদীনী, ইবনু হিব্বান ও আরো অনেকে। তা সত্ত্বেও ইমাম শাফে'ঈ তার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। ইসহাক ইবনু রাহওয়াই তা ইনকার করেছেন, যেমনভাবে ইবনু আবী হাতিম "আদাবুশ শাফে'ঈ" গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৮) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম অন্য একস্থানে বলেন (২২৩) ঃ শাফে'ঈর নিকট স্পষ্ট হয়নি যে, তিনি মিথ্যা বলতেন।

বায্‌যার বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। তার জন্য মাসআলা জাল করা হত আর তিনি তার জন্য সনদ জাল করতেন। তিনি ছিলেন কাদরিয়া...।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার নিচের দু' বর্ণনাকারীকে আমি চিনি না এবং সালেহ্ মাওলা তুয়ামা দুর্বল।

অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, হতে পারে মূসা ইবনু ইব্‌রাহীম হচ্ছেন আবূ ইমরান মারওয়াযী। তা যদি হয় তাহলে তিনিও মিথ্যার দোষে দোষী।

٤٨٢. (غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ بَعْدَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْحَمَّامِ أمَانٌ مِنَ الصُّدَاعِ).

৪৮২। বাথরুম হতে বের হওয়ার পর ঠান্ডা পানি দিয়ে দু' পা ধৌত করলে মাথা ব্যাথা হতে নিরাপদ থাকা যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম "আত-তিব্ব" গ্রন্থে আবূ নাস্‌র আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে পূর্বের উল্লেখিত হাদীসটির সনদে বর্ণনা করেছেন। যেটি সম্পর্কে আপনারা অবহিত হয়েছেন যে, সেটি জাল।

এটি এবং পূর্বেরটিকে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী হাদীস দু'টি সম্পর্কে কিছুই বলেননি। সম্ভবত সনদটি সম্পর্কে অবহিত হননি।

٤٨٣. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِيْنٍ).

৪৮৩। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক চিন্তিত হৃদয়কে ভালবাসেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আবিদ-দুনিয়া "কিতাবুল হাম্মে ওয়াল হুযনে" গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/৩৭), কাযা'ঈ (২/৮৯) এবং ইবনু আসাকির (১৩/২০৫/২) আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম সুত্রে যামারা ইবনু হাবীব হতে ...আবুদ-দারদা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ মাধ্যমেই আবূ মুহাম্মাদ মাখলাদী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৩০৩), হাকিম (৪/৩১৫) ও আবূ নু'য়াইম (৬/৯০) তাবারানীর সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ আবূ বাক্‌র দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সনদটি মনুকাতি'। অর্থাৎ যামারা এবং আবুদ-দারদা (ﷺ)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ তাদের উভয়ের মৃত্যুর মাঝে একশত বছরের ব্যবধান।

এছাড়া আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম নিতান্তই দুর্বল। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, "আল-মাজমা'" গ্রন্থে হায়সামীর উক্তি (১০/৩০৯-৩১০) ঃ 'হাদীসটি বায্‌যার এবং তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তাদের সনদ হাসান।' এরূপ বলাটা সুন্দর হয়নি। কারণ তাবারানীর নিকট হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন এ আবূ বাক্‌র। যার সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং বায্‌যারের নিকটেও সেই একই ব্যক্তি।

হায়সামী নিজে অন্য হাদীসে তাকে দুর্বল বলেছেন, যেমনটি ৪৮০ নং হাদীসে গেছে।

হাদীসটি মা'য়াফী ইবনু ইমরান "আয-যুহ্‌দ" গ্রন্থে (২/২৫৮) ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ হতে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি মু'যাল, নিতান্তই দুর্বল।

অতঃপর "কাশফুল আসতার" গ্রন্থে (৪/২৪০/৩৬২৪) স্পষ্ট হয়েছে, হাদীসটি বায্যার আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ সূত্রে মু'য়াবিয়া ইবনু সালেহ হতে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদেও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এবং ইবনু সালেহের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

٤٨٤. (إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا؛ فَلْيَهْدِ هَدْيًا وَيَرْكَبْ).

৪৮৪। কোন ব্যক্তি হেঁটে হজ্জ পালন করার নযর মানলে তা মুসলার অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার জন্য নযর মানবে, সে একটি হাদী (কুরবানীর জন্তু) প্রদান করবে এবং (হজ্জের জন্যে) আরোহন করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৪/৩০৫) এবং আহমাদ (৪/৪২৯) সালেহ্ ইবনু রুস্তম আবী 'আমের খায্যায সূত্রে কাসীর ইবনু সানযীর হতে এবং তিনি হাসান হতে ...বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। অতঃপর যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৩/৩০৫) এবং হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী "আদ-দিরায়া" গ্রন্থে (২৪২) তা সমর্থন করেছেন।

এটিই আমাকে উৎসাহিত করেছে হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে। যাতে করে যার এ বিষয়ে জ্ঞান নেই, সে ধোঁকায় না পড়ে। কারণ হাদীসটির দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। এ আবূ 'আমের দুর্বল। হাফিয তার সম্পর্কে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ সত্যবাদী, বহু ভুল করতেন।

২। হাসান কর্তৃক আন্ আন্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি হচ্ছেন বাসরী, মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

ইমাম আহমাদ ও অন্যরা বিভিন্ন সূত্রে হাসান হতে...মুসলা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তাতে আবূ 'আমের যা বর্ণনা করেছেন তা নেই। এটিই প্রমাণ করছে যে, এ হাদীসটি দুর্বল।

এছাড়া নযরের মাধ্যমে হেঁটে হজ্জ করার বিষয়ে বহু হাদীস এসেছে...। তার কোনটিতেই নযরের মাধ্যমে হেঁটে হজ্জ করাকে মুসলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দেখুন ঃ "নায়লুল আওতার" (৮/২০৪-২০৭)।

٤٨٥. (مَنْ خَافَ اللهَ خَوَّفَ اللهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللهَ؛ خَوَّفَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ).

৪৮৫। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার থেকে সব কিছুকেই ভয় পাইয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করল না, আল্লাহ তাকে সব কিছু হতে ভয় পাইয়ে দিবেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি কাযা'ঈ (২/৩৬) 'আমের ইবনুল মুবারাক আল-আল্লাফ সূত্রে সুলায়মান ইবনু 'আমর হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল। সুলায়মান ইবনু 'আমর ছাড়া সনদটির অন্য কোন বর্ণনাকারীকে চিনি না। আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু আবী সুলায়মান, তার নাম ফিরোয। তাকে বলা হয় 'আমর আবূ ইসহাক শায়বানী, তিনি নির্ভরযোগ্য।

অতঃপর আমার নিকট "তাহযীবুল কামাল" এবং "আল-লিসান" গ্রন্থ দেখার পর যখন স্পষ্ট হয়েছে যে, এ সুলায়মান হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু ওয়াহাব আন-নাখ'ঈ, তখনই আমার অন্তরে উদয় হয়েছে যে, এ সুলায়মান ইবনু 'আমরই হচ্ছেন হাদীসটির সমস্যা।

ইবনু তাহের বলেন ঃ তার দাদা হচ্ছেন ওয়াহাব আর তিনি হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু 'আমর।

ফলে আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এ সুলায়মান হচ্ছেন মিথ্যুক, প্রসিদ্ধ জালকারী। তার কয়েকটি হাদীস পূর্বেও আলোচিত হয়েছে।

হাদীসটি মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (৪/১৪১) আবুশ শায়খের বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীসটি মারফূ' হিসাবে মুনকার।

অনুরূপ ভাবে হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/১২৮) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ উকায়লীর "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে অনুরূপভাবে আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ)-এর হাদীসেও এসেছে। কিন্তু দু'টি হাদীসই মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার কথার মধ্যে শিথিলতা স্পষ্ট। কারণ এটির সনদেও মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছেন। যার সম্পর্কে ৪৫৪৪ নং হাদীসের আলোচনায় আসবে।

٤٨٦. (مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ أَهْدَاهَا لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى طَبَقٍ نُورٍ، ثُمَّ يَقِفُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ {فَيَقُولُ: يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ} الْعَمِيقِ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَاقْبَلْهَا، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ، فَيَفْرَحُ بِهَا، وَيَسْتَبْشِرُ، وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لاَ يُهْدَي إِلَيْهِمْ شَيْءٌ).

৪৮৬। আহলে বাইতের কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পরে তারা তার পক্ষ হতে সাদাকা করলে অবশ্যই জিবরীল (আঃ) তা তাকে নূরের পাত্রে দান করবেন।

অতঃপর গভীর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলবেন হে কবরবাসী! এ তোমার হাদিয়া তোমার জন্য তোমার পরিবার দান করেছে। অতএব তুমি তা গ্রহণ কর। সে তাতে প্রবেশ করবে এবং তার দ্বারা আনন্দিত হবে, সুসংবাদ গ্রহণ করবে। কিন্তু তার প্রতিবেশীরা চিন্তিত হবে তাদের নিকট কোন হাদিয়া প্রেরিত না হওয়ায়।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/৯৫/২) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু আবূ ফুদায়েক রয়েছেন। তিনি আবূ মুহাম্মাদ শামী হতে ... শুনেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি (মুহাম্মাদ) হচ্ছেন সত্যবাদী শাইখায়নের বর্ণনাকারী। এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ আবূ মুহাম্মাদ শামী। যাহাবী বলেন ঃ

তিনি কোন কোন তাবে'ঈ হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আযদী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

অনুরূপ কথা "লিসানুল মীযান" গ্রন্থেও এসেছে।

সম্ভবত তারা দু'জনে মুনকার হাদীস দ্বারা এ হাদীসটিকেই বুঝিয়েছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৩/১৩৯) বলেন ঃ ...হাদীসটির সনদে আবূ মুহাম্মাদ আশ-শামী রয়েছেন। তার সম্পর্কে আযদী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

٤٨٧. (مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ لِلّٰهِ صَدَقَةً تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، فَيَكُوْنُ لِوَالِدَيْهِ أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُ أُجُوْرِهِمَا بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمَا شَيْءٌ).

৪৮৭। তোমাদের কেউ যখন তার মুসলিম পিতা মাতার পক্ষ হতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নফল সাদাকা করার ইচ্ছা করে, তখন তার সাওয়াবটা তার পিতা মাতার জন্য হয়ে যায় এবং তার জন্য তাদের দু'জনের সাওয়াবের ন্যায় সাওয়াব হয়। তাদের দু'জনের সাওয়াবে কোন প্রকার কমতি না করেই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু সাম'উন ওয়া'য়েয "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/৫৪/১), মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান রাব'ঈ তার "হাদীস" গ্রন্থে (২/২১২) এবং ইবনু আসাকির "হাদীসু আবিল ফতূহি আব্দিল খালাক" গ্রন্থে (পাতা ২৩৬/১/৯২) আব্দুল হামীদ ইবনু হাবীব সূত্রে আওযা'ঈ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল হামীদ তিনি হচ্ছেন আওযা'ঈর কাতিব। বুখারী ও অন্যরা তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

হাদীসটি ইবনু মুখাল্লাদ "মুনতাকা মিন আহাদীস" গ্রন্থে (২/৮৮/১-২) আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ আব্বাদ মিথ্যার দোষে দোষী। তার এ মুতাবা'য়াতের কোন মূল্য নেই।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে ((২/১৯৩) বলেছেন ঃ তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে হাদীসটি ''إذا كانا مسلمين'' এ অংশটুকু ছাড়া দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী তাবারানীর সনদে (৩/১৩৯) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তার সনদে খারেজা ইবনু মুস'য়াব আয-যব্বী রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

٤٨٨. (هُزُّوْا غَرَائِبَكُمْ، بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ).

৪৮৮। তোমরা তোমাদের প্রজাদেরকে উৎসাহ প্রদান কর। আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করবেন।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/১৯৬) বলেন ঃ এটি তারা নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেননি।

٤٨٩. (إِذَا اشْتَدَّ كَلَبُ الْجُوْعِ؛ فَعَلَيْكَ بِرَغِيْفٍ وَجَرٍّ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ، وَقُلْ: عَلَى الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا مِنِّي الدَّمَارُ).

৪৮৯। যখন ক্ষুধার রোগ প্রচন্ড রূপ নিবে, তখন তুমি এক টুকরো রুটি গ্রহণ করবে, কূপের পানি হতে একটু পানি উঠিয়ে নিবে এবং বলবে দুনিয়া ও দুনিয়ার অধিবাসীদের উপর আমার নিকট হতে বিনাশ সাধিত হোক।

হাদীসটি জাল।

সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আদী এবং বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদে হুসাইন ইবনু আব্দিল গাফ্ফার রয়েছেন। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। যাহাবী বলেন ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। আরেক বর্ণনাকারী আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-অক্কার সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ আবূ ইয়াহ্ইয়ার নাম যাকারিয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া। ইবনু আদী তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে "আল-কামিল" গ্রন্থে (১/১৪৮) বলেন ঃ

তিনি হাদীস জালকারী। আমাদের কোন সাথী সালেহ যাযারা হতে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন ঃ আবূ ইয়াহ্ইয়া আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধ মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর ইবনু আদী বলেন ঃ

তার কতিপয় বানোয়াট হাদীস রয়েছে। সেগুলো জাল করার দায়ে অক্কারকে দোষী করা হয়েছে ...।

তিনি হুসাইন ইবনু আব্দিল গাফফারের জীবনীতে (৯৮) বলেন ঃ তিনি কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মানাবী দ্বন্দ্বে ভুগেছেন, "আল-ফায়েয" গ্রন্থে হাদীসটির সমস্যা হিসাবে যা বলেছি তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু "আত-তায়সীর" গ্রন্থে বলেছেন ঃ সনদটি দুর্বল!

٤٩٠. (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِذَا اشْتَدَّ الْجُوْعُ؛ فَعَلَيْكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ، وَعَلَى الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا الدَّمَارُ).

৪৯০। হে আবূ হুরাইরাহ্! যখন ক্ষুধা প্রচন্ড রূপ নিবে, তখন তুমি এক টুকরো রুটি এবং ছোট এক পাত্রে পানি গ্রহণ করবে। দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের বিনাশ সাধিত হোক।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (পাতা ১৪/১/৮২ হতে) এবং আবূ বাক্র ইবনুস সুন্নী "কিতাবুল কানা'আহ" গ্রন্থে (পাতা ২৩৭/১) কাসীর ইবনু ওয়াকিদ সূত্রে (আবূ বাক্র বলেন ঃ ঈসা ইবনু ওয়াকিদ বাসরী সূত্রে) মুহাম্মাদ ইবনু আম্র হতে ...বর্ণনা করেছেন।

কাসীর ইবনু ওয়াকিদ বা ঈসা ইবনু ওয়াকিদকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

হাদীসটি দাইলামী (৪/২৬৬) তার থেকেই বর্ণনা করেছেন। তার নাম বলেছেন ঈসা ইবনু মূসা! তাকেও চিনি না।

মাযী ইবনু মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্র হতে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। যেটি ইবনুস সুন্নী এবং ইবনু আদী এ মাযীর জীবনীতে (৬/২৫/২০৪) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ তিনি (মাযী) মিসরী, মুনকারুল হাদীস। তার অধিকাংশ বর্ণনাই অনুসরণযোগ্য নয়। তার থেকে ইবনু ওয়াহাব ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৪৪২) তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমি তাকে (মাযীকে) চিনি না এবং তিনি যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি বাতিল।

তিনি মুনকারুল হাদীস যেমনটি ইবনু আদী বলেছেন।

হাদীসটি অন্য ভাষায় জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেটি পূর্বের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

٤٩١. (نهى عن بيع وشرط).

৪৯১। তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

শাইখুল ইসলাম "মাজমু'য়াতুল ফাতাওয়া" গ্রন্থে (১৮/৬৩) বলেছেন ঃ হাদীসটি বাতিল। মুসলমানদের কোন কিতাবে নেই। বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেছেন (২৯/১৩২, ৩/৩২৬) ঃ আবূ হানীফা (রহঃ), ইবনু আবী লায়লা ও শুরায়েক হতে বর্ণিত কোন এক ঘটনার মধ্যে এটি বর্ণিত হয়েছে। একদল ফিকহের রচয়িতা তাদের ফিক্‌হ গ্রন্থে এটিকে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের কোন গ্রন্থে এটি পাওয়া যায় না। এটিকে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলেমগণও অস্বীকার করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, এটিকে চেনা যায় না এবং এটি সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক।

আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, শর্ত করা পণ্যের মধ্যের একটি গুণাবলী। যেমন শর্ত করা হলো যে, দাসকে লেখক বা কর্মকার হতে হবে বা লম্বা কাপড় হতে হবে বা যমীনের পরিমাণ ... ইত্যাদি সহীহ শর্ত।

এটি মদীনা মুনাওয়ারাতে কোন কোন ছাত্রের কাছে মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। সে উল্লেখ করে যে, হাকিম "উলূমুল হাদীস" গ্রন্থে (পৃঃ ১২৮) তার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আইউব ইবনে যাযান আয-যারীর হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান যুহালী হতে এবং তিনি আব্দুল ওয়ারেস ইবনু সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আমি মক্কায় আসলাম, সেখানে আবূ হানীফা (রহঃ), ইবনু আবী লায়লা এবং ইবনু শাবরুমাকে পেলাম। আমি আবূ হানীফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন যে কিছু বিক্রয় করল এবং তার সাথে কোন শর্ত করল? উত্তরে বললেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল এবং শর্তটিও বাতিল।

অতঃপর ইবনু আবী লায়লার নিকট আসলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, শর্তটি বাতিল।

অতঃপর ইবনু শাবরুমার নিকট আসলাম এবং তাকেও জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, শর্তও বৈধ।

আমি বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ! ইরাকের তিন ফোকাহা একই মাসআলাতে মতভেদ করলেন!

তারপর আবূ হানীফা (রহ:)-এর নিকট আসলাম এবং তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ জানিনা তারা দু'জন কি বলেছেন। আমাকে আম্‌র ইবনু শু'য়ায়েব আন আবীহে আন জাদ্দেহি হাদীসটি শুনিয়েছেন ঃ নাবী (ﷺ) ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত নিষিদ্ধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয় বাতিল এবং শর্তও বাতিল।

অতঃপর ইবনু আবী লায়লার নিকট আসলাম এবং তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ জানিনা তারা দু'জন কি বলেছেন। আমাকে হিশাম ইবনু উরউয়া তার পিতা হতে হাদীস শুনিয়েছেন আর তিনি বর্ণনা করেছেন আয়েশা (رضي الله عنها) হতে। তিনি বলেন ঃ আমাকে রসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন যেন, আমি বারীরাকে ক্রয় করি, অতঃপর তাকে স্বাধীন (মুক্ত) করে দেই। ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, তবে শর্তটি বাতিল।

অতঃপর ইবনু শাবরুমার নিকট আসলাম, তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ জানিনা তারা দু'জন কি বলেছেন। আমাকে মিস'য়ার ইবনু কিদাম মুহারিব ইবনু দিসার হতে হাদীস শুনিয়েছেন এবং তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। জাবের বলেন ঃ আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট একটি উট বিক্রয় করলাম। তিনি শর্ত করলেন সেটিকে যেন আমি মদীনা পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়। ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, শর্তও বৈধ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এতে কোন প্রশ্ন নেই, কারণ তার সনদের [আলোচ্য হাদীসের] কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন ইবনু যাযান, তিনি খুবই দুর্বল। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। তার শাইখ যুহালীকে আমরা চিনি না।

এ মাধ্যমেই তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/২৬৪/৪৫২১) উল্লেখ করেছেন।

তার পরেও যদি হাদীসটির সনদ ইমাম আবূ হানীফা (রহ:) পর্যন্ত সহীহ হয়। তবুও তার হাদীসটি সহীহ নয়, হাদীসের ক্ষেত্রে আবূ হানীফার অবস্থা নাজুক হওয়ার কারণে। যেমনটি তার অবস্থা সম্পর্কে ৪৫৮ নং হাদীসের আলোচনায় জেনেছেন।

ইবনু হাজার "বুলুগুল মারাম" (৩/২০) গ্রন্থে তার এ হাদীসটিকে এ কারণেই গারীব মনে করেছেন, নাবাবীও গারীব মনে করেছেন।

হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে আম্‌র ইবনু শু'য়ায়েব আন আবীহে আন যাদ্দেহি হতে নিম্নের শব্দে নিরাপদ ঃ

''نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ...''.

'রসূল (ﷺ) বেচা-কেনার মধ্যে দু' শর্তকে নিষিদ্ধ করেছেন।'

এটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতাগণ, তাহাবী ও অন্যরা। এটির তাখরীজ করা হয়েছে "ইরউয়াউল গালীল" গ্রন্থে (১৩০৫)।

এটিই হচ্ছে আসল হাদীস। আবূ হানীফা (রহ:) তার বর্ণনাতে সন্দেহ করেছেন যদি তার থেকে মাহফূয হয়।

٤٩٢. (سلوا الله عزّوجلّ من فضله، فإنّ الله يحبّ أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج).

৪৯২। তোমরা আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। কারণ আল্লাহ তা'আলা চাওয়াকে ভালবাসেন। সর্বোত্তম এবাদাত হচ্ছে প্রশস্ততার অপেক্ষা করা।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তিরমিযী (৪/২৭৯), ইবনু আবিদ-দুনিয়া "কানা'আত ওয়াত-তায়াফ্ফুফ" গ্রন্থে (১/১০৬/১ ৯০ হতে) এবং আব্দুল গনি মাকদেসী "তারগীব ফিদ দু'আ" গ্রন্থে (২/৮৯) হাম্মাদ ইবনু ওয়াকিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি ইসরাঈল ইবনু ইউনুস হতে শুনেছি, তিনি আবূ ইসহাক হামাদানী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি এভাবেই হাম্মাদ ইবনু ওয়াকিদ বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ হাফিয নন। আবূ নু'য়াইম এ হাদীসটি ইসরাঈলের মাধ্যমে হাকীম ইবনু যুবায়ের থেকে এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ নু'য়াইমের হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু ওয়াকিদ থেকে হাকীম ইবনু যুবায়ের বেশী দুর্বল। তাকে ইবনুল জুযজানী মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। যদি বেশী সহীহটাই তার হাদীস হয়, তাহলে সেটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটির শেষাংশ বায্যার, বাইহাক্বী "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে এবং কাযা'ঈ আনাস (ﷺ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/১৪৭) বলেছেন ঃ তাতে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে আমি চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কারণটি সংক্ষিপ্ত। কারণ তাতে রয়েছে বাকিয়ার আন্ আন্ করে বর্ণনা এবং সুলায়মান ইবনু সালামাহ্। তিনি হচ্ছেন খাবায়েরী, তিনি মিথ্যুক। তার সূত্র হতে কাযা'ঈ (১২৮৩) ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

٤٩٣. (نهى أن يركب ثلاثة على دابّة).

৪৯৩। তিনি তিনজন করে পশুর (পিঠে) উপর আরোহন করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি জাবের (ﷺ)-এর হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে। হায়সামী "আল-মাজমা" গ্রন্থে (৮/১০৯) বলেন ঃ

হাদীসটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে সুলায়মান ইবনু দাউদ শাযকূনী রয়েছেন। তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কারণ তিনি মিথ্যা বলতেন। যেমনটি তার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তাবারানী তার পরক্ষণেই (১/১১৪/৭৬৬৩) বলেছেন ঃ শাযকূনী হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার শাইখ আবূ উমাইয়া ইবনু ই'য়ালাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আবী শায়বা "কিতাবুল আদাব" গ্রন্থে (১/১৫৩/১) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যার সনদে ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম বাসরী মাক্কী রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

ইবনু আবী শায়বা সহীহ্ সনদে যাযান হতে মুরসাল হাদীসে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) তিনজনের তৃতীয় জনকে অভিশাপ দিয়েছেন। এ যাযান হচ্ছেন আবূ আব্দিল্লাহ আল-কিন্দী। তিনি নির্ভরশীল, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী।

রসূল (ﷺ) হতে সহীহ সূত্রে পশুর উপর তিনজন আরোহন করেছেন তা সাব্যস্ত হয়েছে। তার সামনে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফার, পিছনে হাসান অথবা হুসাইন। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। "সহীহ আবূ দাউদ" গ্রন্থে (২৩১২) এটির তাখরীজ করা হয়েছে। যদি নিষেধটি সঠিক হয়, তাহলে যে পশু বোঝা নিতে সক্ষম নয় তার ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য।

٤٩٤. (رُبَّ عَابِدٍ جَاهِلٌ، وَرُبَّ عَالِمٍ فَاجِرٌ، فَاحْذَرُوْا الْجُهَّالَ مِنَ الْعُبَّادِ، وَالْفُجَّارَ مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ أُولَئِكَ فِتْنَةُ الْفَتَّانِ).

৪৯৪। বহু আবেদ আছে যারা অজ্ঞ, বহু আলেম আছে যারা পাপাচারী। অতএব তোমরা অজ্ঞ আবেদদের এবং পাপাচারী আলেমদের থেকে বেঁচে চল। কারণ তারাই হচ্ছে ফিতনাবাজদের ফিতনা।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (পাতা ৩৩-৩৪ নং ৩৬৪) এবং তার সূত্রে ইবনু আসাকির "যাম্মু মান লা ই'য়ামালু বি ইলমেহি" গ্রন্থের চতুর্দশ মজলিসে (পাতা ৫৬/ ১-২ / ৭৭ হতে) এবং "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৩/১৫৪/২) বিশ্র ইবনু ইব্রাহীম সূত্রে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ইবনু আসাকির বলেছেন ঃ

বিশ্র এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি জালকারী।

ইবনু আদী বলেন ঃ নির্ভরযোগ্য ইমামদের নিকট হতে বর্ণনাকারী হিসাবে তিনি মুনকারুল হাদীস ।

অতঃপর তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এগুলো বাতিল। এগুলো বিশ্‌র জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসটি সেগুলোর একটি।

অতঃপর [ইবনু আদী] বলেন ঃ তিনি আমার নিকট যারা নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি হাদীস জাল করতেন।

তারপর ইবনু আদী (১/৪০০) মাহফূয ইবনু বাহারের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার সূত্রে উমার ইবনু মূসা হতে এবং তিনি খালিদ ইবনু মি'দান হতে হাদীসটি ''فإن أولئك ...'' এ অংশটুকু বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ খালিদ ইবনু মি'দান হতে এটি মুনকার। তার থেকে বর্ণনাকারী উমার ইবনু মূসাকে বলা হয় ইবনু ওয়াজীহ। তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস জাল করতেন।

এ মাহফূয সম্পর্কে আবূ আরূবা বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন।

কিন্তু ইবনু আদী তার পরেই বলেন ঃ এটি মাহফূযের পক্ষ হতে নয়।

তিনি যেন ইঙ্গিত করছেন যে, এ হাদীসটির ব্যাপারে দোষী হচ্ছেন ইবনু ওয়াজীহ এবং বিশ্‌র ইবনু ইব্‌রাহীম।

এ হাদীসটি সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনা হতেই উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি (ইবনু আদী) সেটিকে এ জালকারীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সুয়ূতী চুপ থেকেছেন।

٤٩٥. (مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِياً حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعَ مِئَةِ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلَ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ. قِيْلَ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ: لِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ).

৪৯৫। যে ব্যক্তি মক্কা হতে পায়ে হেঁটে হজ্জ করবে মক্কা ফিরে আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ তার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য সাতশতটি সৎকর্ম লিখে দিবেন। প্রতিটি সৎকর্ম হারামের সৎ কর্মগুলোর ন্যায়। বলা হলো ঃ হারামের সৎ কর্মগুলো কী? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক সৎ কর্মের বিনিময়ে এক লক্ষ সৎ কর্ম।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৬৯/১) এবং "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১১২/২), দুলাবী "আল-কুনা" গন্থে (২/১৩), হাকিম (১/৪৬১)

এবং বাইহাক্বী (১০/৭৮) ঈসা ইবনু সুওয়াদা সূত্রে ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালিদ হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাবারানী বলেছেন ঃ

ইসমা'ঈল হতে ঈসা ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। হাকিম বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ সহীহ্ নয়। আমি ভয় করছি মিথ্যা হওয়ার। ঈসা সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (৩/১/২৭৭) বলেন ঃ তিনি দুর্বল। তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালিদ হতে এবং তিনি যাযান হতে ...মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুনযেরী হাদীসটি "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/১০৮) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটিকে ইবনু খুযায়মা তার "সহীহ" গ্রন্থে এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ। ইবনু খুযায়মা বলেছেন ঃ যদি সহীহ হয় তাহলে ঈসা ইবনু সুওয়াদার অন্তরে কিছু ছিল। হাফিয মুনযেরী বলেন ঃ বুখারী বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বুখারীর এ কথা ইঙ্গিত করছে তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করার দিকে এবং তার থেকে বর্ণনা করাও হালাল নয়। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন স্পষ্টতই বলেছেন ঃ তাকে আমি মিথ্যুক হিসাবে দেখেছি।

আমি তার হাদীসটির একটি মুতাবা'য়াত পেয়েছি "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৯) সুলায়মান ইবনুল ফাযল ইবনু জিবরীল হতে ...।

কিন্তু এ সনদটি দুর্বল। সুলায়মানের জীবনী পাচ্ছি না। সম্ভবত তার কথাই ইবনু আদীর "আল-কামিল" গ্রন্থে (১/১৬১) এসেছে ঃ

তিনি বলেন ঃ তিনি হাদীসের ব্যাপারে সঠিক ছিলেন না।

٤٩٦. (إِنَّ لِلْحَاجِّ الرَّاكِبِ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوْهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً، وَالْمَاشِيْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا سَبْعَ مِئَةِ حَسَنَةٍ).

৪৯৬। নিশ্চয় আরোহন করে আগত হাজীর বাহনের প্রতিটি পদক্ষেপ সত্তরটি সৎকর্ম তুল্য এবং পায়ে হেঁটে আগত হাজীর প্রতিটি পদক্ষেপ সাতশত সৎকর্মের সমতুল্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৬৫/২) এবং যিয়া "আল-মুখতারা" গ্রন্থে (২/২০৪) ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়েম সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম

তায়েফী হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু উমাইয়া হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) থেকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়েম এবং মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম উভয়কেই ইমাম আহমাদ ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। তাদের কোন একজন তার সনদে ইযতিরাব ঘটিয়েছেন। একবার বলেছেন এরূপ, অন্যবার "ইসমাঈল ইবনু উমাইয়ার" পরিবর্তে বলেছেন ইব্‌রাহীম ইবনু মায়সারা।

এটি আযরূকী "আখবারু মাক্কা" গ্রন্থে (পৃঃ ২৫৪), অনুরূপভাবে যিয়া তাবারানী সূত্রে এবং আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৩৫৪) বর্ণনা করেছেন।

আরেকবার বলেছেন ঃ ইসমা'ঈল ইবনু ইব্‌রাহীম। এটি বায্‌যার (১১২১) বর্ণনা করেছেন।

আরেকবার তাকে রাখেনইনি। বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম বর্ণনা করেছেন সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের হতে। এটি মুরসাল। এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে ইবনু সীশ হতে। তিনি একজন মাজহূল ব্যক্তি। এ হাদীসটি সহীহ্ নয়।

ইবনু আদী (কাফ ২২৬/১) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ কুদামী সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ তার অধিকাংশ হাদীস মাহফূয (নিরাপদ) নয় এবং তিনি দুর্বল।

মোটকথা ঃ হাদীসটি দুর্বল। বর্ণনাকারী দুর্বল হওয়ার কারণে এবং তার সনদটিতে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার কারণে।

কীভাবে সহীহ্ হয় যেখানে রসূল (ﷺ) নিজে আরোহীর মাধ্যমে (মক্কা গিয়ে) হজ্জ করেছেন। যদি হেঁটে হজ্জ করা উত্তম হত, তাহলে আল্লাহ তার নাবীর জন্য সেটিই পছন্দ করতেন। এ কারণেই জামহূরে ওলামা আরোহীর মাধ্যমে (মক্কা গিয়ে) হজ্জ করাকে উত্তম বলেছেন। যেমনটি নাবাবী "শারহ্ মুসলিম"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

٤٩٧. (لِلْمَاشِيْ أَجْرُ سَبْعِيْنَ حَجَّةً، وَلِلرَّاكِبِ أَجْرُ ثَلَاثِيْنَ حَجَّةً).

৪৯৭। পায়ে হেঁটে আগত হজ্জকারীর জন্য সত্তরটি হজ্জের সাওয়াব। আর আরোহন করে হজ্জে আগত ব্যক্তির সাওয়াব ত্রিশটি হজ্জের সমান।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১১১-১১২) মুহাম্মাদ ইবনু মেহসান ওকাশী হতে এবং তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু আবী উবলা হতে... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তাবারানী বলেছেন ঃ ইব্‌রাহীম হতে মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম। তাকে তার দাদার দিকে নেসবাত করা হয়েছে। তিনি মিথ্যুক। তার সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে।

হায়সামী (৩/২০৯) বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

٤٩٨. (صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ).

৪৯৮। যে ব্যক্তি সফরে রমাযান মাসে সওম রাখে সে মুকিম অবস্থায় ইফতার কারীর (যে সওম রাখে না) ন্যায়।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৫১১), হায়সাম ইবনু কুলায়েব "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/২২) এবং যিয়া "আল-মুখতারা" গ্রন্থে (১/৩০৫) উসামা ইবনু যায়েদ সূত্রে ইবনু শিহাব হতে, তিনি অবূ সালমা ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি তার পিতা আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল দু'টি কারণে ঃ

১। ইনকিতা' (সনদে বিচ্ছিন্নতা)। কারণ আবূ সালমা তার পিতা হতে শুনেননি, যেমনভাবে "ফাতহুল বারীর" মধ্যে এসেছে।

২। উসামা ইবনু যায়েদের হেফযে দুর্বলতা ছিল। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি হচ্ছেন ইবনু আবী যি'ব। তিনি এটিকে ইবনু শিহাব হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটি নাসাঈ (১/৩১৬) এবং ফিরইয়াবী "আস-সিয়াম" গ্রন্থে (৪/৭০/১) তার থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যার জন্য বাইহাক্বী "সুনান" গ্রন্থে (৪/২৪৪) বলেন ঃ

হাদীসটি মওকূফ। তার সনদটিতে ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে এবং মারফূ' হিসাবে যেটি বর্ণনা করা হয়েছে, সেটির সনদটি দুর্বল।

হ্যাঁ; আবূ কাতাদা আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াকিদ হাররানী হাদীসটি মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আবূ কাতাদা মাতরূক। আর তার সূত্রে আরেক বর্ণনাকারী আছেন, তিনিও দুর্বল।

এটি আল-খাতীব (১১/৩৮৩) উল্লেখ করেছেন।

নাসাঈ ইবনু আবী যি'ব সূত্রে মওকূফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি সহীহ। এটি এ সিদ্ধান্তকেই সুদৃঢ় করছে যে, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ হতে মারফূ' হিসাবে হাদীসটি ভুল।

যিয়া উল্লেখ করেছেন যে, দারাকুতনী হাদীসটিকে আব্দুর রহমান হতে মওকূফ হিসাবে সহীহ বলেছেন।

٤٩٩. (الصَّبْرُ نِصْفُ الإِيْمَانِ، وَالْيَقِيْنُ الإِيْمَانُ كُلُّهُ).

৪৯৯। ধৈর্য হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। আর বিশ্বাস হচ্ছে পুরো ঈমান।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (২/৫৬), তাম্মাম আর-রাযী (৯/১৩৮/১), আবুল হাসান আযদী "পাঁচটি মজলিসের প্রথমটিতে" (১৬-১৭), আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৫/৩৪), আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১৩/২২৬), তার থেকে ইবনুল জাওযী "ইলালুল মুতানাহিয়া" গ্রন্থে (১৩৬৪) এবং কাযা'ঈ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৬ বা /২) ইয়াকূব ইবনু হুমায়েদ ইবনে কাসেব সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ মাখযূমী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম এবং আল-খাতীব বলেছেন ঃ মাখযূমী সুফিয়ান হতে এ সনদে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ তিনি মাজরূহ (সমালোচিত)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ এ মতনটি (ভাষাটি) ইমাম বুখারী "কিতাবুল ঈমান"-এর মধ্যে মু'য়াল্লাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেননি যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ আলী নাইসাপূরী বলেছেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার। যুবায়েদ এবং সাওরীর হাদীস হতে তার কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১/৪১) বলেছেন ঃ ''الصبر نصف الإيمان'' এ অংশটুকু আবূ নু'য়াইম ও বাইহাক্বী "আয-যুহুদ" গ্রন্থে ইবনু মাস'ঊদ (رضي الله عنه) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মারফূ' হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি।

বাইহাক্বী আল-আদাব" গ্রন্থে (পৃ:৪০৪) বলেন ঃ মওকূফ হিসাবেই সহীহ্।

٥٠٠- (لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لآخِرَتِهِ، وَلاَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ؛ حَتَّى يُصِيْبَ مِنْهُمَا جَمِيْعاً، فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلاَغٌ إِلَى الآخِرَةِ).

৫০০। তোমাদের মধ্যে সে উত্তম ব্যক্তি নয় যে তার আখেরাতের জন্যে দুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে এবং সেও নয় যে তার দুনিয়ার জন্য আখেরাতকে ছেড়ে দিয়েছে, দু'টো হতেই গ্রহণ না করা পর্যন্ত। কারণ দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের পয়গাম-সংবাদ স্বরূপ।

হাদীসটি বাতিল।

এটি আল-খাতীব "তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির রাসম" গ্রন্থে (১৩/১৩৬/১) মুহাম্মাদ ইবনু হাশিম বা'আলাবাক্কী সূত্রে আবূ হাশিম ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ বাসরী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ মাধ্যমে ইবনু আসাকির তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১৮/১৪৩/১) উল্লেখ করেছেন। তবে শেষে কিছু বেশী বলেছেন ঃ "ولا تكونوا كَلاًّ على الناس". 'তোমরা মানুষের উপর বোঝা হয়ে যেও না।'

ইবনু আসাকিরের সূত্রে সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার কিতাব "আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া" গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি দাইলামীও একই মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এটির সমস্যা হচ্ছে এ ইয়াযীদ। তিনি হচ্ছেন দামেস্কী। তাকে বলা হয় ঃ ইবনু আবী যিয়াদ। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

আবূ হাতিমও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, যেন তার হাদীস জাল।

আবূ হাতিম ইয়াযীদের অন্য একটি হাদীসের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, হাদীসটি বানোয়াট। সে হাদীসটি দু'টি হাদীসের পরেই আসবে।

ইমাম বুখারী হতে প্রচারিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ আমি যাদের সম্পর্কে বলেছি মুনকারুল হাদীস, তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। এটি যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে (১/৫) উল্লেখ করেছেন।

অতএব হাদীসটি এ সনদে নিতান্তই দুর্বল।

শাইখ আব্দুল হাই কাত্তানী "তারাতিবুল ইদারিয়া" গ্রন্থে (১/১০) উল্লেখ করেছেন যে, সুয়ূতী ইবনু আসাকিরের হাদীসটিকে "আল-হাবী" গ্রন্থে সহীহ্ বলেছেন। একথাটি ভুল। কারণ তিনি কোথাও সহীহ্ বলেননি।

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/১২৪-১২৫) ওহায়ির সূত্রে উক্ত ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ এ হাদীসটি বাতিল।

আমি ইয়াযীদের মুতাবা'য়াত পেয়েছি। আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৯৭) বলেন ঃ আমাকে হাদীসটি আমার পিতা, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে ইয়াযীদ হতে, তিনি আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটির বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে ইয়াযীদ হচ্ছেন সুলামী। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি হাদীস চোর।

তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা তার মতই। তিনি হচ্ছেন তারতূসী। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস চুরি করেন। তিনি যা বর্ণনা করেছেন তারা তার অধিকাংশেরই অনুসরণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি অথবা সুলামী এ সনদটির সমস্যা। এ মুতাবা'য়াত পেয়ে খুশি হওয়ার কিছু নেই।

হাদীসটি নুবায়েত ইবনু শারীকের জাল কপিতে ২২ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসটি মওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু শাহীন "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (পাতা ১/২) এবং ইবনু আসাকির (৪/১৫৫/১) শাম্‌র ইবনু আতিয়্যা সূত্রে হুযাইফা (ﷺ) হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি মুনকাতি', শাম্‌র এবং হুযাইফার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ শাম্‌র আবূ ওয়ায়েল ও তার ন্যায় তাবে'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি মা'য়াফী ইবনু ইমরান "আয-যুহুদ" গ্রন্থে (কাফ ২৫৫/১), কাসেম সারকাসতী "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (২/৫৯/১) এবং ইবনু আসাকির মুহাম্মাদ ইবনু কায়েস হতে আম্‌র ইবনু মুররা থেকে ...বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ পাচ্ছে যে, আম্‌র এবং হুযাইফার মধ্যে এটির সনদটিও মুনকাতি'।

এ মওকূফটি দুর্বল হলেও মারফূ' হতে উত্তম। কারণ মারফূ'টির সনদ খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম সেটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ হাদীসটি বাতিল।

এ হাদীসটির অন্য জাল সূত্রও রয়েছে। যেটি আসবে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে।

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
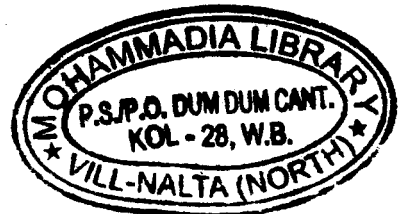
سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة
وأثرها السيئ في الأمة

المجلد الأول

١-٥٠٠

تأليف:

محمد ناصر الدين الألباني[رح]

ترجمة:

محمد أكمل الحسين بن بديع الزمان

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الماجستير: جامعة دكا-بنغلاديش

مراجعة:

الشيخ/ أكرم الزمان بن عبد السلام

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الماجستير: جامعة دار الإحسان بداكا

الشيخ محمد أمان الله بن إسماعيل

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سِلسِلة

الأحاديث الضعيفة والموضوعة

وأثرها السيئ في الأمة

المجلد الأول

١ــ٥٠٠

الناشر
معهد التربية والثقافة الإسلامية
أترا، دكا، بنغلاديش

الطبعة الأولى

١٤٢٥هــ ــ ٢٠٠٤م

الطبعة الثانية ١٤٢

هــ ــ ٢٠٠٧م
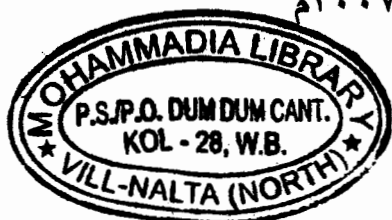
مطبعة التوحيد للطباعة والنشر

دكا، بنغلاديش.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

وأثرها السيئ في الأمة

المجلد الأول

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني رح

ترجمة : أبو شفاء محمد أكمل حسين